মাইকেল মধুসূদন দত্তের

জীবন-চরিত

(অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা সম্বলিত)

যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ.

প্রণীত

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

অশোক পুস্তকালয়

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ পত্র

যাঁহার উৎসাহ, অনুরাগ ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে
এ গ্রন্থ রচিত হইত না,
এবং
পরলোকগত সুহৃদের প্রতি আজীবনব্যাপী অনুরাগের জন্য
যিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র,
মধুসূদনের সেই চিরনিষ্ঠ, অকৃত্রিম সুহৃদ্
বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়কে
মধুসূদনের এই জীবন-চরিত
সমাদরে
উপহার অর্পিত হইল।

প্রস্তাবনা

মেঘনাদবধ-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর এই বিংশতি বৎসর পরে তাঁহার জীবন চরিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পিত হইল। জীবন-চরিত-রচনা-প্রথা আমাদিগের দেশে এখনও নূতন। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে জীবন-চরিত গ্রন্থ সাধারণের প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা, তাহা এদেশে এখনও সম্পূর্ণ পরীক্ষিত হয় নাই। আমি আমার গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তাহা উল্লেখ করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনই যদিও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি, সেই সঙ্গে, তাঁহার সমকালবর্তী দেশ, কাল ও পাত্রগণের অবস্থাও আমি বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল অনুকূল অবস্থা প্রতিকূল ঘটনায় মধুসূদনের জীবন সংগঠিত হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শিক্ষায় এবং সংসর্গগুণে তাঁহার প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিসমূহ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া আমি তাঁহার জীবনের বিকাশ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইলে, তাঁহার নিজের কথায় তাঁহাকে যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা, অপরের কথায় সেরূপ জানা সম্ভব নয় বলিয়া, তাঁহার লিখিত নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থই গ্রন্থকারের জীবন; মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিবরণ বিযুক্ত করিলে, তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর মর্ম ও সমালোচনাও ইহাতে প্রদান করিয়াছি। মধুসূদনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ছিল না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার নানাবিধ ভ্রম হওয়া সম্ভব। যাঁহারা তাঁহার সহিত সুপরিচিত ছিলেন, মধুসূদনের প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী জ্ঞাপনার্থ তাঁহাদিগের লিখিত মন্তব্যগুলি গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদান করিয়াছি, কিরূপ উপাদান হইতে আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি, সেই সকল মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। মধুসূদনের রচিত অনেক ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা, অপ্রকাশিত অবস্থায়, ক্রমশঃ, বিলুপ্ত হইতেছিল দেখিয়া, তাহারও কতকগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছি।

যে অবস্থায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আমি ইহার সঙ্কলন এবং রচনা সম্বন্ধে অনেকের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার প্রথম এবং

প্রধান কৃতজ্ঞতা মধুসূদনের বাল্যের সহাধ্যায়ী এবং সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বশাক, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, এই তিনজনের নিকট। মধুসূদনের একখানি জীবনচরিত রচনা করাইবার জন্য, অনেক দিন হইতে তাঁহাদিগের বাসনা ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহারা কিছু কিছু উপাদানও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রতি আমার অনুরাগ দর্শন করিয়া, তাঁহারা আমাকে এ কার্যে নির্বাচিত করেন। নানা বিষয়ে আমি তাঁহাদিগের তিন জনের, বিশেষতঃ বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়ের নিকট যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, বর্ণনা দ্বারা তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাইবার শক্তি আমার নাই। প্রধানতঃ, তাঁহারই বহু যত্নরক্ষিত উপাদান হইতে আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছি। বৃদ্ধ হইয়াও তিনি, আমার জন্য, তরুণের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াছেন এবং নিজের সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিয়া, নানা স্থান হইতে আমার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মধুসূদনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, সম্পদে, বিপদে, কুত্রাপি তিনি তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদের সুখে, দুঃখে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। যে দিন মধুসূদনের স্বদেশীয়গণ, স্বর্গীয় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গৃহে সম্মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনের জন্য, মধুসূদনকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন; আর যে দিন বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ, মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেদিনও তিনি, সেই শ্মশান-ভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া, অশ্রুতর্পণ করিয়াছিলেন। পরলোকগত সুহৃদের প্রতি তাঁহার ন্যায় চিরনিষ্ঠতা আমি আর কাহারও প্রকৃতিতে দর্শন করি নাই। তাঁহাকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া, আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অতি অল্পমাত্রই ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি প্রার্থনা করি, টেনিসনের নামের সঙ্গে আর্থার হালামের নামের ন্যায়, মধুসূদনের নামের সঙ্গে তাঁহারও নাম চিরগ্রথিত থাকুক।

গৌরদাস বাবু, ভূদেব বাবু এবং রাজনারায়ণ বাবুর পরেই, শ্রীযুক্ত সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। মহারাজা সর্বদাই নানা কার্যে ব্যাপৃত। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, তিনি সহিষ্ণুতার সহিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেক স্থল শ্রবণ করিয়াছেন; নিজের লিখিত পত্রগুলির প্রুফ স্বয়ং সংশোধন করিয়াছেন এবং মধুসূদনের জীবনের একটী স্মরণীয় ঘটনা স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যখন যে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তৎবিষয়ে, উপযুক্ত পরামর্শ দান করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রের ব্যয়ও তিনি নিজে প্রদান করিয়াছেন; আমি তাঁহার নিকট, এই সকলের জন্য, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহারাজার ন্যায় স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদনের সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, স্বর্গীয় বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত এবং শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি আরও অনেকের নিকট আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন সম্বন্ধে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, তাঁহাদিগের কুলক্রমাগত উদারতার সহিত আমার উদ্যমে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। তিনি এবং স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, উভয়েই, স্ব স্ব ব্যয়ে তাঁহাদিগের নিজ নিজ পিতাঠাকুরের চিত্র আমায় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল চিত্র অঙ্কিত করাইতে তাঁহাদিগের যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে। নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, মধুসূদনের নিকট অবস্থান কালে, তাঁহার গ্রন্থের খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অংশসকল কবির পবিত্র চিতাভস্মের ন্যায়, সযত্নে, সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি মধুসূদনের জীবন-চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, সেগুলি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি। যদি এ গ্রন্থে প্রশংসাযোগ্য কিছু থাকে, তবে তাহা এইরূপ বহুজনের সমবেত সাহায্যের এবং উদ্যোগের ফল। আমি ইঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট, এজন্য, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমার সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা মধুসূদনের স্বদেশীয় এবং স্বপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট। গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভ হইতে আমি তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী, "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি"-রচয়িত্রী, শ্রীমতী মানকুমারী এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে আমায় আন্তরিক সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তাঁহারই প্রদত্ত উপকরণে রচিত। যে শোণিত মধুসূদনের দেহে প্রবাহিত হইত, তাহা যেমন তাঁহার দেহে প্রবাহিত হইতেছে, তেমনই যে দেবদুর্লভ শক্তিতে মধুসূদন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাতে বর্তমান আছে। তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া আমি উপকৃত এবং তাঁহার স্নেহে ও শ্রদ্ধায় আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি।

মধুসূদনের জন্মভূমি ও পৈতৃক বাস-ভবন দর্শনের জন্য যে দিন আমি সাগরদাঁড়ীতে অবস্থান করি, সে দিনের স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে। মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবন এখনও বর্তমান আছে। কালের করাল আক্রমণে সেই বিশাল অট্টালিকা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের বংশীয়গণের আর সেই পূর্ব গৌরব, পূর্ব সম্পদ নাই। যে গৃহে পিতামাতার ক্রোড়ে মধুসূদনের সুখের শৈশব

অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ধুলিসাৎ হইয়াছে। যে দেবীমণ্ডপে উৎসব দিনে, উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, বালক মধুসূদন বিজয়াগীতি শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেন, উৎসবানন্দ এক্ষণে সে মণ্ডপ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। পারাবত ও চর্মচটিকা এক্ষণে সেখানে বিহার করিতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সকলই পরিবর্তিত হইয়াছে, কেবল মধুসূদনের বাল্যের সেই প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর পরিবর্তন নাই। নির্মল সলিলরাশি বহন করিয়া, এখনও তাহা, "দুগ্ধ-স্রোতের" ন্যায়, মৃদু কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। কপোতাক্ষীর কূলের সেই দূর-প্রসারিত প্রান্তর, নিদাঘসন্ধ্যার সেই সুস্নিগ্ধ সমীরণ, অর্ধস্ফুট সেই মধুর জ্যোৎস্নালোক, মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের সেই কথোপকথন এবং সর্বোপরি মেঘনাদবধ রচয়িতার স্মৃতি, সম্মিলিত হইয়া, সে দিন হৃদয়ে যে ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নয়। মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের একান্ত বাসনা যে, তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুসূদন অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের বাসনা যে এতদিনে পূর্ণ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গসমাজ স্বদেশীয় মহা-পুরুষদিগের সম্মান রক্ষা করিতে শিখিলে তাঁহাদিগের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

মধুসূদন যে প্রতিভা এবং যে বিদ্যা, বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কতদূর তাহার গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না। তবে যত্ন, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ে যাহা সম্ভব, আমি তাহার ত্রুটি করি নাই। জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থের কোন কোন অংশ মুদ্রিত হইবার পরও নূতন নূতন উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মুদ্রিত অংশ সম্বন্ধে দুই একটি ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছে। মধুসূদনের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকে এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা এবং সাধারণ পাঠকবর্গ, যদি এই গ্রন্থের কোন স্থলে কোন ভ্রম বা অপূর্ণতা দর্শন করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্বক নির্দেশ করিয়া দিলে, আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইব এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব; বাঙ্গালা ভাষায় যে মেঘনাদবধ রচয়িতার একখানি জীবন-চরিত নাই, ইহা আমাদিগের একটি জাতীয় অভাব; নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াও, সেই অভাব বিমোচনের জন্য, আমি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি, বঙ্গভাষানুরাগীগণ তাহার বিচার করিবেন।

বৈদ্যনাথ দেওঘর।
ভাদ্র, ১৩০০

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন

সম্বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণের কোন কোন স্থল এবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইলে মধুসূদনের অন্যতম সুহৃদ্ এবং বেলগাছিয়া থিয়েটারের শিক্ষাগুরু ও সর্বপ্রধান অভিনেতা, শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহার নিকট মধুসূদনের লিখিত যে সমস্ত পত্র ছিল, তিনি আমাকে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য প্রদান করেন এবং অষ্টম অধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটী ত্রুটি নির্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, এবার তাঁহার প্রদত্ত পত্রগুলি যথাস্থলে সন্নিবেশ করিতে ও নির্দিষ্ট ভ্রমগুলি সংশোধন করিতে পারিলাম না। কেশববাবু মধুসূদনের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণের এবং তাঁহার চিত্রসম্বন্ধে সাহায্যের জন্য, আমি কেশববাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায়, মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম উৎসাহদাতা, মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও চিত্র এবার প্রদত্ত হইল। এই চিত্র সম্বন্ধে সাহায্যের জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুর শ্রদ্ধেয়া জননীর ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিজয়চন্দ্র সিংহের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহকার্যে আমি যাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, গতবারে, অনবধানতাবশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম নামক একটি উৎসাহী যুবকের নামোল্লেখ করিতে না পারিয়া, আমি অপরাধী হইয়া আছি। তাঁহার এবং সাহিত্যের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের যত্নেই মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি ইঁহাদিগের উভয়ের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

বৈদ্যনাথ দেওঘর
ফাল্গুন, ১৩০১

গ্রন্থকার

যোগীন্দ্রনাথ বসু, কবিভূষণ।

যোগীন্দ্রনাথ বসু

(জীবনী)

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জুন, বাঙালীর ভাগ্যাকাশে যে অশনি-পাত হয় তাতে সারা বাংলাদেশে যে শোকের স্রোত বয়ে যায়, তার কোনো নজির নেই। সেই শোক আজও বাঙালী ভুলতে পারেনি, পারবেও না। সেই শোক হচ্ছে মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু। মধুসূদনের অগণিত বান্ধবগণ মধুকবির একটি অনন্য-সাধারণ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় দিক্‌পাল ব্যক্তি। গত শতাব্দীর শেষ দিকে সাঁওতাল পরগণার দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবাগত যোগীন্দ্রনাথ বসুর। যোগীন্দ্রনাথ সাহিত্য-প্রাণ ছিলেন। তাঁকে সুযোগ্য ব্যক্তি বিবেচনায়, রাজনারায়ণ বসু তাঁর উপর মধুসূদন-জীবনী লেখবার ভার দিলেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ কার্য-পদ্ধতিও দেখিয়ে দিলেন।

যোগীন্দ্রনাথের তখন যৌবনাবস্থা। তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করলেন। আর একটি ঘটনার সংঘাতে তিনি এই জীবনীগ্রন্থ রচনার একটি অভাবিত সুবিধা পেয়ে গেলেন তাঁর জীবনের এক দুঃখময় পরিস্থিতিতে।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের এক ক্রান্তি-কাল। এই সময় বাংলাদেশে বহু মনীষীর উদ্‌ভব হয়। মধুকবির জীবনী-কার যোগীন্দ্রনাথকেও এই পর্যায়ে গণ্য করা যায়। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-ধারার মধ্যে দেখা যায় তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেওঘরের স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানে অবস্থানকালে 'সুরভি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এই সুরভিতে কয়েকটি লেখা প্রকাশ ব্যাপারে, তিনি রাজরোষে পড়লেন; শীঘ্রই তাঁর কর্মচ্যুতি ঘটল ও দেওঘর থেকে রাজআদেশ বলে বিতাড়িত হলেন।

কলকাতা ফিরে তিনি মধুসূদন-জীবনী-গ্রন্থ লেখার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পেয়ে গেলেন এক অভিজাত ধনীপরিবারে পারিবারিক গৃহ-শিক্ষকের কাজ। রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর পিতৃহীন পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জন্য তাঁকে আহ্বান করলেন এবং সর্বতোভাবে যোগীন্দ্রনাথকে সহায়তা করলেন।

যোগীন্দ্রনাথ কবি ও প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন। শেষ জীবনে কলকাতার উত্তর-অঞ্চল গোয়াবাগানে তিনি স্বগৃহে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রনয়ণ ও প্রচার করেছিলেন ঃ

১. অমর কীর্তি অথবা ফাদার দামেয়েলের জীবন-চরিত। ১২৯৭ সাল।

২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত। ১৩০০ সাল।

৩. অহল্যাবাই। ১৩০২ সাল।

৪. তুকারাম চরিত। ১৩০৪ সাল।

৫ পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য। ১৩২২ সাল।

৬. শিবাজী মহাকাব্য। ১৩২৫ সাল।

এই কালজয়ী গ্রন্থগুলির রচনা ছাড়াও অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের ও মধুসূদন-জীবন-চরিতের বাল্যপাঠ্য সংস্করণ সঙ্কলন করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয়, যোগীন্দ্রনাথ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' গ্রন্থের জন্য মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে অমরতা লাভ করেছেন।

সনৎকুমার গুপ্ত

সূচীপত্র

বিষয় নিরূপণ

প্রথম অধ্যায়

বাল্যজীবন

[১৮২৪—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের এবং বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুকলেজ—শিক্ষাবস্থা।

[১৮৩৭—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাবস্থা—কবিতা রচনার অভ্যাস।

[১৮৪১—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা ও রিচার্ডসন—ডিরোজিয়ো-র ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষার পার্থক্য—উভয় প্রকার শিক্ষার বিভিন্ন ফল—রিচার্ডসনকে অনুকরণেচ্ছা—বায়রণ, স্কট,৷ মূর এবং ডিরোজিয়োর প্রভাব—কবিতা-ক্রীড়া—প্রথম বাঙ্গালা কবিতা—বাঙ্গাল ভাষার তৎকালীন অবস্থা—ইংরাজী-রচনায় উৎসাহ লাভ—স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ—নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস—ইংলণ্ডে গমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা—অন্তর্নিহিত স্বদেশানুরাগ —হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার নিষ্কর্ষ। ৫৭-৯০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন।

[১৮৪৩—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণ—হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় খৃষ্টধর্মের প্রতিকূলতা—খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে হেয়ার ও রিচার্ডসন—অপ্রীতিকর বিবাহের প্রস্তাব—মনোনীত-পত্নী লাভের ও ইংলণ্ডগমনের আশা—পিতৃ-গৃহ ত্যাগ ও কেল্লায় অবস্থান—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ—পিতামাতার ব্যবহার—বিশপ্স কলেজে প্রবেশ—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফল—ব্যবহারিক—সামাজিক—সাহিত্যিক —বিশপ্স কলেজে শিক্ষার ফল, ভাষা-শিক্ষায় অনুরাগ—বিশপ্স কলেজে অবস্থানকালীন ব্যবহার—উচ্ছৃঙ্খলতা ও তজ্জনিত অশান্তি—মান্দ্রাজ গমন। ৯১—১০৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মান্দ্রাজ-প্রবাস

[১৮৪৮—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

মান্দ্রাজ বাসকালীন অবস্থা—সাহিত্য-সেবা—ক্যাপ্‌টিভ্‌লেডী রচনা—ক্যাপ্‌টিভ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়—ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর ভাষা ও ভাব—ভিসন্স-অফ-দি-পাষ্ট ও তাহার অবলম্বিত বিষয়—সাংসারিক কথা-বিবাহ—পত্নী-ত্যাগ—গার্হস্থ্য-অশান্তি—মান্দ্রাজে ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর সমাদর—কবির উল্লাস ও অবসাদ—কলিকাতায় ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর অনাদর—'হরকরা' পত্রিকার বক্রোক্তি—ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব—বেথুনের উপদেশ ও পত্র—স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনার তারতম্য—মধুসূদনের অধ্যয়নশীলতা—সাংসারিক অবস্থা—মান্দ্রাজ ত্যাগ। ১০৮—১৪৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

মান্দ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা

স্বদেশে প্রত্যাগমন, পূর্বাবস্থার পরিবর্তন—মধুসূদনের নিজের পরিবর্তন—সামাজিক পরিবর্তন—বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি—হেয়ার স্মরণার্থ সভায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা—ঈশ্বরচন্দ্র

সাগরদাঁড়ীস্থ মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবন।

অষ্টম অধ্যায়

বেলগাছিয়া নাট্যশালা—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ

[১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

নবম অধ্যায়

শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা—
প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল

[১৮৫৮—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ]

দশম অধ্যায়

প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল—বাঙ্গালা ভাষায়
অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

একাদশ অধ্যায়

প্রহসন রচনা

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া

[১৮৫৯—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বাদশ অধ্যায়

পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব-কাল—মেঘনাদবধ কাব্য

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

সমাধি স্তম্ভ

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাল্য-জীবন

১

(১৮২৪—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রতাপাদিত্যের জননী, প্রাচীন যশোহর ভূমি একদিন বীরপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক যশোহর, প্রাচীন যশোহর হইতে বিভিন্ন। দেশ, কালের পরিবর্তনে আধুনিক যশোহর সেই পূর্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে. কিন্তু ইহার "যশোহব" নাম অদ্যাপি নিরর্থক হয় নাই। বিধাতা ইহাকে এক অভিনব সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। কবি-জননী বলিয়া ইহার, এখনও, বঙ্গের অনেক স্থানের উপর, স্পর্ধা করিবার অধিকার আছে।* আধুনিক যশোহরের অন্তর্গত সাগর-দাঁড়ী গ্রাম মেঘনাদ বধ-রচয়িতা মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। সাগরদাঁড়ী, যশোহর নগর হইতে আটাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রসন্নসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সংসারে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান, তাঁহাদিগের জনক-জননীর নামের সঙ্গে তাঁহাদিগের জন্মভূমির নামও অমরতা লাভ করে। ভক্ত-কবি জয়দেবের স্মৃতি কেন্দুবিল্ব ও অজয়কে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে; মধুসূদনের নামের সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর এবং তাঁহার প্রিয়নদী কপোতাক্ষীর নামও বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের নিকট সমাদৃত হইবে।

সূচনা—জন্মভূমি।

সাগরদাঁড়ী মধুসূদনের পূর্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান নয়। তাঁহার প্রপিতামহ, রামকিশোর দত্ত, খুলনা জিলার অন্তর্গত তালাগ্রামে বাস করিতেন। রামকিশোরের তিন পুত্র, প্রথম রামনিধি, দ্বিতীয় দয়ারাম, এবং তৃতীয় মাণিকরাম। পিতৃবিয়োগের পর রামনিধি, কনিষ্ঠদিগকে সঙ্গে লইয়া তালাগ্রাম পরিত্যাগ-পূর্বক, সাগরদাঁড়ীতে মাতামহাশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। সাগরদাঁড়ী সেই সময় হইতে দত্তবংশীয়দিগের বাসস্থান হইয়াছে। রামনিধির চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন, মধ্যম মদনমোহন, তৃতীয় দেবীপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। মধুসূদন রাজনারায়ণের পুত্র।

পিতৃপুরুষগণ ও তাঁহাদের আদি বাসস্থান।

---

* প্রতাপাদিত্যের "যশোহর" এক্ষণে অরণ্যগর্ভে অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐশ্বর্যে ও বীর্যে গৌড়ের যশ হরণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহা যশোহর নাম লাভ করিয়াছিল।

মধুসূদনের তৃতীয় পিতৃব্য, দেবীপ্রসাদ দত্তও, কিয়ৎপরিমাণে, কবিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। সামান্য, সামান্য অনেক কথা তিনি পদ্যে মিলাইয়া বলিতে পারিতেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, স্বয়ং কবিত্ববান্ না হইলেও, একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা, সঙ্গীত, এবং শিল্প প্রভৃতি সুকুমার কলায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। পুরাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাঁহারা শিল্পকার্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন, তিনি, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, অনেক সময়, পুরস্কার দান করিতেন। যে সৌন্দর্যোপাসনা মধুসূদনের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার পিতৃ-প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

পিতা ও পিতৃব্যের প্রকৃতি।

চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া রাজনারায়ণ দত্ত, জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের বড়ই আদরের ছিলেন, এবং সেইজন্য বাল্য হইতেই বিলাসিতায় ও ভোগ-সুখে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসস্পৃহ ছিলেন বলিয়া তিনি, কখনও, বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হন নাই। পারস্য-ভাষায় তাঁহার অতি সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং সেইজন্য তিনি পরে মুন্সী রাজনারায়ণ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধামোহনের ন্যায় তিনিও, অভিমানে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, আত্মোন্নতির আশায়, কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি-বলে পরিণামে, সদর দেওয়ানী-আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তিশালী উকীল সদর-দেওয়ানী আদালতে অতি অল্পই ছিলেন। অপর ভ্রাতাগণের ন্যায় তিনিও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন এবং মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন। দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। যে সরস বাক্‌পটুতাগুণে মধুসূদন সকলকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিতে পারিতেন, তাহা তিনি তাঁহার পিতারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্র, পিতার দোষগুণ উভয়েরই অধিকারী হইয়া থাকেন; মধুসূদনেও এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। পিতার বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা, এবং বাক্‌পটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বিলাসিতা, অপরিমিতব্যয়িতা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি দোষও তিনি পিতার নিকট লাভ করিয়াছিলেন। আত্মসংযমেই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, পিতা, পুত্র কাহারও সে জ্ঞান ছিল না।

পিতার দোষগুণ।

মধুসূদনের পিতার চারি বিবাহ। প্রথমা পত্নীর জীবদ্দশাতেই রাজনারায়ণ দত্ত আর তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। মধুসূদন প্রথমার গর্ভসম্ভূত। তাঁহার

পিতৃবংশের ন্যায় মাতৃবংশও, এক সময়ে যশোহর সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিল। তাঁহার মাতা জাহ্নবীদাসী বর্তমান খুল্না জিলার অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন। মধুসূদনের বিমাতাগণের মধ্যে প্রথমার নাম শিবসুন্দরী, দ্বিতীয়ার নাম প্রসন্নময়ী, এবং তৃতীয়ার নাম হরকামিনী। মধুসূদনের জননী জাহ্নবীদাসী ও শিবসুন্দরী স্বামীর জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন; অপর দুইজন বিধবাবস্থায় কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

মাতা ও বিমাতাগণ।

মধুসূদন বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি, শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। সেই বৎসর বঙ্গদেশের আরও একটি সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মধুসূদন যেমন বঙ্গীয় কাব্য সম্বন্ধে এক নবযুগ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তেমনই বাঙ্গালীর সম্পাদিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও যশস্বী সম্পাদক, স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার কবিতায় ও বঙ্গীয় সংবাদপত্রে নবযুগ প্রবর্তনের জন্য মধুসূদন ও হরিশ্চন্দ্রের জন্ম বৎসর বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হইবে।*

জন্ম-বৎসর।

মধুসূদন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন দত্তবংশের বিশেষ সৌভাগ্যের অবস্থা, সুতরাং তাঁহার জাতকর্মাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং চারিভ্রাতার মধ্যে সবকনিষ্ঠের পুত্র বলিয়া তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার জন্মগ্রহণের চারি বৎসরের মধ্যে প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে তাঁহার আরও দুইটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমারের এক বৎসর ও মহেন্দ্রনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হয়। মধুসূদনের আর কোন ভ্রাতা, ভগ্নী হয় নাই। দুইটি ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে এবং অপর ভ্রাতা, ভগ্নীর অভাবে

বাল্যকথা।

* মধুসূদনের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে প্রায় সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভেও তাঁহার জন্ম বৎসর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালা সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে, ইংরাজী অব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানুয়ারি মাসে ইংরাজী নূতন বৎসর প্রবর্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালা সাল তখনও আরব্ধ হয় না। সেই জন্য জানুয়ারি হইতে মার্চ পর্যন্ত গণনায় ৫৯৪ যোগ করা আবশ্যক। মধুসূদনের জন্মবৎসর বাঙ্গলা ১২৩০ সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ না করিয়া, যে ৫৯৪ যোগ করা কর্তব্য ছিল, তাহা, বোধ হয়, সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতৃগণের স্মরণ হয় নাই।

মধুসূদন পিতা, মাতা, পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও, বোধ হয়, সেরূপ হয় না।* তাঁহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা অবগত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিতব্যয়িতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য, তাঁহাকে দোষ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ গুরুজনেরা তাঁহাকে সকল কার্যেই প্রশ্রয় দান করিতেন। তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তিনি তখন তাহাই করিতেন; বিশেষ অন্যায় কায করিলেও কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতেন না। শৈশবে গুরুজনদিগের এইরূপ প্রশ্রয়দানের ফল এই হইয়াছিল যে, বাল্য হইতেই, মধুসূদন স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; এবং সেইজন্য উত্তরকালে যে কাজ তাঁহার ভাল বোধ হইত, সঙ্গতই হউক, আর অসঙ্গতই হউক, সহস্র নিবারণ সত্ত্বেও, তিনি তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের ন্যায় আত্মসংযমও, বাল্য হইতে শিক্ষা না করিলে, পরিণত বয়সে শিক্ষা করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, পিতামাতার ও আত্মীয়গণের অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ, মধুসূদন শৈশবে আত্মসংযম শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ মধুসূদন যেমন তাঁহার পিতৃপ্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক সরল, উদার মন ও প্রেম-প্রবণ, কোমল-হৃদয় তিনি তেমনই তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ ও পরদুঃখকাতরা রমনী, স্বভাব-কোমলা বঙ্গ-মহিলাদিগেরও মধ্যে, অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীর ন্যায় তিনিও মুক্তহস্তে দান করিতেন এবং আমোদ, আহ্লাদে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। স্বামিসেবা তিনি পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন, এবং কখনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতিকূলবর্তিনী হইতেন না। তাঁহার জীবদ্দশাতে রাজনারায়ণ দত্ত যদিও আর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি কখনও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই। মধুসূদন মান্দ্রাজে গমন করিলে রাজনারায়ণ দত্ত, পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা

মাতার প্রকৃতি

* কিরূপ আদরে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ দুই-একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি স্নানার্থ গমন করিলে, কি জানি যদি তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় এই আশঙ্কায় একেবারে ৫।৭টি চুল্লীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া যে চুল্লীর অন্ন সর্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহা আহার করিতেন।

করিয়া, তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন; "দেখ আমাদিগের পুত্রটি ত আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল, তোমার আর সন্তান হইবার আশা নাই, আমাদিগের জলপিণ্ডের উপায় কি হইবে?" জাহ্নবীদাসী, শুনিয়া, অম্লানমুখে বলিয়াছিলেন; "তুমি পুনরায় বিবাহ কর, তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল; যদি তোমার পুত্র জন্মে, তুমিও স্বর্গ-লাভের অধিকারী হইবে, আমিও হইব।" বহুপত্নীক হইলেও রাজনারায়ণ দত্ত, এই সকল কারণে, জাহ্নবীদাসীকেই সর্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে তিনি, তাঁহারই অনুরোধে, মধুসূদনকে বহুদিন প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত সাগরদাঁড়ীর বাটিতে থাকিয়া, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। জাহ্নবীদাসী সে সময় কলিকাতায় ছিলেন। বিবাহের পর তিনি পত্নীকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন: "আমি যে কুকার্য করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ; যদি ইহাতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। পৃথিবীতে দুইটিমাত্র লোকের নিকট আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়। এক জননী, অপর সহধর্মিণী। আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্যই আমি সংসারাশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব * * * *। তোমার জন্য যে একটি সেবিকা আনা হইয়াছে, কাল তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে।" রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবীদাসীকে কিরূপ আদর করিতেন, তাহা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীকে সেবিকা বলিয়া উল্লেখ করাতেই প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিকও স্বামীর স্নেহের উপর জাহ্নবীদাসীর এরূপ একাধিপত্য ছিল যে, তাহার সপত্নীগণ তাঁহার নিকট সেবিকারই ন্যায় থাকিতেন। স্বামীর আদেশক্রমে তাঁহারা তাঁহাকে প্রভু-পত্নীর ন্যায় ভয় ও সম্মান করিতেন, এবং তিনি, অনুগ্রহপূর্বক, তাঁহাদিগকে যাহা কিছু বস্ত্রালঙ্কার দিতেন, তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। পত্নীর প্রতি এরূপ সমাদর ও অনুরক্তি সত্ত্বেও রাজনারায়ণ দত্ত যে পুনর্বার বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। পত্নীসত্ত্বে পুনর্বার বিবাহ যে দূষণীয়, সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা মনে করিতেন না। বিশেষতঃ দত্ত মহাশয়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, কান্ত বিলাসী ও ভোগসুখ-নিরত ছিলেন। মধুসূদন ধর্মভ্রষ্ট হওয়াতে পিণ্ড-লোপের আশঙ্কাও তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল হইয়াছিল। এই সকল কারণেই তিনি, পত্নীসত্ত্বে, পুনর্বার একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। জাহ্নবী-

দাসীর প্রতি অনাদর বা অনুরাগের অভাব তাঁহার বহুপত্নীকতার কারণ নহে।

আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের দুইটি সহোদর অতি শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মৃত্যুর পর মধুসূদনের আর কোন ভ্রাতা, ভগ্নী হয় নাই। সুতরাং মধুসূদন তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর প্রকৃতই অঞ্চলের ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জাহ্নবীদাসী, সম্পূর্ণরূপ আত্মহারা হইয়াই, পুত্রকে ভালবাসিতেন এবং, এক দণ্ডেরও জন্য, তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধুসূদন পাঠশালায় যাইলে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর, তিনি প্রকৃতই জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন। সেই অবধি সাংসারিক কোন কার্য্যেই তাঁহার আসক্তি ছিল না; যতদিন জীবিত ছিলেন, পুত্রের চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় মধুসূদন মান্দ্রাজে ছিলেন। জন্মের মত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। মৃত্যুর কিয়ংক্ষণ পূর্ব্বে তিনি কোন আত্মীয়াকে বলিয়াছিলেন,—"আমি জীবনে মরিয়া আছি, জ্বলন্ত শোকের আগুনে আমাকে কয়লা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি মরিয়াই বাঁচিব, কিন্তু আমার বাছা যে সাত সমুদ্রের পারে রহিয়াছে, তাহার মুখখানি না দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।" মধুসূদনও যখন যাহাকে ভালবাসিতেন, এইরূপ প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিতেন। ভালবাসিবার এই প্রবৃত্তি এবং শক্তি তিনি মাতার প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যে মধুসূদন অতি অমায়িক-প্রকৃতি ছিলেন। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটু আত্মাভিমান থাকিলেও, ধনের ও সম্ভ্রমের গর্ব্ব তাঁহার প্রকৃতিতে কখনই ছিল না। যখন তিনি হিন্দু-কলেজে

বাল্য স্বভাব।

পাঠ করিতেন, তখন কলেজের অনেক ছাত্র অপেক্ষাকৃত নীচজাতীয় বালকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু মধুসূদন, কখনও, কাহারও সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। বাল্যাবস্থায় দাস-দাসীদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুরস্কারের জন্য হউক বা অন্য কোন প্রয়োজনেই হউক, তাহারা তাঁহাকেই আসিয়া অনুরোধ জানাইত। প্রতিবাসিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কোন দুঃখ জানাইলে তিনি, সাধ্যানুসারে, তাহা মোচন করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি পিতা-মাতার আদরের ধন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিত না। পূর্ণ বয়সে, নানা বিষয়ে, মধুসূদনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন

ঘটিয়াছিল; কিন্তু শৈশবার্জ্জিত অমায়িকতা, সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই।

মধুসূদনের সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি, খিদিরপুরে, একটি বাটী ক্রয় করিয়া, সেখানে অবস্থান করিতেন, আর মধুসূদনের জননী, পুত্রকে লইয়া, সাগরদাঁড়ীর বাটিতে থাকিতেন। মধুসূদন মাতার নিকট থাকিয়া, গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই শৈশবে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব-লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। বালক নেপোলিয়নের এবং শিশু মিল্ অথবা মেকলে প্রভৃতির কথা অনেকেরই পরিচিত। আমাদিগের দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রবাদ আছে, বিজ্ঞানপ্রিয়, তীক্ষ্ণধী অক্ষয় কুমার দত্ত, পাঠশালায় ভূমি-পরিমাণ শিখিবার সময়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পৃথিবী কত বড়? পৃথিবীর কি পরিমাণ করা যায় না?" অসাধারণ প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম বর্ণশিক্ষার দিনেই, সমস্ত বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা-দিগের ন্যায় বালক মধুসূদনেও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুই-একটি পূর্ব-লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। শিশু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় যদিও তিনি, তিন বৎসর বয়সের সময়ে, কোন কবিতা রচনা করেন নাই,* তথাপি অন্যান্য অনেক বিষয়ে আপনার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যানুরাগই মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। বাল্য হইতেই এই দুইটি গুণ তাঁহার প্রকৃতিতে লক্ষিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনিসন্তানদিগের, প্রায়ই, লেখাপড়ায় অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। তাহার উপর যে সকল বালক গুরুজনদিগের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হয়, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একবারেই অমনোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদন, ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান, এবং গুরুজনদিগের অত্যধিক আদরের পাত্র হইয়াও, কখনও লেখাপড়ায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। বর্তমান সময়ের পাঠশালাসমূহ পূর্বকালীন পাঠশালাসমূহ হইতে বিভিন্ন। সে সময়কার পাঠশালাসমূহের কথা শ্রবণ করিলে, অনেকেরই হৃৎকম্প জন্মিবে। বেণুদণ্ড ও বেত্রখণ্ড তখন ছাত্রপৃষ্ঠে অজস্রধারে বর্ষিত হইত। তস্করকেও যে দণ্ড দেওয়া এখন লোকে অনুচিত বিবেচনা করেন, ক্ষীণকণ্ঠ বালকদিগকেও তখনকার

* প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসর বয়সের সময় কবিতায় বলিয়াছিলেন,—"রেতে মশ দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।"

গুরুমহাশয়েরা সে দণ্ড দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের চিহ্ন শরীরের কোন না কোন অংশে ধারণ না করিয়া লেখা-পড়া শিখিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা তখন পল্লীগ্রামে বিরল ছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও মধুসূদন পাঠশালায় যাইবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং সাধ্যানুসারে কখনও পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রাতঃকালে পাঠশালার ছুটি হইলে, অন্যান্য বালকের ন্যায়, মধুসূদনও, আহারের জন্য গৃহে আসিতেন। তাঁহার পুত্রবৎসলা জননী, তাঁহার জন্য নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া, অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনকে স্বহস্তে, আহার না করাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে একটু বিলম্ব হইলে মধুসূদন অস্থির হইতেন। তাঁহার সমবয়স্ক বাটির অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্য বস্তুর জন্য, যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন, সেই সময়, শীঘ্র শীঘ্র কোনরূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক এক দিন, হয়তো, অসিদ্ধ ব্যঞ্জন পর্যন্ত আহার করিয়া, সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দু কলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যানুরাগ।

উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম, অর্থ কোন বিষয়েই মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয় না। মহত্ত্ববীজ এই উচ্চাভিলাষ, বাল্য হইতেই, মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। সমকালবর্তী লেখকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণ বয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ, তাঁহার জননীর প্রদত্ত উৎসাহ-বাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্ভ্রমে এবং কৃতী স্বামীর ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে মহদভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে, স্বভাবতঃ, উদিত হইয়া থাকে, জাহ্নবীদাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন প্রতিভাবান্ ব্যবহারজীবী

ছিলেন। পিতার সম্ভ্রম ও কৃতিত্ব বালক মধুসূদনকে মহত্ত্বলাভে প্রণোদিত করিত। সেইজন্য লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁহাকে, কোনদিন, কাহারও তাড়না সহ্য করিতে হয় নাই। নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগ গুণেই তিনি বঙ্গদেশের একজন অগ্রগণ্য বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। কি পাঠদ্দশায়, কি শিক্ষকতা কার্যের সময়, কি ব্যারিষ্টারাবস্থায়, কখনই মধুসূদন বিদ্যোপার্জন সম্বন্ধে অযত্ন প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু-কলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্ন-সহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মান্দ্রাজে শিক্ষকতা কায করিবার সময়েও তেমনই করিতেন। মান্দ্রাজে থাকিতে তেলেগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিতে ফরাসী, জর্মাণ ও ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি দেহ, মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখনই সেখান হইতে গ্রন্থরাশি আনাইয়া, নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। রোগ, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিঘ্ন মনুষ্যের জ্ঞান-লালসা বিশুষ্ক করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না; কিন্তু নিত্যপ্রবহনশীল উৎসের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানার্জনস্পৃহা, সংসারের কঠোর নিদাঘতাপের মধ্যেও, তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইত। এই জ্ঞানার্জনস্পৃহা এবং কাব্যানুরক্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

> "এ ধরার কর্মভার মন বেদনিলে,
> কার কর-পদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা
> বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে,
> জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
> একথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।"*

সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত-হৃদয় যে বাগ্দেবীর "কর-পদ্ম-স্পর্শে" সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্ম-জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানা-দেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি, বঙ্গদেশে, বোধ হয়, এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায়

* মধুসূদনের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে গৃহীত।

এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবীদাসী, তৎকালেও, লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট দশ বৎসর বয়সের সময়ে, মাতাকে ও বাটির অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তনদুগ্ধের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণ-বয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ এবং ইতালীয়ান পৃথিবীর এই আটটি প্রধান ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সুহৃদরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষায় এবং আহার, ব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন ; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "একি, সাহেব লোকের হাতে মহাভারত ?"

কাব্যানুরক্তি -রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অনুরাগ।

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না ? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।"

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে, যখন, চর্চার অভাবে, তিনি বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি, কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া, যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে, বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ

করিতেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্য নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ফল।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। যে মহাগ্রন্থদ্বয়, শত শত বৎসর অবধি, হিন্দু নরনারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, এবং সহস্র, সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন, আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার কবিশক্তি বিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ভারত-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, আর কোন দেশের কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তি লাভ করিতেছে, কত শোক-জীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে, কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন; এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা পরীক্ষিত ইহা হইতে ঘোর অনুতাপযন্ত্রণায় মুক্তি পাইয়াছিলেন; শিবাজী ইহা হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তুলসীদাস ইহা হইতে ধর্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন; এবং সেই প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সহস্র, সহস্র কবি ইহা হইতে আপন, আপন কবিশক্তি পরি-পোষণের উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইতেছেন। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবি-শক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাস ও কাশীদাসেরই নিকট মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য, এবং পুরাণান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদবধের ও বীরাঙ্গনার অনেক

রামায়ণ, মহাভারত পাঠের ফল।

স্থলেই, সেইজন্য, ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে। মধুসূদনের গ্রন্থাবলী সমালোচনার সময়ে আমরা তাহা নির্দেশ করিব।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন তিনি পারসীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও শুনিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীও অল্প, অল্প জানিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারসীক ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মধুসূদন, অল্প বয়সে, অনেক পারসী কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং সমবয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েও তিনি পারসী "গজল" গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

শৈশব শিক্ষা।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটি কারণ তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তা। বাল্যকাল হইতে, কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও, আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে, শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ, একবার তাঁহার নিকট, একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব-পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর "সখীসম্বাদ"* গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া, সখীসম্বাদ শুনিবার জন্য, ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকটে, ক্রমান্বয়ে, দশ-পনরটি সখীসম্বাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে, তাঁহার মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

সঙ্গীত-প্রিয়তা।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিতে হইলে তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, আমরা একে, একে তাহার আলোচনা

* বিরহ-কাতরা শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকে সখীদ্বারা প্রেরিত সম্বাদ "সখীসম্বাদ" নামে পরিচিত। ইহার কোন কোন সঙ্গীত অতি হৃদয়স্পর্শী। শিক্ষা ও রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছে।

করিয়াছি। তাঁহার খুল্লপিতামহের কবিশক্তি, তাঁহার পিতার, পিতৃব্যের এবং জননীর কাব্যানুরাগ, তাঁহার শিক্ষকের কবিতা-প্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে এবং সঙ্গীত শ্রবণে প্রগাঢ় আসক্তি ইত্যাদি যে সকল উপাদানে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, আমরা ক্রমে, ক্রমে তাহার সব ফলগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি।

জন্মভূমির সৌন্দর্য

কেবল তাঁহার কপোতাক্ষী-সলিল-বিধৌতা গ্রাম্য-সৌন্দর্যপূর্ণা জন্মভূমির বিষয় উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্যনবীন মুখশ্রী যে, কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য, মধুস্থদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্যময় নিকেতনে মধুস্থদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্যশোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর, এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য, তাহার কোনটিরই সেখানে অভাব নাই। নির্মলসলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্যন্ত, প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্য মূর্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুল-ললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণীসমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে, কৃষকবনিতাগণ, কলসীকক্ষে, নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একদৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, রাখাল-বালকগণ, পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে, নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য সৌন্দর্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটি মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুস্থদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্বের ন্যায় দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্ন-সম্ভূত তরুলতা, উদ্যানজ বৃক্ষরাজীর সঙ্গে

সম্মিলিত হইয়া, গ্রামটিকে আরণ্যশোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবনের অদূরবর্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার জ্যোৎস্নালোকে পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটির এবং ধীর-বাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পরিপূর্ণ হয়; এবং গ্রামটিকে স্কটের ভাষায় "কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী" "Meet nurse for a poetic child" বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশই সাগরদাঁড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ণবয়সে তাহা তাঁহার সুস্পষ্টরূপ স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ীর রাস্তাগুলি পাকা করিয়া বাঁধাইবেন, কপোতাক্ষীতে একটি অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং তাহার কূলে "মাইকেলোদ্যান" নামক একটি উদ্যান নির্মাণ করাইয়া, সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্যান্য সহস্র অভিলাষের ন্যায় ইহার কোনটিই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর, একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" আর একদিন কপোতাক্ষীর কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।" সুদূর ফরাসী ভূমি হইতে তিনি "কপোতাক্ষ"কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

কপোতাক্ষীর ও সাগরদাঁড়ীর দৃশ্য।

জননী জন্মভূমির মোহিনীমূর্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্য, তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক।

মধুসূদন জননী প্রকৃতির নিকট যে অনুকূলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শৈশবে তাহার কিরূপ ফল ফলিয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনা করিব। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে লোকের প্রতিভা-বিকাশের দিন দিন নূতন নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। এখন কত দ্বাদশবর্ষীয় বালকের লিখিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু মধুসূদনের সময়ে দেশের সে অবস্থা ছিল না। যতদিন তিনি দেশে থাকিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন তাঁহার পক্ষে কবিতা রচনা দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদর্শন করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা অন্যরূপে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং তিনি সঙ্গীত করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অভ্যস্ত গীতির দুই একটি চরণ ভুলিয়া গেলে, তিনি নিজে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে দুই একটি গান রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন, এবং শিক্ষকের নিকট যে সকল পারসী কবিতা অভ্যাস করিতেন, বাঙ্গালায় তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল। তিনি নিজে গল্প রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন। পাছে, তাঁহার রচনা বলিয়া বুঝিলে সঙ্গীরা তাঁহার গল্প শুনিতে না চান, সেইজন্য তিনি "ইহা অমুকের নিকট শুনিয়াছি" এইরূপ বলিতেন। এই সকল গল্প এত শীঘ্র ও সুন্দররূপে বলিতেন যে, তাঁহার সমবয়সীবা কিছুতেই তাহা তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। যে কল্পনা একদিন মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা প্রসব করিয়াছিল, এবং "যাহা অক্লান্ত-পক্ষ বিহগের ন্যায় স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করে নাই"* শৈশবে তাহা এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শৈশবশিক্ষার ফল।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্য তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, আমরা তাহার সবগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সাধারণ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। পূর্ণবয়সে মধুসূদন দারুণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া-

* রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ২৭১ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য সামাজিক, নৈতিক কোন প্রকার শাসনই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অলোকসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও সেইজন্য, তাহার জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। তাঁহার, সমকালীন, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল যে, ঘোর কদাচারী হইয়াও, তাঁহারা এমনই কৌশলে লোকের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে পারিতেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও দেখিতে পাইতেন না। দোষই হউক বা গুণই হউক চক্ষুতে এইরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিবার শক্তি মধুসূদনের কোন কালেই ছিল না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইবে। একবার তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া কোন প্রতিবেসীর গাছ হইতে খেজুর রস চুরি করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। দুইজনেই গাছে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে যাহার গাছ সে জানিতে পারিয়া তাড়া দিল। মধুসূদনের পিতৃব্য-পুত্র অনায়াসে পলাইয়া গেলেন ; কিন্তু মধুসূদন গাছের উপর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে বাটির একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। পূর্ণবয়সেও তাঁহার কতজন সঙ্গী তাঁহাকে এই-রূপে গাছে তুলিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদনের পলাইবার সামর্থ্য ছিল না ; তিনি ধরা পড়িয়া কলঙ্কভাজন হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা অতি সামান্য, জীবন-চরিতে উল্লেখের অযোগ্য, কিন্তু একগাছি তৃণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিলে যেমন বায়ুর গতি নির্ণীত হয়, তেমনই এইরূপ সামান্য ঘটনা হইতেও অনেক সময়ে মনুষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

সাধারণ প্রকৃতি।

মধুসূদনের ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। "মহাবিদ্যালয়"* হিন্দু কলেজের গৌরব তখন দেশব্যাপী হইয়াছিল। রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে সেই মহা-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে মধুসূদন কলিকাতায় আসিলেন এবং অল্পদিন খিদিরপুরের কোন ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়নের পর, আনুমানিক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন। নীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, মনুষ্যের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনের পক্ষে প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র গৃহ, দ্বিতীয় বিদ্যামন্দির। গৃহে পিতা, মাতার এবং আত্মীয়গণের দৃষ্টান্ত দ্বারা

* প্রাচীন-হিন্দুকলেজ "মহাবিদ্যালয়" নামেও অভিহিত হইত।

মধুসূদনের প্রকৃতির যে অংশ গঠিত হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকদিগের এবং সহাধ্যায়িগণের আদর্শে তাঁহার অপর অংশ যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রসিদ্ধ ইংরাজী সন্দর্ভ-লেখক আডিসন বলিয়াছেন, শিক্ষাশূন্য হৃদয় এবং আকরস্থ প্রস্তর দুইই সমতুল্য। উপমাটি আরও একটু পরিস্ফুট করিলে, বোধ হয়, বলা অসঙ্গত হইবে না যে, শিক্ষাশূন্য হৃদয় প্রস্তর এবং বিদ্যামন্দির ভাস্করালয়। কত অসংস্কৃত প্রস্তর যে, এই ভাস্করালয় হইতে, দেবমূর্তি গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য আমরা মধুসূদনের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে যে কারু-গৃহে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহার দোষ, গুণের ও পূর্বাপর কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে হিন্দুকলেজের
এবং
বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা।

২

মধুসূদন শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহার নাম এক্ষণে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই পরিচিত। কিজন্য যে হিন্দুকলেজ নাম এরূপ সুপরিচিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক কথা বলিবার আবশ্যক করে না। হিন্দুকলেজই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল এবং বঙ্গদেশ আজ যাঁহাদিগকে লইয়া গৌরবান্বিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই হিন্দুকলেজের ছাত্র। ইঁহারা ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি আরও কতজন এই হিন্দুকলেজকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। ধর্মে, কর্মে, চরিত্রে ও বিদ্যায় ইঁহারা বঙ্গদেশের গৌরবস্থল। যে বিদ্যালয়ে বঙ্গভূমির এতগুলি সুসন্তান শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম যে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গীয় লেখক-কুলগৌরব অক্ষয়কুমার দত্ত এই তিনজনের কার্য ছাড়িয়া দেখিলে, বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সাহিত্য-বিষয়ক যে কোন প্রকার উন্নতিই হউক, প্রধানতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনীতির আলোচনায় রামগোপালের এবং সাহিত্যে মধুসূদনের নাম এক্ষণে বঙ্গবাসীমাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ইঁহাদিগের দুজনেরই প্রকৃতি দোষে-গুণে, হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে তাঁহাদিগের জীবন বোধহয়, অন্যরূপ হইত। কাব্য কবির হৃদয়ের প্রতিবিম্বন মাত্র; মধুসূদন নিজে যাহা ছিলেন, তাঁহার কাব্যে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেইজন্য, কাব্যে হউক বা চরিত্রে হউক, মধুসূদনকে বুঝিতে হইলে, হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষার দোষ, গুণ এবং তৎকালিক ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা আবশ্যক।

মধুসূদনের কাব্যের দোষ।

বঙ্গীয় সমালোচকগণ মধুসূদনের কাব্যে যে সমস্ত দোষ নির্দেশ করেন, জাতীয় ভাবের প্রতি উপেক্ষা এবং বিজাতীয় ভাবের আধিক্যই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। তাঁহারা বলেন, কবি রামচরিত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু রামচন্দ্রের অপেক্ষা রাক্ষস-পরিজনদিগেরই প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ; যে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র, আজ বহু সহস্র বৎসর অবধি, সমগ্র হিন্দু-জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, জাতীয় ভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, তিনি তাহা কালিমাময় করিয়া গিয়াছেন। বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন যে, "মূল গ্রন্থে যে সমস্ত চরিত্র উন্নতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নতবর্ণে চিত্রিত করুন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ; কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে ?" রামচরিত "কবির একমাত্র নিজের ধন নহে ; তাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি ; তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন ? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির-আরাধ্য দেবতা—সেই রাম, লক্ষ্মণকে এরূপ হীন বর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত ?"* বাস্তবিকও মধুসূদনের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের ও জাতীয় ধর্মের প্রতি আন্তরিক আস্থা থাকিলে, তিনি রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র কখনই সেরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। তাঁহার কাব্যের অপর দোষ—বিজাতীয় ভাবের আধিক্য। যদিও রামায়ণ-বর্ণিত বিষয়ই মেঘনাদবধের অবলম্ব্য, তথাপি রামায়ণের পরিবর্তে ইহা ইলিয়াডেরই আদর্শে রচিত হইয়াছে। মেঘনাদবধের স্বর্গ, নরক, দেবদেবীগণ, এমন কি অনেক ঘটনাও, কবি অবিকল হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদনের কবিত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ; "জাতীয় ভাব মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে 'কোট পেণ্টুলান' দেখা দেয়।"†

দোষের কারণ।

মধুসূদনের কাব্যে, জাতীয় ভাবের পরিবর্তে, বিজাতীয় ভাবের এরূপ প্রাবল্য হইয়াছিল কেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। যে শিক্ষায় তাঁহার কবিশক্তির স্ফূর্তি হইয়াছিল, সেই শিক্ষাই তাঁহার কবিতায় এরূপ বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য উৎপাদন করিয়াছিল। মধুসূদন যে

* ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯। † বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, ৩৫ পৃষ্ঠা।

সময়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে, এবং তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে বঙ্গদেশের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ঘোরতর বিপ্লব চলিতেছিল। মধুসূদনের কবিতায় জাতীয়তার অভাব ও বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য সেই বিপ্লবেরই ফল। দুইটি কারণে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ, হিন্দুকলেজের খ্যাত-নামা শিক্ষক ডিরোজিয়োর শিক্ষা প্রভাব; এবং দ্বিতীয় কারণ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও দর্শনের প্রবেশ। ডিরোজিয়োর নাম এখানকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই অপরিচিত। কিন্তু এক সময়ে তিনি বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে কিরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল। তেইশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্প বয়সে তিনি যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিতেও দুর্লভ। তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সের কবিতা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করিবে। কিন্তু কবি-শক্তির অথবা বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিয়োর প্রশংসা নয়; ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিবার জন্য তিনি যে আন্তরিক যত্ন করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য তাঁহার প্রশংসা। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ছাত্রদিগকে কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন না; তাহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজের বাটীতেও লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের স্বদেশ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপ-কথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে কলিকাতার অতি দূরবর্তী স্থান হইতেও ঝটিকা, বৃষ্টি ভেদ করিয়া এবং গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি নিজে অতি সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার "ফকীর অফ্ জঙ্গিরা" নামক খণ্ডকাব্য এবং নানা-বিষয়িণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি "হেস্পরস্" (Hesperus) এবং

বিপ্লবকাল—ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার ফল।

ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার গুণ।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" (East Indian) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জন্য সর্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এন্‌কোয়ারার" (Enquirer) এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের "জ্ঞানান্বেষণ", ডিরোজিয়োরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কোন সুলেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত ছাত্রেই সদ্‌গুরুর পরিচয়। ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগের জীবন পর্যালোচনা করিলেও একথা সপ্রমাণ হইতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কর্মশীল ও যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ডিরোজিয়োর শিষ্য।* বঙ্গীয় সমাজের অনেক শুভজনক কার্য ইঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ।

ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে কেবলই ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভে সাহায্য করিয়া নিরস্ত থাকিতেন না। যাহাতে তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল হইয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণসাধন করিতে পারেন, তজ্জন্যও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি ভারতবাসীদিগকে পর এবং ভারতবর্ষকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ভারতবর্ষকেই তাঁহার স্বদেশ এবং ভারতবাসীদিগকেই তাঁহার স্বজাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্তমান দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। কবিতায়, ছাত্রদিগকে প্রদত্ত উপদেশে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে, নানা প্রকারে, তিনি ভারতভূমি সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রণীত "ফকীর অফ্ জঙ্গিরা" নামক কাব্যের উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে, ভারতভূমির প্রতি তাঁহার যে কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহা

* ইঁহারা ভিন্ন ডিরোজিয়োর আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ শিকদার এবং অমৃতলাল মিত্র প্রধান। ইঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক সদ্‌গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, পরিণামে, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়।* ডিরোজিয়ো এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষক নামেই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সংস্কারকের কার্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল

* Fakir of Jangeera কাব্য ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাঁহার উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটি, বিলুপ্ত হওয়া উচিত নহে বিবেচনায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

My country ! In thy days of glory past
A beautious halo circled round the brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory ; where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last ;
And grovelling in the lowly dust art thou ,
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish for thee.

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার , হায় ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগন-বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ,
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের একমাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভধ্যায় লোকে, অভাগা জননি !

য়ুরেশিয়ান কবির লিখিত ভারত-ভূমির সম্বন্ধে এরূপ কবিতা সুলভ নহে বলিয়াই, ইহা রক্ষিত হইবার যোগ্য।

এবং কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই হয় ধর্মসভা, না হয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ-প্রথা নিবারণ লইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিলোড়িত হইতেছিল।

ডিরোজিয়োর শিক্ষার বিশেষত্ব।

ডিরোজিয়োও তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সমাজ, নীতি, এবং ধর্ম, বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। শিক্ষকের সহিত অসঙ্কোচে তর্কবিতর্ক করিয়া ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়েরই যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা নির্ধারণ করিতে শিক্ষা করিতেন। সুলেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ডিরোজিয়োর অধ্যাপনাগৃহকে প্লেটোর "একাডিমস্" (Academus) অথবা আরিষ্টটলের "লাইসিয়মের" (Lyceum) ক্ষুদ্র অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* যাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির ও বিচারশক্তির উন্মেষ হইতে পারে, তজ্জন্য ডিরোজিয়ো, প্লেটোর "একাডেমির" নামানুসারে, "একাডেমি" নামে ছাত্রদিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। মানিকতলায়, সিংহবাবুদিগের উদ্যানে, যেখানে বহুদিন ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন ছিল, সেইখানে এই সভার অধিবেশন হইত। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সভার প্রতিপত্তি এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গবর্ণর জেনেরেলের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিগণও তাহার কোন কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। সভাস্থলেই হউক, বা বিদ্যালয়েই হউক, ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। যাহা পূর্বাপর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্হ, এবং যাহা

* The class of Derozio in the Hindoo College was not the dull and monotonous thing which a class in these days of "cram" is in the Indian colleges; it was, to compare small things with great, more like the Academus of Plato or Lyceum of Aristotle. There was free interchange of thought between the professor and the pupils; and young men were not so much crammed with information as taught to think and to judge" —*Recollections of Alexander Duff*. P. 29.

নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চির-প্রচলিত সংস্কারের ও শাস্ত্রানুশাসনের পরিবর্তে যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেকবলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সারমর্ম ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই, তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রানুশাসন যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার, ব্যবহার তিনি স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা নির্দেশ করিয়া দিতেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষাগুণে নব্য সম্প্রদায় এক অভিনব আলোকপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা, একাডেমির অধিবেশনে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ডিরোজিয়োর তত্ত্বাবধানে "পার্থিনন" (Parthenon) নামে ছাত্রদিগের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত, তাহাতে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তিজনক বিষয়সকল লিখিত হইতে লাগিল যে, কলেজের কর্তৃপক্ষগণ অবশেষে, তাহার প্রচার নিবারণের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার দোষ।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় যেমন অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও ছিল। তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রিয়তার উন্মেষ করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে আত্মসংযমের ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। হিন্দুসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রশাসন দ্বারা পরিচালিত, সহসা তাঁহাদিগের নিকট যুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে, স্বাধীন করিবার পরিবর্তে, স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার ছিল না; সুতরাং, শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সকল মতই ভ্রমাত্মক ও হিন্দুজাতির সকল আচারই কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। যুবজনোচিত ঔদ্ধত্যের ও চপলতার সহিত তিনি অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। শাস্ত্রকারগণ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যুক্তি ও সহজ-জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া, তিনি একেবারে তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিতে চাহিতেন।

ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা।

এরূপ শিক্ষার ফল এই হইয়াছিল যে, ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ, ভ্রম ও কুসংস্কার সংশোধনের নামে, ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কার-মূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গো-মাংস-ভক্ষণ, এবং যবনান্ন-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য তাঁহারা সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে, পৃথিবীতে যখন "গোখাদক" জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও "গোখাদক" না হইলে তাঁহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া, গোমাংস ভক্ষণপূর্বক, কখন কখন, প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপ সমাজবিরুদ্ধ তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের) পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্কুল, কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে হুলস্থূল পড়িয়া গেল এবং অনেক পিতা-মাতা সন্তান-দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।*

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অনুকূল বায়ুবলে তাহা আরও বিশালাকার ধারণ করিল। ডিরো-জিয়োর শিক্ষার সমকালেই বঙ্গদেশে ইংরাজীশিক্ষা প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে কিছুদিন হইতে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল বলিতেছিলেন, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এদেশে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য ; অপর দল বলিতেছিলেন,

* হিন্দুকলেজে ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ভীত হইয়া, কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আপন আপন সন্তানদিগকে ওরিয়াণ্টাল সেমিনারীতে পাঠাইতেন। ওরিয়াণ্টাল সেমিনারী, সেইজন্য, অল্পদিনের মধ্যে সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও এদেশীয়দিগকে তাঁহাদিগের জাতীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। উভয় দলেই বহুসংখ্যক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। খ্যাতনামা আলেকজান্দর ডফ্ ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন, যথাক্রমে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পাশ্চাত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বাবু রামকমল সেন প্রাচ্য ভাষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা আপন আপন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাদের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে পাশ্চাত্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারই অবলম্বিত পক্ষ জয়লাভ করিল। মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ দিবসের প্রসিদ্ধ অবধারণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, ভারত-বাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তব্য এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমস্ত অর্থই সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় করা হইবে।

ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালীন ঘটনাবলী।

মহাত্মা বেণ্টিকের এই অবধারণ ভারত সমাজে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। মুসলমান রাজগণ ছয়শত বৎসরের অত্যাচারে ও নির্যাতনেও যে পরিবর্তন করিতে পারেন নাই, বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে এক ইংরাজী ভাষার প্রচার হইতে লোকের মানসিক ভাব ও প্রবণতা সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ডিরোজিয়োর শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাংসারিক আচার, ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল; গবর্ণমেণ্টের অবধারণ তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিল। একেইত দেশীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থানুশীলনে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিতৃষ্ণা ছিল, তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের এই অবধারণ প্রকাশিত হইলে, সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করিতেও আর তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অবধারণ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে, সতীদাহ নিবারণ লইয়া, ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল। যাঁহারা সতীদাহ নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত হিন্দু শাস্ত্রে যে সমস্ত ভ্রম, প্রমাদ আছে, তাহার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায় পাশ্চাত্য-ভাষা প্রচারার্থিগণও, সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে সকল অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত ও অপদস্থ করিবার

ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের ফল।

জন্য, তাহার কঠোর সমালোচনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তাঁহারা স্বপক্ষীয়-দিগকে বুঝাইলেন যে, যে দেশের শাস্ত্রে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার সমর্থন করে, এবং যে দেশের কাব্যে হনুমানের লাঙ্গুল বর্ণনা এবং দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত সমুদ্রের বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হয়, সে দেশের সাহিত্যের আলোচনা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সে সময়কার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ইংরাজ; এবং সেই ইংরাজের ইংরাজ, মেকলে সাহেব যখন বলিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র অসার এবং হিন্দুজাতি অতি অপদার্থ, তখন হিন্দুজীবনে যে কিছু অনুকরণীয় এবং হিন্দুশাস্ত্রে যে কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে, তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। লর্ড মেকলে তাঁহার অভ্যাসানুরূপ ভাষায় বলিলেন; A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." অর্থাৎ কোন য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারিও সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। কেবল ইহাই নয়; তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিলেন;—"অন্য ভাষার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত সাহিত্য নর্মান ও স্যাক্সন সাহিত্যেরও সমতুল্য কিনা, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that ot our Saxon and Norman progenitors. লর্ড মেকলের এরূপ মন্তব্যের উপর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না, তাঁহার পক্ষে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দুসী, গজ্‌নী রাজসভা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন;—"গজ্‌নী রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখন তাহা হইতে মুক্তা প্রাপ্ত হয় না।" আলেকজান্দর ডফ্, ফর্দুসীর সেই কবিতার অনুকরণ করিয়া, বলিলেন; "প্রাচ্য ভাষাসমূহও সমুদ্রের ন্যায় মহান্, অতল, এবং অকূল; কিন্তু বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।" ডফের ও মেকলের এই সকল কথা নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই; ইহা কেবলই কুশ তৃণের গুণাগুণে এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভগবদ্গীতায় মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াডে, ইনিয়াডে এবং ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে মুক্তা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র,

এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এই তাঁহাদিগের প্রতীতি জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর বোধ হইল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেম্‌ননের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে নির্বাক্ হইয়া থাকিতেন। সেক্সপিয়রের বা মিল্টনের গ্রন্থের কোন্ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্বে রামচন্দ্রের বনবাস কি যুধিষ্ঠিরের নির্বাসন লিখিত আছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ বোধ করিতেন। বেদব্যাসের ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব? হিন্দুকলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ, মহাভারত নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্তকবির "প্রভাকর" তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতি দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মতে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালাগ্রন্থ-সমূহ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা কহা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্র লেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল। আমরা যাহাকে বিপ্লবকাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে বঙ্গের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

বিপ্লবকালের অনিষ্টকারিতা আমরা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু ইহার যে কোন উপকারিতা ছিল না, তাহা নয়। ইহা হইতে যে শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে, এইবার তাহারও উল্লেখ করিব। আত্মসংযমের অভাবে ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন এবং সংস্কারের নামে তাঁহারা সমাজের মূলোৎপাটন করিতে গিয়াছিলেন। এইজন্যই আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাঁহারা অনেক স্থলে যে মানসিক বল দেখাইয়াছিলে, তাহা প্রকৃতই

প্রশংসনীয়। যদিও কোন মহান সংস্কার তাঁহাদিগের দ্বারা সাধিত হয় নাই, তথাপি জীবনের দৈনিক কার্যের শত শত প্রয়োজনীয় সংস্কার তাঁহাদিগেরই চেষ্টার ফলে সাধিত হইয়াছে। এমন একদিন ছিল, যখন মস্তকের শিখাচ্ছেদনে এবং ডাক্তারী ঔষধ সেবনেও সমাজচ্যুত হইতে হইত। কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে কণ্ঠের তুলসী-মাল্য অপনয়নের জন্য একদিন যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই পরিবারের আর একজনকে, পরে বিধবাবিবাহ দিয়া তাহার শতাংশের এক অংশও ভোগ করিতে হয় নাই। ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া নিন্দা করিলেও সমাজের এই অবস্থা পরিবর্তন কিয়ৎ পরিমাণে, যে তাঁহাদিগেরই চেষ্টার ফলে হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের চরিত্রের এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে, যাহা তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে কখনও ভীত হইতেন না; এবং যাহা তাঁহারা কুসংস্কারমূলক ও ভ্রমপ্রণোদিত বলিয়া মনে করিতেন, কখনও তাহা করিতেন না। বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিতে যাইয়া, নিযাতন, অত্যাচার, উৎপীড়ন কিছুরই দিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই কপটতার ও ভক্তি ধর্মভাবের দিনে ইহা বড় সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়। স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে আজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা একদিকে যেমন অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে কঠিন নিগড়ে আমাদিগের সমাজ আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা উন্মোচনের চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা অপরদিকে তেমনই সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্য সম্পাদ্য। তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু উৎকট উৎসাহে তাঁহারা যে ভারত সমাজকে পাশ্চাত্য সমাজে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছিল। ধীরতার সহিত কার্য করিলে তাঁহাদিগের উদ্যম প্রকৃত মঙ্গলপ্রসূ হইত, সন্দেহ নাই।

বিপ্লবকালের উপকারিতা।

সামাজিক আচার ব্যবহারের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া প্রকৃত ইংরাজ লেখকদিগের মধ্যে গণনীয় হইব, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে এই দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। আমাদিগের মাতৃভাষাকে ক্রমশঃ ইংরাজী ভাষার সমকক্ষ করিয়া তুলিব, এ চিন্তা তখন তাঁহাদিগের মনে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। সমাজ সম্বন্ধে যেমন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভ্রম।

যে, ভারতসমাজ ক্রমে য়ুরোপীয় সমাজে পরিণত হইবে, ভাষা সম্বন্ধেও তেমনই তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজী ভাষাই একদিন সমস্ত ভারতবাসীর অন্ততঃ সমগ্র বাঙ্গালিজাতির ভাষা হইবে। সেইজন্য স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের ন্যায় শক্তিশালী লেখক স্বদেশীয় সাহিত্য বিসর্জন দিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় যশোলাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। এই দীর্ঘকালব্যাপিনী অভিজ্ঞতার পর এখনও যখন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় "কবিযশঃপ্রার্থী" হইতে বিমুখ নহেন, তখন যে সে সময়কার নব্যশিক্ষিতগণের দৃষ্টি তাহার নবোদ্ভিন্ন তীব্রালোকে অঙ্গীভূত লইবে, তাহা বিচিত্র নয়। ইংরাজী সাহিত্য কিন্তু এক বিষয়ে এক মহদুপকার করিয়াছিল; ইহা নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক অভিনব জগৎ অবতারিত করিয়াছিল। হোমর, ভার্জিল, দান্তে এবং মিল্টনের কাব্যে তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ অনেক নূতন বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে এই শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে যে, আমরা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই লাভ সামান্য নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের তুলনা করিয়া উভয়ের তারতম্য বিচার করিবার আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই; তবে একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, ইংরাজী সাহিত্য এদেশে প্রবেশ না করিলে, বাঙ্গালা ভাষার এই নবজাত শক্তি আসিত না। বাঙ্গালা গদ্যের কথা বলা অতিরিক্ত, ইংরাজাধিকারের পূর্বে তাহার ত অস্তিত্বই ছিল না। পদ্য সম্বন্ধেও ইংরাজী সাহিত্য এক অভিনব ও শ্রেষ্ঠতর যুগ প্রবর্তিত করিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য না আসিলে বৈষ্ণব-কবিগণের এবং ভারতচন্দ্রের প্রবর্তিত কবিতা-স্রোত বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জে এখনও প্রবাহিত হইত। আমরা যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবিদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ইংরাজী সাহিত্যেরই প্রবেশের ফল।

বঙ্গভাষার উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব।

বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের যে অবস্থায় মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহা মধুসূদনের প্রকৃতি গঠনে কিরূপ কার্য করিয়াছিল, এইবার তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। মধুসূদন হিন্দুকলেজের ডিরোজিয়োর কালের ছাত্র নহেন। ডিরোজিয়োর কলেজ ত্যাগের কিছুদিন পরে তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু ডিরোজিয়োর নাম তখনও কলেজে সম্পূর্ণরূপ জাগরূক ছিল; এবং কলেজের অনেক ছাত্র তখনও তাঁহার ছাত্রগণের আচার

মধুসূদনের সম্বন্ধে হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষার ফল।

ব্যবহারের অনুকরণ করিতেন। সুতরাং ডিরোজিয়োর ছাত্র না হইয়াও মধুসূদন তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। স্বদেশীয় সাহিত্যে অনাস্থা, পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্ধ অনুরাগ, স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষা এবং পাশ্চাত্য আচার, ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব এইগুলি তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর লক্ষণ ছিল। মধুসূদনেরও চরিত্রে এই রকম দোষের প্রত্যেকটি পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রদিগের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বেই তিনি স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলেজে থাকিতেই সুরাপানে ও হিন্দুধর্ম নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণ বয়সে অনেক বিষয়ে তাঁহার শৈশবার্জিত সংস্কার পরিবর্তিত হইয়াছিল ; কিন্তু বিপ্লবকালের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা উৎপাটিত করিতে পারেন নাই। একদিকে পুরুষ-পরম্পরাগত প্রাচ্য ভাব ও অপরদিকে কলেজীয় শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্য ভাব, উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার অনেক কার্য, সেই জন্য, পরস্পর বিসম্বাদী হইত। পূর্ণ বয়সে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু পত্র লেখা লজ্জাজনক মনে করিতেন। পূজার দিন দেবীপ্রতিমা দর্শন করিয়া তিনি অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু কেহ তাঁহাকে "মিস্টারের" পরিবর্তে "বাবু" বলিয়া পত্র লিখিলে তিনি বিরক্ত বোধ করিতেন। কোজাগরী পূর্ণিমা ও বিজয়া দশমীর দিন তাঁহার প্রাণ ভাবে গদ্গদ হইত, কিন্তু কবিরাজী মতে চিকিৎসা করাইলে তাঁহার সম্ভ্রমের ত্রুটি হইবে, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতেন।

জাতীয় ভাব ও সাহেবিয়ানা

অন্তরে জাতীয় ভাব এবং বাহিরে সাহেবিয়ানা উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার প্রকৃতি, এইরূপে, এক বিচিত্র পদার্থে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার রচনাতেও তাঁহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তিনি রামায়ণ-বর্ণিত বিষয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যের ঘটনাবলীতেই তাহা

সাংসারিক ও সাহিত্যিক জীবনে সাদৃশ্য

পূর্ণ করিয়াছেন। প্রথমার্জিত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তিনি, পূর্ণ বয়সেও, মিল্টনকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি এবং ইলিয়াডকে রামায়ণ, মহাভারত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পাশ্চাত্য কবিদিগের সহিত তুলনায় আমাদিগের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগকে তিনি অতি নিম্নস্থানীয় বিবেচনা

করিতেন।* যে কালের ছাত্রেরা গায়ত্রী মন্ত্রের ও প্রণবের পরিবর্ত্তে ইলিয়াডের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতেন, সে কালের কবির জীবনে রচিত কাব্যে যে জাতীয় ভাবের সঙ্গে বিজাতীয় ভাবের এরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। মধুসূদনের সংস্কার ভ্রমাত্মক কি না, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুকলেজের একাদশ-ব্যাপিনী শিক্ষা না পাইলে এবং প্রথম যৌবনে ইংরাজী সাহিত্যের সেই সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাইলে মধুসূদনের এই সকল সংস্কার স্থায়ী হইত কিনা সন্দেহ। ইংরাজী সাহিত্যের প্রবেশে আমরা যে যথেষ্টই উপকৃত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শৈশব হইতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনে, আমরা জাতীয়তা বিসর্জন দিতে বসিয়াছি। মধুসূদনের ন্যায় আরও কত প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুজাতীর জাতীয়তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে কেবলই ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করিলে চলিবে না। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও অনুশীলন করিতে হইবে।

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের চরিত্র গঠনে কিরূপ কার্য করিয়াছিল, পাঠক এইবার, বোধহয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। মধুসূদনের প্রকৃতি ও তাঁহার গ্রন্থাবলী বুঝিতে হইলে এই সকল কথার আলোচনা আবশ্যক। যে সময়ে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা বলা শেষ হইয়াছে; এইবার তাঁহার নিজের শিক্ষার কথা বলিব।

* হেক্টর বধের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'মহাকাব্য-রচয়িতা-কুলের মধ্যে ইলিয়াড-রচয়িতা কবি যে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র।" ব্যাস বাল্মীকির সম্বন্ধে যখন তাঁহার এইরূপ সংস্কার ছিল, তখন অন্যান্য কবিদিগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দুকলেজ—শিক্ষাব্যবস্থা

[১৮৩৭—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

মধুসূদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন, তখন ইহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের গৌরবে হিন্দুকলেজ তখন বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও ডিরোজিও সে সময় কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ্ রিজ, হালফোর্ড, এবং ক্লিণ্ট প্রভৃতি সে সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগণ ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন। জোন্স সাহেব স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং স্বর্গীয় রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী* প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এক এক বিষয়ে এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং মধুসূদন সে সময়ে এদেশের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

হিন্দুকলেজ ও ইহার শিক্ষকগণ

কলেজে প্রবেশ করিয়াই মধুসূদন একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন, এবং যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, অথবা তাঁহার পূর্বে কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, "যত্ন ও পরিশ্রমগুণে আমিও হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলাম, কিন্তু মধু আমাদিগের ভিতর ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিল"।† তাঁহার আর একজন সহাধ্যায়ী লিখিয়াছেন, "বয়সে মধুসূদন আমা অপেক্ষা ছোট ছিল, কিন্তু এমনই তাহার

কলেজীয় শিক্ষা ও গৌরব লাভ

* শ্রদ্ধাস্পদ লাহিড়ী মহাশয় এই সময়ে পাঠ সমাপনান্তে কলেজের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এবং খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি, মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বের সময়ের, কলেজের ডিরোজিয়োর কালের, ছাত্র।

† "I was a very dull boy at the commencement, but by diligence and exertion became one of the stars of the College of which Madhu was the Jupiter." মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও বাল্যসুহৃদ বঙ্কুবিহারী দত্ত মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

বিদ্যা-বুদ্ধির জোর যে, আমাদিগের অনেক পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে লম্ফে নিম্নশ্রেণী সকল অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল"।* মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত "সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট" এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সর্বনিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত "জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট" নামে অভিহিত হইত। যদিও সর্বশুদ্ধ অনেকগুলি শ্রেণী ছিল, তথাপি, উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা একবারে দুই তিন শ্রেণী উপরে উঠিতে পারিতেন বলিয়া, কাল বিলম্বের অসুবিধা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না; এবং সেই জন্যই মধুসূদন অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্যাগ করেন। হিন্দুকলেজের সিনিয়ার বিভাগের বা উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য বর্তমান সময়ের বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না; বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। সুতরাং মধুসূদন ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ পর্যন্ত ন্যূনাধিক এই ছয় বৎসরের মধ্যে যে প্রায় ইংরাজী বর্ণশিক্ষা হইতে বি. এ. শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও মেধাবিত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তিনি যে বৎসর হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বৎসর (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে) সিনিয়ার ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়ার বৃত্তি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিতেন। মধুসূদন, পঞ্চম শ্রেণী হইতেই জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনেক ছাত্রকে অতিক্রম পূর্বক, বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যেমন অনেক প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তেমনই অনেক প্রতিভাবান ছাত্রও সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু এবং ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র এই সময় কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র এবং রাজদত্ত সম্মান প্রভৃতির জন্য ইহাদিগের অনেকেরই নাম বঙ্গসমাজে পরিচিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ

সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রগণ।

* নবজীবন ১২৯৪ পৌষ, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

বাবুর ও ভূদেববাবুর নাম বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণেরও সুপরিচিত। বঙ্গভাষার ধর্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইহাদিগের লেখনী-প্রসূত। নানা বিষয়ে বঙ্গসমাজ ইহাদিগের নিকট যে ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়।

শিক্ষাবিবরণ।

মধুসূদন যে এইরূপ প্রতিষ্ঠাবান ছাত্রগণের মধ্যে "ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন", ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার সময়ে তাঁহার চরিত্রে যে সকল গুণ লক্ষিত হইত, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় তাহা সম্যক্‌রূপ পরিবর্ধিত হইয়াছিল। বিদ্যোপার্জনে অনুরাগ ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি তাঁহার শৈশবের গুণসকল কলেজীয় শিক্ষায় আরও অধিক স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। পাঠশালার কোন ছাত্র লেখাপড়ায় তাঁহাকে অতিক্রম করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; কলেজেও যাহাতে তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিতেন না। কীটের ন্যায় কেবলই গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অভ্যাস তাঁহার কোন কালেই ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি রহস্য-প্রিয় ছিলেন, এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত আমোদ, কৌতুক ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় করিতেন। কিন্তু লেখাপড়া করিতে বসিলে আমোদ, আহ্লাদ কিছুই তাঁহার মনে থাকিত না। বিষয় বিশেষে মনঃসংযম করিবার শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্তই তিনি বিস্মৃত হইতেন। কলেজের মধ্যে একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী-সাহিত্য-সম্বন্ধে এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রও তত পাঠ করেন কিনা সন্দেহ। পাঠাবস্থায় সাহিত্যেরই দিকে তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল; এবং অনেক সাহিত্যসেবকের জীবনে যেমন দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতঃ, তিনি গণিত-চর্চায় ঔদাসীন্য-প্রকাশ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার গণিতে বিরাগ ছিল না; বরং অন্য কেহ তাঁহাকে গণিতে অতিক্রম করিলে, তিনি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া যতই তিনি সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গণিতের প্রতি অশ্রদ্ধা বর্ধিত হইতে লাগিল। গণিতের সময়ে, হয়, তিনি কোন উপন্যাস বা কাব্য পড়িয়া কাটাইতেন, না হয়, একবারেই স্বশ্রেণীতে উপস্থিত

থাকিতেন না।* গণিতের সম্বন্ধে এইরূপ বিরাগ; গ্রে, গোল্ডস্মিথ, লর্ড মেকলে প্রভৃতি অনেক সাহিত্য-সেবকেরই জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। লর্ড মেকলে একাধারে কবি, বাগ্মী, রাজনৈতিক, সমালোচক এবং ঐতিহাসিক হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু গণিতের নামে তাঁহারও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। আমাদিগের দেশের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাঁহারও প্রতিভা গণিতে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার জীবন বৃত্ত লেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, গণিতের প্রতি বিরাগের জন্যই, তাঁহার শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। গণিতের দুরূহ অংশসমূহ কিছুতেই তিনি আয়ত্ত করিতে পারিতেন না।** গণিতের প্রতি মধুসূদনের বিরাগ সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকে এমন আছেন যে, গণিতে কিছুতেই তাঁহাদিগের বুদ্ধির স্ফূর্তি হয় না, এবং সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক গণিতের জটিলতা ভেদ করিতে পারে না। মধুসূদন এ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। গণিতে যে তাঁহার বুদ্ধির স্ফূর্তি হইত না, তাহা নয়; ভাল লাগিত না বলিয়া, স্বেচ্ছাক্রমেই, তিনি গণিতানুশীলন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন ইচ্ছা হইত, তাহাতে এমনই পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন যে, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক দিনের একটি ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। প্রসিদ্ধনামা রিজ সাহেব হিন্দুকলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন।† গণিত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার ন্যায় গণিতজ্ঞ ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। মধুসূদনের ন্যায় বুদ্ধিমান ছাত্রকে গণিতানুশীলন ত্যাগ করিতে দেখিয়া, তিনি প্রথমে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মধুসূদন কিছুতেই গণিতাধ্যয়নে প্রস্তুত নহেন, তখন নিরাশ হইয়া ক্ষান্ত

* তাঁহার ন্যায় কলেজের আরও কোন কোন প্রসিদ্ধ ছাত্র গণিতের সময়ে ঐরূপ করিতেন। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "আত্ম-জীবন চরিতে" লিখিয়াছেন, "গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে যে, গণিতাধ্যাপক রিজ, সাহেবের সময় আসিলে, কোন কোন বালক কলেজের রেল টপ্‌কাইয়া পলাইত। আমি কখনও রেল টপ্‌কাইয়া পলাই নাই, কিন্তু একবার আমার স্মরণ হয়, তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয়তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়াছিলাম।"

ভক্তিভাজন রাজনারায়ণবাবুর "আত্ম-জীবন চরিত" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার অনুমতিক্রমে এইরূপ দুই একটি প্রয়োজনীয় স্থল আমি তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, "সেকালের" একটি সুন্দর চিত্র পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর হইবে।

** He was at desperate odds in Trigonometry and Conic Sections—Life and Teachings of K. C. Sen, page 92.

† ইনি সম্রাট পঞ্চম নেপোলিয়নের ধ্বজ-বাহক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হইয়াছিলেন ; তাঁহাকে আর কোন কথা বলিতেন না। একদিন তিনি এমনই একটি দুরূহ প্রশ্ন দিলেন যে, গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রদিগেরও মধ্যে কেহ তাহার উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার কিছুদিন পূর্বে মধুসূদনের ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে সেক্সপীয়ার ও নিউটন উভয়েরই মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। ভূদেববাবু ও আরও দুই-একজন গণিত পক্ষপাতী ছাত্র নিউটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, মধুসূদন সাহিত্য-সেবক, তিনি সেক্সপীয়রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করিলে কখনও সেক্সপীয়ার হইতে পারিতেন না।" এই কথার পর হইতে মধুসূদন যে গোপনে গোপনে অঙ্ক কষিতে শিখিতেছিলেন, তাঁহার সহাধ্যায়ীরা কেহ তাহা জানিতেন না। এক্ষণে রিজ্ সাহেবের প্রশ্নে অপর সকলকে অধোমুখ দেখিয়া, মধুসূদন অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিলেন। ভূদেববাবু অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন, মধুসূদন অঙ্কটি কষিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রিজ্ সাহেবকে বলিলেন, রিজ্ সাহেব মধুসূদনকে স্কুলের বোর্ডে, সকলের সমক্ষে, অঙ্কটি কষিতে বলিলেন। মধুসূদন অতি সুন্দর প্রণালীক্রমে অঙ্কটি কষিয়া আসিলেন এবং ভূদেববাবুর গা টিপিয়া, তিন মাস পূর্বের কথা স্মরণ করাইয়া, বলিলেন, কেমন সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে ত ? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্যন্ত শেষ।"

গণিত ও সাহিত্য।

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদন যে কেবল একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা নয় ; কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-লেখক ছাত্র বলিয়াও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ ছাত্র কলেজের মধ্যে অতি অল্পই ছিলেন। সভা-সমিতিতে রচনা পাঠ করা এবং সংবাদ-পত্রে লেখা তখনকার ছাত্রদিগের মধ্যে বহুল প্রচলন ছিল। কি শিক্ষক, কি অভিভাবক সকলেই ছাত্রদিগকে এ সম্বন্ধে উৎসাহদান করিতেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেরই কোন না কোন সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা, সেরূপ সুযোগের অভাবে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের অনুকরণে, হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচার দ্বারা গ্রন্থকার হইবার বাসনা চরিতার্থ করিতেন। মধুসূদনের হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়ী, বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "আত্ম-জীবন চরিতে" লিখিয়াছেন, "হেয়ার স্কুলে প্রথম

ইংরাজী রচনার অভ্যাস।

শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি "হস্তযন্ত্রে" মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে যেমন সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রেরিত-পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালাইতে আমার সহাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিতেন।" লেখক হইবার বাসনা সে সময়কার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল ছিল, ইহা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রাজনারায়ণবাবু ও তাঁহার হেয়ার স্কুলস্থ সহযোগীদের ন্যায় মধুসূদন ও তাঁহার হিন্দুস্কুলস্থ সহাধ্যায়িগণও, একত্রে, এইরূপ একখানি হস্তলিখিত সংবাদপত্র প্রচার করিতেন। এই পত্রখানি তিন-চার মাস চলিয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন, নবীন লেখকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, প্রতি সপ্তাহে, ইহা নিয়মিত পাঠ করিতেন। কিন্তু বালক-বালিকার ধূলি-খেলার সংসার যেমন দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সংসারে পরিণত হয়, মধুসূদনের সেই বাল্যক্রীড়াও তেমনই, অল্পদিনের মধ্যে, প্রকৃত ব্যাপারে পরিণত হইল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একখানি সংবাদপত্রে লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, এই সময়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। মধুসূদনের কোন সহাধ্যায়ী তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য, সংবাদ ইত্যাদি লিখিতেন। মধুসূদন, তাহা অবগত হইয়া, জ্ঞানান্বেষণে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লিখন-প্রণালীতে প্রীত হইয়া, সম্পাদক তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি, আহ্লাদ সহকারে, প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তদশবর্ষ বয়সে, হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে, মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সম্বন্ধ আরব্ধ হইল।

বিদ্যানুশীলনে অনুরাগের ন্যায় মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতা এবং পর-দুঃখকাতরতাও, কলেজে অধ্যয়নাবস্থায়, তাঁহার প্রকৃতিতে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। রাজপথের রোরুদ্যমান ভিক্ষুক বালক ও দারিদ্র্য পীড়িত সহাধ্যায়ী ছাত্র উভয়েরই অভাব মোচনে বালক মধুসূদন সমভাবে তৎপর ছিলেন। পিতা-মাতার অনুগ্রহে তাঁহার অর্থাভাব ছিল না; বিপন্নের সেবায় ব্যয় করিয়া তিনি, অনেক সময়, পিতৃদত্ত অর্থের সার্থকতা করিতেন। কিন্তু দানশীলতা অপেক্ষা প্রেমপ্রবণতাই তাঁহার চরিত্রের সমধিক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, তিনি যেমন প্রেমপ্রবণ ও স্নেহার্দ্রহৃদয় ছিলেন, অতি অল্পলোকই সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার সহাধ্যায়ী, সুপ্রসিদ্ধ "Travels of a Hindu" নামক গ্রন্থপ্রণেতা, বাবু ভোলানাথ চন্দ্র বলেন; "Madhu

প্রেমপ্রবণতা।

স্বর্গীয় গৌরদাস বশাক।

fully justified his name—he was all মধু—all that endeared one to another," বাল্যবন্ধুদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভালবাসিতেন। বালকমাত্রই পঠদ্দশায় বন্ধুতার জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু তাহার পর, সংসারে প্রবেশ করিয়া, বাল্যবন্ধুদিগের কথা আর স্মরণ করে না। এই জন্যই "বালকের বন্ধুতা" উপহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের বাল্যবন্ধুতার পরিণাম এরূপ হয় নাই। যে বন্ধুতা বাল্যে, যৌবনে, বার্ধক্যে, সকল অবস্থাতেই, অবিকৃত থাকে, এবং বন্ধুদিগের দুইজনেরই মৃত্যু ভিন্ন যাহার অবসান হয় না, মধুসূদনের বাল্যবন্ধুতা, কিয়দংশে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদিগের সহিত বাল্যাবস্থায় তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় বাবু গৌরদাস বসাকের ও বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। জীবনে বিভিন্ন পথের পথিক হইলেও ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ লোপ পায় নাই। কলেজ পরিত্যাগের পঞ্চদশ পরে ভূদেববাবু তাঁহাদিগের কৈশোর-সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গে, গৌরদাস বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক মধুসূদনেব ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের বাল্যপ্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

বাল্যবন্ধুগণ।

Believe me, dear Gour, it was but in jest that I brought the charge of forgetfulness against you. In truth, I find nothing of the kind. Those who have met in early youth, lived and conversed together in that time of life when our liquid hearts can so easily intermingle, must be to each other, for ever and always, great *ideas*. We and the friends of early youth, you have named, must be to each and all such *ideas*, whether we have continued our intercourse in after Life or not.* To tell you the secret of my heart, I had rather not know much of these friends lest any passages

---

* ভক্তিভাজন ভূদেব বাবুর নাম বঙ্গের কৃতবিদ্যমাত্রেরই সুপরিচিত, তাঁহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। বাবু গৌরদাস বসাকের নামও সাধারণের অবিদিত নয়। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বসাক বংশীয়। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া, ইনি বহুদিন যোগ্যতার সহিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন; এবং কলিকাতার একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আসিয়াটিক সোসাইটির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

of their after life should have *belied* the promises of their youth. They are to me noble and ennobling ideas still, and as such I would wish them to continue to the end of my days. I should not like to have those early impressions changed. Madhu Sudan Dutta is to me the same Madhu still—the youth of high and noble aspirations who would be nothing less than poet of the highest class, and "astound the world one day with his fame"; I quote his own words of his college days".

ডিস্‌রেলী যথার্থই বলিয়াছেন, "মানুষ পূর্ণবয়সে যতই ভালবাসুন, বাল্য-বন্ধুতার উল্লাস অথবা অবসাদ কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবনের কোন সুখ এমনভাবে হৃদয় পূর্ণ করে না; ঈর্ষা অথবা নৈরাশ্যের কোন যন্ত্রণা এমন নিষ্পেষক অথবা মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যবন্ধুতায় যে মধুরতা, যে আত্মবিসর্জন, পরস্পরের প্রতি যে অসীম বিশ্বাস, বিরহে যে তীব্রতা, এবং পুনর্মিলনে যে দ্রবীভাব, অপর কোন বয়সের প্রণয়ে তাহা ঘটিবার নয়।" বাল্য-বন্ধুতার নৈরাশ্যে কত হৃদয় যে নিষ্পিষ্ট এবং কত আশা যে বিশুষ্ক হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। বাল্যবন্ধুতা হইতে অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনেরও আভাস-প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড বায়রণ তাঁহার বাল্যবন্ধুতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; "My School friendships were with my passions". এই প্রেমপিপাসু বালক বায়রণের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমপিপাসু বালক মধুসূদনেরও বাল্যবন্ধুতার আলোচনা করিলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

মধুসূদন পঠদ্দশায় তাঁহার শৈশব-সুহৃদ বাবু গৌরদাস বসাককে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার বাল্যপ্রেমের প্রগাঢ়তা, সাধারণ প্রকৃতি, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনা অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহার অধ্যায়নাসক্তি, উচ্চাভিলাষ, স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তা এবং উদ্দাম ঔদ্ধত্য, প্রভৃতি দোষ-গুণ এই সকল পত্রে প্রতিভাত হইবে বলিয়া, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত ও অবিকল উদ্ধৃত করিব। মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, রিচার্ডসন সাহেব, সেই সময়, কিছুদিনের জন্য, বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কার (Kerr) সাহেব তাঁহার স্থলে কলেজের অধ্যক্ষ

ছাত্রাবস্থায় লিখিত পত্র।

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কারণে তিনি মধুসূদনকে তিরস্কার করিলে, প্রশ্রয়ে অভ্যস্ত মধুসূদন, অভিমানে, কলেজ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রারম্ভিক কয়েকটি পংক্তি তাহারই উল্লেখ, লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পত্র

Khidirpur, 25th Nov. 1842
Night

My dear Friend,

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from college, during D. L. R.'s absence * Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to college until D. L. R's return, be it of whatever duration—I don't care. I have no great liking for any of my fellow collegians, except a few souls who love me, and whom I love—and I hate the d—d fellow K—R.† This will do me no harm—none whatever—

A fig for your scholastic fame,
Your Scholarships and Prizes :—

except one—a mighty one—that is it will deprive me of the pleasure of your company, of which I am passionately fond—as I am of you. This sounds like flattery, but it is not so. It is truth. There is not in this wide world a soul I prize so much as thine : you have in you all that is noble, generous, disinterested, tender, and what no ? God bless you, my lad! Never did I dream of finding a heart so true, so susceptible of true friendship as yours, in this

* David Lester Richardson. D.L.R. এই অক্ষরত্রয় এক সময়ে বঙ্গের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের সুপরিচিত ও সমাদৃত ছিল।

† রচনাশক্তিতে রিচার্ডসনের সমকক্ষ না হইলেও ইনি (Mr. Kerr) একজন কৃতবিদ্য ও সহৃদয় শিক্ষক ছিলেন। ইনি প্রথমে মাদ্রাজের Bishop Corrie's Grammar School নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করেন। তাহার পর হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া ইনি Domestic Life of the Natives of India নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মাদ্রাজের সুপরিচিতনামা, বহুভাষাবিদ্ রঙ্গনাথ শাস্ত্রী ইঁহার নিকট পুত্রবৎ স্নেহে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

"deceitful world of ours". As long as I live,—in whatever climate may my Fates lead me, thou shalt be remembered, and that with the tenderest feelings of friendship? When I go to England,—which period, I hope, is not very far—(next cold season)—I intend taking a picture of yours,—let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it—a miniature picture of course. This is what I have been thinking of to-day; I must to it. If circumtances allow, I intend taking one, even before my departure for England. If you are acquainted with any artist,—Native—English—let me know of it. I am resolved to possess a picture of thy sweet-self. I am afraid I have written enough on this subject. Don't think it flattery—don't—don't—don't. Will you come to see thy poet here on Sunday next? If you do bring Moti with you: and let me know that I may be prepared, (poor as I am), to receive so beautiful a guest as yourself. But this is idle,—I know you won't—you have everything but inclination to honow my "humble shed" with your handsome presence. This letter is already too long. However, let me write a few lines more.

My father going to a noble friend of his tomorrow. We won't have the Jatra (যাত্রা). When you go to college, remember me to Moti and Madhab and Boncu,* if the beggars come to college. Don't forget. I am reading Tom Moor's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word! Oh! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be great poet—which I am almost sure I shall *be, if I can go to England.*

Believe me, your most affectionate friend,

M. S. Dutt.

* মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধুগণ।

P. S. An answer shall be very, very, very pleasing my Gour !

2nd P. S. I know here is nothing that deserves any reply, yet—write—write—write !!!

M S. D.

দ্বিতীয় পত্র

27th Nov. Night.

There !—I begin this with a critique on the pigmy letter you sent as an answer to the gigantic one I wrote you. You begin—"to stumble at the threshold is no good omen" —mind, you begin—I send you the "Shakespeare", Had you been my pupil, Gour,—depend upon it—I would whip you to death or do something worse. "The article 'The' (A, too) is never used before a proper noun"—&c. &c. Again. "The Moor's Poem" !!! Be careful for the future. "You like my letters"—eh ?—I'm flattered—very much flattered —and gratified—I have done with Tom's "Life of Byron".— The chapter wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundant degree. But who the d—I can read that part of Tom (excellent fellow !) without shedding tears ? I send you the book and it is my particular desire,—(mind you must obey me, as I do you) that you should read this book thro' at the expense of anything it might cost you. It belongs to M. Here is a letter for him ; give at him when you see him at college. By the bye—how are you getting on, ye collegians ! H. C. is an earthly "Pandemonium" with his d—d satanic majesty K—r at the head of his vile occupants ; (you and a few others excepted, of course). But to depart

from this, are you coming to the M. I.* this evening? An "ay—or nay" is all that I require for an answer. We will meet there. Pray answer the last question about going to M. I. and

Believe, (as usual) yours ever

M. S. Dutt.

P. S.—Send me Tom's "Byrons Life" I can assure you—it will well repay the trouble of a perusal. So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least to me than its pages;—full of everything to make the reader—gay—sad—thoughtful and so forth.

P. S. 2nd—My resolution (of not going to the college during D. L. R.'s absence) now and then gives way to the desire of going and enjoying your company there. But that is foolish—is n't it—eh?—What do you say?

P. S. 3rd—I intended to write you a short letter, as you are, so I opine, by this time. quite disgusted with my long ones; but so Fate wills and let her will be done.

তৃতীয় পত্র

মধুসূদনের কোন অসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে দেশে যাইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। এই পত্রখানি তৎসম্বন্ধে লিখিত—

Hindu College.

True,—too true, my dearest Gour! The storm has, at last burst upon me! I am ordered to depart from Town this very night, for our country-house. But oh! where shall I go? Had I had the power of opening my heart, I could then show you the state of my feelings! Language

* মেকানিকাল ইনষ্টিটিউসন, মধুসূদন এবং তাঁহার কোন কোন সহাধ্যায়ী ড্রয়িং শিক্ষার জন্য সেখানে যাইতেন।

cannot paint them! To Leave the friends I love,—Particularly ONE—(imagine, who that "one" could be) my poor heart cannot but break well may I exclaim in the Language of the poet,—

"Oh! insupportable, oh! heavy grief!"

I wish I could see you,—But oh! that cannot be!—I am not allowed! dear, dear, Gour!—dearest friend! do not forget me!

If I do not start to-night, I shall see you tomorrow at the college. As I am to embark at Balliaghata,* I shall once step into the college when I go there. Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr. Farewell! I don't know when I shall return from our country-house. When you go to the Mechanic's give my compliments to Harris. "Farewell Forever."

I remain as I have been Dearest Gour,

Your ever obed't and devoted but unfortunate friend.

Khidirpur
7th August, 1842
Sunday

M. S. DUTT.

P. S. The accompanying copy of "Forget me not" is a present to you. I had no time to get it bound. Pray get it bound. Pray get it bound yourself for my sake. This is a token of the unfotunate giver's respect, esteem and love.

M. S. DUTT.

চতুর্থ পত্র

মধুসূদন, তাঁহার পিতার সঙ্গে, তাঁহার কোন পিতৃবন্ধুকে দেখিবার জন্য, মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে গিয়াছিলেন; নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি তমলুক হইতে লিখিত। মধুসূদন, ইহাতে তাঁহার কতকগুলি কবিতা Blackwood's

* সে সময়ে কলকাতা থেকে সাগরদাঁড়ি নৌকায় যেতে হত; এই নৌকা বেলিয়াঘাটা থেকে ছাড়ত।—সম্পাদক

Magazine নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল কবিতা তিনি মহাকবি ওয়ার্ড্‌স্ ওয়ার্থের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রেরিত কবিতাগুলি ব্ল্যাক্‌উড-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু প্রকাশিত হউক বা না হউক, অষ্টাদশবর্ষীয় বালকের হৃদয়ে কিরূপ উচ্চাভিলাষ ছিল, উক্ত পত্রিকায় কবিতা-প্রেরণ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

I have not seen you for a long time ;—long time, I say, it is ;—and perhaps will not have the pleasure (oh ! it is something more exquisite than the vulgar word "pleasure") of seeing you for some days more I am going away, not to Jessore, man, but to a noble friend of my father's—the Rajah of Tumlook. Wednesday last I did go to the Mechanics—not to learn Drawing, "Oh ! no ! 'twas for something more exquistie still !" that is to see you—but the door was shut. By the bye—I have not yet received the "Gleaner". The begger Carrey hasn't sent it to me tho' I have written to him. I write to him to-day again. Have you received the "Blossom" ?* I haven't, Pray, send it to me. Good Heavens ? What a thing have I forgotten to inform you of ! I have sent my poems to the Editor of the Blackwoods Tuesday last. I haven't dedicated them to you, as I intented, but to William Wordsworth, the poet. My dedication runs thus :—

"These Poem are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esquire, the Poet, by a foreign admirer of his genius—the author."

Oh ! to what a painful state have I committed my self. Now I think the Editor will receive them graciously ; now I think he will reject them.

* Gleaner এবং Blossom সে সময়কার দুইখানি সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা। মধুসূদন এই দুই পত্রিকায়, মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন।

Shall I see you at the Mechanic's to-morrow? O! come for my sake! By the bye!—dull fellow! stupid creature! thou hast forgotten thy promise of honouring my poor cot with the sacred dust of your feet. When will you do that? If you do not do it, my last calling on at yours would be the last.

পঞ্চম পত্র

TOMLOCK

Friday.

MY DEAR FRIEND,

Last Friday I wrote you a letter which, I believe, has reached you by this time. That letter was written in the greatest haste imaginable. I recollect to have written you in that letter that "I will start to-night" but I have not: nor do I think I shall be able to do so in the course of a few days more. I know our school recommences to-morrow; but I have no power to fly to Calcutta. Now I do curse the moment in which I gave way to the desire of accompanying my father to this nasty place. I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow; but, Gour, there's one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "England's glorious shore." The sea from this place is not very far: what a number of ships have I seen going to England! But to depart from this subject, it is always a very awkward task to write to persons from whom we receive no answer. And why is the task awkward? Because the written may not know whether the person he writes to, is vexed at his writing or

pleased. Well I do not—nay, Gour Dass, I connot give way to such an idle fear that you are vexed with me for this constant scribbling. If you are, for charity's sake, keep it concealed. Do not write to me for I am uncertain of my stay here. Believe me as happy as I can be at so great a distance from you, and that I am.

TOMLOOK
SUNDAY

Truly yours
DUTT.

P. S. Excuse if I have made any mistakes, I cannot persue what I have written for want of time.

M. S. DUTT.

ষষ্ঠ পত্র

TOMLOOK
28th. octo. 1842

MY DEAR GOUR DASS,

Do you receive the letters I write you ?—'pon my word,—a most tormenting—torturing—excruciating uncertainty it is. You have no fault ; I myself always prevent you to write to me. If you continue the same sort of thing I left you, that is if some grand revolution of sentiments and feelings has not taken place in you,—I need not trouble myself with the idle fear that you are vexed at my constant scribbling. But to depart from this subject, I am sorry to inform you that the little English I had, is, by this time, gone by half, and my little talent at versifing is also gone. Know, then, that I attempted lately to write some verses on a certain subject, but could not write a single line in about four hours. I have either left my Muse with you or she is *no more.* Don't think my "Day is over" I believe the Muse disdains to "repair" to such a place as I am writing

from *i. e.* Tomlook. But when I go to Calcutta I will drown you in Poetry. This, I hope, is the last letter you shall have from Tomlook. We start either to-night or to-morrow. Well, Monday next at the college we will meet. Be sure of that, as well as that

I continue truly, eternally, and most
affectionately yours
M. S. DUTT.

পাঠক এই সকল পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, লর্ড বায়রণ তাঁহার যে বাল্যানুরাগকে passion বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, মধুসূদনের বাল্য-প্রেম প্রগাঢ়তায় তাহা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাঁহার বাল্য-প্রেমের পরিচায়ক অনেকগুলি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, আর কোন পত্র উদ্ধৃত করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। তাহার একখানি পত্র হইতে কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—

বায়রণ ও মধুসূদন।

My heart beats when the thought that *you* are my friend, comes into my mind! You say you will honour my place—or "palace" (as you kindly designate my cottage) with your "Royal presence". Your presence, Gour Dass, is something more than Royal. Oh! it is *Angelic*! oh! no! it is something *more expuisite* still!

যে হৃদয়, প্রিয়তমের একখানি প্রতিমূর্তির জন্য, পরিধেয় বসন পর্যন্ত বিক্রয় করিতে প্রস্তুত; যাহা প্রণয়াস্পদকে ছাড়িয়া, জন্মভূমির ক্রোড়ে গিয়াও শান্তি প্রাপ্ত হয় না, এবং যাহা প্রিয়তমকে রাজারূপে—দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া আরও কিছু উচ্চতর বিশেষণে বিশেষিত করিবার জন্য ব্যাকুল; তাহার প্রেম-পিপাসা কিরূপ তীব্র তাহার ব্যাখ্যান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রেম-পিপাসা, ভবিষ্যতে অসংযত আকারে মধুসূদনের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল বলিয়া, তৎসম্বন্ধীয় দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। স্বাভাবিক কোমলতার ও প্রেম-পিপাসার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার সংযোগে কবিদিগের মধ্যে লর্ড

বায়রণের জীবনই মধুসূদনের জীবনের সহিত সর্বাপেক্ষা তুলনীয়। উভয়ের বাল্য-বন্ধুতার আলোচনা করিলে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। একবার একটি বয়োজ্যেষ্ঠ, দুর্দান্ত বালক বায়রণের কোন শৈশব-সুহৃদকে বেত্রাঘাত করিতেছিল। শারীরিক বলে ইহার প্রতিবিধান করিবার শক্তি বায়রণের ছিল না। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রহারকারী বালকের নিকট যাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার বন্ধুকে আর প্রহার করিও না। ইহাকে আর যে কয়বার বেত্রাঘাত করিতে তোমার ইচ্ছা, তাহা আমাকেই কর।" এই প্রেম-পিপাসু, সরলহৃদয় বালকের পরিণাম চিন্তা করিলে, কে অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন? বালক মধুসূদনেরও শৈশব-সৌহার্দ্য সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছি;—মধুসূদন একদিন শুনিলেন, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অর্থাভাবে হিন্দু-কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি টাকার জন্য কলেজ ছাড়িবে? তাহা কখনই হইবে না। তোমার মা, আর আমার মা ভিন্ন নন। আমার মা আমার খরচের জন্য এত টাকা দেন; আর আমার আর এক মায়ের ছেলে, তুমি, টাকার অভাবে কলেজ ছাড়িবে! তাহা কখনই হইবে না।" নদী যখন পর্বত হইতে নিঃসৃত হয়, তখন তাহাতে আবিলতা থাকে না। কিন্তু যতই পৃথিবীর ধূলির ও পঙ্কের সহিত তাহার সংস্পর্শ হইতে থাকে, ততই তাহা কলুষিত আকার ধারণ করে। লর্ড বায়রণের বা মধুসূদনের, কাহারও প্রেমে, প্রথমে, আবিলতা ছিল না। কিন্তু যৌবনের পদার্পণে অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার সঙ্গে ভোগাসক্তি ও রূপলালসা আসিয়া উভয়কে গ্রাস করিল। উভয়েরই সর্বনাশ হইল। সেই অবধি দুইজনেই প্রণয়ের নামে, নিজ নিজ জীবন ইন্দ্রিয়-সেবাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরিতৃপ্তি কাহারও ভাগ্যে মিলে নাই। মধুসূদন ভগ্নহৃদয়ে আত্ম-বিলাপ লিখিয়াছিলেন;—পৃথিবীর প্রেম, যশ, অর্থ, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই;—না জানিয়া, না শুনিয়া, তিনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন মাত্র। আর লর্ড বায়রণ,—তাঁহার সমস্ত জীবন, সমস্ত কাব্য কেবলই নিরাশা-জনিত আর্তনাদে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ম্যানফ্রেডের প্রথম অঙ্কে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

> Philosophy and Science and the springs
> Of wonder, and the wisdom of the world,
> I have essay'd, and in my mind there is
> A power to make these subject to itself—
> But they avail not: I have done men good,

And I have met with good even among men—
But this avail'd not : I have had my foes,
And none have baffled, many fallen before me—
But this avail'd not.

পাঠক, ইহার সঙ্গে মধুসূদনের আত্মবিলাপ তুলনা করুন ;—দেখিবেন, উভয়ই কিরূপ অতৃপ্ত হৃদয়ের আর্তনাদে ও নিরাশার মর্মভেদী ক্রন্দনে পূর্ণ। উভয় লেখকেরই কি যেন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই ;—কি যেন অভাব, কি যেন মর্মভেদী সন্তাপ উভয়েরই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বর্তমান থাকিয়া, তাহাদের উভয়েরই জীবনকে অশান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। পরিতৃপ্তি যে ভোগসুখে নয়—ভোগ-বাসনার দমনে, এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়—কঠোর আত্মসংযমে, বায়রণ অথবা মধুসূদন কেহই তাহা জানিতেন না, পরিতৃপ্তি তাঁহাদিগের ভাগ্যে মিলিবে কেন ? উদ্দাম লালসা থাকিবে, অথচ পরিতৃপ্তি মিলিবে না, এ অবস্থায় মনুষ্যের পরিণাম যে কি হয়, মধুসূদন ও বায়রণ দুইজনেই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

মধুসূদনের শিক্ষাবস্থা সম্বন্ধে আর দুই-একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই, তাঁহার চরিত্রে আত্মসংযমের ও সুনীতিপরায়ণতার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। এই দুইয়ের অভাবে, দেব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়াও, তিনি আত্মজীবন দুঃখময় ও কলঙ্কময় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্বনাশের বীজ পাঠদ্দশাতেই তাঁহার চরিত্রে উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, সুতরাং মধুসূদনের অর্থাভাব ছিল না। একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার জননী, তাঁহার ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দিতেন। সুতরাং মধুসূদন বেশভূষায় ও ব্যয় সম্বন্ধে কলেজের লক্ষপতির সন্তানদিগেরই ন্যায় চলিতেন। হিন্দুকলেজ, প্রধানতঃ, ধনী-সন্তানদিগেরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনবান পরিবারের বালকেরা তথায় অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং বিলাসপ্রিয়তা হিন্দু-কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বড়ই সাধারণ ছিল। এই বিলাসপ্রিয়তা সম্বন্ধে মধুসূদন আবার অপর সকলের অগ্রবর্তী ছিলেন। নিত্য নূতন, নূতন পরিচ্ছদ এবং নূতন প্রকার গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। অতি অকিঞ্চিৎকর কার্যেও তিনি, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার একদিনের ব্যবহার হইতে পাঠক তাঁহার প্রকৃতি অনুমান করিতে

আত্মসংযমের ও সুনীতির অভাব।

পারিবেন। একদিন সাহেব-ক্ষৌরকারের দোকান হইতে চুল ছাঁটিয়া আসিয়া মধুসূদন সহাধ্যায়ীদিগকে বলিলেন; "দেখ, আমার চুল ছাঁটা কেমন সুন্দর হইয়াছে, আমি ইহার জন্য এক মোহর দিয়াছি।" কিন্তু এই বিলাসপ্রিয়তা অপেক্ষা গুরুতর আরও কোন কোন দোষ, এই সময়ে, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। কুসঙ্গে পতিত হইয়া, এবং কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া, তিনি ছাত্রাবস্থাতেই, মদ্যপানে আসক্ত হইয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের মধ্যে পান-দোষ ও হিন্দুধর্ম-নিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণে অনুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। মধুসূদনের সময়ে যদিও তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, তথাপি কলেজের অনেক ছাত্র, তখনও, মদ্যপান সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদন ইহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার সমকালবর্তী ও সহাধ্যায়ী বাবু রাজনারায়ণ বসু, তাঁহার আত্মজীবন চরিতে, এই সময়কার প্রসঙ্গে, লিখিয়াছেন; "তখন হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর, একত্র হইয়া গোল-দিঘীতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শীক-কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদিঘীর রেল টপ্‌কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া, সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য বলিয়া মনে করিতাম।" সমাজের কি শোচনীয় অবস্থায় মধুসূদন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এ অবস্থায় যে, সে সময়কার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের নৈতিক অধঃপতন হইবে, তাহা বিস্ময়কর নয়। মধুসূদনের সমকালবর্তী আরও অনেকে, জীবনে, তাঁহারই ন্যায় দুর্বলতা দেখাইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা, একবার স্খলিতপদ হইয়া, আবার উঠিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা পারেন নাই, এই মাত্র পার্থক্য।

কদাচার ও কদভ্যাস।

পানদোষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাও, ছাত্রাবস্থায়, মধুসূদনের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। যে শিক্ষায় ও শাসনগুণে তরুণ বয়সের উদ্দামভাব সংযত হয়, গৃহে অথবা কলেজে, কোথাও, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার পিতামাতা, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য, যত্নের ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু পুত্রকে ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষাদানের ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন,

গৃহ এবং বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষার অভাব।

তাঁহারা তাহার উপায় করিতে পারেন নাই। একমাত্র পুত্র বলিয়া, তাঁহারা মধুসূদনকে বাল্যাবধি আদরে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে কোন অন্যায় কার্য করিতে দেখিলেও কখন শাসন করিতেন না, বরং অনেক সময়, না বুঝিয়া, তাঁহার অশিষ্টাচারে প্রশ্রয় দান করিতেন।* সুতরাং শৈশব হইতে অত্যাদরে প্রতিপালিত মধুসূদনের পক্ষে তরুণ বয়সের উদ্দামভাব সংযত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার পিতামাতার ব্যবহারে যে ত্রুটি ছিল, কলেজীয় শিক্ষাতেও তাহা সংশোধিত হয় নাই। হিন্দু-কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে যিনি সকল বিষয়ে মধুসূদনের আদর্শস্থানীয় ছিলেন, সেই রিচার্ডসন, বিদ্যা, বুদ্ধিতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইলেও, সুনীতিপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার দুর্নীতির ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় কলেজের ছাত্রগণের সকলেরই বিদিত ছিল। ছাত্রেরা, তাহা লইয়া, পরস্পরের মধ্যে, হাস্য, পরিহাস করিতেন। শিক্ষকই বাল্যকালে ছাত্রের আদর্শ। শিক্ষকের দোষ-গুণ ছাত্রের জীবনে নিত্যই প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে পিতামাতার এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রদত্ত শিক্ষায় ও শাসনগুণেই মনুষ্যের প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন. ইহার কোন স্থানেই, একটি উচ্চ আদর্শ দেখিতে পান নাই। মধুসূদনের চরিত্রের সমর্থনের জন্য যে, আমরা এই সকল কথা বলিতেছি, তাহা নয়। পাপ, যে অবস্থাতেই কৃত হউক, চিরদিনই পাপ; তাহার সমর্থন নাই। সুতরাং মধুসূদনের চরিত্র সমর্থনের জন্য এই সকল কথা নয়। কেবল কি অবস্থায় ও কিরূপ ঘটনাসম্মিলনে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। মধুসূদনের দুর্নীতি-পরায়ণতার আরও একটি কারণ ছিল। একেই ত তিনি অতি কোমলহৃদয় ও প্রেম-পিপাসু ছিলেন; তাহার উপর বায়রণের মাদকতাপূর্ণ কবিতা তিনি, সর্বদা, অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। টমাস্ মূরের লিখিত বায়রণের জীবন-চরিত তাঁহার ছাত্রাবস্থার অতি প্রিয়-গ্রন্থ ছিল এবং অনেক বিষয়ে বায়রণকেই তিনি নিজের আদর্শ মনে করিতেন। ছাত্রাবস্থায় বায়রণের অনুকরণে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিব। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বায়রণের অনুকরণে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বায়রণের প্রেম-পিপাসাপূর্ণ কবিতা তরল-হৃদয় মধুসূদনের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। বায়রণকে আদর্শ করিতে

বায়রণকে আদর্শ করিবার ফল।

* পরিশিষ্টে, গৌরদাস বাবুর লিখিত মন্তব্যে, পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, মধুসূদনের পিতা আলবোলার নল স্বহস্তে পুত্রকে দিতেন।

যাইয়া, তিনি সুনীতির ও মিতাচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহার পরিণাম ফল যে বিষময় হইবে, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। একবার তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রিয়সুহৃদ্ গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "দেখ, আমি ঋষিতুল্য ছিলাম, আমার কি অধঃপতন হইতেছে" ("you see from an anchorite and monk I am becoming a decided rake"). কিন্তু লিখিলে কি হইবে? মেণ্টরের ন্যায় কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ, তাঁহার রক্ষার জন্য, আবিভূত হইলেন না। সুনীতির পিচ্ছিল বর্ত্মের অব্যবহিত পার্শ্বেই দুর্নীতির অতলস্পর্শ গহ্বর; মধ্যে আর কিছুই নাই। একবার পদস্খলন হইলে, কেহ আকর্ষণ করিয়া না রাখিলে, আর রক্ষা হয় না। কিন্তু পতনোন্মুখ মধুসূদনকে, কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া, রাখিতে পারেন, এমন কেহই ছিলেন না। মধুসূদন ভালবাসিয়া পরকে আপনার করিতে পারিতেন, কিন্তু আপনাকে পরের হস্তে সমর্পণ করিতে জানিতেন না। পিতা হউন, মাতা হউন, শিক্ষক হউন, বন্ধু হউন, নিজের ইচ্ছা অপর কাহারও ইচ্ছায় বিসর্জন দিবার শিক্ষা তাঁহার হয় নাই; সুতরাং তাঁহার উপর কাহারও অধিকার ছিল না। এই অধিকারের অভাবে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। হতভাগ্য কবি, চিরজীবনের জন্য, দুর্নীতির নিবিড় অন্ধকারময় গহ্বরে নিপতিত হইলেন।

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদনের চরিত্রে যে সমস্ত দোষ, গুণ পরিস্ফুট হইয়াছিল, আমরা একে একে তাহার সকলগুলিরই আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যানুরাগ, প্রেম-প্রবণতা, বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা সমুদায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যে শিক্ষা তাঁহাকে "কবি মধুসূদন" করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কবি-শক্তি মনুষ্যের প্রকৃতি-প্রদত্ত গুণ; সুতরাং হিন্দু কলেজের শিক্ষায় মধুসূদন যে কবি-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তবে হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা হইতে তাঁহার প্রকৃতি-দত্ত শক্তি যে স্ফূর্তিলাভের অনুকূল সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। রামগোপাল ঘোষের রাজনৈতিক জীবন যেমন ডিরোজিয়োর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, মধুসূদনেরও সাহিত্যিক জীবন তেমনই রিচার্ডসনের প্রভাবে সংগঠিত হইয়াছিল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষায়, মধুসূদনের কবি-শক্তি কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন।

শিক্ষাবস্থা—কবিতা রচনার অভ্যাস।

৪

[১৮৪১—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে বঙ্গসমাজে এক্ষণে যে অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা তাহার প্রবর্তন সম্বন্ধে কিরূপ কায করিয়াছিল, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। যাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে হিন্দুকলেজ এই নবযুগ প্রবর্তনে সক্ষম হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে ডিরোজিয়োর এবং তাঁহার পরেই রিচার্ড-সনের নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই, ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে, ইঁহাদিগের দুইজনের ন্যায়, স্থায়ী প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারমূলক ঘটনাবলীর ইতিহাস লিখিতে হইলে যেমন ডিরোজিয়োর বিষয় আমাদিগের মনে হয়, আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইলে, তেমনই রিচার্ডসনের কথা আমাদিগের মনে পড়ে। বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রে এক্ষণে যে যুগ বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রবর্তয়িতা মধুসূদন, রিচার্ডসনেরই শিক্ষাগুণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর ন্যায় রিচার্ডসনেরও নাম ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি যে, এক-সময়ে, এদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর কিরূপ সমাদর-ভাজন ছিলেন, এবং এদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন-গঠনে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য।* রিচার্ডসন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা ও রিচার্ডসন।

* রিচার্ডসনের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ বসু নিজের আত্মচরিতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;

"কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপিয়ার তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্ষপিয়ার আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare." তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্ষপিয়ার বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে, "that shows his hoar leaves in the glassy stream", সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গাছের পাতা সবুজ, "hoar leaves" এই প্রয়োগ কবি কেন করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তলভাগ সাদা **। তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, are you going to the theatre to-day? তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্কুল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।** তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না, কিন্তু তথাপি হয়।"

সৈনিক-কার্যে ব্রতী হইয়া, এদেশে আগমন করেন। সৈনিক-কার্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃই তিনি সাধারণের নিকট কাপ্তেন রিচার্ডসন নামে খ্যাত। তিনি সৈনিক-কার্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা সাহিত্যের দিকেই ছিল। কিছুদিন কার্য করিবার পর, তিনি কোম্পানির অধীনতা ত্যাগ করেন, এবং অল্পদিন ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্তা, মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সহচারিত্ব করিয়া, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য করিবার সময় হইতেই তিনি একজন সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়কার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় অনেক প্রধান প্রধান, সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন কয়েকখানি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন ও সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদন দ্বারা তাঁহার নাম তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীরও পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিজের রচনাশক্তি অপেক্ষা অন্যের রচনার দোষ-গুণ নির্বাচন করিবার ক্ষমতার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃত কবি-কৌলীন্য উপলব্ধি করিবার সেরূপ শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদ ও অর্থগ্রহ করিতে, তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ অধ্যাপক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। সে সময়কায় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য, তিনি "ব্রিটনীয় কবিগণের সারসংগ্রহ" Selections from the British Poets) নামক যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার গুণ-গ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সারসংগ্রহ পুস্তক এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু যে কেহ ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি, ইহার নিবাচন-প্রণালীর জন্য, রিচার্ডসনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালীও অতি চমৎকার ছিল। যে গ্রন্থ তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন যে, তাঁহার একবার আবৃত্তি মাত্র, ছাত্রদিগের অনেক স্থলে, তাহার অর্থগ্রহ হইত। সে সময়কার অনেক প্রসিদ্ধ রঙ্গশালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার নিকট সেক্সপিয়ার আবৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে তাঁহার এই আবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "আমি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে, ভারতের আর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে পারি, কিন্তু তোমার সেক্সপীয়ার আবৃত্তি বিস্মৃত হইতে পারিব না।" ডিরোজিয়োর ন্যায় তিনিও তাঁহার ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির

ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষার পার্থক্য।

উন্মেষ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। তবে ডিরোজিয়োর শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর এই পার্থক্য ছিল যে, ডিরোজিয়ো ছাত্রদিগের বিচারশক্তির উন্নতি-সাধনেরই অধিক চেষ্টা করিতেন। আর রিচার্ডসন ছাত্রদিগের ভাবগ্রাহিতার ও রসজ্ঞতার পরিবর্ধনের জন্যই অধিক প্রয়াস পাইতেন। ডিরোজিয়ো, ছাত্রদিগের ধর্ম, সমাজ এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের দোষ, গুণ আলোচনা করিয়া, নিজের নিজের গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে বলিতেন। আর রিচার্ডসন, তাঁহাদিগের ভাবগ্রাহিতার উদ্দীপন করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের গূঢ় সৌন্দর্য প্রকটিত করিতেন। ডিরোজিয়ো ও রিচার্ডসন উভয়েই কবি, উভয়েই চিন্তাশীল। কিন্তু ডিরোজিয়োর কবিত্বের সঙ্গে দার্শনিক বিচারশক্তি প্রবল। রিচার্ডসনে কেবলই অমিশ্র ভাবপ্রবণতা। প্রথম কার্যক্ষেত্রের সহায়, দ্বিতীয় কল্পনাজগতের পথ-প্রদর্শক। ডিরোজিয়ো ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিতেন, তাহার নিষ্কর্ষ এইরূপ : "দেখ, যে সমাজে আমাদিগের বাস, তাহাতে এই সকল কুসংস্কার ; যাহা আমরা ধর্ম বলিয়া সম্মান করি, তাহাতে এই সকল ভ্রম ; এবং যে শাসন-নীতি অনুসারে আমরা পরিচালিত হইতেছি, তাহাতে এই সকল অত্যাচার বর্তমান রহিয়াছে। আজ বলিয়া নয়, সৃষ্টিকালাবধি এইরূপ ভ্রম, প্রমাদ চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে, তাহাদিগের সংশোধনের আবশ্যকতা নাই, তাহা নয়। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া, এই সকল ভ্রম, কুসংস্কার এবং অত্যাচার নিবারণের চেষ্টাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।" রিচার্ডসনের সহিত ধর্মনীতির অথবা সমাজনীতির বড় সম্বন্ধ ছিল না। তিনি ছাত্রদিগকে সুলেখক ও সুপণ্ডিত করিতে পারিলেই আপনার কর্তব্য শেষ হইল মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, এই বাহ্যজগত কেমন সুন্দর, কেমন সুন্দর, কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ, এই তরঙ্গায়িত মহা-সমুদ্র, এই সৌন্দর্যময় প্রদোষ, এবং এই জ্যোৎস্না-ধৌত রজনী কি অপূর্ব শোভায় সুশোভিত। পতির নিকট সতীর ন্যায় প্রকৃতি তাঁহার উপাসকের নিকট আপনার প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য প্রকাশিত করেন। কবিগণই প্রকৃতির যথার্থ উপাসক। সাধারণের নিকট প্রকৃতির যে মূর্তি শুষ্ক ও কঠোর বলিয়া বোধ হয়, কবির নিকট তাহা সরল লালিত্যময় প্রতীয়মান হয়। তোমরা প্রকৃতির উপাসক বা কবি হও, বাহ্যজগতের অদৃষ্টপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে।* এই

* তাঁহার সারসংগ্রহের ভূমিকায় রিচার্ডসন লিখিয়াছিলেন ;—

To cold and vulgar minds how large a portion of this beautiful world is a dreary blank! They recognise nothing but an uninteresting mono-

সঙ্গে মানব-হৃদয়েরও গূঢ় রহস্য আলোচনা করিতে শিখ। অপমানিত মানব-হৃদয় প্রতিহিংসায় কি পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ এই সাইলকে; ভবিষ্যতে কি ঘটিবে চিন্তামাত্র না করিয়া প্রেমিক কেমন পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ এই রোমিও ও এই জুলিয়েটে, প্রণয়িনীর উপর সন্দেহ জন্মিলে প্রণয়ী কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় কার্য করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ ওথেলোয়। এই বাহ্যজগতের ও এই অন্তর্জগতের রহস্যভেদ করিতে না পারিলে, তোমাদিগের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না। দেখ, যে মহাকবিগণ এই অপ্রত্যক্ষ জগৎ বর্ণনাগুণে, তোমাদিগের প্রত্যক্ষ করাইতেছেন, তাঁহাদিগের কি সৃষ্টিনৈপুণ্য, কি রচনাকৌশল! যদি সুলেখক হইতে চাও, তবে ইঁহাদিগকে আদর্শ কর। এইরূপ শব্দবিন্যাস এবং এইরূপ ভাষার পরিপাট্য না হইলে রচনার উৎকর্ষ হয় না।"

উভয়প্রকার শিক্ষার বিভিন্ন ফল।

ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায় যে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা সহজেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ সকলেই রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ সংস্কারক হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ডিরোজিয়োর শিষ্যগণ তাঁহাদিগের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কারের অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু রিচার্ডসনের ছাত্রগণ, সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়াই অধিক পরিচিত। প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মধুসূদন দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু এবং ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি রিচার্ডসনের ছাত্র। ইঁহাদিগের মধ্যে বাবু

tony in the daily aspect of the the earth or sky. It is the spirit of poetry which keeps the world fresh and young. To a poetical eye every morning's sun seems to look rejoicingly on a new creation. Poetry widens the sphere of our purest and most permanent enjoyments. It makes the familiar new, the past present, the distant near. It is the philosopher's stone discovered ; the transmutes everything into gold.

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

It is the part of poetry to lift us above the reach of petty cares and sensual desires ; and to make us feel that there is something nobler and more permanent than the ordinary pleasures of the world. It is a species of religion. Poets are nature's priests. They lead us "from nature upto nature's God"

রাজনারায়ণ বসু ভিন্ন আর কেহ ধর্মসংস্কারের অথবা সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।* বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায় যে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে, ডিরোজিয়োর ও রিচার্ডসনের ছাত্রগণের জীবন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

ডিরোজিয়োর ন্যায় রিচার্ডসনও তাঁহার ছাত্রদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে ইংরাজী ভাষায় গদ্য, পদ্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হইত। তিনি নিজে একজন অতি সুলেখক ছিলেন। অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণের রচনার ন্যায় তাঁহার নিজের রচনাও তিনি, অনেক সময়, ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার সুললিত কবিতায় ও হৃদয়গ্রাহিণী আবৃত্তিতে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয় সহজেই মুগ্ধ হইত। তাঁহারাও আশা করিতেন, কতদিনে কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় সুলেখক হইতে পারিবেন। রিচার্ডসনও ছাত্রদিগের এই আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। তিনি তাঁহাদিগের রচনা অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি কোন সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করাইতেন। এরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগের উচ্চাভিলাষ এবং রচনা-প্রবৃত্তি সহজেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় সুলেখক হইব, রিচার্ডসনের ছাত্রমাত্রেরই হৃদয়ে এই বাসনা প্রবল ছিল। অন্যান্য ছাত্রেরা রিচার্ডসনের কেবল গুণগুলিরই অনুকরণ করিতেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার দোষগুলি পর্যন্ত অনুকরণ করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী বলেন,† একদিন মাধ্যাহ্নিক ছুটির সময়ে, যখন কলেজের অন্যান্য ছাত্রেরা আমোদ, প্রমোদ করিতেছিলেন, মধুসূদন, তখন, একা গৃহের এক নির্জন অংশে বসিয়া রিচার্ডসনের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতেছিলেন। স্কুল বিভাগের প্রথম শিক্ষক, জোন্স সাহেব, দেখিতে পাইয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মধুসূদনকে তদ্গতচিত্তে রিচার্ডসনের লেখার অনুকরণ করিতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন; "মধু, তুমি কি মনে কর, কাপ্তেন সাহেবের মত বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি একজন বড় লোক হইবে?" মধুসূদন লজ্জায় নিরুত্তর রহিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত লিখিত বিষয়টি লুকাইয়া

রিচার্ডসনকে অনুকরণেচ্ছা।

---

* ব্রহ্মসমাজের, বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধ হইতেই রাজনারায়ণবাবু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কলেজের শিক্ষার সহিত তাঁহার বড় সম্বন্ধ ছিল না।

† বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত।

ফেলিলেন। রিচার্ডসনকে অনুকরণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের কিরূপ প্রবল ছিল, এই ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইবে। মধুসূদন যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় রিচার্ডসনের "সারসংগ্রহ পুস্তক" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকা অতি উপাদেয়। কাব্যানুশীলনের দোষগুণ রিচার্ডসন তাহাতে অতি সুন্দররূপ আলোচনা করিয়াছেন। মুদ্রিত হইবার পূর্বে তিনি তাহা তাঁহার ছাত্রগণের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। মধুসূদন শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন, এবং মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সকলের সমক্ষেই বলিয়া উঠিলেন, "আহা, আমি যদি ইহার লেখক হইতাম" ("I wish I had been the author of it")। সেই সুকুমার বয়সে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাঁহার এইরূপ মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিত্ববীজ মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষায় ও আদর্শে তাহা এইরূপে উদ্ভিন্ন হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। কলেজের অতি নিম্নশ্রেণী হইতেই মধুসূদন ইংরাজীতে গদ্য, পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ণ বয়সের রচনার সহিত তাঁহার বাল্য-রচনার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্যিক জীবন কিরূপে আবদ্ধ ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা তাঁহার বাল্যরচিত কয়েকটি কবিতা বর্তমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব। পূর্ণবয়সে তিনি মিল্টনকে তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন;

বায়রণ, স্কট, মূর এবং ডিরোজিয়োর প্রভাব।

কিন্তু পঠদ্দশায় বায়রণই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। বায়রণ, স্কট এবং মূর এই তিন জনেরই আদর্শে তিনি তখন তাঁহার রচনা প্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের অনুকরণে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাঁহার "ক্যাপটিভ লেডী" ও উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই তিন জন কবির ন্যায় ডিরোজিয়োও, মধুসূদনের প্রথম জীবনে কিয়ৎপরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ডিরোজিয়ো যদিও সে সময় হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নাম তখনও সেখানে জাগরূক ছিল, এবং তাঁহার কবিতা তখনও সেখানে সাদরে পঠিত হইত। অনেকে তাঁহাকে "যুরেসিয়ান বায়রণ" (Euresian Byron) বলিতেন। যাহা কিছু হৃদয়কে উত্তেলিত ও আন্দোলিত করে, এবং যাহাতে প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস থাকে, সেইরূপ মাদকতাপূর্ণ কবিতাই তরুণবয়সে মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সুতরাং ডিরোজিয়োর বায়রণানুকারিনী কবিতায় তাঁহার হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। উভয়ের

জীবনেও একটু সাদৃশ্য ছিল। ডিরোজিয়োর প্রথম কবিতা পুস্তক তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সে প্রকাশিত হইয়াছিল; মধুসূদনও অষ্টাদশবর্ষবয়সে, হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে, কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতা-লেখক বলিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। উভয়েই বায়রণের শিষ্য এবং উভয়েই প্রেমপিপাসু ছিলেন। সুতরাং ডিরোজিয়োকে না দেখিয়াও মধুসূদন অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্য মধুসূদনের প্রথম বয়সের লিখিত কোন কোন কবিতায় ডিরোজিয়োর কবিতার ছায়া লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহা ছায়ামাত্র। ডিরোজিয়োর কবিতার অনুকরণ করিব, মধুসূদনের সেরূপ বাসনা কখনই হয় নাই। যাঁহারা কাব্যজগতে সকলের শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইব, বাল্যাবধি ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল; সুতরাং ডিরোজিয়োকে কখনও তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। এই মন্ত্রের উপাসক এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রবীণের সহিত নবীনের যে সম্বন্ধ থাকে, ডিরোজিয়োর সহিত তাঁহার সেই সম্বন্ধ ছিল, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

মধুসূদনের রচিত কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

I LOVED THEE!

I

I lov'd thee—how oft on the soft-beaming eye,
I ve gaz'd with deep rapture and heart swelling high!
There was life in thy smile—there was death in thy frown
Thy voice it wss sweeter than melody's own!

II

I lov'd thee—how Hope sooth'd me to dreams
Of paths strewn with flow'rs—of days gilt with beams;
'Twas bliss when on Future's horizon afar
The shrin'd thee in glory—my Destiny's star;

III

But 'tis past—like a vision of ethereal ray
Thou camest—but to dazzle and vanish away—
A seraph forth straying from Heaven's bright bow'r,
In sun-shine and glory to bless—but and hour !

IV

But 'tis past—what is past ?—Can it be that fond breast
Is now cold as the sod it hath silently prest—
Can it be that those eyes—so soft and so bright—
Are now quench'd in the grave's eternal-dark night !

V

How fain would I dream 'tis delusive and vain—
How fain would I dream thou will come back again—
But Reality lends all a tongue and a tone,
To break the sweet spell by fond Fancy thus thrown !

MÆONIDES

SONG

THEY ASK ME WHY I FADE PINE.

They ask me why I fade and pine,
And seem oppressed with woe ?
They say what care now can be mine,
To cloud my youthful brow ?

Alas !—they know not that I die
Of pains that none can heal,
Save those dear smiles and that blue eye
Who soon as Lethe's murmuring rill,
Can lull my woes t' eternal sleep,
And make me cease to sigh and weep !

That cruel—that relentless maid,
Of heart more hard than stone,
Cares not, why thus I pine and fade,
And why oft thus I moan !

When fondly turn my ravished eyes
On her sweet cheeks to gaze,
What life embittering frowns arise
And could that heavenly face !

O ! thus abandoned to despair
I've naught but grief for me ;
My life a wilderness appear
Overgrown with misery !

28th March, 1841
Kidderpore

M S DUTT

THE FORTUNATE RAINY DAY

(Written at the request of my beloved friend,
Babu Gour Dass Bysack Mohashoy.)

Lo ! sweet was the hour ;—and a balmy shower of rain,
Revived th' drooping beauties of each flowery mead
and plain ;
Like tyrants, bereft of their power, as they fly,
The proud scorching sun was retiring in the sky—
And tuneful Zephyr warbled his heart entrancing song,
And sighed, as he wandered yon green groves among ;
When gladly I met her beneath yon Almond tree,
(Oh sacred as Elysium be its happy shades to me !)

There I kissed and embraced her ;—and oh !—who can tell!
What passions tumultuous did in my bosom swell !

What tears joy-speaking rushed forth from my eyes!
They bathed her snowy hands—while I warmed them
with my sighs!

29th March, 1841.
Kidderpore } M. S. D.

"MY FOND SWEET BLUE-EYED MAID"

I

Though in a distant clime I roam,
By Fate exiled from thee;
And tho' the sweets of native home
Are thus estranged from me;
Yet oh! e'en in my-gloomiest hour
I've a joy that can console
Me, and calm the storms of grief that lour
The sun-shine of my soul!

II

Fond Fancy, sweet enchantress,
Oft with her visions gay,
Does chase my sad heart's dreariness
And banish it far away;
I dream of that e'er-lovely scene
Where in life's morning hour,
We fondly loitered on the green
And cull'd each rosy flower.

III

I dream—I steal the silent kiss,
Tho' tremble while I take,

Like am'rous moon-beams that embrace
And kiss yon silvery lake ;
I dream—I see those azure eyes
Dance star-like in that face,
That face the better Paradise,
Where Ang'ls sight' pass their days !

IV

When wildly comes the tempest on,
When Patience with a sigh
The dreadful thunder-storm does shun
And leave me 'lone to die ;
I dream—and see my bonny maid ;
Sudden smiling in my heart ;
And oh ! she revives my spirit dead
And bids the tempest part !

V

I smile—I 'gin to live again
And wonder that I live ;
O' tho' flung in an ocean of pain
I've moments to cease to grieve !
Dear one ! tho' Time shall run his race,
Tho' life decay and fade,
Yet I shall love, nor love thee less,
"My fond sweet blue-eyed maid !"

26th March, 1841.
Kidderpore. — M. S. D.

মধুসূদনের বাংলা-রচনার মধ্যে এইরূপ প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাই অধিক। অল্পবয়সে তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহ কিরূপ অকাল-পক্ক হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে। এই শ্রেণীর কবিতা আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যবিষয়ক কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। তরুণবয়স্ক মধুসূদনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক নিম্নলিখিত কবিতাটির উপক্রমণিকা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। তাঁহার উত্তরকালীন ব্যবহার স্মরণ করিলে, ইহাতে প্রকাশিত ভাব সম্পূর্ণ পরিহাসাত্মক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

EVENING IN SATURN

A SONNET IN BLANK VERSE DEDICATED TO A PIGMY

PREFACE.

Reader ! who ever publishes a sonnet with a preface ? I hear, or fancy that I hear, you say "*none*" ! Well ! I publish. I am an enemy to what men call "custom." But be that as it is, I publish my sonnet with a preface ; I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold ! I have written a *sonnet in blank-verse* ! What a rare experiment ! Believe me, Reader, the Muse appeared not to resent this "breach of etiquette" towards her. O Joy ! O Glory ! O Happiness ! that I have done successfully what none dared do before me ! Excuse this short outbreak of impassioned exclamation. I have laid my scene in the Planet Saturn, because I despise everything earthly.

A beauteous veil of burning gold did hide
The Day-god's brow resplendent ; and the sky
Like to a canvass on its bosom wore
Sweet forms, the pencil of meek Even drew !
Now many a bird,—not Kokils—Philomels—
But of diviner kinds—began to sing
So sweet a dirge above the bier of day,
As might have made, ye, sons of this poor earth !

Sigh for a death that is so fondly mourned.
Now from the west rose six moons hand in hand—
Like a soft band of beauties—blushing—fair—
Oh ! how their beams did brighten all the scene ;
Their lights fell on the lakes and murmuring rivers,
Like silver mantles :—Here the Sonnet endeth !

Crook back.

KING PORUS—A LEGEND OF OLD

"We ne'er shall look upon his like again !"—Shakespear.
When shall such hero live again ?—Byron.

I

Loudly the midnight tempest sang,
Ah ! 'twas thy dirge, fair Liberty !
And clouds in thundering accents roar'd
Unheeded warnings from on high ;
The rain in darksome torrents fell,
Hydaspes' waves did onward sweep,
Like fiery Passion's headlong flow,
To meet th' awaken'd calling deep ;
The lightning flash'd bright—dazzling, like
Fair woman's glance from 'neath her veil ;
And on the heaving, troubled air,
There was a moaning sound of wail ;—
But, Ind ! thy unsuspecting sons
Did heedless slumber,—while the foe
Came in stealthy step of death,—
Came—as the tiger, noiseless, slow,
To close at once its victim's breath !

Alas! they knew not 'midst this gloom,
This war of elements, was nurst,—
Like to an earthquake in the womb
Of a volcano,—deep and low—
A deadlier storm—on them to burst!

II

'Twas morn; the Lord of Day
From gold Sumero's palace bright,
Look'd on his own sweet clime,
But, lo! the glorious flag,
To which the world in awe once bow'd,
There in defiance waved
On India's gales—triumphant—proud!—
Then rose the dreadful yell,—
Then, lion like, each warrior brave
Rushed on the coming foe,
To strike for freedom—or the grave!
Oh Death! Upon thy glory alter
What blood-libations freely flow'd!
Oh Earth! on that bright morn, what thousands
Rendered to thee the dust they ow'd!—
But 'fore the Macedonians driven—
Fell India's hardy sons,—
Proud mountain oaks by thunders riven—
That for their country's freedom bled—
And made on gore their glorious bed!

III

But dauntlessly there stood
King Porus, towering 'midst the foe,

Like a Himala-peak
With its eternal crown of snow :
And on his brow did shine
The jewell'd regal diadem
His milk-white elephant
Was deck'd with many a brilliant gem.
He reck'd not of the phalanx
That 'round him closed—but nobly fought,
And like the angry winds that blow,
And lofty mountain-pines lay low,
Amidst them dreadful havoc wrought,
And thin'd his crown and country's foe !
The hardiest warriors, at his deeds,
Awe-struck quail'd like wind-shaken reeds !
The dared not look upon his face,
They shrank before his burning gaze,
For in his eye the hero shone
That feared not death ;—but high—alone—
A being as if of lightning made,
That scorch'd all that it gazed upon—
Trampling the living with the dead.

IV

Th' immortal Thund'rer's son,
Astonish'd eyed the heroic king ;
He saw him bravely charge
Like his dread father,—fulmining :—
Tho' thousands' round him clos'd,
He stood—as stands the ocean rock
Amidst the lashing billows,
Unmoved at their fierce thundering shock.
But when th' emathian conqueror

Saw that with gaping wounds he bled,
"Desist—desist !"—he cried—
"Such noble blood should not be shed !"
Then a herald was sent
Where bleeding and faint,
Stood, 'midst the dying and the dead,
King Porus,—boldly, undismayed :
"Hail, brave and warlike prince !
Thy gen'rous rival bids thee cease—
Behold ! there flies the flag,
That lulls dread war, and wakens peace !"

V

Like to a lion chain'd,
That, tho' faint—bleeding—stands in pride—
With eyes, where unsubdued
Yet flash'd the fire—looks that defied :—
King Porus boldly went
Where 'midst the gay and glittering crowd
Sat god-like Alexander ;
While 'round, Earth's mightiest monarchs bow'd
King Porus was no slave ;
He stooped not—bent not there his knee,—
But stood, as stands an oak,
In Himalayan majesty.
'How should I treat thee ?' ask'd
The mighty king of Macedon :
"Ev'n as a king", replied
In royal pride, Ind's haughty son.
The conq'ror pleas'd,
Him forth releas'd :
Thus India's crown was lost and won.

VI

But where, oh ! where is Porus now ?
And where the noble hearts that bled
For freedom—with the heroic glow
In patriot bosoms nourished—
—Hearts, eagle-like that recked not death,
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou—Fair Freedom !—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime !
When glory's halo round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,
Like her own towering Himalye
To kiss the blue clouds thron'd on high
Clime of the sun !—how like a Dream—
How like bright sun-beams on a stream
That melt beneath gray twilight's eye—
That glory hath now flitted by !
The crown that once did deck the braw
Is trampled down—and thou sunk low ;
Thy pearl, the diamond, and thy mine
Of glistening gold no more is thine !
Also !—each conquering tyrant's lust
Has robb'd thee of thy very dust !
Thou standest like a lofty tree
Shorn of fruits—blossoms—leaves and all—
Of every gale the sport to be,
Despised and scorned e'en in thy fall !

উপরি উদ্ধৃত তেজোগর্ভ কবিতাটি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের "লিটারারী গ্লীনার" (Literary Gleaner) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যে ওজোগুণ মধুসূদনের কবিতার প্রধান লক্ষণ, আমরা ইহাতে

তাহা সুস্পষ্ট দর্শন করি। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মধুসূদনের হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইত, এই কবিতা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার শেষ কয়টি পংক্তি পাঠককে ডিরোজিয়ো প্রণীত "ফকীর অফ্ জঙ্গিরা" কাব্যের উৎসর্গপত্র স্মরণ করাইয়া দিবে।

SONNET

(Composed on the Ochterlony Monument.)

(Dedicated, as usual, to G. D. Bysac.)

Lo! raised upon this vast aerial height,
This realm of air—free, uncontrolled I stand :
Behold! beneath me how the grovelling band
Of this poor earth,—like emmets, whom the sight
Can scarce perceive,—are passing sadly by!
But what are they?—poor things of mortal clay!
Thus pomp—thus pow'r—thus glory flit away
Like the bright meteor-glances of the sky,
When the black clouds do veil it. 'round me now,
The boundless sea of air, in clam profound,
Is sleeping gentle :—and the silent queen
Of swarth complexioned night, pale and serene,
Is rising brightly! Oh! how sweetly round
Falls the bright silver light of her calm brow!

Kidderpore, 1842 — M. S. Dutta.

মধুসূদনের এই সকল কবিতা সর্বাংশে নির্দোষ না হইলেও, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়সে একজন যুবকের পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় এরূপ কবিতা লেখা সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নয়। কবিশক্তি মনুষ্যের অতি দুর্লভ গুণ; দেবতানুগ্রহ ভিন্ন হহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জননী প্রকৃতি

মধুসূদনকে এই দুর্লভ শক্তি এরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন যে ভাষা শিক্ষা করিতেন, অতি অল্পায়াসেই তাহাতে কবিতা লিখিতে পারিতেন। আলেক্জান্দার পোপ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মধুসূদনেরও সম্বন্ধে বোধ হয় তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রকৃতই তিনি

"Lisped in numbers for the numbers came."

পোপের ন্যায় তিনিও বাল্যসুহৃদ্দিগকে কবিতায় পত্র লিখিতেন, এবং কবিতা রচনা করিয়া উপহার দিতেন। কোন একখানি পুস্তক চাহিবার বা প্রত্যর্পণ করিবার সময়ে তিনি বাল্যবন্ধুদিগের নিকট কখন কখন কবিতাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। অবশ্য এরূপ কবিতায় কোন বিশেষ সৌন্দর্য থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু সৌন্দর্য না থাকুক, তাহাতে কৌতুকের বিষয় যথেষ্টই আছে। একজন প্রতিভাবান কবির স্বাভাবিক শক্তি কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে যেমন কৌতূহল জন্মে, অবগত হইতে পারিলেও তেমনই উপকার আছে। আমরা সেইজন্য মধুসূদনের রচিত কয়েকটি ক্রীড়া-কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বীর বালক যেমন, বন্দুক, কামান লইয়া বাল্যক্রীড়া করে, শিশু কবিও তেমনই কবিতা রচনা দ্বারা আপনার ভাবী জীবনের আভাস প্রদান করেন; উভয়ই স্বাভাবিক। মানবজীবনেরও যেমন, কবিশক্তিতেও তেমনই শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য থাকে। যিনি পূর্ণ বয়সে মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কিশোর বয়সের এই কবিতা-ক্রীড়া দেখিয়া পাঠক অবশ্যই কৌতুক লাভ করিবেন।

কবিতা-ক্রীড়া।

STANZAS ON GRANTING "LEAVE OF ABSENCE" TO MY MUSE

I

Months, Years are gone away,
Since I my court did pay to thee;
Since never I have pass'd a day,
Beloved Muse!—but 'twas with thee:

II

But now go to "Cape of Good Hope"
Or "Singapore" or where you will :

For thou art, Lady ! quite worn out,
And let me for a while be still !

III

Needst thou a testimonial
Of my affection, Love ! for thee ?
This single fact, Ma'am ! will suffice
That all I sacrifice for thee !

IV

Farewell ! But oh ! remember me,
Return, before our "Monthlies" all,
The "Gleaner"—"Blossom"—"Comet"* tempt
Me, to scribble for them all.

To G. D. B.

DEAR SIR,
"Lend me your Rollin"--how oft have I said,
Yet you do lend it not ;—But you evade
Me, with a silly, Banee-like † reply ;—
I do not this expect from thee ; and why ?
Because I love, respect and honor thee,
And think you are a man of honesty !—
There is a lad,—his name I will not tell,
Who loves me not, tho' I do love him well,—

* "গ্লীনার" "ব্লসম" এবং "কমেট" সে সময়কার তিনখানি সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার নাম। মধুসূদন এই সকল পত্রিকায় রিচার্ডসনের উপদেশ অনুসারে কবিতা লিখিতেন।

† বেণীমাধব নামক মধুসূদনের একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। "বেণীর মত" এই কথাটিকে বিশেষণ করিয়া Banee-like পদটি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

Unask'd that wanted me this book to lend ;
But has he done it ?—no !—he is a friend
That rather would insult, than honor me ;—
I am, dear sir, your servant,

Kidderpore
The Poet's Residence,
6th April 1842

M. S. D.

To G. D. B.

I thought I shall be able,
(Making thy lap my table)
To write that note with ease :—
But ha ! your shaking
Gave my pen a quaking ;—
Rudeness ne'er saw I like this I—

Hindu College. M. S. D.

Gour excuse me that in Verse
My Muse desireth to rehearse
The gratitude she oweth thee ;—
I thank you and most heartily :
The notion that my friend thou art
Makes me reject the flatterer's art,
Here is your book ;—my thanks too here
That as it was, and these sincere.

KIDDERPORE

Believe me, most amiable Sir,
Your most devoted Servant,
The Poet.

মধুসূদনের পত্র, অথবা কবিতা এ পর্যন্ত আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গেই মধুসূদনের নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে; সুতরাং তাঁহার ইংরাজী রচনা অপেক্ষা শৈশবের বাঙ্গালা রচনা পাঠ করিতেই পাঠকগণের অধিকতর আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সে আগ্রহ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয় সুহৃদ গৌরদাসবাবুর অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটি সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে "গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে। ইহাতে বর্ণশুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষাগত, ভাবগত নানাবিধ দোষ আছে, কিন্তু মেঘনাদবধ রচয়িতার প্রথম বাঙ্গালা রচনা বলিয়াই আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—

প্রথম বাঙ্গালা কবিতা।

বর্ষাকাল।

"গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানাবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলয়ে করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।"

এইরূপ আরও একটি কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল;—

হিমঋতু।

"হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুণে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।

ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বস আশায় মারিলে।
স্থজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥"

বাঙ্গালা ভাষার তৎকালীন অবস্থা।

কবিতাটির অর্থ কি, পাঠক মহাশয় নিজেই তাহা বুঝিয়া লইবেন। তখন বঙ্গ-সাহিত্যে গুপ্ত কবির রাজত্বকাল; বিদ্যালয়ের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই তখন গুপ্ত-কবির অনুরাগী ও অনুকরণকারী। সেই জন্যই, বোধ হয়, মধুসূদনের কবিতায় এত শব্দালঙ্কারের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দুই একটি কবিতা ভিন্ন মধুসূদন ছাত্রাবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার আর কিছু রচনা করেন নাই। তাঁহার সমকালবর্তী অন্যান্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় তিনিও মনে করিতেন ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনও ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা দ্বারাই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে কখন কোন প্রসঙ্গ হইলে তিনি অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "বাঙ্গালা-ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" মধুসূদনেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। বাঙ্গালা-ভাষার তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে পাশ্চাত্য-ভাষায় সুশিক্ষিত কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার অনুশীলন দ্বারা তৃপ্তি-লাভের সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহাদিগের চেষ্টায় এক্ষণে বাঙ্গালা-ভাষা সমৃদ্ধিমতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই তখন লেখনী ধারণ করেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা-ভাষার পিতৃস্থানীয় বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন। কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বাঙ্গালা-ভাষার যে দুই একজন কবির প্রতি মধুসূদনের অনুরাগ ছিল, তাঁহাদিগের কাব্য কলেজে পঠিত হইত না। রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য-

চরিত” ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত “পুরুষ পরীক্ষা”[১] প্রভৃতি গ্রন্থ তখন কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই সকল পুস্তকের ভাষা যে কি উপাদেয়, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক কখনও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কিয়ং পরিমাণে তাহা করিতে পারিবেন। সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার একখানি প্রশ্নপত্র হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সে সময়কার ছাত্রেরা বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার কিরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন, এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

“শ্লাঘা অতি নিন্দনীয়া। শ্লাঘা দ্বারা সর্বসাধারণ মনুষ্য অহঙ্কারযুক্তের ন্যায় প্রকাশ পায়। তাহাতে সর্বলোক তুচ্ছতা করে এবং কেহ তাহাকে আদর করে না। আর আপনার প্রশংসায় কি আপনি প্রশংসিত হয়? তাহা কখনও হয় না। যেমন আপনার নয়ন দ্বারা স্বীয় নয়নের গুণ দোষ দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় জানিবা। আর আত্ম প্রশংসা হেতু পরের গুণ-জ্ঞান-করণে সমর্থ হয় না। সেই ব্যক্তির শাস্ত্রাদিজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব শ্লাঘা বিদ্যার প্রধান প্রতিবন্ধিকা হয়; তাহাতে পরম জ্ঞান, পরম সুখের কথা কি কহিব, সামান্য সুখও হইতে পারে না। যেমন উষ্ণ অঙ্গার কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করণে সমর্থ হয় না, কেবল স্বয়ং উত্তপ্ত অন্যকেও উত্তপ্ত করেন, তাহার ন্যায় আত্মশ্লাঘাকারী ব্যক্তি আপনি উত্তাপযুক্ত হয়েন এবং অন্যকেও উত্তাপিত করেন, এতদ্রূপ অন্যান্য দোষ জানিবা।”

একদিকে বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ অবস্থা, অপরদিকে দেশের রাজপ্রতিনিধি হইতে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই ইংরাজী ভাষার অনুশীলনে উৎসাহদান করিতেছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় যে সে সময়কার ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা জন্মিয়া ইংরাজী ভাষারই প্রতি অধিক অনুরাগ জন্মিবে, তাহা অসম্ভব নয়। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রদিগের অধিকাংশই এই বাল্য-সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আজীবন ইংরাজী-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। সে সময়কার হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে মধুসূদন, বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এই তিন জনই কেবল পূর্ণবয়সে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের ন্যায় অপর সকলেও বাঙ্গালা-ভাষার আলোচনা করিলে আমাদিগের জাতীয়

১ বাংলা ‘পুরুষ পরীক্ষা’ প্রকৃতপক্ষে হরপ্রসাদ রায়ের লেখা। ভুলক্রমে আখ্যানপত্রে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম মুদ্রিত হয়েছিল। সম্পাদক

সাহিত্য যে আরও উন্নত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরলোকগতা কুমারী তরু দত্তের পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মধুসূদনের ন্যায় ইনিও বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট কবিতা-লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের লিখিত অনেক কবিতা, সৌন্দর্যে ও মৌলিকতায় মধুসূদনের বাল্যের কবিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। উপযুক্ত পথে চালিত হইলে, বোধ হয় তাঁহারও প্রতিভা মাতৃভাষাকে বহুসংখ্যক অমূল্য রত্নে ভূষিত করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আজীবন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সেবা করাতে তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কোনও উপকার সাধিত হয় নাই। যতদিন আমাদিগের দেশীয় সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরূপ মহাবৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থান করিবে, ততদিন যে তাহার সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ধনের আশা নাই, গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় বঙ্গের আরও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

হিন্দুকলেজে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের যেরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখানেই তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার চরম, এবং এই শিক্ষা হইতেই তিনি তাঁহার রচনা প্রণালী গঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। সকল স্থলেই প্রায় দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে যে, যাঁহারা কোন ভাষার নির্মাতা তাঁহাদিগকে কাহারও নিকট সেই ভাষার লিখন প্রণালী শিক্ষা করিতে হয় না, স্বাভাবিক প্রতিভাবলেই তাঁহারা নিজের পথ উন্মুক্ত করিয়া লন। অন্যান্য মহাকবিদিগের ন্যায় মধুসূদনও নিজের প্রতিভাবলেই বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এদেশীয় কোন গ্রন্থকারের নিকট যদি তিনি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে ঋণী থাকেন, তবে তাহা দরিদ্র কাশীদাসের ও কৃত্তিবাসের নিকটে; এবং সেই জন্যই আমরা তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের বিষয় সেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মধুসূদন যে সময় শিক্ষালাভ করেন, তাহা ছাত্রদিগের রচনাশক্তি পরিবর্ধনের পক্ষে কিরূপ অনুকূল ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে সময়কার কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই ছাত্রদিগকে রচনাভ্যাসে উৎসাহিত করিতেন। শিক্ষা-সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে ছাত্রদিগের রচিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তরগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। পুরস্কার বিতরণ-সভায় গভর্ণর জেনারেলের বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর এবং দেশীয় ও

ইংরাজী-রচনায় উৎসাহ-লাভ। স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

য়ুরোপীয় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাহা পঠিত হইত ; ছাত্রেরা তজ্জন্য বৃত্তি এবং স্বর্ণরৌপ্যনির্মিত পদক ও পুরস্কার ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ উৎসাহলাভের ফলেই সে সময়কার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে পরিণামে সুলেখক হইতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন যখন সিনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় খ্যাতনামা বাবু রামগোপাল ঘোষ, স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুইটি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন।* হিন্দুকলেজের মধ্যে যে দুইজন ছাত্র প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট হইবেন, তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও ভূদেববাবু দ্বিতীয় হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য গুণানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মধুসূদনের বাল্যাবধি কিরূপ সংস্কার ছিল, এই রচনা হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন বলিয়া রচনাটি অবিকল উদ্ধৃত হইল।

ESSAY

On the importance of educating Hindu Females, with reference to the improvement which it may be expected to produce on the education of children, in their early years, and the happiness it would generally confer on domestic life.

The Subject, of which the present one is but a branch, was, once about a year or two ago, proposed for competition amongst the natives of Bengal, and is no longer an untrod path. The masterly pen of the Rev'd, gentleman (Babu K. M. Banerjee), who carried off the palm has amply treated it in all its ramifications, in his excellent and very beautiful "Essay". Though it is almost hopeless for a school-boy to follow so great a master with any thing like distinction (the very attempt to do so being

* রামগোপালবাবু এই সময় কলেজের পাঠ শেষ করিয়া বিষয়কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং অর্থ ও প্রতিপত্তিলাভের সঙ্গে কলিকাতার নব্য-শিক্ষিত সমাজের একজন পরিচালক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

a kind of literary sacrilege), yet as I am called upon to offer my unpremeditated thoughts on the subject, I cannot but hope that the indulgent reader will (to request him in the language of the poet)—

"Be to their faults a little blind
And to their virtues very kind."

It is a fact almost as undisputed as any axiom of Euclid, that nothing can be more difficult for a man than to emancipate his mind from impressions left upon it in youth—the season of his life wherein the mind, like wax, receives and retains any thing inculcated upon it,—and that the notions and prejudices which he imbibes in his younger days, exert a very great influence over him in his after-life.

In nothing, therefore, we ought to be more careful than in selecting nurses for our children ; for there is scarcely any thing that exerts a more pernicious influence of its nurse. Many people have been unable to give up their belief in the existence of Ghosts, notwithstanding the strong remonstrances of Reason, and the evidence of Science because the impressions left on the mind by the idle tales heard or recited in the nursery could not be effaced! It is needless to dwell upon the numerous benefits a child may derive from an educated nurse. In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females, (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great ; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of

knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is woman who first gives ideas to the future philosopher and the would-be poet. The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete. The very idea of so sweet a possession awakens even in the most prosaic bosoms feelings truely poetical. Who is there that would not give up

"All Bokhara's vaunted gold,
And all the gems of Samarcund,"

for it? This is surely what a poet calls—

"The foretaste of the joys of Heaven!"

In India, I may say in all the Oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it.

Hindoo College. MADHU SOODON DUTT.

আমরা বলিয়াছি যে, রিচার্ডসনের যত্নে, মধুসূদনের বাল্যকালের লিখিত অনেক কবিতা সে সময়কার সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইত, এবং সেইজন্য, ছাত্রাবস্থাতেই, তিনি অনেকের নিকট একজন ভাবী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে পূর্ণবয়সে কবি হইবেন, তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রদিগের সকলেরই সে সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে তাঁহাকে তখনই "কবি" বলিয়া ডাকিতেন। মধুসূদনের নিজেরও দৃঢ়-সংস্কার জন্মিয়াছিল যে,

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস।

একদিন জগৎ তাঁহার কবিত্বের গৌরবে বিস্মিত হইবে। তিনি তাঁহার প্রিয়কবি বায়রণের জীবন চরিত পাঠ করিয়া, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—*

"I am reading Tom Moor's life of my favourite Byron : —a splendid book upon my word. Oh ! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I shall be if I can go to England !"

অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক একজন বালককে নিজের সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী করিতে দেখিলে, বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। বাল্যাবধি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই প্রকৃত মহত্ত্বের চিহ্ন এবং মনুষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। আপাততঃ প্রগল্‌ভতা-পূর্ণ বোধ হইলেও ইহা অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। বালক মধুসূদনের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে কিনা, বঙ্গ-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ইংলণ্ড-গমন সম্বন্ধে পঠদ্দশা হইতে মধুসূদনের কিরূপ প্রগাঢ় বাসনা ছিল, তাঁহার পত্রের উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন।

ইংলণ্ডে গমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

ইংলণ্ড কবি-প্রসবিনী ; সেক্সপীয়ার, মিল্টন এবং তাঁহার প্রিয় কবি বায়রণের জননী। সুতরাং ভক্ত যেমন আরাধ্য দেবের, অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র-দর্শন নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের অনুকূল বলিয়া মনে করেন, মধুসূদনও তেমনই ইংলণ্ড-গমন তাঁহার কবি-শক্তি পুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি তমলুক দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। তমলুক সমুদ্র হইতে অবিদূরে নদীমুখে অবস্থিত। তমলুক গমনের পথে ইংলণ্ডগামী অর্ণব-পোতসমূহ দর্শন করিয়া, মধুসূদনের বালক-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—

"I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but Gour, there is one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period —which I hope is not far off—ploughing its bossoms for England's glorious shore. The sea from this place is not

* প্রথম পত্রের শেষাংশ দেখুন।

very far ; what a number of ships have I seen going to England."

কেবল পত্র নয়, কবিতাতেও তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের Literary Gleaner পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be ;
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky,
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy ,—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest :—climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet ;
Where man in all his truest glory lives,
And nature's face is exquisitely sweet :
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.

Kidderpore, 1842.

ইহার একবৎসর পূর্বের লিখিত আর একটি কবিতাতেও তিনি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে কবিতাটি এই ;—

EXTEMPORARY SONG

I

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green —its mountains high ;—
Tho' friends, relations I have none
In that far clime,—yet oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave !

II

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew
And oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land !

KIDDERPORE. 1841. M. S. DUTT.

মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডে গমন করিতে না পারিলে তাঁহার কবিশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়াছে। মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি, সমস্তই, তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, তিনি যে দুই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। বিদেশীয় শিক্ষার ফলে ভারত সন্তান, কেমন, স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়া, বিদেশের সকলই সুন্দর দেখিতে শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার ইংলণ্ড-গমন-বিষয়ক কবিতা হইতে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "যে দেশ স্বাধীনতার বিলাসভূমি, যেখানে লোকে প্রতিভার সমাদর করিতে জানে, এবং যেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই দেশ দেখিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল।" এ সকল কথায় আপত্তি নাই; কিন্তু যখন আবার তাঁহার মুখে শুনিতে পাই যে, "যে দেশে প্রকৃতির মুখ অতুল সৌন্দর্যে পূর্ণ, যেখানে শ্যামল উপত্যকা এবং উচ্চ পর্বতমালা বিরাজিত রহিয়াছে, সেই দেশ দেখিবার জন্য আমার হৃদয় উৎসুক।" তখন আমাদিগের মনে হয়, পাশ্চাত্যশিক্ষায় আমাদিগকে কি দৃষ্টিহীন করিয়াই ফেলিতেছে। নহিলে হিমাচল-কিরীটিনী ভারতভূমির সন্তান, ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র শৈলমালা দর্শনের জন্য, এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন কেন?

মধুসূদনের ইংলণ্ড-গমন-সম্বন্ধীয় কবিতা হইতে পাঠক, হয়ত, মনে করিতে পারেন যে, তিনি পঠদ্দশায় স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইংলণ্ড গমনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ এবং আচার, ব্যবহারে য়ুরোপীয় অনুকরণ করিলেও অন্তরে স্বদেশের প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার ব্যবহারে

অন্তর্নিহিত স্বদেশানুরাগ

যে কোন ত্রুটি ছিল না, তাহা নয়; তবে কেহ কেহ যে, তাঁহাকে স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতি অনুরাগশূন্য বলিয়া দোষারোপ করেন, তাহা আদৌ সঙ্গত নয়। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মধুসূদনেরও ব্যবহার সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে। স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্বেও, শিক্ষা ও সংসর্গ গুণেই তিনি স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষাবান্ হইয়াছিলেন। দোষ যদি থাকে, তবে তাহা তাঁহার বিচারশক্তির, তাঁহার হৃদয়ের নয়। যে সময়ে তিনি ইংলণ্ডে গমনের জন্য তাদৃশ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েরই লিখিত তাঁহার আর একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা পাঠ করিলে কে বলিবেন যে, ইহার প্রণেতা স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন না, এবং স্বজাতির গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন না? পরস্পর-বিরোধী কত ভাবই যে মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে, তাহার সংখ্যা নাই। লোকে, তাহা বিবেচনা না করিয়া, মানব-চরিত্রের একাংশ মাত্র দর্শন করিয়া নিন্দা বা প্রশংসা করেন।

মধুসূদনের লিখিত কবিতাটি এই :—

WRITTEN AT THE HINDU COLLEGE
BY A NATIVE STUDENT

Oh! how my heart exulteth while I see
These future flower's to deck my country's brow.
Thus kindly nurtured in this nursery!—
Perchance unmark'd some here are budding now.
Whose temples shall with laureate-wreaths be crown'd
Twined by the sister Nine;—whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages:—some perchance here are,
Who with a Newton's glance shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star;
And like a god unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality!

M. S. D.

মধুসূদন তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রগণের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহার আশানুরূপ সফল না হইলেও নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন।

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের প্রকৃতি গঠনে কিরূপ কার্য করিয়াছিল, পাঠক, এইবার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে সময় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, পাঠক, এইবার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে সময় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা রচনাশক্তি পরিবর্ধনের অনুকূল ছিল, এবং তিনি যে শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি একজন সুকবি ও কবিতার উৎসাহদাতা ছিলেন। সেই সঙ্গে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, আবাল্য মধুসূদনের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ ও অনুকরণেচ্ছা প্রবল ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক শক্তির ও প্রবণতার সঙ্গে এইরূপ অনুকূল সামগ্রী সমূহের সম্মিলন হইলে যাহা হইবার সম্ভাবনা, মধুসূদনের ভাবী জীবনে তাহাই হইয়াছিল। নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের সঙ্গে তাঁহার আশা ও উচ্চাভিলাষ বর্ধিত হইয়াছিল; এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়সেই তিনি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যবিষয়ক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না, তিনি ইংলণ্ডের Bentley's Miscellany এবং Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রে কবিতা প্রেরণ করিতেন। নিজের রচিত কবিতা শৈশব-সুহৃদদিগকে উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইত না; তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) ন্যায় কবিকুলতিলককে উদ্দেশ করিয়া কবিতা উৎসর্গ করিতেন। আমরা তাঁহার উচ্চাভিলাষের নিদর্শক দুই একখানি পত্র পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। আরও একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। পত্রখানি "বেণ্টলিস মিসলেনীর" সম্পাদককে লিখিত। সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য শৈশব হইতে মধুসূদনের হৃদয়ে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, পাঠক এই পত্রে তাহার আর একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

To

THE EDITOR OF BENTLEY'S MISCELLANY

London.

Sir,

It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my juvenile Muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you

always encourage the aspirants to 'Literary Fame' induces me to commit myself to you. 'Fame', Sir, is not my object at present; for I am really conscious I do not deserve it;—all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Public like the British—discerning generous and magnanimous—will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of year land, Cowley, "in learing but not in age".

Calcutta, Khidirpore. I remain &c.
Oct., 1842

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় মধুসূদনের প্রকৃতি যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। কলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার চরিত্রে যে সমস্ত দোষ, গুণ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, পরবর্তী ঘটনাসমূহ তাহাদিগেরই পরিবর্ধন করিয়াছিল; নূতন কিছু উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই, মধুসূদন উচ্ছৃঙ্খল, অসংযতেন্দ্রিয়, অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং ধর্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, তিনি অধ্যয়নশীল, কাব্যানুরাগী, প্রেম-পিপাসু, পরদুঃখ-কাতর এবং উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়ব্রত। এই সময়েই নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার অটল বিশ্বাস, এবং সে বিশ্বাস কিছুতেই অপনীত হইবার নয়। ইহার অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য দোষ, গুণ তাঁহার চরিত্রে বিশেষ কিছুই নাই। এই সময়ে তিনি জীবনের যে লক্ষ্য নির্বাচন করিয়াছিলেন, কোনরূপ ভাবী ঘটনাই তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বিধাতার মনোনীত ছিল না। অকস্মাৎ তাঁহার জীবনে এমন একটি অচিন্তিত-পূর্ব ঘটনা উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য, তাহাকে পূর্বপথ পরিত্যাগ পূর্বক, নূতন পথে গমন করিতে হইল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সেই ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার নিষ্কর্ষ।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন ৫

[১৮৪৩—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণ।

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে মধুসূদনের জীবনের যে অচিন্তিত-পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ধর্মান্তর গ্রহণই সেই ঘটনা। তাঁহার পারিবারিক অন্য কোন, কোনও কার্যের ন্যায় তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণও প্রগাঢ় রহস্যপূর্ণ। কি জন্য যে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যের পক্ষে অভ্রান্তরূপে তাহা নির্দেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজে সে সম্বন্ধে কখনও কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই; সুতরাং অনুমান ও সমবায়ী ঘটনাপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া, আমাদিগকে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। কেহ কেহ, খ্রীষ্টীয় কলেজে অধ্যয়ন ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সেরূপ কোন কারণ ছিল না। হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না; বরং প্রতিকূল ছিল, বলা যাইতে পারে। ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষায় হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্মে অনাস্থাবান্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে আস্থাবান্ হন নাই। ডিরোজিয়োর শিক্ষা তাঁহাদিগের পূর্ব-সংস্কার নষ্ট করিয়াছিল মাত্র; তাঁহার স্থলে নূতন কিছু সংগঠিত করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্মের পোষকতা করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাহার প্রতিকূল যুক্তি শুনিতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। হিউমের নাস্তিকতাবাদ ও টমাস্ পেনের "Age ot Reason" নামক গ্রন্থ তাঁহাদিগের অতি আদরের সামগ্রী ছিল। থিয়োডোর পার্কার তাঁহার যে সকল বক্তৃতায় বা সন্দর্ভে খ্রীষ্টধর্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্রেরা তাহা অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয় সকল প্রকার ধর্ম সম্বন্ধেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন, তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর প্রকৃতি ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সময়কার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, "যদি একজন খ্রীষ্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে দশজন সকল প্রকার ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।"* আলেকজান্দার ডফ্ প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগের চেষ্টায়

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতিকূলতা।

* For one man who came to embrace Christianity or joined the Brahmo Samaj, ten expressed their wholesale defiance of all religion. Life and Teachings of K. Sen, Page 8.

তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কলেজের দুই একটি ছাত্র, সময়ে সময়ে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেন সত্য ; কিন্তু হিন্দুকলেজে তাঁহাদিগের প্রভাব বিন্দুমাত্রও প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে দুইজন হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের নেতা, শিক্ষক এবং আদর্শস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগের কাহারও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড্ হেয়ার ও রিচার্ডসন, দুইজনেই খ্রীষ্টধর্মে প্রগাঢ় অনাস্থাবান্ ছিলেন। হেয়ার হিন্দু স্কুলকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য আপনার সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকের এখনকার ন্যায় অনুরাগ সঞ্চার হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষায় ধর্মলোপ হইবার ভয়ে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তখনও সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের ব্যবহার আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগের আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল, তাহাও বলা যায় না। ইহার উপর কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে হিন্দুকলেজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং সেই সঙ্গে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পথ অবরুদ্ধ হইবে ভাবিয়া মহাত্মা হেয়ার ছাত্রগণের উপর সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে কিছুতেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকদিগের সংসর্গে না আসিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। রিচার্ডসন যদিও হেয়ার সাহেবের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিলেন না, তথাপি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে আন্তরিক অনাস্থা ছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করিতে ক্রটি করিতেন না। কলেজে আপনার সময়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্লেষোক্তি করিতেন এবং ছাত্রদিগের মধ্যে কাহারও খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগ আছে শুনিলে, তাহাকে উপহাস করিতেন। এরূপ অবস্থায় হিন্দুকলেজের শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্মমত পরিবর্তনের পক্ষে অনুকূল ছিল না, তাহা এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।* তাঁহার সহিত যাঁহারা বাল্যাবধি ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, মধুর যে কোন কালে খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগ ছিল, তাহা আমাদিগের মনে হয় না। সে যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবে, আমরা তাহা কখন কল্পনাও করি নাই। অকস্মাৎ তাহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সংবাদে আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম।" মধুসূদনের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরও বিশ্বাস এইরূপ। তাঁহারা বলেন, "ধর্ম-বিশ্বাসের অনুরোধে মধুসূদন

খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে হেয়ার ও রিচার্ডসন।

* এ সম্বন্ধে মধুসূদনের একজন সহাধ্যায়ী আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে :

"কলেজের অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার-ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন সত্য। কিন্তু ঐ কলেজের কোন ছাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিবে, এ আশঙ্কা অনেকের ছিল না। তাহার

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই; খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার য়ুরোপ গমনের সুবিধা হইবে, এবং তিনিও অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"* ইংলণ্ড গমন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। কলেজের

অপ্রীতিকর বিবাহের প্রস্তাব।

কারণ দুইটি,--প্রথম কারণ অনেকে গিবন পড়িতেন, হিউম, ব্রাউন ও ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ের আর আর গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ, মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার সাহেব। কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার এক বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ছাত্রদিগের পিতা মাতা যাহা না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিতেন। এই স্থলে আমার এক নিজের দৃষ্টান্ত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মির্জাপুর মিসনে সেণ্ডিস নামে একজন পাদরি আসিয়াছিলেন। কলেজের যে বালক বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে তিনি এক এক খণ্ড উক্ত পুস্তক উপহার দিবেন, এই ঘোষণা পাইয়া আমরা ৬।৭ জন কলেজের ছাত্র উক্ত সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তিনি অতি সমাদরে আমাদিগকে বসাইয়া, আপন ধর্মের গুণানুকীর্তন করেন। পরে বিদায় হইবার সময় এক একখানি বাইবেল দেন। এমন বাইবেল পুস্তক পূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, আকারে রয়াল অক্টেভো, সটিক, বৃহদক্ষর, বাঁধাই খরচ পাঁচ ছয় টাকার ন্যূন নহে, স্থূল কথা পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর। তাহা লাভ করিয়া আমাদের আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। পথে আসিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, বাইবেল উপহার পাওয়ার বিষয় কাহাকেও জানাইব না। কিন্তু সর্বজ্ঞ হেয়ারসাহেবের অনুসন্ধান কে বলিতে পারে! তিনি পাঁচ ছয় মাস পরে এক দিবস আমাদের সকলকে ৪টার পর তাঁহার নিকট যাইতে কহেন, কিন্তু একই দিনে সকলকে যাইতে বলেন নাই। প্রথমে - কে লইয়া যান, তাহাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া সকল বিষয় জানিয়া লন। এইরূপে একে একে সকলকে ডাকাইয়া বাইবেলগুলি হস্তগত করেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহার প্রিয় কাশী মালী দ্বারা আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান। এক্ষণে যেখানে ক্যাথিড্রেল মিসন কলেজ, সেই স্থানে উপরের ঘরে তাঁহার বৈঠক হইত। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি এক বিকটমূর্তি ধারণ করেন। তাঁহার এমন মূর্তি পূর্বে কখনও দেখি নাই। আমাদের যেমন কর্ম তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হইল, অর্থাৎ প্রত্যেককে এক এক ডজন বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আসিবার সময়, নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। আমরা সেই অবধি বাইবেল পড়া দূরে থাকুক, কোনও গির্জার নিকট দিয়া চলিতাম না।"

* মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী, কাব্য-কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে:—

"মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মধুসূদন এই বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মধুসূদনের পিতা মাতা, "ছেলেমানুষের কথা" বলিয়া, এ অনিচ্ছার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। কন্যার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত লোক, পাত্রীও সুন্দরী, সুতরাং অনিচ্ছার কারণও বোধগম্য হইল না। মধুসূদনও বিশেষ কোন জেদ প্রকাশ করিলেন না। পরে যখন বিবাহের পত্র (পাকা দেখা) ঠিক হইয়া গেল, তখন মধুসূদন মাতাকে বলিলেন; "মা এ কাজ কেন করিলে; আমি ত বিবাহ করিব না।" মাতা পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া, ভাবী বৈবাহিকের ধনমান ও তদীয় কন্যার রূপগুণের বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন, সকল কথা নীরবে শুনিয়া, অবশেষে বলিলেন, "মা, তুমি যতই বল, বাঙ্গালির মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হ'তে পারে না।" পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা চমকিয়া উঠিলেন, যাহাতে শীঘ্র পুত্রের বিবাহ হইয়া যায়, সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া দুই একটি হিন্দু যুবকের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি এরূপ অস্থির হইয়া উঠিলেন। যদিও

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ কোন সম্ভ্রান্ত জমিদারের কন্যার সহিত মধুসূদনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন বিবাহ করিলে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে ভাবিয়া এবং আরও কতকগুলি কারণে, মধুসূদনের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না। তিনি পিতা, মাতার নিকট আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা, বালকের কথা ভাবিয়া, তাঁহার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। কন্যাটি, মধুসূদনের পিতা, মাতার মনোনীতা হইলেও, তাঁহার নিজের মনোনীতা ছিল না। তিনি তাঁহার কোন পিতৃব্যপুত্রকে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন;—"বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব যে, সেজন্য, বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।" অপরিনামদর্শী মধুসূদন তখন জানিতেন না যে, তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্যের বিষময় ফল পিতার অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহার পত্রের কিছুই ফল হইল না। পুত্রের উপর পিতার চিরন্তন অধিকার আছে এবং মধুসূদন বালক, নিজের হিতাহিত বুঝিবার তাঁহার শক্তি কি, এইরূপ সরল বিশ্বাসবশতঃ মধুসূদনের পিতা, পুত্রের অসম্মতি সত্ত্বেও, তাঁহার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ বিরাগ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রমাণিত হইবে। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর, তিনি গৌরদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন;—

সপ্তম পত্র

KIDDERPORE
27 Nov., Midnight

My dear Gour,—It is the hour for writing love-letters since all around, now, is love inspiring. But, alas! the

মধুসূদনের প্রতি তাঁহার এরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি অজ্ঞাত কারণে তিনি একান্ত অধীরা হন। পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাহার মন ভাল হইবে, এই বিবেচনায় তিনি শীঘ্রই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের বিবাহ শেষ করিবেন, এরূপ স্থির হইল। বিবাহের ২০।২২ দিন পূর্বে মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস এরূপ মনে হয় না। বিবাহসম্বন্ধীয় কথা শুনিলে এরূপ বিশ্বাস সহজেই উপস্থিত হয় যে, মধুসূদন দত্ত 'অশিক্ষিত, হীনচেতা হিন্দুমহিলার পরিবর্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন-বিহারিনী, উন্নতমনা খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণিগ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। আর এক কথা, মধুসূদন জনৈক আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, "আমার বড় ইংলণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে, যাহারা পরের দেশ (কলিকাতা) এমন সুন্দর করিয়া সাজায়, না জানি তাহাদের নিজের দেশ কত সুন্দর।" ইহাতে বোধ হয়, ইংরাজদিগের দেশ দর্শনও মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

heart that "Melancholy marks for her own", imparts its own morbid hues to all around it; and how can I, the most wretched being, on whom yon "refulgent lamp of night" now shines, write love-letters or gay-letters? You don't know the weight of my afflictions, I wish (oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married; —dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! you know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all;—*one of these must be done!* you are my friend, Gour! I disclose these secrets to you, without the slightest fear of their ever seeing the light: *You are a gentleman.* Hitherto I kept these secrets even from you. But now I cannot; I want sympathy—and to whom am I to look for it? I won't go to college to-morrow; excuse me for this piece of haughty disobedience. You are loved—and honoured—and ever shall be so, I will show you my wretched self, now and then,—but to college—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings. By the bye—what do you mean by writing to me—"I will act the part of a friend"—? Upon my word, I don't understand it; you really *mystify* me; explain this fully. If you don't go to College to-day, let me know of it. Perhaps I might give a call on you—but if you have nothing of importance

to keep you away, pray *do go.* Don't absent for my sake—that would be quite silly—foolish. Remember me to Madhub and Moti. Give my love to both of them. Pray send me my Tom moore, and that volume of your Shakespeare which contains his Othello and Hamlet. If Othello and Hamlet are not in one volume, send me the two that contain them : and believe me.

Yours affectionately,
M. S. DUTT.

একদিকে পিতামাতার সঙ্কল্পিত বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ বিরাগ ছিল; অপর দিকে তাঁহার পরিচিতা কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল। তখন ইংলণ্ড গমন এখনকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক দোষাবহ ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য ছিল। ইংলণ্ড-গমন সম্বন্ধে মধুসূদন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য, তাঁহাকে, একদিন না একদিন, সমাজচ্যুত হইতেই হইবে। সুতরাং এখন সমাজ ত্যাগ করিয়া, যদি তিনি মনোনীতা পত্নীলাভ করিতে এবং সেই সঙ্গে নিজের অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, তাহাই করা তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ইহার উপর কোন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে, তাঁহার ইংলণ্ড গমনেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। তরলহৃদয় মধুসূদন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার নিজের লিখিত পত্রাদিতে যদিও তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণ কোথাও সুস্পষ্টরূপ উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার উদ্ধৃত পত্র হইতে তাঁহার মানসিক ভাব অনেকাংশে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আমাদিগের কথা সমর্থন করিবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

মনোনীতা পত্নীলাভের ও ইংলণ্ডগমনের আশা।

"I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ-Church. He called one day and introduced to me as a religious inquirer almost persuaded to be a Christian. After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian, was, scarcely, greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions, and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed disheartened and came to me less frequently after that. ***One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College, wishing at the same time, to be a christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next, and at his own desire, gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal".*

যে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি মধুসূদনকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিবেন বলিয়া মধুসূদনকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে কে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যেই হউন, সংসারানভিজ্ঞ মধুসূদন যে, তাঁহার আশ্বাসবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ধর্ম-বিশ্বাস অপেক্ষা অপর কোন কারণে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের আত্মীয়গণের এইরূপ সংস্কার ভিত্তিহীন বলা যাইতে

* National Magazine, Vol. VI, No 1, page 35 "Michael M. S. Dutt" by K. M. Haldar.

পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা কর্তব্য যে, এই সকল কারণ ছিল বলিয়া, তাঁহার যে খ্রীষ্টধর্মে একবারেই বিশ্বাস ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হয় না। অনুমান ও সমবায়ী কারণপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া যাহা বলা সঙ্গত, আমরা তাহাই বলিয়াছি।

যে কোন কারণেই হউক, মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রকাশ্যরূপে ধর্মত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি, গোপনে গোপনে, রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন; ইহার পর, একদিন, অকস্মাৎ, তিনি পিতৃ-গৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন। মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে কাহারও মনে সেরূপ সন্দেহ কখনও উদিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার এরূপভাবে গৃহত্যাগের সংবাদে সকলেই চমকিত হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণেচ্ছু বালকেরা, পাছে, আত্মীয়গণের অনুরোধে, ধর্মত্যাগে অস্বীকৃত হয়, খৃষ্টান যাজকগণ, সেই ভয়ে, তাহাদিগকে নিজের গৃহে স্থানদান করিয়া, আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহারা আরও কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিলেন। মধুসূদনের পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং কলিকাতার অনেক প্রতিপত্তিশালী পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কলিকাতার পুলিস্, তখন, এখনকার ন্যায় কার্যদক্ষ ও ক্ষমতাশালী ছিল না। পাছে মধুসূদনের আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া লন, সেই ভয়ে, খ্রীষ্টান যাজকগণ, মধুসূদনকে, অন্যত্র না রাখিয়া, একবারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেখান হইতে মধুসূদনকে উদ্ধার করা কাহারও পক্ষে যে সম্ভবপর ছিল না, তাহা বলা অতিরিক্ত। মধুসূদনের পিতা লাঠিয়াল ও সড়্‌কিওয়ালাদিগের সাহায্যে পুত্রকে উদ্ধার করিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। খ্রীষ্টান মিসনারীগণ মধুসূদনের কোন আত্মীয়কে, সাধ্যানুসারে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না এবং কচিৎ কেহ সাক্ষাৎ করিলে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ব্যবহারে কলিকাতার হিন্দুসমাজে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। মধুসূদন হিন্দুকলেজের একজন খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং মধুসূদনের পিতৃগৃহত্যাগের ও কেল্লায় অবরোধের সংবাদে সর্বত্রই আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু মধুসূদনের নিজের অনিচ্ছা ও মিসনারীগণের

পিতৃগৃহ ত্যাগ ও কেল্লায় অবস্থান।

কৌশলবশতঃ কেহই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না। দুই চারিদিন কেল্লায় এইরূপে বন্দীর ন্যায় অবস্থানের পর, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী, মধুসূদন আর্চ-ডিকন ডিল্‌ট্রীর (Arch-deacon Dealtry) নিকট ওল্ড মিশন চর্চ ধর্ম্মমন্দিরে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার মধুসূদন নামের সঙ্গে মাইকেল নাম সংযুক্ত হইল। হিন্দুসমাজ সেই বৎসর আরও একটি প্রতিভাশালী সন্তানে বঞ্চিত হইলেন। গোবিন্দ সামন্ত প্রভৃতি ইংরাজী উপন্যাস-প্রণেতা, সুলেখক লালবিহারী দে-ও সেই বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মধুসূদন ও লালবিহারী উভয়েই যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় প্রতিভাশালী সন্তানদিগকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, হিন্দুসমাজের পক্ষে যে সুখের বিষয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

মধুসূদন কবি—আজন্ম কবি। জীবনের এরূপ একটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যে কবিতায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন না, তাহা কখনও সম্ভব নয়। তিনি নিজের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একটি কবিতা অথবা ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কুসংস্কারের ও উপধর্ম্মের অন্ধকার হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি কিরূপ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিতাটি যথার্থই ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিত। যে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ভাব যদি তাঁহার জীবনে স্থায়ী হইত, তাহা হইলে কতই সুখের বিষয় হইত। কিন্তু হায়! তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে, প্রকারান্তরে, বিদ্রূপ-মাত্র করিয়াছিল। তাঁহার রচিত কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

HYMN

By M. S. DUTTA

(A Hindu youth)

[Composed by him—to be sung at his Baptism]

I

Long sunk in superstition's night,
By sin and satan driven—
I saw not,—cared not for the light
That leads the blind to Heaven.

II

I sat in darkness, Reason's eye,
Was shut,—was closed in me ;—
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

III

But now, at length, thy grace, O Lord !
Bids all around me shine :
I drink Thy sweet,—Thy precious word,—
I kneel before Thy shrine !—

IV

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Savior's sake ;
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

9th February, 1843

পিতামাতার ব্যবহার।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু পিতা, মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহার জননী তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতেন। সে ভালবাসার কিছুতেই পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের গৃহ হইতে অন্তর্ধান অবধি তিনি আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে দিন তিনি শুনিলেন যে, মধুসূদন সত্যই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন। যিনি মধুসূদন কতক্ষণে কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন এই প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, পুত্রের এরূপ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে যে কি নিদারুণ বেদনা লাগিয়াছিল, তাহা কি বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে? তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্রকে, সময়ে সময়ে, গোপনে, গৃহে আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেন। মধুসূদনকে দেখিলে তাঁহার শোকাতুরা জননীর যন্ত্রণা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইত। তিনি ধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে পূর্ব্ববৎ স্নেহে আহারাদি করাইতেন, কিন্তু সমাজের ভয়ে তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না। মধুসূদনের

পিতামাতার এবং আত্মীয়গণের ইচ্ছা ছিল যে, মধুসূদন সম্মত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, পুনর্ব্বার স্বসমাজে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহারা তাঁহার পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মধুসূদনকে, জীবিকার জন্য, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; তাঁহার স্নেহময় পিতামাতা, তাঁহার অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার আর্থিক অভাব দূর করিয়া দিলেন। বিধর্ম্মী হইলেও মধুসূদন যাহাতে, সুশিক্ষিত ও যশস্বী হইয়া, পরিণামে সুখী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যত্নের ত্রুটি ছিল না। হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান বালকদিগের পাঠের নিয়ম ছিল না বলিয়া, মধুসূদনের পক্ষে সেখানে অধ্যয়নের সম্ভাবনা ছিল না। দেশীয় খ্রীষ্টান ও ইংবাজ বালকদিগের শিক্ষার জন্য শিবপুরে বিশপ্স কলেজ নামক একটি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধুসূদন সেখানে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা আনন্দের সহিত তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের চেষ্টায় যাহা সম্ভবপর, মধুসূদনের কল্যাণের জন্য, তাঁহারা তাহার কিছুই করিতে ত্রুটি করিলেন না।

বিশপ্স কলেজে প্রবেশ।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ মধুসূদনের জীবনের একটি অতি প্রধান ঘটনা। এরূপ ঘটনায়, তাঁহার পারিবারিক ও সাহিত্যিক, সকল বিষয়েই যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তাহা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেশীয় কোন লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "হিন্দুধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তিনি, যেন, সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায়, বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন।"* বাস্তবিকও মাতৃভাষার সেরূপ প্রিয়সেবক এবং স্বদেশের প্রতি সেরূপ অনুরাগবান্ হইয়াও, তিনি যে তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতা, ভগিনীগণের নিকট হইতে তাদৃশ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার ন্যায় হিন্দুকলেজের আরও অনেক ছাত্র, পঠদ্দশায় স্বধর্ম্মে ও স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহারা, আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আবার, ক্রমে ক্রমে, হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করাতে, মধুসূদনের পক্ষে সেরূপ করিবার

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ফল।

ব্যবহারিক।

---

* সমাজদর্পণ সম্পাদক।

সম্ভাবনা ছিল না। বায়ুবলে বৃন্তচ্যুত পত্র যেমন আশ্রয়বৃক্ষ হইতে ক্রমশঃই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, তিনিও তেমনই হিন্দুসমাজ হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহার, ব্যবহারে য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণ করিবার বাসনা ছাত্রাবস্থাতেই মধুসূদনের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। সেই সময়েই তিনি "আধ-সাহেবী আধা-বাঙ্গালি" বেশভূষায় সজ্জিত থাকিতেন এবং সহাধ্যায়িদিগকে বাবুর পরিবর্ত্তে "মিষ্টার", "স্কোয়ার" ইত্যাদি সাহেবী প্রথায় সম্বোধন করিতেন। হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে অবস্থান করিলে, কালে, হয়ত, এ সকল সংশোধিত হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। খ্রীষ্টান হইবার পর তাঁহাকে বিশপ্স কলেজে য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীবংশীয় বালকদিগের সঙ্গে বাস করিতে হইত। সর্বদা তাহাদিগের সহিত একত্রে অবস্থান ও তাহাদিগের রীতি, নীতির অনুকরণ করিতে করিতে, তিনি ক্রমশঃ সেই সকলের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, স্বদেশীয় সকল প্রকার আচার, ব্যবহারই বর্জনীয় বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার মনঃকল্পিত কোন কোন কুসংস্কারের সংশোধন করিতে যাইয়া, তিনি তদপেক্ষা অনিষ্টকর অন্য কুসংস্কারে পতিত হইয়াছিলেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শয়ান, এবং ডাক্তারী চিকিৎসায় যখন তাঁহার কোন উপকার হইতেছিল না, তখন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রমানাথ সেনের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—"আমাকে ক্ষমা করিবেন; কবিরাজী চিকিৎসা করাইলে আমার ব্যারিষ্টার ভ্রাতারা আমাকে ঘৃণা করিবেন; আমি কিছুতেই কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে পারিব না।" সংসর্গ ও সহবাস গুণেই লোকের মনের ভাব গঠিত হয়। মধুসূদন যে সংসর্গে বাস করিতেন, তাহারই দোষ, গুণে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে মধুসূদনের পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশত্যাগ, মাদ্রাজ গমন, য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ,

সামাজিক।

সাংসারিক অভাব, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ হইতে বিচ্যুতি এবং অবশেষে অনাথের ন্যায়, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু, এ সমস্তই, স্বল্পাধিক পরিমাণে, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফল। বলা বাহুল্য যে, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। খ্রীষ্টধর্ম অনেক পতিত নরনারীকে উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম যে

মধুসূদনকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, তাহা কখনই নয়। মধুসূদনের ন্যায় তরলমতি ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির পক্ষে, যে কোন সমাজেই হউক, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিভোগ কোথাও সম্ভবপর ছিল না। মধুসূদন হিন্দুসমাজে বাস করিলে যে, নীতিপরায়ণ হইয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তবে এ কথা বলা সঙ্গত যে, স্বজাতীয়া স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া, যৌবনে মাতৃসন্নিধানে, হিন্দুসমাজের শাসন-নীতির অভ্যন্তরে বাস করিলে, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, বোধ হয়, অতদূর বর্দ্ধিত হইত না। তাহা হইলে তাঁহার জীবনের শেষাংশও, সম্ভবতঃ, অপেক্ষাকৃত শান্তিতে অতিবাহিত হইত। কোন্ কার্যের পরিণাম কি হইবে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বনিয়ন্তা, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বলিবার অধিকার নাই। মধুসূদন হিন্দুসমাজে থাকিলে যে, আরও অধিক ক্লেশ ভোগ করিতেন না, সাহস করিয়া সে কথা কে বলিতে পারেন? তবে যাহা সম্ভবপর, মানুষের তাহা অনুমান করিবার অধিকার আছে; আমরা সেই অনুমানের কথাই বলিতেছি।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পঠদ্দশায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কিরূপ বিরাগ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইংরাজী ভাষার আলোচনা ত্যাগ করিয়া, তিনি যে বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, কিয়ৎ পরিমাণে, তাহার কারণ হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলে মধুসূদন, সম্ভবতঃ, সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহার অন্যান্য সহাধ্যায়িগণের ন্যায়, কোন উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহা হইলে জীবিকার জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইত না। অবকাশ অনুসারে দুই একখানি ইংরাজী কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যতটুকু প্রশংসালাভের সম্ভাবনা, বোধ হয়, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে পিতৃদত্ত সাহায্যে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া, তাঁহাকে সাহিত্যকেই অবলম্বন-যষ্টি রূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য তাঁহার অর্থাভাব ও যশোলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই; তিনি, আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, মাতৃভাষার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উৎসাহদাতা লোকের অভাব ছিল না। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির দ্বারা উৎসাহিত ও পুরস্কৃত হইয়া, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের ন্যায় মানবীয় কার্যাবলীও পরস্পর

সাহিত্যিক।

সম্বন্ধ-বদ্ধ; একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ধর্মমত পরিবর্তন হইতে মধুসূদনের জীবনের প্রত্যেক কার্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা এ কথার সাক্ষ্যদান করিবে।

মধুসূদনের গ্রন্থে যে জাতীয় ভাবের এত অভাব এবং বিজাতীয় ভাবের এত প্রাধান্য, তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তন তাহারও কারণ। হিন্দু-ভাবানুপ্রাণিত কোন কবির রচনা হইলে, মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র কখনই ওরূপ নিকৃষ্ট আদর্শে চিত্রিত হইত না। একেই ত সে সময়কার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বদেশীয় আচার, ব্যবহার, এবং ভাষা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহার উপর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া, য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করাতে, মধুসূদন পাশ্চাত্য সমাজের দিকে আরও অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে জাতীয় ভাবের পরিবর্তে বিজাতীয় ভাবের আধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন, বিশপ্স কলেজে গ্রীক ভাষা অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই হইতে গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কখনই বিশেষ অনুরাগ বা অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে গ্রীক-সাহিত্য, বিশেষতঃ, হোমরের গ্রন্থসমূহ, তিনি অতি যত্নের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে হোমরকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এরূপ অবস্থায়, মেঘনাদবধে বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, তিনি যে হোমরকেই অধিক অনুসরণ করিবেন, তাহা বিচিত্র নয়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলেও মধুসূদন গ্রীক ভাষা অনুশীলন করিতে এবং হোমরের প্রতি অনুরাগবান্ হইতে পারিতেন সত্য; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া, পাশ্চাত্য-সমাজের সংসর্গে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত না হইলে, তিনি হিন্দু পৌরাণিক চিত্রসমূহ গ্রীক আদর্শে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন কি না সন্দেহ।

বিশপ্স কলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের জীবন গঠনে কিরূপ কার্য করিয়াছিল, এইবার, তাহার আলোচনা করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। হিন্দু-কলেজ যেমন তাঁহার রচনা-শিক্ষার, বিশপ্স কলেজ তেমনই তাঁহার ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্র। মধুসূদন সাধারণের নিকট কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি যে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন কিরূপ বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষারই ন্যায় ছিল। লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইতালিয়ান, এই কয়টি ভাষায় তিনি অক্লেশে কথোপকথন

বিশপ্স কলেজে শিক্ষার ফল, ভাষা-শিক্ষায় অনুরাগ।

করিতে এবং পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার ছিল যে, তিনি তাহাতে কবিতা পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন। এই ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত, পারসিক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দুস্থানী, এই ছয়টি ভাষাতেও তাঁহার অল্পাধিক অভিজ্ঞতা ছিল; সুতরাং মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া বারটি বিভিন্ন ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, বাবু মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের সমকালবর্ত্তীদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ।* বাস্তবিক ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তি অতি অল্পলোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশপ্স কলেজ হইতেই তাঁহার এই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবণতা পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশপ্স কলেজে প্রবেশ করিয়া তিনি গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিশপ্স কলেজের অনেক অধ্যাপক বহুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতেই মধুসূদনের হৃদয়ে ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরাগ উদ্ভূত হইয়াছিল।

বিশপ্স কলেজে অবস্থানকালীন ব্যবহার।

মধুসূদনের প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা তাহার বিশপ্স কলেজে অধ্যয়নকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ইংরাজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে জেতাজিত ভাব যেমন সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে, বিশপ্স কলেজেও তেমনি ছিল। কলেজের ইংরাজ ছাত্রগণ "কলেজ-ক্যাপ" নামে এক প্রকার চতুষ্কোণ টুপি ব্যবহার করিতেন; দেশীয় ছাত্রেরা তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। মধুসূদন, কলেজে প্রবেশ করিয়াই, ইংরাজ ছাত্রদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ও কলেজ-ক্যাপ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "হয়, আমাকে আমাদিগের দেশীয় পরিচ্ছদ, না হয়, য়ুরোপীয় বালকদিগের ন্যায় কলেজীয় পরিচ্ছদ, পরিধান করিতে দিতে হইবে। একই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন প্রথা কিছুতেই চলিতে পারে না।" কলেজের অধ্যক্ষ, এইরূপ ঔদ্ধত্যের জন্য, তাঁহাকে

* **As a linguist and a scholar, he had scarcely any equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen who could excel him in his knowledge of the European language, and in the literature, both ancient and modern of European countries.**

কলেজ হইতে তাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তিত্বে মধুসূদন সেইবার অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মপ্রচারের সঙ্গে রাজনীতি-কৌশলও বিলক্ষণ বুঝিতেন। "মধুসূদন সম্ভ্রান্ত গৃহের বালক, এরূপ সামান্য কারণে তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়িত করিলে, আর কেহ খ্রীষ্টান হইবে না", কলেজের কোন অধ্যাপককে তিনি এইরূপ বুঝাইলে অধ্যক্ষ, অবশেষে, তাঁহার পরামর্শ অনুসারে, মধুসূদনকে কলেজ-ক্যাপ পরিধানের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাহেব ও দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ অসঙ্গত পার্থক্য মধুসূদন, অপ্রতিবাদে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি যখন মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেন, তখন সেখানে "নেটিভ-ম্যান" (Native man) কথাটির বড় প্রচলন ছিল। সাহেবদিগের পক্ষে "European Gentleman" এবং দেশীয়দিগের পক্ষে "নেটিভ-ম্যান" এইরূপ ভাষাই সেখানে ব্যবহৃত হইত। মধুসূদন, সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ করিয়া, এইরূপ ভাষার পক্ষপাতীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আহার-ব্যবহারে য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিলেও তিনি তাহাদিগের চাটুকার ছিলেন না; ঔদ্ধত্য ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

মধুসূদন বিশপ্স কলেজে চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। ভাষা শিক্ষা ও কবিতানুশীলন সম্বন্ধে তিনি এই কয় বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়া-ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে, তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতাও এখানে, সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কেহ নিকটে থাকিতেন না। তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাকে মাসিক প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন; কিন্তু মধুসূদন যে সে অর্থ কিরূপে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা তাহার সংবাদ রাখিতেন না। কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট শাসন ছিল; কিন্তু কলেজের বাহিরে, অবকাশ দিনে, ছাত্রেরা কে কিরূপ ব্যবহার করে, কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহার বড় সংবাদ পাইতেন না। কলেজে খ্রীষ্টধর্মানুমোদিত উপাসনাদির ত্রুটি ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন তাহা হইতে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য বাহ্যানুষ্ঠান মাত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন; প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মানুযায়িনী নীতিতে তাঁহার শিক্ষা হয় নাই; তিনি প্রলোভনের কুহক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে পিতামাতার ও সমাজ-শাসনের অধীনে থাকিয়াও তিনি অনেকবার নীতিবিগর্হিত কার্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে সকল প্রকার শাসনের অভাবে,

তাঁহার অসংযতভাব সম্পূর্ণরূপ প্রতিবন্ধকহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অসংযতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির জগতে শান্তির আশা কোথায়? মধুসূদনের হৃদয়ের শান্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর অনুরোধে তিনি মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আগমন করিতেন; কিন্তু সেখানেও শান্তির প্রত্যাশা ছিল না। ধর্মমত ও সামাজিক আচার, ব্যবহার লইয়া সময়ে সময়ে পিতার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইত। পিতা তিরস্কার করিতেন; শাসনে ও সংযমে অনভ্যস্ত মধুসূদনের তাহা সহ্য হইত না; তিনি উদ্ধতের ন্যায় প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁহার পিতা শেষে বিরক্ত হইয়া, তাঁহার মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। মধুসূদনের জননীর স্নেহের হ্রাসবৃদ্ধি ছিল না। স্বামীর ও পুত্রের মধ্যে এরূপ মনোবাদ দেখিয়া তিনি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন; কিন্তু প্রতিবিধান করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মধুসূদনের হৃদয়ের অশান্তি ক্রমশঃই বর্ধিত হইতে লাগিল। যে সকল আশায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—মনোনীতা পত্নীলাভ, ইংলণ্ড-গমন প্রভৃতি তাঁহার আশার কোন সামগ্রীই, তিনি প্রাপ্ত হইলেন না। যে সকল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক তাঁহাকে পূর্বে আশ্বাসদান করিয়াছিলেন এবং রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে সম্ভ্রান্ত বন্ধু, মধুসূদনকে বাঙ্গালা দেশের তদানীন্তন ডেপুটি গবর্ণর বার্ড সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া, মধুসূদনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন (gave every encouragement in his views), প্রয়োজনের সময়ে, তাঁহারা কে কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, এবং তিনিও যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, ধর্মমত পরিবর্তনের জন্য, তাঁহার সেই বাল্যসুহৃদগণও তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরবর্তী হইয়া পড়িতেছিলেন। মধুসূদনের মনে সংস্কার জন্মিল যে, জগতে তাঁহার অবস্থায় সহানুভূতি করিতে কেহ নাই। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল। কলিকাতা ছাড়িয়া, অন্য যে কোন স্থানেই হউক, যাইতে পারিলে, তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মিল। বিশপ্স কলেজে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই-একজনের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকট মান্দ্রাজের কথা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সেখানে যাইলে, তিনি সুখী হইতে পারিবেন। গোপনে, গোপনে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল। অবশেষে একদিন, অকস্মাৎ পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন।

মান্দ্রাজ গমন।

মান্দ্রাজ-প্রবাস

[১৮৪৮—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

৬

কি অবস্থায় মধুসূদন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পিতা, মাতা এবং বন্ধুগণ, কেহই তাঁহার দেশত্যাগের সঙ্কল্প অবগত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার মান্দ্রাজ-গমনের সংবাদে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি যখন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অবস্থা এখনকার ন্যায় ছিল না। এখন রেলওয়ের ও বাষ্পীয়-পোতের প্রচলনে মান্দ্রাজের দূরতা অপনীত হইয়াছে; কিন্তু তখন মান্দ্রাজ-গমন এখনকার দিনের ইংলণ্ড-গমনের ন্যায় কষ্টসাধ্য ছিল বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। এখন দুই চারিজন বাঙ্গালী, বিষয়-কার্যোপলক্ষে, মান্দ্রাজে বাস করিতেছেন, কিন্তু তখন মধুসূদনের স্বদেশীয় একজন লোকও, বোধ হয়, সেখানে ছিলেন না। সেখানকার ভাষা, এবং আচার, ব্যবহার কোন বিষয়েই মধুসূদনের অভিজ্ঞতা ছিল না। জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করাতে, তিনি হিন্দুসমাজের ঘৃণার আস্পদ হইয়াছিলেন। ইহার উপর তিনি আবার রিক্তহস্ত। পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, পাথেয় প্রভৃতিতে অল্পদিনের মধ্যেই, তাহা নিঃশেষ হইয়াছিল। একেই ত এই নিঃসম্বল অবস্থা, তাহার উপর মান্দ্রাজে পঁহুছিবার পরই তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং কিয়ৎকাল তাঁহাকে দারুণ দুরবস্থায় জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। পিতার সহিত মনোমালিন্য আরব্ধ হইবার সঙ্গেই তাঁহার অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী জননী, স্বামীর অজ্ঞাতসারে, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অর্থসাহায্য করিতেন। সুতরাং দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ যে কি মর্ম্মভেদী, মধুসূদনকে এতদিন তাহা সম্পূর্ণরূপ অনুভব করিতে হয় নাই। এইবার হইতে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার তিক্ত আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি মান্দ্রাজের দেশীয় খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইল। তাঁহারা মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে তিনি পিতৃমাতৃহীন, ফিরিঙ্গী বালকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল; এবং তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে হইলে, "প্রবল ঝটিকা অতিক্রম করিয়া কূল প্রাপ্ত হইলে নাবিক যেমন শান্তিলাভ করে", তিনিই তেমনই শান্তিলাভ করিলেন।

মান্দ্রাজ বাসকালীন অবস্থা।

পৃথিবীর অনেক আপাত-প্রতীয়মান অমঙ্গলের ন্যায় মধুসূদনের মান্দ্রাজ প্রবাসকালীন দুরবস্থা, এক বিষয়ে, তাঁহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের কারণ হইল।

সাহিত্য-সেবা।

প্রকৃতি তাঁহার অভ্যন্তরে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিরাশার ও দারিদ্র্যতার সংঘর্ষে একবার তাহা উদ্গত হইবার সুযোগ লাভ করিল। উপায়ান্তরের অভাবে তিনি, অর্থাগমের জন্য, সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। এতদিন তিনি, অনুশীলনার্থ এবং অবকাশ কালের বিনোদনের জন্য, সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহাকে প্রাণধারণার্থ সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তিনি মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাহার ন্যায় সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে তিনি একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন।

যদিও হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সময়েই মধুসূদনের লিখিত অনেক কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এতদিন তিনি গ্রন্থকাররূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হন নাই। মান্দ্রাজ-প্রবাস-কালেই তাঁহার রচনা

কাপটিভ্ লেডী রচনা।

সর্বপ্রথমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি মান্দ্রাজে যে সমস্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার মধ্যে Madras Circular & General Chronicle, Madras Spectator এবং Athæneum এই তিনখানির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকদিগের নিকট তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানির জন্য তিনি, পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, কবিতায় একটি উপাখ্যান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাধারণের পরিতোষে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে মনস্থ করেন। তদনুসারে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Madras Circular হইতে উদ্ধৃত উপাখ্যান এবং Visions of the Past নামক আর একটি অসম্পূর্ণ কবিতা, একত্রে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিরূপ অবস্থায় গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, এবং তাহার অবলম্বনীয় বিষয় কি, মধুসূদন নিজেই তাহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

The following tale is founded on a circumstance pretty generally known in India and, if I mistake not, noticed by

some European writers. A little before the famous Indian expeditions of Mahommed of Ghizni, the King of Kanoje celebrated the "Rajshooya Jujnum" or as I have translated it in text, the "Feast of Victory". Almost all the contemporary Princes, being unable to resist his power, attended it, with the exception of the King of Delhi, who, being a lineal discendant of the great Pandu Princes—the heroes of the far-famed "Mahabharat" of Vyasa—refused to sanction by his presence the assumption of a dignity—for the celebration of this Festival was Universal assertion of claims to being considered as the lord-paramount over the whole country—which by right of descent belonged to his family alone. The King of Kanoje, highly incensed at this refusal, had an image of gold made to represent the absent chief. On the last day of the Feast, the King of Delhi, having, with a few chosen followers, entered the palace in disguise, carried off this image, together, as some say, with one of the princesses Royal whose hand he had once solicited but in vain, owing to his obstinate maintenance of the rights of his ancient house. The fair Princess, however was retaken and sent to a solitary castle to be out of the way of her pugnacious lover, who, eventually effected her escape in the disguise of a Bhat or Indian Troubadour. The King of Kanoje never forgave this insult, and, when Mahommed invaded the kingdom of Delhi, sternly refused to aid his son-in-law in expelling a foe, who soon after crushed him also. I have slightly deviated from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the "Feast of Victory".

I have, I am afraid, many reasons to apologise to the public for the imperfections which have crept into the

following Poem. It was originally composed in great haste for the columns of a Local journal,—"The Madras Circular and General Chronicle",—in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life. Want and Poverty with the "battalions" of "sorrows" which they bring, leave but little inspiration for their victim!

আমরা বলিয়াছি যে, পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, ক্যাপটিভ্ লেডী রচিত হইয়াছিল। রাজকুমারী সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য রাজা জয়চন্দ্র তাঁহাকে দ্বীপমধ্যস্থিত একটি গিরিদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ভাটবেশে সেখান হইতে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাহার পর মুসলমানগণ পৃথ্বীরাজের রাজধানী অবরোধ করিলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। ইহাই সংক্ষেপে ক্যাপটিভ্ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন যে সকল বিষয়ে ইতিহাসের অনুসরণ করেন নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত। ঘটনা-বৈচিত্র্য, অথবা ভাবের লালিত্য অনুসারে বিচার করিলে ক্যাপটিভ্ লেডীতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; কিন্তু একটি কারণে ইহা আলোচনার উপযুক্ত। তরুণ-বয়সে ইংরাজী ভাষার উপর মধুসূদনের কিরূপ অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহার দুই একটি স্থল পাঠ করিলে মনে হয়, যেন বায়রণ, মুর বা স্কটের কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। মেঘনাদবধের যে তেজঃপ্রদীপ্ত ভাষা বঙ্গীয় কবিতায় এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, ক্যাপটিভ্ লেডীতে তাহার অঙ্কুর প্রথম উদ্ভিন্ন হইয়াছিল। মধুসূদনের ভাষা যে তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙ্গালি কবিগণের ভাষা হইতে বিভিন্ন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাহা কোমল-মধুর সংস্কৃত ভাষা হইতে শিক্ষা করেন নাই; সমধিক ওজোগুণান্বিত পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্যাপটিভ্ লেডী পাঠ করিলে, মধুসূদনের রচনাপ্রণালীরও আদর্শ বুঝিতে পারা যায়। যে অলঙ্কার-বিন্যাস-প্রিয়তা মধুসূদনের রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ, ক্যাপটিভ্ লেডীর সর্বত্রই তাঁহার আতিশয্য লক্ষিত হইবে। ক্যাপটিভ্ লেডীতে প্রযুক্ত অনেক অলঙ্কার ও ভাব, পরে তিনি তাঁহার অন্যান্য

ক্যাপটিভ্ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়।

ক্যাপটিভ্ লেডীর ভাষা ও ভাব।

কাব্যে পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা সেইরূপ দুই একটি স্থল নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে ;—

—Where upon the ocean tide,
Fair Lunka smiles in beauty's glow
And breathes soft perfumes, far and wide,
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd.—১৩ পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণের যমুনা তীরে গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে বিহার সম্বন্ধে ;—

How fondly in the moon-lit bow'r
When mid-night came with star and flow'r
Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumna's holy stream,
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh—so deep
Wing'd ravishment where-'er is fell,
Love's accents in their airy spell.—১৪ পৃষ্ঠা

রাক্ষসরাজ কর্তৃক সীতাহরণ সম্বন্ধে ,—

* * how to Beauty's lonely bow'r
The false one came at noon-tide hour,
And pluck'd its brightest, fairest flow'r ;
And on his airy-wheeled car
He wafted her to realm afar—
And how the wanderer of the wood
Came home—but came to solitude—
And in his grief sought her in vain
O'er mount—in cave—by fount—on plain.—১৬ পৃষ্ঠা

এইরূপ আরও অনেক স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থানের ভাব অবিকল এইরূপ। রামচন্দ্র কর্তৃক সেতুবন্ধন সম্বন্ধে ক্যাপটিভ্ লেডীতে আছে ;

"The very ocean wore his chain."

মেঘনাদবধে আছে, * * * *

"আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে।"

গম্ভীর তুরীধ্বনি সম্বন্ধে ক্যাপটিভ্ লেডীতে আছে—

"From sunny vale, all green and deep,
Prolong'd that sound its onward sweep,
The warriors bow'd them on their steed—
The Rishi paus'd to tell his beads—
The maiden from her fairy bow'r,
The very babe e'en ceas'd to cry
And look'd up to its mother's eye.
As if in voiceless wonderment,—
It too, its share of homage sent.—২১ পৃষ্ঠা।

প্রমীলার এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের শঙ্খধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার-শব্দ সম্বন্ধে মেঘনাদবধে আছে,—

* * একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ; কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর, সিংহাসনে রাজা, অবরোধে
কুলবধূ, বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে,
পর্ব্বতগহ্বরে সিংহ, বনহস্তী বনে,
ডুবিল অতল জলে জলচর যত॥"

ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট। কিরূপভাবে মধুসূদনের লিখন-প্রণালী গঠিত হইতেছিল, এবং বয়সের সঙ্গে তাঁহার শক্তি কিরূপ বর্ধিত হইতেছিল, ইহা হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। ক্যাপটিভ্ লেডীর সঙ্গে

ভিসন্স-অফ্-দি-পাষ্ট (Visions of the past) নামক আর একটি অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিসন্স-অফ্-দি-পাষ্টের অবলম্বনীয় বিষয় কি, ইহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আকার হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ বর্ণনা করা, বোধ হয় মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল। ভাষার গাম্ভীর্যে তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি ক্যাপটিভ্ লেডী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। ইহা পাঠ করিতে করিতে বায়রণের "ড্রীম" নামক কবিতা স্মরণ হয়। মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই অসম্পূর্ণ কবিতাটিতেই কেবল তাহার চিহ্ন বর্তমান আছে; তাঁহার অন্য কোন প্রবন্ধে তাহার নিদর্শন নাই। ভিসন্স-অফ্-দি পাষ্টের প্রারম্ভিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

ভিসন্স-অফ্-দি-পাষ্ট ও তাহার অবলম্বিত বিষয়।

I sat me by a shrine and heard a strain,
Sweet as thy whispers, Cedar'd Lebanon!
Which lull the weary pilgrim, when the sun
Seeks in wide ocean's gem-lit, vast domain
His mighty haunt : it sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy one,
Nor swell'd its vestal symphony in vain;—
Echo'd by sainted spirits He hath won!
The bridal song of her, the spouse below :
I wept!—How oft, oh world! thy harlot smile
Hath woo'd me from the fount whose waters flow
In beauty which dark Death will ne'er defile;
I wept! A Prodigal once weeping sought
His Father's breast,—and found love unforgot!—*

* মধুসূদনের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলেও, তাঁহার রচনাশক্তির ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের জন্য, আমরা তাঁহার ইংরাজী রচনা, মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় যে মধুসূদনের কিরূপ সুন্দর অধিকার ছিল, এবং ইংরাজী ভাষাতেও যে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বঙ্গীয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন। সেইজন্য তাঁহার ইংরাজী রচনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। যে সকল বাঙ্গালি, ইংরাজী ভাষায় দক্ষতার জন্য, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ Travels of a Hindu নামক গ্রন্থ-প্রণেতা বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি মধুসূদনের 'ক্যাপটিভ্ লেডী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনা ত্যাগ করিয়া, এইবার আমরা তাঁহার সাংসারিক জীবনের একটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব। স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি, একরূপ নির্বাসিতের ন্যায় মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ করিয়া, এই স্থানে, তিনি প্রথমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। 'ক্যাপটিভ্ লেডী' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পূর্বে, তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিস্-নাম্নী স্কচ্-বংশোৎপন্না একটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। রেবেকার পিতা একজন নীলকর এবং তাঁহার পিতামহ, ডুগাল্ড ম্যাকটাভিস্, কডাপা জিলার নীলব্যবসায়ী আরবুথনট কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। মান্দ্রাজে, পিতৃমাতৃহীন য়ুরোপীয় বালকবালিকাদিগের জন্য, যে আশ্রম ছিল, রেবেকা তথায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মধুসূদন সেই আশ্রমের সংশ্লিষ্ট বালকদিগের বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। উভয়ের পরিচয় হইলে, মধুসূদন, কুমারী রেবেকার রূপেগুণে আকৃষ্ট হন। অশিক্ষিতা ও অন্তঃপুরনিবদ্ধা বাঙ্গালী বালিকার অপেক্ষা শিক্ষিতা ও স্বাধীনতায় অভ্যস্তা য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিলে, সাংসারিক সুখের অধিক সম্ভাবনা, বাল্যাবধি মধুসূদনের এই সংস্কার ছিল। তিনি বলিতেন যে, "বাঙ্গালির মেয়ে রূপে, গুণে কখনই ইংরাজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হইতে পারে না।" য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বে যে প্রতিবন্ধক ছিল, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে তাহা দূরীভূত হইয়াছিল। সুতরাং পরিণাম চিন্তা না করিয়াই মধুসূদন তাঁহার দীর্ঘকালপালিত সঙ্কল্প, কাযে পরিণত করিয়াছিলেন। রেবেকার আত্মীয়গণ প্রথমে এ বিবাহে সম্মত হন নাই; কিন্তু মধুসূদনের নির্বন্ধাতিশয়ে এবং সম্ভবতঃ কন্যার ধর্মপিতা (God-father) জর্জ নর্‌টনের* মধ্যবর্তিত্বে,

সাংসারিক কথা—বিবাহ।

It rose as an aurora-borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets, such as Kasi Prasad Ghosh, Rajnaryan Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others; Madhu distances them all. ভোলানাথ বাবুর ন্যায় আরও অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, ক্যাপটিভ্ লেডীর এইরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। "রৈস এবং রায়ত" "Reis & Ryat" সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্রিকায় ইহা সমগ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

* জর্জ নর্‌টন মান্দ্রাজের "এডভোকেট জেনারেল" (Advocate General) এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ইনি মান্দ্রাজের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার (Eardly Norton) ইয়ার্ডলি নর্‌টনের পিতা। মধুসূদন তাঁহার ক্যাপটিভ্ লেডী ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নর্টনের মধ্যবর্ত্তিত্বে মধুসূদনের বিবাহের কথা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন।

অবশেষে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। নরটন মধ্যবর্তী হইয়া মধুসূদনকে বিবাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সুখী করা নরটনের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। আশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন পূর্বক সুখ ও ধর্মোপার্জনই বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করিয়া সুখী হইতে হইলে, যে সহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের এবং আত্ম-সংযমের প্রয়োজন, মধুসূদনের চরিত্রে তাহা ছিল না। আমার জীবনের সঙ্গিনী আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও আমি তাঁহাকে সর্বপ্রকারে আমার সমতুল্যা করিয়া লইব,—আমার যাহা আছে, তাহা তাঁহাকে দিয়া, এবং তাঁহার যাহা আছে, তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া, আমি তাঁহাকে প্রকৃতরূপে আমার অর্ধাঙ্গিনী করিব,—আমার সকল কামনা তাঁহাতেই পরিতৃপ্ত হইবে,—এ শিক্ষা মধুসূদন কখনও প্রাপ্ত হন নাই। ধর্মনীতি হউক বা সমাজনীতি হউক, কোন প্রকার শাসননীতির অভ্যন্তরে বাস করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ক্যাপটিভ্ লেডীর প্রারম্ভে, নববিবাহিতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া, অনুরাগভরে, তিনি যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ভাবী জীবনে তাঁহার হৃদয়ের সে ভাব স্থায়ী হয় নাই।

পত্নী-ত্যাগ।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।* মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন কোন শিক্ষকের দুহিতা কুমারী হেনরিয়েটার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সেই মহিলাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইনিই সাধারণের নিকট মধুসূদনের পত্নী বলিয়া পরিচিতা। মধুসূদনের সহিত তাঁহার পত্নী রেবেকার ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র, কন্যাগণের সম্বন্ধ লোপ হইয়াছিল বলিয়া, আমরা আপাতত তাঁহাদিগের কোন উল্লেখ করিব না। ইহার পর তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির কথা দেখিলে পাঠক এই শেষোক্তা মহিলার ও তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র, কন্যাদিগের কথা বুঝিয়া লইবেন।

মধুসূদন জীবনে যে সকল অপকার্য করিয়াছিলেন, সমাজনীতির প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্যই তাহাদিগের প্রধান কারণ। তাঁহার বৈবাহিক জীবনের ব্যবহারও তাঁহার সমাজনীতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ফল। অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের ও নীতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, তাঁহার জীবন যে কেবল তাঁহার

* "এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন" হওয়া আইনানুমোদিত বিবাহ-বিচ্ছেদ বা divorce নয়। মধুসূদন তাঁর বিবাহিতা পত্নী রেবেকাকে পরিত্যাগ করে হেনরিয়েটাকে সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন। হেনরিয়েটার সঙ্গে কখনও তাঁর বিবাহ হয়নি। এ-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় পরিশিষ্টে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।—সম্পাদক।

স্বদেশীয়গণের আদর্শস্বরূপ হইত, তাহা নয়; তাঁহার নিজের পক্ষেও শান্তিময় হইত। ক্যাপটিভ্ লেডীর উপক্রমণিকায়, মনোনীতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;

I

'Come list thee, gentle one !—and whil'st the lyre
Breathes softer melody for thee, mine own ?
I'll weave the sunny dreams, those eye inspire,
In wreathes to consecrate to thee alone,—
Love's offering, gentle one !—to Beauty's queenly throne.

II

'Tis sweet to gaze upon those eyes where Love
Has treasur'd all his rays of softest beam ;—
'Tis sweet to see thee smile as from above
Some child of Light—such as we often dream
Doth dwell on planet pale,—or star of golden gleam.

III

The heart which once has sigh'd in solitude,
And yearn'd i' unlock the fount where softly lie
Its gentlest feelings,—well, may shun the mood
Of grief—so cold—when thou, dear one ! art nigh,
To sun it with thy smile,—Love's lustrous radiancy ?

IV

The home of youth, 'tis far,—oh ! far away,—
The hopes of youth, they've fled and taught to weep ;
The friends of youth, e'en they, oh ! where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet from, Past ! thy donjon keep ?

V

But must I weep, e'en now, as once I wept,
'Midst lifes gay—cowded scenes, unmark'd and lone,
Where bitterest thoughts of solitude oft crept
To chill the bosom's glow, when thou, mine own!
Dost smile in tranquil joy, like star on sapphire throne?

VI

Yes,—like that star which, on the wilderness
Of vasty ocean, woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high,
He recks not darkling waves,—nor fears the lightless sky.

VII

Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast,—her fairy shrine;—
Woo'd by melodious worship!—Welcome then;—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine,
Art thou not there—e'en thou—a priceless gem and mine?

VIII

Life hath its dreams to beautify its scene—
And sun-light for its desert;—but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gently Love: and thou to me
Art that sweet dream, mine own! in glad reality!

IX

Though bitter be the echo of the tale
Of my youth's wither'd spring—I sigh not now;
For I am as a tree when some sweet gale
Doth sweep away the sere leaves from each bough,
And wake far greener charms to re-adorn its brow!

X

Then come and list thee to the minstrel lyre,
And lay of Eld of this my father-land,
When first, as unchain'd demons, breathing fire,
Wild, stranger foe-men trod her sunny strand,
And pluckt her brightest gems with rude, unsparing hand.

XI

The world's dark frowns may dam,—its coldness chill
The kindling altar which the Heart hath rear'd
For deep—devoted—life-long worship,—still
Be thine the soothing smile by love endear'd :—
Eve's dew must heal the flow'r by day's hot breathings sear'd !

নিদারুণ যন্ত্রণা ও প্রগাঢ় নিরাশার পর, মনোনীতা পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রথমে কিরূপ সুখের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, এই কবিতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হায় ! অসংযতচিত্ত পুরুষের পক্ষে সুখের সম্ভাবনা কোথায় ? এই কবিতা রচনার দ্বাদশ বৎসর পরে "আত্ম-বিলাপ" নামক কবিতায় তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গার্হস্থ্য-সুখ তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই ; নিদারুণ যন্ত্রণাতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। আত্ম-বিলাপ কবিতায় নিজের বৈবাহিক জীবনের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

গার্হস্থ্য অশান্তি।

"প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা-লোভে, তুই, কালফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে ॥"

কি দারুণ মর্মবেদনায় মধুসূদনের প্রাণ অধীর ছিল, এই কয়টি পংক্তি তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছে। তাঁহার নিজের অসংযতচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই যে

তাঁহার অশান্তির প্রধান কারণ, সে কথা বলা অতিরিক্ত। রূপ-বিমুগ্ধ-পতঙ্গ, যেমন, পরিণাম কি হইবে চিন্তা না করিয়া, প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, পতঙ্গবৃত্ত মধুসূদনও, তেমনই, "না দেখিয়া না শুনিয়া", সুখ-লালসায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। মধুসূদন অধীর—বাল্যাবধি আত্ম-সংযমে অনভ্যস্ত; প্রেমের জন্য, পতঙ্গের ন্যায়, প্রাণ আহুতি দিবার শিক্ষা তিনি কখনও প্রাপ্ত হন নাই। অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া, তিনি দগ্ধদেহে তাহা হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন। শরীরে প্রগাঢ় কলঙ্ককালিমা এবং হৃদয়ে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, এই তাঁহার চির-সহচর হইয়াছিল। হতভাগ্য কবি বায়রণের ন্যায় হতভাগ্য কবি মধুসূদনেরও জীবন অশান্তিময়, কলঙ্কময় কবি-জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

মান্দ্রাজে ক্যাপটিভ্ লেডীর সমাদর।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "ক্যাপটিভ্ লেডী" রচনা করিয়া মধুসূদন মান্দ্রাজের কৃতবিদ্যসমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জর্জ নরটনের ন্যায় কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং মান্দ্রাজের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার কাব্যের সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আথিনীয়ম্ পত্রিকার কোন ইংরাজ পত্র-প্রেরক, "ক্যাপটিভ্ লেডীর" সমালোচনা করিয়া, লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা বায়রণ অথবা স্কট্ নিজের রচনা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না;" (what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own)। বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ-রচনা করিয়া পঞ্চবিংশবয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে এরূপ প্রশংসালাভ, অবশ্যই গৌরবের বিষয়। কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষগণ যেমন সাধারণের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষাও তেমনই উচ্চতর হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ প্রশংসা অন্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও মধুসূদন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। না হইবারও একটি বিশেষ কারণ ছিল। শূন্যগর্ভ প্রশংসা লইয়া পরিতৃপ্ত থাকা, কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। ক্যাপটিভ্ লেডী রচনার সময়ে কবির সাংসারিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল, উদ্ধৃত উপক্রমণিকার শেষ কয়টি পংক্তি হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার গৃহে অন্নাভাব ঘটিতেছিল, তিনি প্রশংসা লইয়া কি করিবেন? মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজের প্রশংসায় মধুসূদন, প্রথম প্রথম, বড়ই উল্লসিত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পরেই,

নিরাশা ও অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বায়রণের, কেহ স্কটের কাব্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের তুলনা করিতেছিলেন; আর তিনি, মুদ্রাযন্ত্রের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিলেন। এরূপ অবস্থা গ্রন্থকারের পক্ষে বড় উৎসাহোদ্দীপক নয়। মধুসূদনের আশা ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন মান্দ্রাজ তাঁহাকে অর্থদানে উৎসাহিত না করুক, জ্ঞানোজ্জ্বল কলিকাতা, নিশ্চয়ই, তাঁহার কাব্যের সমুচিত সমাদর করিবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মধুসূদনের সে আশাও উন্মূলিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে অর্থাগমের সুবিধা না হউক, অন্ততঃ সুলেখক বলিয়াও, তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে সে সময়কার কলিকাতা সমাজের অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা "ক্যাপটিভ্ লেডী" সম্বন্ধে একরূপ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে সকল সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের নিকট "ক্যাপটিভ্ লেডী" সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেহই তাহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রশংসাজনক কথা বলিয়া, কবিকে উৎসাহিত করেন নাই।

কবির উল্লাস ও অবসাদ।

কলিকাতায় 'ক্যাপটিভ্ লেডীর' অনাদর।

Hindu Intelligencer পত্রিকার সম্পাদক ও তাৎকালিক খ্যাতনামা কবি, স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকট মধুসূদন বড়ই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই। "হরকরা" পত্রিকা, সে সময়কার ভারতীয় পত্রিকাসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহাতে "ক্যাপটিভ্ লেডীর" যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কবির পক্ষে উৎসাহ লাভ করা দূরে থাকুক, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার সুহৃদগণ মর্মাহত হইয়াছিলেন।* মধুসূদনের নিজের মনের বল যথেষ্ট ছিল; তীব্র সমালোচনায় সহজে নিরাশ হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। কিন্তু "হরকরার" শ্লেষোক্তিতে তাঁহার বীর-হৃদয়ও আহত হইয়াছিল। নবীন কবিকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের দুরাশা যেন তিনি হৃদয়ে

* হরকরার সমালোচনায় মধুসূদনের বন্ধুগণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে। তিনি হরকরায় ক্যাপটিভ্ লেডীর সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছিলেন:

"I am not in the habit of reading any of the papers, and thus am happily saved the pain which I should otherwise derive from the sight of a friend roughly used by those bloody culthroats, the Calcutta Editors."

পোষণ না করেন, সম্পাদক এইভাবেই তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। নিজের সাংসারিক অভাব ও মানসিক অশান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া, মধুসূদন "ক্যাপটিভ্ লেডী"র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, "যে অবস্থায় পড়িয়া তিনি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কবি-শক্তি বিকাশের উপযোগিনী নয়।" সম্পাদক এই উপলক্ষ করিয়া, তাঁহার দরিদ্রাবস্থারও প্রতি বক্রোক্তি করিতে ত্রুটি করেন নাই।* মধুসূদনের সাহায্যার্থ, তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ, "ক্যাপটিভ্ লেডী" বিক্রয়ের জন্য, চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা পঞ্চাশ-ষাট জনের অধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দুই একজন কৃতবিদ্য, অথবা পদস্থ ব্যক্তি গ্রন্থকারকে মৌখিক উৎসাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহার গ্রন্থের গুণের জন্য নয়, তাঁহার নিজের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে মধুসূদন কখনও কাহারও অনুগ্রহের বা অনুকম্পার ভিক্ষুক ছিলেন না। যাঁহারা কাব্যজগতে সকলের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবেন, এবং তাঁহার কবিত্বের গৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিবেন, "astound the world with his fame" বাল্যাবধি ইহাই

'হরকরা' পত্রিকার বক্রোক্তি।

* হরকরার সেই শ্লেষোক্তিপূর্ণ সমালোচনা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"The Captive Lady", the author in his preface informs his reader, "was originally composed in great haste for the columns of a local journal, the Madras Circular and General Chronicle" but he does not tell us why he was in such a hurry about it, and we cannot imagine the necessity. He says further that is was produced "in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life. Want and Poverty, with the battalions of Sorrows which they bring, have but little inspiration for their victim." Possibly had our poet looked the ugly realities of life manfully in the face, instead of trying to abstract his thought from them, he might not have been dependent on Want, Poverty & Co. for his inspiration. We are not of them that think a poet must necessarily be poor and miserable; but we believe that a youth, "Who pens a stanza when he should engross" has only himself to blame, if his pen brings him neither fame nor food. These verses of M. M. S. Dutt are very fair amateur poetry; but if the power of making has deluded the author into a reliance on the exercise of his poetical abilities for fortune and reputation, or tempted him to turn up his nose at the more common place uses of the pen, the delusion is greatly to be regretted. We believe that none of our Calcutta Dutts have fallen into this ruinous error. ***

Bengal Harkara, Saturday Evening, May 19, 1849.

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং এরূপ অনুকম্পাপ্রদর্শনে, উৎসাহিত না হইয়া তিনি বরং ব্যথিত হইয়াছিলেন। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য তিনি বুঝিতেন; উপেক্ষাকারীর উপেক্ষা এবং অনুকম্পাশীলের অনুকম্পা সমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি, স্বতন্ত্র পথ দিয়া, লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

মধুসূদন অনেক বিষয়ে চপল ও অস্থির-চিত্ত ছিলেন; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কখনও মতিভ্রম হয় নাই। সাহিত্যের সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিব, এ সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য ধ্রুবতারার ন্যায়, চিরদিন নিশ্চল ছিল। নিন্দা, উপেক্ষা, দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি, কিছুতেই তিনি সে লক্ষ্য হইতে বিচলিত হন নাই। ক্যাপটিভ্ লেডী প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার জীবনের প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমে অকৃতকার্য হইলে, অনেকেই নিরাশ্বাস ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। কিন্তু মধুসূদন ভগ্নোদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না। "ক্যাপটিভ্ লেডী" অনাদৃত হইলেও তাঁহার লক্ষ্য পূর্বের ন্যায় নির্দিষ্ট রহিল; তবে এক বিষয়ে একটি অতি গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইল। লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য, এতদিন তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহার দুর্গমতা অনুভব করিতে পারিলেন; "ক্যাপটিভ্ লেডী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুশীলন দ্বারা তিনি অক্ষয় কীর্তি-লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু এখন হইতে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। সুস্পষ্টরূপে, তখনও, বুঝিতে না পারুন, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার উপলব্ধি জন্মিল যে, সেক্সপীয়রের এবং মিল্টনের ভাষায় চিরস্থায়ী কীর্তিলাভ করা বিদেশীয়ের পক্ষে সহজ নয়। মান্দ্রাজে কেহ তাঁহাকে এরূপ কথা বলেন নাই। কিন্তু কলিকাতায় যাঁহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। ইনি আমাদিগের দেশের স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তক, সুপরিচিতনামা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। মহাত্মা বেথুন, তখন আমাদিগের দেশের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষাসমাজের (Education Council) সভাপতি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির মতামত যে কতদূর মূল্যবান্, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বেথুন যেভাবে ক্যাপটিভ্ লেডীর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই তাঁহার ন্যায়

ক্যাপটিভ্ লেডীর অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব।

বেথুনের উপদেশ ও পত্র।

মহাত্মার উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি হরকরা-সম্পাদকের ন্যায়, গ্রন্থকারকে ব্যঙ্গ করিয়া, তাঁহার প্রথম উদ্যমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। সস্নেহ উপদেশ-বাক্যে, তাঁহার অবলম্বিত পথের কুটিলতা নির্দেশ করিয়া দিয়া, গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য, অপেক্ষাকৃত সরল, সুগম পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মহাত্মা বেথুনকে কেবল বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা, বোধ হয়, অতি অল্পলোকেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য, আমরা যে সকল বৈদেশিক পুরুষের নিকট ঋণী আছি, মহাত্মা বেথুন তাঁহাদিগের অন্যতম বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তৎকালীন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবার জন্য, তিনি যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদিগের মধ্যে আর কেহই সেরূপ করেন নাই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভাস্থলে বক্তৃতায়, কথোপকথনকালে, এবং পত্রে, সর্বদাই, তিনি বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করিতেন। শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষরূপে যখনই তিনি কোন বিদ্যালয়ের পুরস্কার-প্রদান-সভায় উপস্থিত থাকিতেন, তখনই তিনি, সেখানকার ছাত্রদিগের হৃদয়ে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়, তজ্জন্য উপদেশ দান করিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইতেছে কিনা, ইহাই, অনেক স্থলে, তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল। এরূপ অবস্থায় মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান্ নবীন লেখককে যে, তিনি, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে উপদেশ না দিয়া নিরত থাকিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। মধুসূদন গৌরদাসবাবুর দ্বারা বেথুনকে তাঁহার "ক্যাপটিভ্ লেডী" উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বেথুনকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার দ্বাদশসংখ্যক পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে। বেথুন, প্রত্যুত্তরে গৌরদাসবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বেথুনের কিরূপ অনুরাগ ছিল, এই পত্র তাহার সাক্ষ্যদান করিবে।

CHOWRINGHEE

20 July, 1849.

Sir,

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity, through

you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.*

I am
Sir
Your obedient servant
J. E. D. BETHUNE.

---

* এই পত্র লিখিবার সমকালেই বেথুন শিক্ষাসমাজের সভাপতিরূপে কৃষ্ণনগর কলেজের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেও অবিকল এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"It is impossible that the English language can ever become familar to the millions of inhabitants of Bengal; but, if you do your duty, the English language will become to Bengal what, long ago, Greek and Latin were to England; and the ideas which you gain through English,

মহাত্মা বেথুনের ন্যায় মধুসূদনের বন্ধুগণও তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাসবাবু, যদিও নিজে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, তথাপি মাতৃভাষার অনুশীলন ভিন্ন যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেই তিনি, বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনার জন্য, মধুসূদনকে সর্বদা অনুরোধ করিতেন। বেথুনের পত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ;—

"His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. 'The taste and talents you have cultivated' would rebound much to the honor and advantage of your country, 'if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if Poetry at all events you must write.' We do not want another Byron, another Shelley in English ; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature."

প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাসবাবুর এইরূপ অনুরোধ, মহাত্মা বেথুনের সস্নেহ উপদেশ এবং কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য মধুসূদনের পক্ষে, পরিণামে মঙ্গলজনক হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় যতই অধিকার থাকুক তাহাতে কবিতা রচনা করিয়া চিরস্থায়ী গৌরবলাভ করা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। শুভক্ষণেই মধুসূদনের মনে এ কথা উদিত হইয়াছিল। যদি তিনি

learning will, by your help, gradually be diffused by a vernacular literature through the masses of your countrymen. The language of Bengal is now as rude and uncultivated as that of England was five hundred years ago. It is your taste and your learning by which it is to be cultivated and adorned. This is the language which I have constantly held to those young men in Calcutta, who have brought for my opinion, with intelligible pride, their English composition in prose and verse. I have told them, while awarding the praise that I have thought due to many of these productions, that if they would follow my advice, they would not seek for distinction by such channels : but if their talents and disposition led them to authorship, they would attain a more lasting reputation, either by original compositions in their own language, or by transfusing into it the master-pieces of English literature. There is great glory in store for those who will be the first to achieve success in this path."

স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা না করিয়া কেবলই ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন ; কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কখনই স্থায়ী গৌরবলাভে সক্ষম হইতেন না। বিদেশীয় কবির লিখিত কবিতা কোন জাতির জাতীয় সাহিত্যে স্থায়ী হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতালীয় কবি পেত্রার্কা এবং ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টন উভয়েই লাটিন ভাষায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ইহাদিগের মাতৃভাষায় লিখিত কবিতা ইহাদিগকে অমর করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের লাটিন রচনার সংবাদ রাখেন কে? স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শশিচন্দ্র দত্ত এবং কুমারী তরু দত্ত প্রভৃতি আরও দুই একজন ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বিদেশীয়ের পক্ষে সেরূপ লেখা অবশ্যই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু কয়জন ইংরাজ বা সুশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার সংবাদ রাখেন? তাঁহাদিগের মাতৃভাষা না হইলেও যে, তাঁহারা ইংরাজীতে সেরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিয়াছেন, এইজন্যই তাঁহাদিগের যাহা কিছু প্রশংসা ; ইংরাজী, সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা নয়। পঞ্চাশৎ বৎসর পরে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থের নাম শুনিবে কিনা সন্দেহ। মধুসূদনও যদি "ক্যাপটিভ্ লেডী" বা সেইরূপ আরও দুই একখানি কাব্য লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহাদিগেরই ন্যায় প্রশংসা লাভ করিতেন। কিন্তু শুভক্ষণে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার শৈশবের অনাদৃত মাতৃভাষার উপর নিপতিত হইয়াছিল, এবং মাতৃভাষার অনুশীলন করিয়া যাহাতে তিনি স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে কিরূপ প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মাতৃভাষা বলিয়া তাহাতে, স্বভাবতঃ, তাঁহার যতটুকু অধিকার ছিল, মান্দ্রাজে আলোচনার অভাবে তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তাঁহার সংস্কার জন্মিল যে, বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহার কবিশক্তি বিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং তাহাতেই তিনি অক্ষয়কীর্তি লাভ করিতে পারিবেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে, এই সময় হইতে তিনি বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় আগ্রহে ও পরিশ্রমে নানা ভাষা ও নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থরচনার তারতম্য।

এই সময়কার অধ্যয়ন-প্রণালী সম্বন্ধে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাসিতা ও ভোগাসক্তির মধ্যে মধুসূদনের বিদ্যোপার্জন-স্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল, পাঠক ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। মূল ইংরাজী পত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা তাহার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশ করিতেছি।* মধুসূদন আলস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, গৌরদাসবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন; "এরূপ বৃথা সময়ক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়; তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।" মধুসূদন প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন; "আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালকের অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ; ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু; ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক, ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন, এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?"† বিধাতা মধুসূদনকে স্বাস্থ্য ও প্রতিভা উভয়ই মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, বিদ্যোপার্জন সম্বন্ধে তিনি তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তিনি যে বিদ্যাবত্তায় সকলের অগ্রগণ্য, তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মধুসূদনের অধ্যয়নশীলতা।

মধুসূদন, মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য এইরূপে প্রস্তুত হইতেছিলেন বটে, কিন্তু মান্দ্রাজে তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রন্থ-রচনা দ্বারা তথায় প্রতিষ্ঠালাভের সুবিধা দূরে থাকুক, বৎসরান্তে কাহারও সহিত মাতৃভাষায় একটি বাক্য বিনিময়েরও সুবিধা ছিল না। আট বৎসরব্যাপী প্রবাস বড় সামান্য সময় নয়; এই দীর্ঘ প্রবাসের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার যৎসামান্য যে জ্ঞান ছিল, তাহাও ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার

* ত্রয়োদশ পত্র দেখুন।

† "My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine: 6—8 Hebrew; 8—12 School; 12—2 Greek; 2—5 Telegu and Sanskrit; 5—7 Latin; 7—10 English. Am I not preparing for great object of embellishing the tongue of my fathers?"

সহিত পাছে তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার বাল্যের প্রিয়গ্রন্থ কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আনাইয়া পাঠ করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি যে আবার মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার নিকট দুরাশা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে কতকগুলি কারণে মধুসূদনের মান্দ্রাজ ত্যাগ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন; তাঁহার ভাবীজীবনের পথও সেই সঙ্গে পরিষ্কৃত হইল।

সাংসারিক অবস্থা; মান্দ্রাজ ত্যাগ।

মধুসূদনের মান্দ্রাজ গমনের তিন বৎসর পরে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর সময় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার মাতার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাতার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে মধুসূদনের পিতাও পরলোক গমন করেন। মধুসূদন সে সংবাদ অবগত হন নাই। তাঁহার আত্মীয়, স্বজনগণ তাঁহার কোন সংবাদ রাখিতেন না; তিনিও তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন না। মধুসূদন পরলোক গমন করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মধুসূদনের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন পূর্ব হইতেই আত্মীয়, বন্ধুগণের স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন; তাহার উপর আট বৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে এমনই ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার পিতৃগৃহে তাঁহার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবার লোক কেহ ছিলেন না। স্বদেশে, বিদেশে সকলেই তাঁহার কথা ভুলিয়া আসিতেছিলেন, কেবল একজনের নিকট তাঁহার স্মৃতি, সমভাবেই, জাগরূক ছিল। তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাসবাবু তাঁহার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি পূর্বেরই ন্যায় সস্নেহে মধুসূদনকে পত্র লিখিতেন, এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থার অনুসন্ধান লইতেন। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন যে, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যে আসিয়া অধিকার করিতেছে; অথচ মধুসূদন বিদেশে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন। তিনি মধুসূদনকে, স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক, পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য, অনুরোধ করিয়া, পত্র লিখিলেন। এদিকে মধুসূদনেরও সাংসারিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। কল্পনায় তিনি যে সুখের বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল আকাশকুসুমে পর্যবসিত হইয়াছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সুখ কিছুই তাঁহার ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই। তিনি মান্দ্রাজের একমাত্র দৈনিক-পত্রিকা "স্পেক্টেটরের" (Spectator) সহকারী সম্পাদক এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন শিক্ষক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। সুলেখক বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। চিরাভ্যস্ত অপরিমিত-ব্যয়িতা দোষে তিনি তখনও অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন, এবং নিজের উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ব্যবহারের জন্য তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশান্তিময় হইয়াছিল। মান্দ্রাজ তাঁহার নিকট কণ্টক-শয্যায় পরিণত হইল। "ক্যাপটিভ্ লেডী" রচনার পর এবং তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্বে, তিনি উৎসাহে লিখিয়াছিলেন।—"Heigh ho! my stars are brightening"—কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় নাই; তিনি কেবল বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন মাত্র। নিরাশায় মর্মাহত হইয়া, তিনি শেষে বলিতে বাধ্য হইলেন, "হায়! সাংসারিক উন্নতির জন্য যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না ("I have not thriven so well in the world as I had expected")। বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের জন্য গৌরদাসবাবুর আহ্বান তাঁহার নিকট বড়ই সময়োপযোগী বোধ হইল। তিনি মাতৃভূমির ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আট বৎসর কাল বাসের পর মান্দ্রাজ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মান্দ্রাজ প্রবাসকালে লিখিত কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। কি অবস্থায় মধুসূদন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কি অবস্থায় ক্যাপটিভ্ লেডী রচিত হইয়াছিল, হরকরার তীব্র সমালোচনা পাঠ করিয়া কবির মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল এবং তাহার পর মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য তিনি কিরূপ যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত এইরূপ অনেক বিষয় পাঠক, এই সকল পত্রে, মধুসূদনের নিজের কথায় অবগত হইতে পারিবেন।

অষ্টম পত্র

নিম্নসন্নিবিষ্ট পত্র মধুসূদনের মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরে গৌরদাসবাবুকে লিখিত।

Madras Male Orphan Asylum
Black Town.
14th February, 1849.

MY DEAREST FRIEND,

By my troth you wrong me! It is impossible for me to forget you,—and you may rest assured that I have

often and often thought of you with feelings of deeper love than many whom I know. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale!—Here's a simile for you, my boy!

Your information with regard to my matrimonial doing is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency, I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well that ends well!" I am sorry to hear of your servere loss, but I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is—merciful God! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. The volume will consist of a tale in two cantos, yclept the "Captive Ladie" and a short poem or two. I must give you a description of my "Captive". It contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo syllabic verse and (truth, 'pon honour!) was written in less than three weeks.

I wrote it for the pages of a local paper, the editor of

which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior judgment and acquirements have induced me to republish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you. I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras), by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers? I am sure, if you try, you will succeed. Two Rs. per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school-fellows. Let me know before the beginning of next month, the number of copies you want. I have a capital oppoɪtunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the students of Bp's College), who is now here on a visit to his father has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Cirumstanced as I am, it will not do for me to get into debt. Where are (I) B. B. Dutta. (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, &c.?* My kind remembrances to them. Won't they get me a few subscribers? I trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

* ইহারা মধুসূদনের বাল্যবন্ধু। ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

I say, old Gour Dass Bysack ! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Dass Bysack ?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freightage. What more, just now, my dear fellow ! When I have time, I shall give you a full detail of my-self. So, let me conclude, now, with the real, heart-felt, true, sincere, assertion that I am,

Ever your affectionate,
M. DUTTA.

P. S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose,* please give my respects to him. What are you doing with yourself now. Are you employed any where or "cutting it fat"—eh ?

* ইনি মধুসূদনের পরিচিত অনৈক খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক।

নবম পত্র।

ক্যাপটিভ্ লেডী রচনা সম্বন্ধে—বাবু গৌরদাস বসাককে লিখিত ;—

Madras
19th March,
1849.

MY DEAREST FRIEND,

I hardly know how to thank you for your letter ;—accept my best thanks for your exertion on my behalf. I have just heard from my old friends—Buncu, Soroop and Bhoodeb. I shall write to them as soon as I have time. Pray, tell them so with my kind love. The "Captive" is nearly ready—I am going to dedicate it to George Norton Esqr., the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the Ist and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage. I wonder how the Calcutta critics will receive me.

You are right.—I ought to have sent a prospectus to you. However, better luck next time ; it is too late now. I have, (would you believe it ?) commenced and written greater part of the Ist canto of another Tale ! If I can work out my thoughts, it will be a glorious Poem, I promise you. I write this with a severe head-ache, so you must excuse my blunders. So, old Bhoodeb has got into the Madriasa. He is a nice fellow,—I always thought so. Has Soroop commenced merchant on his own account, or is he still under his brother ?

As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants";—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash feringee". Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the "Captive" addressed to her. I give you a few specimens. Let me know what you, Buncu, S. and Bh. think of them.

Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her faery shrine,—
Woo'd by melodious worship! welcome then,—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine:
Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine?
Life hath its dreams to beautify its scene;
And sun-light for its desert; but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love, and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in glad reality!

Art these readable, old fellow? I shall give you two stanzas more. The introduction contains eleven.

* * *

Yes—like that star which on the wilderness
Of vasty ocean woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high
He recks not darkling waves nor fears the lightless sky.

* * *

I am too lazy to write more. You must wait till the appearance of the Poem itself. If I meet with a favourable reception from the public for my "Captive", I shall come

out again before the pot cools. All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation with a few hundreds a month. Who will give it me? Is there none in India? Time will show!

Excuse the foolish letter,—I am sure it's very foolish—full of nonsense, egotism and what not? I trust it won't give you a head-ache to read it. With kindest regards to all,

I remain,
Mr Dearest Friend,
Your affectionate
M. DUTTA.

P. S. Where's Harry? I say, Gour, did you ever see friend Bhoodeb's mother? Do you know that I have not yet forgotten her queen like appearance, though it is 8 years since I saw her and that, too, only once? When I think of an Indian Princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She was or is (which?) one of the handsomest Bengalee ladies, I ever saw. I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine. Pray, tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprized at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a *thorough* Indian work, full of Rishis—Calis—Lutchmees, Camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The Ist canto contains an episode called the "Rajshooya Jujnum" with a terrible battle and "a' that". Adieu!

My Bp's College friends have beaten you. To your "18" they have "25". Dost comprehend? eh?

নিম্নলিখিত পত্রখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত। ভূদেববাবু এই সময় সিনিয়রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিতেছিলেন।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, C. I. E.

প্রথম পত্র।

Madras
27th May, 1849

MY DEAR BHOODEB,

Having a few moments to spare, I sit down to devote them to one of the pleasantest tasks I could think upon, namely, writing to you.

When I received your thrice-welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new Poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you.

This same new Poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 or 13 hundred good, bad and indifferent verses, yclept the heroic. More of this anon.

Now, my dear fellow, I hope you know that silence is, in some cases, more expressive than the loudest shandy, because I don't mean to trumpet out the joy, I feel, at the resurrection (so to call it) of our friendship.

Have you—Oh ! have you received the d—d "Captive Ladie" ? By Doorga—I am mad with vexation. If you have any Christian charity, (tho' a Heathen rascal) tell me something about it.

I have just received a letter from Gour in which he is in the clouds. Do tell him, that in order to induce my Highness to put pen into paper for him again, he must write to me a long—long letter, all about my poem.

When you get my poem, I hope, you will rewrite the Notes and enlarge them. I trust much to your knowledge of Hindu Antiquities. I have some intention of republishing it in London with my new Poem. Can't you quote Sanscrit authority for all I say ? Do write a learned Essay, garnished

with Sanscrit and other quotations on the "Rajshooya Jujnum". I shall acknowledge it publicly.

The Captive has met with a pretty fair reception here. Make my salams to the two Mahomedan gentlemen—especially my old friend, Abdul Luteef. He is a clever fellow, isn't he? Does he drink grog and eat pork, or is he still a —Bismillah-sort of a chap—eh? Has the learning of the Feringees done any thing in that way? Let me know all about yourself. How is your good mother? Are you married?

My wife is annoyed with me for calling you a "Heathen rascal". I know you better than she, of course. More anon,

Ever your affectionate

M. DUTTA.

P. S. I send this letter bearing.—Don't fail to return the compliment. My bank is just dry.

Tell master Bysack to send a copy of the "Captive" to Ram Chandra Mittra and another to Mr. Bethune,—if he thinks it proper, and let him write to him and send me his reply, provided he sends any.

M. D.

একাদশ পত্র।

হরকরার সমালোচনা সম্বন্ধে।

MADRAS,

5th June, 1849.

MY DEAR GOUR,

I find that your "Hurkara" has been somewhat severe with me. Curse the rascal; his article reached me like a shaft which has spent its force in its progress. Know, O thou noble youth, that I have girt my loins to do battle

manfully even as a gallant knight, who seeks the loftiest guerdon on this earth—the Poet's crown of laurel-leaf! Methinks, that after the praise, I have received from some whose claims to bestow them are indubitable, I can afford to stand a little abuse.

I am anxious to know how my friends like the book. I will not do them the injustice to suppose that the critique of the "Hurkara" has in any way, prejudiced them against me. It is an unpleasant thing, Dear Gour, to have any thing to do with the "many-headed", especially, in the way of literature. Remember that no man is willing to allow the palm of Superiority to another, unless actually forced to do so. Anything like an acknowledgment of merit *must be wrung out* by patient perseverance. Don't you be cast down to find your friend, handled so roughly. I have written to Messrs Bhoodeb and Soroop who, I doubt not, will communicate to you the contents of my imperial despatches.

I had intended to have written to you a long letter, but, having some business to attend to, I must disappoint myself.

You are welcome to send a copy of the "Captive" to our old tutor, Ram Chandra Mitter, with my respects.

If you have succeeded in collecting any money, have the goodness to forward it through some house of Agency. My printer is almost clamorous. With best regards,

Ever yours aff'ly,

M. DUTTA.

P. S. Send me all the opinions of the Press (if there be any) post *not*-paid. I don't want the "Hurkara". Do look out for the "Review".

দ্বাদশ পত্র।

ক্যাপটিভ্ লেডী মান্দ্রাজে কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ;

MADRAS,
6th July, 1849

MY DEAR GOUR,

I received your voluminous and thrice-welcome despatch yesterday, containing sundries. All right, my boy. You seem to consider the "Captive" a failure, but I don't. For look you, it has procured me the most splendid prospects for me, and has procured me the friendship of some whom it is an honor to know. You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. It seems they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benaras, Hugly affairs &c. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there, would have kept me at bay—if not altogether,—at least for some time, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard". He has moreover, introduced me to E. B. Powell. Esqr.—the head master of the University here. I paid a visit to Mr. Powell a short time ago. You have no idea what a good man he is. The University is a sorry building, and has

nothing in the shape of a good library. If you make up your mind to come to Madras, I hope to be able to serve you. Why should I, my friend, consider the poem which has done all this for me a failure ? You know that when I came here I had no friends ; but now many a barbarous villain, born and bred here, would be glad to be in my shoes, "Fortune", say the Latin Poet "favours the brave".

Pray let me have the money as early as you can. Get good old Sham to get on order from Bagshaw and Co. to Bainbridge & Co. of this city, for such a sum to be paid at sight to the high and mighty M. Dutt. Esqr. &Co. or order. So much for business. Printing, my friend, is as dear, here as possible. What could I do ? My printer is impatient. I am sure you can ask some friends to get you few purchasers. I make you my plenipotentiary to sell the books at any rate you like ; only let me have money to pay my printer. As regards my liabilities to the Public Library, I am not, aware of owing them any thing, beyond some money which I had promised to pay them as a *donation*. Your friend must wait till I am better off. It would be absurd for a poor Devil to be discharging his debts of honour, incurred when he was in prosperous circumstances, at a time, when he has scarcely the necessaries of life to bless himself with. You must tell your friend that I shall make arrangements as soon as I can and have the means to do so. You astonish me by saying that old Banquo* has not been written to, by me. What has he done with the letter, I wrote to him some months ago, addressed to your care ? I have never heard from him since.

* ইনি মধুসূদনের সহাধ্যায়ী বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত। বোধহয় (ম্যাক্‌বেথের Banquo হইতে) বিদ্রূপ করিয়া ইঁহার নাম Banquo লিখিয়াছিলেন।

As regards Bethune, here goes ;

"Sir, I have the honour to send for your kind acceptance the accompanying little volume, as a humble token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country. I cannot omit this opportunity of saying how much my own feelings towards you resemble those of my friend, and how cheerfully and seriously, I subscribe myself, Dear sir, your most obedient and grateful servant—&c."*

This is neat and *pertinent.* Ram Tanu must wait.† He is indeed a good fellow. I am glad you are becoming intimate with Walker. He is a fine fellow. And now, my good Gour, I must tell you that you are wrong, very wrong, in talking of my mother and myself in the tone you have adopted. I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect a fellow to be in his mother's apron ? I hope you will make up your mind to come to Madras. I tell you I have every hope of being of some service to you.

Do send me the parcel sent by my mother. There are ships coming to Madras daily. Address it to me and let me have the bill of lading. I do not think it will cost much.

You told me that some persons find fault with some portions of my poem ; which are they ? I mean passages. I am sure you are disappointed by my poem ! I *feel it.* Remember, my friend, that I published it for the sake of attracting some notice, in order to better my prospects and not exactly for Fame. However what is done, is done.

* এই পত্রের প্রত্যুত্তরে বেথুন, গৌরদাসবাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়। হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি, তখন শিক্ষকতা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

Look out for the Review. As regards my other publications, you shall hear of them by and by. I am above being cast down. I tell you the "Captive" has produced a very favourable sensation here.

Do you know that I expect to be a father soon? Heigh ho! my stars are brightening. I trust, I have answered every thing in your letter and that you will never cease to believe me.

6th July

Ever your affectionate

M. DUTT.

P. S. Send my love to Mr. Walker and tell him to write to me. I left a Persian book behind me in Bp's College. Ask Mr. Walker to send that book to you, and do you enclose it in my mother's parcel. I am glad you have made up your mind not to marry again. Be independent, first, as regards money.

M. D.

ত্রয়োদশ পত্র।

মাতৃভাষার অনুশীলনের জন্য, মধুসূদন কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে;

18th August, 1849.

MY DEAREST FRIEND,

Accept my best thanks for your kindness. You have in a great measure, saved me from something like a grave. How can I thank you sufficiently. The books are all safe and sound. You will be glad to hear that my wife has just given me a little daughter. So I am a father.

Your anxiety to ascertain this portion of my affairs, is what one would take in favour of one's heart's best brother. I shall enter into particulars regarding them at some other time. I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket. Beg I must not. My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify. I have a great deal to say about Mr. Bethune's.

You must look upon me as a most unthinking father if you are under the impression that I do not think ardently and uninterruptedly on such a subject. Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12—2 Greek, 2—5 Telegu, and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ? For the present you must excuse my brevity.

Your most truly and aff'ly,
M. S. DUTT.

P. S. As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know, how to do the thing in Bengali. I am sorry for B— ; I heartily give him credit for the possession of a strong mind. I shall do what you desire with reference to your School* (for which I congratulate you) by and by.

মধুসূদনের পত্রের শেষ কয়েকটি পংক্তি পাঠক মহাশয়কে স্মরণ রাখিতে বলি। যিনি অনভিজ্ঞতাবশতঃ পিতাকে বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, তিনিই পরে মেঘনাধবধ ও বীরাঙ্গনা রচনা করিয়াছিলেন। বিধাতা

* বরাহনগরে গৌরদাসবাবুর উদ্যোগে ও সাহায্যে সংস্থাপিত বিদ্যালয়।

যে কোন্ কার্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন করান তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মধুসূদন যে, ইচ্ছা করিলে, পিতাকে বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিতে একবারেই পারিতেন না, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল, ইহা হইতে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি। পরবর্তী পত্রখানি মধুসূদনের মান্দ্রাজ-প্রবাস অবসান-কালে লিখিত। মধুসূদনের পিতৃবিয়োগের পর, গৌরদাস বাবু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা তাঁহাকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ইহা তাহারই প্রত্যুত্তরে লিখিত। এই পত্র লিখিবার পরই মধুসূদন মান্দ্রাজ ত্যাগ করেন।

চতুর্দ্দশ পত্র।

MADRAS, SPECTATOR, PRESS,
20th Decr. 1855.

MY DEAREST FRIEND,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I know that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course, I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death for months, perhaps, years. O dearest Gour, when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th) but I am very poor just now, my brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds!—Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in Heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your own friend.

Unchanged & Unchangeable

M. S. Dutt.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator," the only daily in this town.

মান্দ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা

৭

আট বৎসর পরে মধুসূদন মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে নানাবিষয়ে তাঁহার স্বদেশে কি গুরুতর পরিবর্তনই সংঘটিত হইয়াছিল? তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ বলিলে লোকে যাহা বুঝে, তাঁহার পক্ষে তাহার কিছুই ছিল না। তাঁহার জনক, জননী লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইবার লোক তাঁহার পিতৃগৃহে কেহই ছিলেন না। কলিকাতায় যে গৃহে তিনি বাল্যকালে পিতামাতার সঙ্গে সুখে বাস করিতেন, তাহা আর একজনের অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমিতেও তাঁহার জন্য স্থান ছিল না। তাঁহার স্বসম্পর্কীয়গণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না; যাঁহারা পারিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে, ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার শৈশব-সুহৃদ্দিগের মধ্যে কেহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কেহ স্থানান্তর গিয়েছিলেন, কেহ তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কেহ বা, বিস্মৃত না হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া আর সেই শৈশবের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার চতুর্দিকে অপরিচিত মুখমণ্ডল—স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি বিদেশী;—বঙ্গভূমি পট পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন অভিনব আকার ধারণ করে, বঙ্গদেশও তাঁহার সম্বন্ধে তেমনই এক বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।

স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বাবস্থার পরিবর্তন।

মধুসূদন নিজেও পরিবর্তিত হইয়াছিলেন। আট বৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্বাপেক্ষা স্থূলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠের স্বর পরিবর্তিত হইয়াছিল। য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া, এবং বিজাতীয় সমাজের সংসর্গে বাস করিয়া তিনি আহারে, পরিচ্ছদে এবং আচার, ব্যবহারে, সম্পূর্ণরূপে বৈজাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আলোচনার অভাবে তিনি স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কথোপকথন সময়ে ইংরাজী ভাষায় ও ইংরাজী রীতিতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। ক্বচিৎ যে দুই একটি বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহাও বিকৃত বৈজাতিক সুরে। হিন্দুকলেজে পাঠের সময়, তিনি

মধুসূদনের নিজের পরিবর্তন।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য, কখনও কখনও যে বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল ;" মান্দ্রাজপ্রবাসের ফলে তাঁহার বাল্যকালের সেই বিদ্রূপ বাক্য, কিয়ৎ পরিমাণে, সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

কেবল মধুসূদনেরই পরিবর্তন ঘটে নাই। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, প্রত্যেক বিষয়েই এই সময়ের মধ্যে, বঙ্গদেশে অতি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বাষ্পযানের ও তাড়িত বার্তাবহের প্রচলনে সমাজের সম্মুখে অভিনব কর্মক্ষেত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে লোকের চিন্তাস্রোতও নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বর্গীয় বাবু রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্নে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইতেছিল। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী এবং প্রত্যেক গৃহ আন্দোলিত হইতেছিল। নবোৎসাহময় ব্রাহ্মধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের গতিরোধ করিয়া, ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। চতুর্দিকেই পরিবর্তন, পুরাতনের সহিত নূতনের সংগ্রাম। পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার ও প্রাচ্য সমাজের সংঘর্ষে এক অভিনব শক্তি সমুৎপন্ন হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সকল বিষয়েই মধুসূদন যে পরিবর্তন-যুগের সূত্রপাত দেখিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাহাদিগের পূর্ণবিকাশ দর্শন করিলেন। মধুসূদন তখন জানিতেন না যে, তাঁহারও প্রতিভা এই পরিবর্তন যুগ সম্বন্ধে কিরূপ কার্য করিবে। ঐশ্বরিক বিধান বলে উপযুক্ত সময়ে তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সামাজিক পরিবর্তন।

মধুসূদন সাহিত্য-সেবক ;—সাহিত্যেরই সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ— রাজনীতির অথবা সমাজনীতির সহিত তাঁহার বড় সম্বন্ধ ছিল না। সেই সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভাব কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করা দূরে থাকুক, "বাঙ্গালা ভাষাতে আমার অভিজ্ঞতা নাই" একথা বলাও, যেন, অনেকে গৌরবজনক মনে করিতেন। কিন্তু মধুসূদন যখন মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভাগুণে

বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি।

বাঙ্গালা ভাষা আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মধুসূদনের মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্বেই বিদ্যাসাগরে মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত ও শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে ও বাবু অক্ষয়কুমারের প্রতিভাগুণে তত্ত্ববোধিনী তখন বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় যে ওজস্বী, গম্ভীর রচনা হইতে পারে এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই যে, ইংরাজী ভাষার ন্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতেও আলোচিত হইতে পারে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তখন তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপাদন করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং অক্ষয়বাবুর রচনা হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অনাদরের সামগ্রী নয়; ক্ষমতাবান্ লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তি বিকাশ করিতে সক্ষম। ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির কার্য ইংরাজীতে নিষ্পন্ন হওয়া যেন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সে সংস্কারের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ডেভিড্ হেয়ারের স্মরণার্থ সভা ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অক্ষয়বাবু বাঙ্গালা ভাষাতে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সভায়, বোধ হয়, ইহার পূর্বে কখনও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয় নাই। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা হইতে যেন এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি এতদিন বাঙ্গালা ভাষাকে "বর্বরের ভাষা" বলিয়া মনে করিতেন এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষা, শিশুর ও মূর্খের হৃদয়ের ভাব বিকাশের উপযোগী হইলেও, সুশিক্ষিতের চিন্তা প্রকাশের উপযোগী নয়; অক্ষয়বাবুর তেজস্বিনী ভাষা হইতে তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালপ্রসিদ্ধ পত্রিকা ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের সম্পাদক, খ্যাতনামা বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার ছিল না। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তিনি নিজের মন্তব্য প্রকাশের সময়, পুলকিত চিত্তে বলিয়াছিলেন—

"The Discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not the less so, because of its being a *Bengali one,* I know * * * that there is a large number of our educated friends who can relish nothing that is

Bengali, their taste being diametrically opposed to all that is writren in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when embodied in it, become flat, stale and unprofitable. But this prejudice is, I am disposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of cultivating the Bengali Language—the language of our country, the language of our infancy, the language in which our earliest ideas and associations are entwined—will ere long be recognised by all."

কিশোরীবাবুর ন্যায় আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা হইতে বাঙ্গালা ভাষা আলোচনায় অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে হেয়ার-স্মরণার্থ সভার আলোচ্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই রচিত হইতেছিল। এই সভার চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তাৎকালিক ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেই একটি রচনা পাঠ করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর সুকবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ও তাহার পর বৎসর (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) বাবু রাজনারায়ণ বসু এই উপলক্ষে, বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতার দিন সভাপতি ছিলেন। স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন যে স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, এবং বিদেশীয় মহাকবিগণের রচনা অমৃততুল্য হইলেও তাহা যে হৃদয়ের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার বক্তৃতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।* বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত

হেয়ার-স্মরণার্থ সভায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা।

* বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগী পাঠককে রাজনারায়ণ বাবুর "বিবিধ প্রবন্ধে" সন্নিবিষ্ট এই বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহার কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যথার্থ বলিতে কি, হোমর, প্লেটো ও সফোক্লিস্ রচিত চারুতম, নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্সপিয়ারের অমৃতধর্ম্ম প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনাশক্তি সম্পন্ন গ্যেটে ও সিলারের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে, সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য, বিশাল-খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ সৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যাক্ষরিত অমৃতধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর। আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্ম-ভাষায় রচিত কাব্যের যশঃ সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?"

যে সুবীজ বপন করিয়াছিলেন, মাতৃভাষা-বৎসল অন্যান্য ব্যক্তিগণের যত্নে তাহা, এইরূপে অঙ্কুরিত হইয়া, দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে হেয়ার-স্মরণার্থ সভায় পাঁচ বার বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি বক্তৃতা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটীতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতে পারে" তৎসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়টিতে, মহাভারতের সুপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ "বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন" বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন ইহার পূর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এবং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখন হইতে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে সম্বন্ধেও উদ্যোগের ত্রুটি ছিল না। হেয়ার-স্মরণার্থ সভা হইতে তাঁহারা, প্রতিবর্ষে, বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য, একটি করিয়া পুরস্কার প্রদান করিতেন। সে সময়কার অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, এইরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দুইজনের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত,—প্রথম সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র, কাদম্বরী লেখক, পণ্ডিত তারাশঙ্কর শর্মা এবং দ্বিতীয়, পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা, সুকবি বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পণ্ডিত তারাশঙ্কর "হিন্দু-রমণীদিগের শিক্ষা" এবং রঙ্গলালবাবু "ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে রচনার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনুশীলনের ও উৎসাহদানের ফলে, বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনার বাসনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল; এবং ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা যে অপমানের বিষয় নয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের সঙ্গে কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে সাধারণের রুচিরও পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। যতদিন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, ততদিন সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের রুচি মার্জিত ও বিশুদ্ধ ছিল না। এখন যেমন সংবাদপত্র ও কবিতা দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হইয়াছে, মধুসূদনের মান্দ্রাজ গমনের

পূর্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত, তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্র, "সংবাদ-প্রভাকর" কবিতা-প্রধান ছিল। সাধারণ পাঠকগণ, ইহার গদ্যাংশ ত্যাগ করিয়া পদ্যাংশই আদরের সহিত পাঠ করিতেন। রসরাজ পত্রিকার ও সংবাদ-প্রভাকরের অশ্লীল কবিতাযুদ্ধ সে সময়কার লোকের অতি উপাদেয় ভোগ্যসামগ্রী ছিল। তখন বঙ্গ-সাহিত্যে গুপ্ত-কবির প্রভাবকাল; গুপ্ত-কবির রচনা তখনকার লেখকদিগের আদর্শস্বরূপ ছিল। যে প্রতিভাগুণে গুপ্ত-কবি "পৌষ পার্ব্বণ", "জামাই ষষ্ঠী", "অরন্ধন" প্রভৃতি কবিতাতেও লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন, সে প্রতিভা ইচ্ছামাত্র, সকলের পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। গুপ্ত-কবির অনুকরণকারী লেখকগণ, তাঁহাকে আদর্শ করিতে যাইয়া, তাঁহার প্রতিভার অভাবে, আপন আপন পত্রিকা কেবল অতি জঘন্য আবর্জনায় পরিপূর্ণ করিতেন। সম্প্রদায়বিশেষের বা পরিবারবিশেষের কুৎসা-রটনা, নব্য-শিক্ষিত ও সংস্কারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের চেষ্টার প্রতিরোধ, এবং পৌরাণিক কিম্বদন্তী সম্বন্ধে অযথা সম্মানপ্রদর্শন করাই তখনকার অধিকাংশ সংবাদপত্রের মুখ্যব্রত ছিল।* কিন্তু মধুসূদনের মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পূর্ব হইতে এই শোচনীয় অবস্থার কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তন আরব্ধ হইয়াছিল। সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে লোকের রুচি ও মানসিক প্রবণতা নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার "সর্বশুভকরী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত করেন। নানাপ্রকার কল্যাণকর বিষয়সমূহ অতি সুরুচিসঙ্গত ও ওজস্বী-ভাষায় তাহাতে লিখিত হইত। যদিও ইহা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই তথাপি ইহা অনেকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, "বঙ্গীয় সাহিত্যসমিতির" অনুমোদনক্রমে, লণ্ডন-পেনি-ম্যাগাজিনের আদর্শে, "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস,

তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহ।

* বাবু রাজনারায়ণ বসু, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় এই সময়কার পত্রিকা সমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন; "১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত এই একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য। এই সময়ে "আকেলগুড়ুম" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া লোকের আকেল যথার্থই গুড়ুম হইত। সোমপ্রকাশ প্রকাশের পূর্বে সংবাদপত্র সকল অশ্লীলতা দোষে অত্যন্ত দূষিত ছিল। প্রভাকর ও রসরাজে যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লা পরিষ্কারকজাতীয় লোক, ঝগড়া করিয়া, পরস্পরের চণ্ডিকাস্থিত ময়লা লইয়া, পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে, যেরূপ জঘন্য দৃশ্য হয়, সেরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত।"

পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় ইহাতে আলোচিত হইত। এক তত্ত্ববোধিনী ভিন্ন সে সময়কার আর কোন পত্রিকাই বিদ্যাবত্তায় ও প্রবন্ধগৌরবে ইহার সমকক্ষ ছিল না। ডাক্তার মিত্র, নানাশাস্ত্রে ও নানাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; বিবিধ শাস্ত্র হইতে রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া তিনি মাতৃভাষাকে উপহার প্রদান করিতেন। বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকাসমূহ ইঁহার এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট, এক বিষয়ের জন্য, চিরদিন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। ইঁহারাই দুইজনে, লোকের রুচি অলীক কিম্বদন্তী, অসার উপন্যাস এবং অশ্লীলতাপূর্ণ কবিতা হইতে আকর্ষণ করিয়া, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলেন। সাধারণের রুচি পরিবর্তন সম্বন্ধে ইঁহারা সে সময় যাহা করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিবিধার্থ সংগ্রহের সঙ্গে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত "বিদ্যাকল্পদ্রুমের"ও নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও ইহার ভাষা মার্জিত ও ওজোগুণসম্পন্ন ছিল না, তথাপি নানাবিধ সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনার দ্বারা ইহাও বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের রুচি-পরিবর্তন সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য করিয়াছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহের ও বিদ্যাকল্পদ্রুমের ন্যায় আরও একখানি সুরুচিসঙ্গত পত্রিকা এই সময় দুইজন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সুযোগ্য ছাত্র বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বাবু রাধানাথ শিকদার "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা প্রচারিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা ইহাতে যতদূর সম্ভব, সহজ ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগের ভাষার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতুম প্যাচার-নক্সায়" তাহা বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেরই সুপরিচিত হইয়াছে।

মাসিক পত্রিকা।

মধুসূদনের মান্দ্রাজ গমনের পূর্বে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, এবং যাঁহারা সে সময় "ইয়ং বেঙ্গল" বা নব্য বাঙ্গালি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করা দূরে থাকুক, তাহাতে অভিজ্ঞতা না থাকাই যেন গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। কিন্তু মধুসূদনের মান্দ্রাজ প্রবাস-কালের মধ্যে সেই ইয়ং বেঙ্গলদিগের অগ্রণী, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরাজী শিক্ষিতগণের বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা।

হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সকলের এবং বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সমবেত যত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিভাগে অর্থাৎ গদ্যাংশে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে, তাহার অপর বিভাগে অর্থাৎ পদ্যেও পরিবর্তনের আবশ্যকতা ছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে লোকের রুচির ও প্রবণতার যে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। নূতন শিক্ষার ও নূতন সামগ্রীর সহিত পরিচয়ের সঙ্গে লোকের হৃদয়ে নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নূতন অভাব-বোধ হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার গদ্যাংশের যে অভাব মোচন করিতেছিলেন, পদ্যেও সেইরূপ করিবার প্রয়োজন ছিল। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য প্রত্যেক বিষয়েই তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বঙ্গসমাজে প্রসারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনে ও নূতন প্রণালীর শিক্ষা-গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ধর্ম-সমাজ-সমূহের আদর্শ, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্ববিদ্দিগের অনুসন্ধানের ও গবেষণার ফল, তখন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের সমীপে অনেক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য-মহাকবিগণের কাব্যের আদর্শ মাতৃভাষাবৎসলদিগের সমক্ষে সংস্থাপিত করিতে সে সময় কেহই ছিলেন না। মধুসূদনই সে কার্য সম্পাদনের জন্য বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক প্রবণতা ও শিক্ষাগুণে তিনিই যে কেবল সে কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার পূর্বে এবং পরে বঙ্গদেশে কত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় বহু ভাষায় অভিজ্ঞ এবং হোমর, ভার্জিল, দান্তে, ওভিদ্ প্রভৃতির কাব্যের আদর্শ মাতৃভাষায় প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ কবি বঙ্গদেশে,

বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি।

বাঙ্গালা পদ্যের অভাব।

এ পর্যন্ত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে কল্যাণময়ী প্রকৃতি, প্রত্যেক রেণুকণার সন্নিবেশেও, অসীম বুদ্ধি-কৌশল ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, শিক্ষা, প্রতিভা এবং স্বাভাবিক প্রবণতা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্তন-যুগের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে যথাসময়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অভাব পূরণার্থ মধুসূদনের আবির্ভাব।

ভারতচন্দ্রের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-রস-প্লাবিত দেশে মধুসূদনের ন্যায় কবির কাব্য কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" বাঙ্গালা ভাষার যুগ-প্রবর্তক কবিদিগের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে, প্রথম বিদ্যাপতির, দ্বিতীয় কবিকঙ্কণের এবং তাহার অব্যবহিত পরেই একবারে মধুসূদনের কাল নির্দেশ করিয়াছেন। স্থূলতঃ বিবেচনা করিলে তাঁহার এরূপ নির্দেশ অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে মধুসূদন কবিকঙ্কণের অব্যবহিত পরবর্তী নহেন। কবিকঙ্কণের পর ভারতচন্দ্রের এবং তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কালের অবসানের পর মধুসূদনের কাল আরব্ধ হইয়াছে। রায়গুণাকর এবং গুপ্ত-কবি উভয়েরই আদর্শে বঙ্গদেশে এক সময় এক নূতন শ্রেণীর সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছিল। কেহ কেহ তাহা এখনও সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন; ইংরাজী সাহিত্য এদেশে প্রবেশ না করিলে বোধ হয়, এখনও তাঁহাদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই কালের সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র. যেমন, ভারতচন্দ্রের আদিরস-প্লাবিত কবিতার প্রভাব হ্রাস করিয়া নিজের হাস্যরসানুপ্রাণিত কবিতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; মধুসূদনও, তেমনি, ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গরস প্রধান যমকানুপ্রাস-প্লাবিত কবিতার প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় কাব্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে হইলে গুপ্ত-কবির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। গুপ্ত-কবির কবিতা এখন ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তিনি যে এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর কিরূপ একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহা অনুভব করা সহজ নয়। তাঁহার প্রণীত কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইলে এবং তাঁহার পত্রিকায় কোন রহস্যগর্ভ কবিতা প্রচারিত হইলে লোকে তাহা

বাঙ্গালা কবিতার বিভিন্ন যুগ।

মধুসূদনের পূর্বে বাঙ্গালা কবিতার অবস্থা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতাসমূহ লোকের নিকট এত সমাদৃত হইত যে, অনেক সময়, প্রভাকরের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা সাধারণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিতে হইত। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকল শ্রেণীর মধ্যেই গুপ্তকবির কবিতার অনুরাগী ও অনুকরণকারী লোক বর্ত্তমান ছিলেন। গুপ্ত-কবির পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কবিতাস্রোত ভারতচন্দ্রেরই প্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইতেছিল; গুপ্ত-কবিই, আপনার প্রতিভাগুণে তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী কবিতা-লেখকগণেব মধ্যে প্রায় এমন কেহই ছিলেন না, যিনি, কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেবল একমাত্র বাসবদত্তাপ্রণেতা, স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারই, তাঁহার অনুবর্ত্তী না হইয়া, ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সময়কার ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ মধ্য-বয়স্কদিগের এবং প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ত তাঁহার একাধিপত্যই ছিল; নব্য-বয়স্ক ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহাবা তখন কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে তুলসীদাস প্রণীত বালকাণ্ড রামায়ণের বঙ্গানুবাদক স্বর্গীয় হরিমোহন গুপ্তের এবং নাটককাব বাবু মনোমোহন বসুর নাম বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সুপরিচিত। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখ কবা যাইতে পারে। প্রথম, সুধীরঞ্জন-প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী; দ্বিতীয়, বঙ্গের সুবিখ্যাত নাটককার বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং তৃতীয়, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা তিনজনেই তখন কলেজের ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র, তিন জনকেই উৎসাহ দিয়া কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তিনজনেরই বাল্যরচনায়, স্বল্পাধিক, গুপ্ত-কবির প্রভাব লক্ষিত হইবে। সে সময়, যিনি, যে পরিমাণে, গুপ্ত-কবির অনুকরণে সক্ষম হইতেন, তিনি সেই পরিমাণে সুকবি বলিয়া সমাদর লাভ করিতেন। দ্বারকানাথ তিন জনের মধ্যে গুপ্ত-কবির অনুকরণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী হইয়াছিলেন; তাঁহার কবিতাও সেইজন্য, সে সময়কার সমালোচকদিগের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল।*

গুপ্ত-কবির শিষ্যগণ

---

* দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কলেজের, দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের, এবং বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদিগের বাল্যরচনা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে দ্বারকানাথের জীবনচরিত লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন। "দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, এবং বঙ্কিমচন্দ্র তিন জনেই প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। দ্বারকানাথ 'বুনোকবি' নাম ধারণ করিয়া, 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামক

বঙ্কিমচন্দ্র, পরিণত বয়সে, ভিন্নপথগামী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়াছিলেন; অল্পবয়সে গতাসু দ্বারকানাথের পক্ষে সেরূপ অবসর ঘটে নাই; দীনবন্ধু, শেষ বয়সেও, "দ্বাদশ কবিতায়" এবং "সুরধুনী কাব্যে" ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাবের সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের তিনজনের ন্যায় আরও কতজন যে, সে সময়, গুপ্ত কবির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। মৈস্মরী (Mesmerism) বিদ্যাবিৎ যেমন মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহার সমকালীন বঙ্গীয় লেখকদিগকে, একদিন, সেইরূপ পরিচালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন জাতির সাহিত্য চিরদিন ব্যক্তিবিশেষেরই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিবে, প্রকৃতির নিয়মে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত সময়ে বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অভ্যুদয় হইল; নিপুণতর ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় তিনি গুপ্ত-কবির মন্ত্রবল বিধ্বস্ত করিলেন। তাঁহার সময় হইতে বাঙ্গালা কবিতার গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে।

সমাজে অধর্মের ও অসদাচারের প্রাবল্য হইলে যেমন ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাষার অবনতি হইলেও তাহার উন্নতির ও পরিণতির জন্য, তেমনই, মধ্যে মধ্যে সংস্কারক লেখকগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। মধুসূদনের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত আলোচনা করিলে, একথা সুন্দররূপ প্রমাণিত হইতে পারে। বঙ্গভাষার সংস্কারের ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য ইহাদিগের উভয়ের জন্ম হইয়াছিল। উভয়েই, স্ব স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা এবং দেশকালগত রুচি অনুসারে, সে কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের উভয়ের কবিশক্তিতে অথবা রচিত কাব্যে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু উভয়ের অনুষ্ঠিত কার্যের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। ভারতচন্দ্র

একটি কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকটন করেন। ঐ কবিতায় পূর্বোক্ত কবিদ্বয়কে কিছু ব্যঙ্গোক্তি করা হয়। তাহাতে ঐ তিনজন কবি কবিতাযুদ্ধ করেন। উহা ক্রমাগত এক বৎসর কাল 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' বলিয়া প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডীর জমিদার বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ কবিতাযুদ্ধ পাঠ করিয়া পুরস্কার স্বরূপ দ্বারকানাথকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেন, কিন্তু প্রভাকর সম্পাদক ঐ টাকা দ্বারকানাথের সম্মতিক্রমে তিন জনকে বিভাগ করিয়া দিয়া কবিতা যুদ্ধ নিবারণ করেন।" সুধীরঞ্জনে সন্নিবিষ্ট দ্বারকানাথ অধিকারীর জীবন চরিত।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) বিশেষ উৎসাহ দিতেন। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বরগুপ্তের মত ছিল—সরল, স্বচ্ছ, দেশী কথায় দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে, বোধ হয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত, ৪৮ পৃষ্ঠা।

এবং তাঁহার অনুকরণকারী কবিগণ, আদিরসের যে প্লাবনে, বঙ্গভাষাকে পঙ্কিল করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধারের জন্যই হাস্যরসের অবতার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সে কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও, ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া, কোন নূতন পথে গমন করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন।* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই কেবল, হাস্যরসের সমাবেশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের রুচি পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল হাস্যরস লইয়াও, মনুষ্যের পক্ষে চিরদিন পরিতৃপ্ত থাকা সম্ভবপর নয়। জামাই ষষ্ঠী বা অরন্ধন, পিঠেসংক্রান্তি বা বড়দিন, পাঁটা বা তপ্‌সে মাছ সম্বন্ধে কবিতা আহার্যের সঙ্গে মুখরোচক "চাট্‌নির" ন্যায় চলিতে পারে বটে, কিন্তু দেহরক্ষার জন্য অন্যরূপ খাদ্যের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনেব অভ্যুদয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ব্যঙ্গরস ভিন্ন যে আর কিছু ছিল না, আমরা তাহা বলিতেছি না; ব্যঙ্গরস-প্রধান কবিতাতেই তাঁহার প্রতিপত্তি বলিয়া একথা বলিতেছি। গুপ্ত কবির কার্য যেস্থানে শেষ হইয়াছিল, মধুসূদনের কার্য ঠিক সেইস্থান হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র, রায়গুণাকারের আদিরস-প্রধান কবিতার প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের রচনাও অশ্লীলতা-বর্জিত ছিল না। বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্যে এবং অর্থহীন শব্দ-বিন্যাস-প্রিয়তার জন্য, গুপ্তকবির "প্রতিভা প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন" হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে, তখন, বঙ্গদেশে এমন এক শ্রেণীর পাঠক আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে, গুপ্ত-কবির কবিতায় তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত-কবির কবিতার সমালোচনাস্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর হইতে "খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালির মনের ভাব খুঁজিয়া পাই না।*** মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালির কবি—ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এমন আর খাঁটি বাঙ্গালি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে, খাঁটি বাঙ্গালি কবি আর জন্মিতে পারে না।"

গুপ্ত-কবির কবিতার বিশেষত্ব।

---

* এইরূপ কথিত আছে যে, রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় একখানি কাব্য রচনার আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারিব না বলিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইয়াছি।"

পাশ্চাত্য শিক্ষারই গুণে যে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এই "খাঁটি বাঙ্গালি" কবির তিরোধান ঘটিয়াছে, তাহা বলা অতিরিক্ত। অভাব অনুসারেই সৃষ্টি। পাশ্চাত্য শিক্ষা বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে যে অভাব উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ তাহাই পূরণ করিতেছেন। গুপ্ত-কবির সময় হইতে এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বল্লাধিক পরিমাণে, পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত। মধুসূদন ইঁহাদিগের সকলের অগ্রবর্তী ও পথপ্রদর্শক। গুপ্ত-কবির সময় হইতেই এই পরিবর্তন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া, তিনি অনেক ইংরাজী কবিতার মর্ম অবগত ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষা প্রচলনের সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের উপর যে একটি নূতন শক্তি কায করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন; এবং নিজেও, কিয়ৎপরিমাণে সে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার "সর্ব্ববাদী-সম্মত স্তোত্র", "প্রণয়ের প্রথম চুম্বন" প্রভৃতি কবিতা, ("Universal Prayer", "First Kiss of Love") ইত্যাদি ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত কবিতার আদর্শে ও অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে আলোক, মাধ্যাহ্নিক সূর্যকিরণ-সদৃশ প্রভায় মধুসূদনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রে তাহার প্রথম রশ্মি নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রে, পাশ্চাত্য ভাবের প্রতিবিম্বন হইলেও, প্রাচ্য ভাবেরই প্রাধান্য; মধুসূদনে ঠিক ইহার বিপরীত। ঈশ্বরচন্দ্রে এক যুগের শেষ, মধুসূদনে অপর যুগের সূত্রপাত। উভয়ের মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত একজন কবি, উভয়ের সংযোগ সূত্ররূপে, তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনি পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রণেতা, স্বর্গীয় বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদন উভয়েরই সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইনি একের শিষ্য, অপরের সুহৃদ্। রঙ্গলাল বাবুর কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট বর্তমান রহিয়াছে; মধুসূদন তাঁহার পরবর্তী, সুতরাং

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মধুসূদন।

---

* গুপ্ত কবির কবিতার অশ্লীলতার প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু এইটুকু লিখিয়াছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র, "পাষণ্ড পীড়ন" এবং তর্কবাগীশ (গৌরীশঙ্কর) "রসরাজ" অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। *** সেই কবিতাযুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহ এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র "রসরাজ" একদিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানেন না।"
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রকাশিত "জীবনচরিত" ৩৪ পৃষ্ঠা।

মধুসূদনের প্রভাব তাঁহার উপর তাদৃশ প্রসারিত হয় নাই। কিন্তু অরুণ যেমন সূর্যের আবির্ভাব সূচনা করে, তিনিও তেমনই বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের ন্যায় একজন যুগ-প্রবর্তক কবির আবির্ভাব সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "পদ্মিনী-উপাখ্যান," "কর্মদেবী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন ও নব্য রীতির সংমিশ্রণে রচিত কাব্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শেষ বয়সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, রঙ্গলাল বাবুর "পদ্মিনী-উপখ্যান" এবং তাহার পর মধুসূদনের গ্রন্থাবলী যিনি মনযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, জীব-জগতে যেমন ক্রমপরিণতি অনুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব হয়, মানসিক জগতের বিকাশক্ষেত্র সাহিত্যেও, তেমনই, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর কাব্য, ইতিহাস বা দর্শন-শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া থাকে।

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তাঁহার ন্যায় একজন কবির আবির্ভাবের জন্য কিরূপ প্রস্তুত ছিলেন, আমরা তাহার বিবরণ প্রদান করিয়াছি। স্বদেশের কল্যাণজনক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায়, স্বদেশীয় সাহিত্যেরও সমৃদ্ধিসাধন করিয়া, যাঁহারা জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন, তাঁহাদিগের ব্রত অতি মহৎ। এই মহাব্রত সম্পাদনের জন্যই বিধাতা, মধুসূদনকে উপযুক্ত সময়ে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে কিরূপ প্রতিভা ও শক্তি দান করিয়াছিলেন, নিজের শক্তির ও সামর্থ্যের উপর তাঁহার কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য তিনি কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্বে সে সকল কথার আলোচনা করিয়াছি। মান্দ্রাজে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ছিল না। কলিকাতায় উপস্থিত হইবার পর তিনি, কিরূপে সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন, এইবার আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমে মধুসূদনের নিজের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। মধুসূদন যখন মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তিনি একবারেই নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। কলিকাতার ন্যায় বহুজনপূর্ণ নগরীতেও তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না। পৈত্রিক ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মীয়, বন্ধুগণের নিকট পরলোকগত বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাঠাকুর মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন;

কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর মধুসূদনের অবস্থা।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

কেবল, তাঁহার চিরনিষ্ঠ সুহৃদ্ গৌরদাস বাবু তাঁহার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আট বৎসরের পর সাক্ষাতে তাঁহাদিগের উভয়ের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। গৌরদাস বাবুর চেষ্টায়, মধুসূদন তাৎকালিক পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বর্গীয় বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে একটি কেরাণীগিরির কার্য প্রাপ্ত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তথাকার ভাষান্তর-কারীর (Interpreter) পদে উন্নীত হইলেন। সংবাদপত্রে লিখিয়াও কিছু কিছু আয় হইত। কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা, মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে, সকল সময় নিরাপদ ছিল না। একবার Citizen নামক একখানি পত্রিকায় কলিকাতার কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক, মধুসূদনের নাম প্রকাশ না করিয়া, স্বয়ং অন্তর্ধান করাতে মধুসূদন সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা সম্বন্ধে সেই অবধি তাঁহার বিরাগ জন্মিয়াছিল। পুলিস আদালতের কার্য এবং জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার তখন মধুসূদনের প্রধান কার্য হইল। সাধারণের অজ্ঞাত এবং অপরিচিত ভাবে তাঁহার দিন গত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন এভাবে জীবনযাপন করিতে হয় নাই। সেই সময় বঙ্গদেশে এমন একটি কার্য অনুষ্ঠিত হইল যে, মধুসূদনের ভাবী-জীবনের পথ তাহা দ্বারা পরিষ্কৃত হইল, এবং তিনি আপনার বিধি-নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। অনুষ্ঠানটি কি, পরবর্তী অধ্যায়ে, পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

নূতন পথে লক্ষ্য।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ

[১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংরাজাধিকারে নাট্যশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার।

ইংরাজাধিকারে আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত লুপ্ত-রত্ন পুনর্বার প্রাপ্ত হইতেছি, জাতীয় নাট্যশালা তাহার মধ্যে অন্যতম। যাঁহারা মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, তাহাতে জাতীয় গৌরবের উপযুক্ত একখানিও নাটক নাই। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের বহুদিন পূর্বে, ভারতবর্ষে, নাটক রচনার এবং নাটকাভিনয়ের এরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে, বোধ হয় এক গ্রীক্ জাতি ভিন্ন অপর কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে সেরূপ হয় নাই। জাতীয় গৌরব ও জাতীয় নাট্যশালা, এক সময়েই, ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজার অনুরাগ এবং উৎসাহ প্রাপ্ত না হইলে, কোন সুকুমার কলারই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ সুশিক্ষার অভাবে, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধবশতঃ নাট্যামোদের অনুরাগী ছিলেন না। তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য দীর্ঘকাল অবধি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের উন্নতির প্রতিকূলতা করিয়াছিল। বহুশত বর্ষব্যাপী পরাধীনতায় ও নির্যাতনে হিন্দুসন্তানগণও ক্রমশঃ স্ফূর্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। রঙ্গভূমি জাতীয় স্ফূর্তির ও সজীবতার লক্ষণ। এই উভয়ের অভাব ঘটিলে, আমোদানুসঙ্গী নাট্যশাস্ত্রের ও রঙ্গভূমির অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট ধর্মপ্রচারক, উৎকৃষ্ট দার্শনিক এবং উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা-লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কোনও উৎকৃষ্ট নাটককার জন্মগ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শ জাতীয় জীবনে আবার নূতন স্ফূর্তির সঞ্চার করিতেছে; হয়ত আবার শকুন্তলা ও উত্তর-রামচরিত রচনার দিন আসিতে পারে।

সাঁসুঁছি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা।

যদিও ভারতবর্ষে, অতি প্রাচীনকালেই, নাট্যশাস্ত্রের অনুশীলন আরব্ধ হইয়াছিল, তথাপি বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পদিন মাত্র নাটক-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালী কাব্যে, ব্যাকরণে ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাটক রচনার উপযুক্ত মনুষ্য-চরিত্র-চিত্রণের শক্তি লাভ করিতে পারেন

নাই। বাঙ্গালা দেশের গৌরবের উপযুক্ত একমাত্র প্রাচীন নাটককার, ভট্টনারায়ণ, প্রকৃত বাঙ্গালী নহেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের ন্যায় জাতীয় নাট্যশালারও অভ্যুদয় ইংরাজাধিকারে হইয়াছে। ইংরাজসমাজ চিরদিনই নাট্যামোদের অনুরাগী। আফ্রিকার শ্বাপদপূর্ণ বনভূমিতে হউক, আর উত্তর-মেরুর চিরতুষারাবৃত প্রদেশেই হউক, যেখানেই দশজন ইংরাজ আছেন সেখানেই তাঁহাদিগের জন্য একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, সমুদ্রবক্ষবাহী অর্ণবপোতেরও উপর তাঁহাদিগের অভিনয়-ক্রিয়ার বিরাম হয় না। এদেশে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত হইতেই তাঁহারা নাট্যশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখন যে ভারতবর্ষের নানাস্থানে এতগুলি দেশীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বর্ষে বর্ষে, সেই সকল নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য, শত শত নাটক, নাটিকা প্রকাশিত হইতেছে ইংরাজী-শিক্ষার প্রচার এবং ইংরাজ সমাজের সহিত সংস্রবই তাহার কারণ। কলিকাতায় ইংরাজদিগের দ্বারা প্রথমাবস্থায় যতগুলি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাব মধ্যে সাঁসুঁছি (Sans-Soci) নাট্যশালার নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।* সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হিমান্ উইলসন্, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকুলার (Stocquler), বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারী H. M. Parker, বোর্ডের মেম্বর টরেন্স (Torrens) এবং ব্যারিষ্টার হিউম (Hume)† প্রভৃতি সে সময়কার অনেক সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন। এই নাট্যশালায় গমনাগমন হইতে সে সময়কার দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারও, কাহারও হৃদয়ে নাটকাভিনয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল; এবং তাহার ফলে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ বাবু নবীনচন্দ্র বসু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহার বাটিতে কয়েকবার বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র বসুর বাটিতে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয়।

আধুনিক রীতি অনুসারে বিচার করিলে নবীনবাবুর বাটির অভিনয় অবশ্যই সম্পূর্ণ নাটকোচিত হয় নাই। তাহাতে প্রত্যেক দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে একজন অভিনেতা সেই দৃশ্যের সংশ্লিষ্ট বিষয় ভারতচন্দ্র হইতে আবৃত্তি করিয়া দর্শকদিগকে শুনাইতেন।

---

* সাঁসুঁছি প্রতিষ্ঠার আরও পূর্বে চৌরঙ্গী থিয়েটার নামক একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকের বড় যাতায়াত ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় দুই একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মাত্র তথায়, কখন কখন উপস্থিত থাকিতেন।

† ইনি পরে কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে দর্শকদিগকেও রঙ্গভূমিতে স্থান পরিবর্তন করিতে হইত। বকুলমূলে উপবিষ্ট সুন্দর বা মালিনীর গৃহ দেখিবার জন্য দর্শকদিগকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইত। তথায় তাঁহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত। ইহাতে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েরই অসুবিধা হইত। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্বেও, দৃশ্যপটের সমাবেশ, অভিনেতৃগণের সঙ্গে অভিনেত্রীগণের প্রবর্তন এবং নাটকোচিত বাক্য-বিন্যাস ও ভাবভঙ্গী প্রভৃতির জন্য, বিদ্যাসুন্দর অভিনয়কেই বঙ্গদেশের প্রথম নাটকাভিনয় বলা যাইতে পারে। নবীনবাবুর বাটির অভিনয় কার্য দুই তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং নবীনবাবু তজ্জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এদেশে, সে সময়ে, যাহা কিছু সম্ভবপর, নবীনবাবু তাহার কোন বিষয়েই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার বাটির বিদ্যাসুন্দর-অভিনয় হইতেই বঙ্গীয় দর্শকগণ, প্রথমে, নাটকাভিনয়ের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দুকলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে হার্মান জেফ্রয়ের প্রদত্ত শিক্ষার ফল।

সাঁসুছি থিয়েটার এবং বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হইতে বঙ্গীয় দর্শকদিগের হৃদয়ে যে নাট্যানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, অনুকূল ঘটনাবলীতে তাহা আরও অধিক স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। ইহাদিগেরই সমকালে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) কাপ্তেন রিচার্ডসন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। নাট্য-শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ অভিজ্ঞতা ও অনুরাগ ছিল, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়েও তিনি অভিনেতার ন্যায় আবৃত্তি করিতেন। অভিনয় ক্রিয়া তাঁহার এরূপ প্রিয় ছিল যে, তাঁহার কোন ছাত্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি তাঁহাকে থিয়েটারের টিকিট দিয়া বলিতেন, "আশা করি তুমি আজ থিয়েটার দেখিতে যাইবে।" তাঁহার ন্যায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতেও অবসরলব্ধ ব্যারিষ্টার হার্মান জেফ্রয় (Hermann Jeffroy) নামক একজন নাটকানুরাগী অধ্যাপক ছিলেন। রিচার্ডসনের ন্যায় তিনিও যাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ে নাটকাভিনয়ের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেন। হিন্দুকলেজ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী তখনকার কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকদিগের প্রধান শিক্ষার স্থল ছিল। রিচার্ডসনের ও জেফ্রয়ের উপদেশে ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে অভিনয়ানুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছিল। উত্তরকালে যাঁহারা বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দুকলেজের ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্র ছিলেন।

নবীনবাবুর বাটির বিদ্যাসুন্দর অভিনয় দর্শন করিয়া অনেকে পরিতুষ্ট

হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভিনীত নাটকের অশ্লীলতার জন্য, সকল সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের তাহা সম্পূর্ণ প্রীতিকর হয় নাই। তখন বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক ছিল না। বিল্বমঙ্গল ও ভদ্রার্জুন প্রভৃতি যে দুই একখানি নাটক নামে পরিচিত গ্রন্থ ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত নাটক বলা যাইতে পারে না। ইহাদিগের মধ্যে ভদ্রার্জুন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাতে অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক ছিল না। অভিনেতাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং দৃশ্যপটের পরিবর্তন প্রভৃতি নাটকীয় অঙ্গ সকল তাহাতে যথারীতি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ইহার ভাষাও এরূপ কদর্য ছিল যে, পাশ্চাত্য নাটকসমূহের রসাস্বাদে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ নাটকের অভিনয় কখনই তৃপ্তিজনক হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অভিনয়োপযোগী বাঙ্গালা নাটকের অভাবে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নিজ নিজ গৃহে ইংরাজী নাটকেরই অভিনয় করাইতে লাগিলেন। একবার খ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার শুঁড়োর উদ্যানে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হিমান উইলসনকৃত উত্তররামচরিতের ইংরাজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। উইলসন নিজে সেই অভিনয় কার্যের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র, বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত ও হিন্দুকলেজের অনেক সুযোগ্য ছাত্র তাহাতে অভিনেতার কার্য করিয়াছিলেন। উত্তররামচরিত অভিনয়ের পর ডেভিড্ হেয়ার একাডেমী নামক এক বিদ্যালয়ে মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস ও জুলিয়াস সিজার অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কতকগুলি ভূতপূর্ব ছাত্রের উদ্যোগে তাঁহাদিগের বিদ্যালয়গৃহে, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামক একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (Mr. Clinger) মিষ্টার ক্লিঙ্গার নামক সাঁস্‌ছি থিয়েটারের জনৈক সুদক্ষ অভিনেতা তাহাতে নাট্যোপদেশ দিতেন। এই থিয়েটারে ওথেলো ও মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস অভিনীত হইয়াছিল। (Mrs. Greig) মিসেস্ গ্রেগ নাম্নী সে সময়কার একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তাহাতে (Portia) পোর্সিয়ার অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে (Henry IV) হেনরী ফোর্থের প্রথমাংশ অভিনীত হয়; কিন্তু, নানা কারণে ইহার অনুষ্ঠাতাগণ বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় সুবিধাজনক মনে না করায়, তথায় কোন বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হয় নাই।

বাঙ্গালা নাটকের অভাবে ইংরাজী নাটকের অভিনয়।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কিন্তু তাহাতে

ও তাহার আদর্শে অন্য দুই এক স্থানে, যে সকল নাটকাভিনয় হইত, তাহাতে কেবল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণই প্রকৃত পরিতোষ লাভ করিতেন। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে রঙ্গভূমির সজ্জা, দৃশ্যপট, অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণের বেশভূষা ও ভাবভঙ্গী দর্শনমাত্রে পরিতৃপ্ত হইতে হইত। এইরূপে কিয়ৎ-কাল অতীত হইবার পর, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্যোগে, চড়কডাঙ্গাস্থ জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটিতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন-কুল-সর্বস্ব নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর বোধ হয়, ইহাই প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়। কুলীন-কুল-সর্বস্ব অভিনয়ের পর-দিবস কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধনী, খ্যাতনামা বাবু আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটিতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল। সেই বৎসর মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ও তাঁহার বাটিতে বেণীসংহার নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। বেণীসংহার অভিনয়ের আট মাস পরে, সিংহ মহোদয়ের বাটিতে সমধিক সমারোহের সহিত তাঁহার নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্বশী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু নিজে তাহাতে একজন অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয় কার্যও এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, কলিকাতার নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বিডন সাহেব (পরে সার সিসিল বিডন) পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে অভিনয় ক্রিয়ার প্রশংসা করিয়াছিলেন।* ইহার পূর্বে কলিকাতায় যে কয়বার ইংরাজী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত নব্যগণই কেবল তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কুলীন-কুল-সর্বস্ব, শকুন্তলা, বেণীসংহার এবং বিক্রমোর্বশী অভিনয় হইতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নব্য, প্রাচীন, সকলেই নাটকাভিনয়ের রসাস্বাদে সমর্থ হইলেন। কলিকাতায় একটি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, এবং যাত্রা, হাফ্‌ আখড়াই, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি তৎকালীন প্রচলিত আমোদ, প্রমোদ সম্বন্ধে নব্য সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা জন্মিল।†

কুলীন-কুল-সর্বস্ব, শকুন্তলা, বেণীসংহার এবং বিক্রমোর্বশী নাটক অভিনয়।

* সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে অভিনেতা ছিলেন।

† প্রচলিত যাত্রা, হাফ্‌ আখড়াই ইত্যাদির সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা নাটককার স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত রত্নাবলীর ভূমিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই প্রতিপন্ন হইবে। তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটক সমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। নির্ম্মল সুধাকর বিনিসৃত সুধাধারের আস্বাদ পাইলে, কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না।" ইত্যাদি।

আশুতোষ বাবুর বাটিতে শকুন্তলা অভিনয়ের সময় কলিকাতার অন্যান্য নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং বাবু (এক্ষণে সার মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য নাটকের রসাস্বাদ করিয়া ইঁহারা পূর্ব হইতেই নাটকাভিনয়ের অনুরাগী হইয়াছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "দেখুন, দুই এক দিনের আমোদে এত অর্থ ব্যয় না করিয়া স্থায়ীভাবে একটি নাট্যশালা সংস্থাপন করিতে পারিলে বোধ হয় অধিক উপকার হয়।" রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ইহার পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের উদ্যোগী ছিলেন; সুতরাং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের এই প্রস্তাব তাঁহার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা প্রতাপচন্দ্র উভয়েরই বিশেষ মনঃপূত হইল। তাহাদিগের সুহৃদ্গণও সকলেই এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে রাজারা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বেলগাছিয়াস্থ সুন্দর উদ্যান ক্রয় করিয়াছিলেন। নাট্যশালা তথায় নির্মিত হওয়া স্থির হইলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং নাট্যশালা নির্মাণের এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত আয়োজন সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন। মহাসমারোহে অভিনয়ের সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। "জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে জাতীয় একতান-বাদনও সংগঠিত হওয়া কর্তব্য", মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের এইরূপ প্রস্তাবে এবং সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতির যত্নে ইংরাজী রীতির অনুকরণে, একতান-বাদন-সম্প্রদায় গঠিত হইল। ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম একতান-বাদন-সম্প্রদায়। এইরূপে, অল্প দিনের মধ্যেই অভিনয়ের উপযোগী সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইয়া আসিল। বঙ্গভাষার নাটকের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিনয়ের উপযোগী অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণ বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুরুচি-সঙ্গত নাটক প্রণয়ন করাইবারও উদ্যোগী হইলেন। ইহার কিছু দিন পূর্বে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন* মহাশয় কুলীন-কুল-সর্বস্ব নাটক রচনা করিয়া রঙ্গপুরের জমিদার বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর†

স্থায়ী নাট্যশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব, বেলগাছিয়া নাট্যশালা।

একতান-বাদন-সম্প্রদায় গঠন।

---

* ইনি পরে নাটক রচনার জন্য, "নাটুকে নারাণ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কুলীন-কুল-সর্বস্ব, রত্নাবলী, নবনাটক, ধর্মবিজয়, রুক্মিণীহরণ, বেণীসংহার, শকুন্তলা, প্রভৃতি অনেকগুলি তৎকালপ্রসিদ্ধ নাটক ইঁহার প্রণীত।

† বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া, যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদিগের জাতীয় কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, ইঁহার নাম তাঁহাদিগের নামের সঙ্গে গ্রথিত হইবার উপযুক্ত। রঙ্গলাল বাবুর পদ্মিনী-উপাখ্যান ইঁহার এবং স্বর্গীয় রাজা সত্যশরণ ঘোষালের উৎসাহে রচিত হইয়াছিল।

প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তি বোধে তাঁহারই উপর নূতন নাটক রচনার ভার অর্পিত হইল। রাজাদিগের অনুরোধে পণ্ডিত রামনারায়ণ শ্রীহর্ষদেব প্রণীত সংস্কৃত রত্নাবলী নাটিকা অবলম্বন করিয়া, একখানি নাটক প্রণয়ন করিলেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য ও বন্ধু বাবু গুরুদয়াল চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সে সময়কার একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি রত্নাবলীর জন্য কয়েকটি তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত রচনা করিয়া দিলেন।

রত্নাবলী নাটক।

অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন এইরূপে সম্পূর্ণ হইল; কিন্তু এক বিষয়ে তখনও পর্যন্ত অভাব রহিল। রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার তৎকালীন কলিকাতা সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানসমূহের উৎসাহদাতা বলিয়া রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তদ্ভিন্ন ইংরাজ, পারসী, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই লোক-দিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। এত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না, এবং করিলেও বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা অভিনয়ের রসাস্বাদ করিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া রাজারা স্থির করিলেন যে, রত্নাবলী ইংরাজীতে অনুবাদিত করাইয়া অভিনয়ের সময় বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদিগকে এক এক খণ্ড প্রদান করিবেন। শুভক্ষণেই তাঁহাদিগের হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল; তাঁহাদিগের সেই সঙ্কল্প হইতেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল।

কলিকাতার অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবকদিগের ন্যায় বাবু গৌরদাস বসাকও বেলগাছিয়া নাট্যশালার একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। মধুসূদন তখন মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুলিস আদালতে কার্য করিতেছিলেন। রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে গৌরদাস বাবু তাঁহার উপর এই ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদনের নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণের অবিদিত ছিল না। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নাবস্থা হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল; এবং ক্যাপটিভ্‌ লেডী হইতে অনেকেই তাঁহার ইংরাজী ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা আহ্লাদের সহিত গৌরদাস বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং

রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

মধুসূদনের উপর রত্নাবলীর অনুবাদের ভার অর্পণ করিলেন। এই হইতে রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হইল।* কবিশক্তির ন্যায় সরস কথোপকথন-

* মধুসূদনের জীবনের সহিত ইঁহাদিগের তিনজনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইঁহাদিগের সাহায্য, উৎসাহ এবং অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই মধুসূদন, তাদৃশ অল্পদিনের মধ্যে, সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবনচরিতে ইঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। আমরা ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নাম এক্ষণে বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত। কিন্তু অনেকে কেবল তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং বঙ্গের স্থিতিশীল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য এক সময় কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে একজন কিরূপ গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদনের জীবনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়া যখন মধুসূদন প্রাচীনত্ব পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রকেই তাঁহার সাহিত্য-শত্রু স্থানীয় করিয়াছিলেন, ইনি এবং ইঁহার ন্যায় আরও দুই চারিজন ব্যক্তিই তখন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। উপযুক্ত স্থলে পাঠক ইঁহার সহৃদয়তার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবুর বংশধর। অল্পবয়সে পরলোকগমন করাতে ইঁহাদিগের নাম ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য ইঁহাদিগের নিকট এক সময় যে কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহাদিগের বদান্যতার সীমা ছিল না। সে সময়কার এমন কোনও সদনুষ্ঠান ছিল না, যাহাতে ইঁহারা অর্থ সাহায্য না করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাধারণের হিতকর যে কোনরূপ অনুষ্ঠানই হউক, সকল শুভ কার্যেই ইঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এক সময় ইঁহাদিগের অর্থসাহায্যে জীবিত ছিল। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের জ্বররোগীদিগের আবাস প্রধানতঃ ইঁহাদিগেরই ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তজ্জন্য পঞ্চাশ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদযোগে সংস্থাপিত সে সময়কার বালিকাবিদ্যালয় সমূহের উন্নতিসাধন কার্যে তাঁহারা প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের শিক্ষা তখন এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ছিল; রাজা প্রতাপচন্দ্র আপনার দুহিতার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া এ সম্বন্ধে প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্যও তিনি প্রচুর যত্ন ও অপর্যাপ্ত অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইঁহাদিগের উভয় ভ্রাতার নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা ইঁহাদিগের সম্বন্ধে যে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক তাহা হইতে ইঁহাদিগের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন ;—

"Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national theatre." যদি কখনও ভারতবর্ষে আবার নাট্যশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ আমাদিগের জাতীয় নাট্যশালার প্রথম সুহৃদ এই মহানুভব ব্যক্তিগণকে বিস্মৃত হইবেন না। (শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা)।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—"আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে দর্শন-কাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শন-কাব্য-প্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি যে, মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান হন। এই কাব্য বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় যে আমাকে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন।" কৃষ্ণকুমারীর উপসর্গ পত্র।

শক্তিতেও মধুসূদন অদ্বিতীয় ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, পাণ্ডিত্যে বাক্‌পটুতায় এবং রহস্যনৈপুণ্যগুণে তিনি তাহার প্রাণ-স্বরূপ হইতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতাদিগের প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন। তাঁহার কৃত অনুবাদ সকলেরই মনোনীত হইল। রাজারা নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করাইলেন এবং মধুসূদনকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচশত টাকা দিলেন।

এইরূপে অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের একত্রিশে জুলাই, রত্নাবলী প্রথমবার অভিনীত হইল। প্রথম দুই-বারের অভিনয়ে কেবল বাঙ্গালী দর্শকগণই উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বারের অভিনয়ে বাঙ্গালী দর্শকদিকের সঙ্গে ইংরাজ, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আহুত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্তা সার ফ্রেডারিক্ হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলেই অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশে আর কখনও এরূপ ভাবে কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। অভিনয়-ক্রিয়া কিরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার দর্শক ও অভিনেতাগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, "সেরূপ অনুষ্ঠান ইহার পূর্বে বঙ্গদেশে কখনও হয় নাই। তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত, সুচারু দৃশ্যপট, সুরুচিসঙ্গত বেশভূষা এবং সর্বোপরি স্বভাবানুযায়ী অভিনয় যাহা কিছু দর্শককে প্রীত ও বিমুগ্ধ করে, তাহার সকলেরই সেখানে আয়োজন হইয়াছিল। অর্থে ও পরিশ্রমে যাহা সম্ভবপর তাহার কিছুরই সেখানে ত্রুটি হয় নাই। বঙ্গীয় দর্শকের সমক্ষে যেন এক অভিনব স্বপ্নময় রাজ্য অবতারিত হইয়াছিল।" অভিনয় ক্রিয়ার সাক্ষী হিন্দুকলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র, এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা হইতেও কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন ;* "একেইত নাট্যশালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,

রত্নাবলী-অভিনয়।

* স্বদেশীয় নাট্য-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বেলগাছিয়া থিয়েটারের সময়ের লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম পত্রখানি বাবু গৌরদাস বসাককে লিখিত ; গৌরদাস বাবু একদিন কোন কারণে অভিনয়াভ্যাস স্থলে উপস্থিত হইতে না পারাতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

তাহার উপর অবৃচেষ্ট্রা যতদূর মনোরম হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গভূমির শোভা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইতে

---

11 P. M. 11th July, 1858.
After the Rehearsal.

My dear Gour,

I am really astonished at your conduct. You are the friend who is determined to put me to shame, not only before the Amateur Company, with which we have identified ourselves, but before the audience that we expect on the night of the performance. Barring yourself, there is not a single individual who trifles or absents himself from the stage on the Rehearsal night. If you are unwilling to be the fool of an actor (for there are some who really think Amateur Actors to be fools, if not vagabonds) why not say that plain and plump? You must know that after so much trouble, anxiety, expense and what not, I am not the man to abandon the idea or throw the theatre and all to the dogs. No, call me fool or vagabond or by any name you wish, I am not so silly as to relinquish one of my favourite hobbies, the drama. I am in right earnest and must perform my part, and have the play acted out, notwithstanding the difficulties friends like you put in the way. Now be plain once for all, and tell me that you will not absent yourself again.

I shall have every thing ready by Thursday next, as we appear publicly on the 19th instant.

Your sincerely,
Issur Chandra Singh.

P. S The next Rehearsal takes place on Tuesday, the four acts will be rehearsed

অপর পত্রখানি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উৎপত্তি ও রত্নাবলী-অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠক তাহা হইতে অবগত হইতে পারিবেন।

My dear Kesub,

I have put Kanchanmala on his (her) legs again. He or she (as you may choose to call) is all right; hale and sound; and is perfectly willing to appear on the stage to-morrow. But alas! a strange fatality hangs about Rutnabullee. Altho' not a firm believer in astrology I am half inclined to believe that we commenced at a time when some strange stars were on the ascendant, whose principal qualities seem to be to throw all sorts of obstacles on the progress of the works under their influences. You might say it is impossible, but I will prove it, and before positive proof every objection must give way. Now first of all three or four years ago when you all quarrelled with the proprietor of the Oriental Seminary we all proposed to have a native drama written out and acted; and such was our earnestness in the cause that we all asked you to select and hire a site, and a native gentleman was asked either for the loan or hire of his premises. Some how or other the subject dropped here and was never thought of more till a year and half ago, when we found some youngsters

getting up a representation of a native drama. At this time a consultation was held, and after much discussion the Rutnabullee was fixed upon as the best drama or one of the best dramas that our Sanskrit could boast of. Then again came the difficulty of finding a man, who with a thorough knowledge of language would combine a dramatic talent. This man was at last found. Some time before this the Koolin-Koolashurbosso had acquired a just and well meritod fame, and the author was pitched upon as the only pundit, who, with a good knowledge of Sanskrit, combined dramatic talent; and subsequently the translation was entrusted to him. Pundit Ramnarain, unlike most Pundits, has too many irons in the fire and he could only devote his leisure hours to the completion of his new task and it took him nearly 4 months to finish the drama. Then came the revision, which entirely changed a great portion of the book, and that I believe took a month more. Then the book was entrusted to a printer who is proverbially slow in all his printings; and he, I am afraid, kept us one-fourth of a year in anxiety. I need not remind you then what time it took us to fix on the female characters; and what difficulty we were put to on that account. Suffice it to say that long after we began our rehearsals our heroine was fixed upon. You know very well that very few companies take so much time, and have so many rehearsals as we had, and when we were all ready one thing or other prevented us from appearing to the public. Imagine then the influence of the star when I tell you that on the first day of our public appearance one of our principal actors, and the first in fact, who had to appear before the public, suddenly fell sick, and had to be personated by another. You know already what difficulty we were put on the third day on account of the queen and Sagorica; and under what disadvantages we managed to get them on their legs; and now, far from the last, Sootrodhur, Babhrobbo and Kanchunmala, you know, were, or I should rather say are ill, for none of them have up to this time had anything substantial to take. Over and above these Sagorica is suffering from this morning from a severe attack of fever and rheumatism; he can't act to-morrow. So please order the barbour not to come I shall try my skill and see if I can't make him act on Sunday. So our friend, Denonath, I am afraid, will be precluded from going to Konnuggar. I shall send you a carriage to-morrow evening at 6 o'clock, and we will talk over the subject and fix a day. Don't disappoint me. Excuse this long letter which I have no time to go ever, and therefore must be full of blunders.

Yours sincerely,
Issur Chunder Singh
11 P. M., 27th August, 1858.

পারে না। শ্রোতা মাত্রই মোহিত হইয়াছিলেন এবং আমি স্বাভাবিক অনেক বিষয়ে সিনিকাল (Cynical), আমিও ক্ষণকাল মোহিত হইয়াছিলাম।*

রত্নাবলী অভিনয়ের ফল।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠান দিবসমাত্রব্যাপী, অস্থায়ী আমোদে পর্যবসিত হইলে, আমরা তাহার এরূপ সুদীর্ঘ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। কার্যের গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব যদি ফলানুসারে বিচার করিতে হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের একটি অতি মহৎ অনুষ্ঠান। অনেকগুলি কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়াই ইহার গৌরব নয়।† এদেশের সাহিত্যে ও গীতাভিনয়ে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে বলিয়াই ইহার প্রশংসা। ইহার পূর্বে যদিও কলিকাতায় আরও কয়েকবার নাটকাভিনয় হইয়াছিল, তথাপি অধিকাংশ স্থলেই দিবস-মাত্র-স্থায়ী আমোদ ও সাময়িক উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হওয়াতে তাহা সাধারণের মনে কোন স্থায়ী ভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই। বেলগাছিয়া থিয়েটার এরূপ এক রাত্রিব্যাপী অস্থায়ী আমোদ মাত্র ছিল না; এক রত্নাবলী নাটকই তাহাতে ন্যূনাধিক দ্বাদশ বার অভিনীত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালা হইতেই বঙ্গদেশে নাটকাভিনয়ের প্রকৃত প্রচার হইয়াছে। আজ যে বঙ্গদেশের নগরে নগরে এমনকি অনেক পল্লীতেও এক একটি নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেলগাছিয়া নাট্যশালাই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক। এই সকল নাট্যসমাজের জন্য, বর্ষে বর্ষে, বাঙ্গালা ভাষায় শত শত নাটক নাটিকা এবং প্রহসন রচিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট যাহাই

* স্বর্গীয় পূজ্যপাদ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।

† বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনেতৃগণ কিরূপ শ্রেণীর লোক হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রধান অভিনেতার পরিচয় হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। বাবু প্রিয়নাথ দত্ত রাজা উদয়নের এবং বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের অংশ অভিনয় করিতেন। প্রিয়নাথবাবু যোগ্যতার সহিত অ্যাসিস্টাণ্ট কম্পট্রোলার জেনারেলের সম্মানজনক কার্য করিয়া অল্পদিন মাত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। কেশববাবুর পরিচয় পাঠক স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। কম্পট্রোলার জেনারেল অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য করিয়া তিনি এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সেনাপতি রুমন্বানের, এবং গৌরদাসবাবু রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের অংশ অভিনয় করিতেন। অপর একজন অভিনেতা বাবু দীননাথ ঘোষ ফাইনান্সাল বিভাগে কার্য করিয়া রায়বাহাদুর উপাধির সঙ্গে স্পেশাল পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, বাবু যদুনাথ পাল প্রভৃতি ঐকতান বাদক সম্প্রদায়ের নেতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তদ্ভিন্ন স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রমাপ্রসাদ রায়, পটলডাঙ্গার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মল্লিক এবং হোগলকুঁড়ের স্বর্গীয় তারাচরণ গুহ প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় প্রতি রাত্রিতেই অভিনয়াভ্যাস স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্গদেশের আর কোন নাটকাভিনয়ে কখনও এতগুলি সম্ভ্রান্ত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একত্রিত হন নাই। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে অভিনীত "নববৃন্দাবন" ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য।

হউক, বঙ্গভাষা যে তাহাদিগের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সমৃদ্ধিমতী হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল নাট্যশালার আদর্শেই আমাদিগের দেশের প্রচলিত যাত্রা ইত্যাদির সংস্কার হইয়াছে। পৌরাণিক চিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় নাটক রচনার প্রথা বেলগাছিয়া নাট্যশালাই সর্বপ্রথমে এদেশে প্রদর্শন করিয়াছিল। রত্নাবলী এবং শর্মিষ্ঠার অনুকরণে এক সময় যে এদেশে কত নাটক রচিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা কেবলই সংস্কৃতরীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের সমাদর করিয়া নিরস্ত হয় নাই; সেই সঙ্গে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে নাটক রচনা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই একমাত্র অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। কেহ কেহ মনে করিতেন, ইংরাজী-শিক্ষিতগণ অন্য বিষয়ে কৃতকার্য হইলেও নাটক রচনায় কখনও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণ তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূর করিয়াছিলেন। এদেশে নাট্যশাস্ত্রের যদি কখনও পুনরুজ্জীবন হয় তবে যে তাহা ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই দ্বারা হইবে, তাঁহারাই তাহার প্রথম প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জাতীয় নাট্যশালার পুনরুদ্ধার জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে একটি অতি মহৎ অনুষ্ঠান; সেই অনুষ্ঠানের সহিত মধুসূদনের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমরা তাহার এরূপ বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছি।

রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের প্রশংসা।

রত্নাবলী অভিনয়ের প্রশংসা সমস্ত বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইল। সে সময়কার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে তাহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল; সেই সঙ্গে রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদকেরও নাম চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। বঙ্গের ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্মিণী হইতে সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ পর্যন্ত সকলেই অনুবাদ দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন। তৎকালপ্রসিদ্ধ হরকরা পত্রিকার সম্পাদক এই অনুবাদের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজী রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া, আপনা আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে, অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবেন না।"*

---

* স্বর্গীয় শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।

রত্নাবলীর এই ইংরাজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্যপথ প্রাপ্ত হইলেন। যশোমন্দিরে আরোহণের পথ অতীব দুর্লক্ষ্য, কিন্তু একবার তাহার সোপান-পংক্তি দৃষ্টিগোচর হইলে, আরোহণকারীকে আর বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ মধুসূদনকে তাঁহার চিরপ্রার্থিত যশোমন্দিরে আরোহণার্থ সোপান-পংক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আর কখনও তাঁহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় নাই। ধীরভাবে, অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে, অগ্রসর হইয়া তিনি আপনার গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ বিস্মৃত হইবেন বটে, কিন্তু তাহা মধুসূদনের জীবনের পথ কিরূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

মধুসূদনের গন্তব্য পথ প্রাপ্তি।

শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা

[১৮৫৮—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ]

প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল

একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন, গৌরদাস বাবুকে বলিলেন; "দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন, "নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে, আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন বলিলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।"

বাঙ্গালা নাটক-রচনার সঙ্কল্প।

গৌরদাস বাবু শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনের যতদূর জ্ঞান, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় একখানা পত্র লিখিতে হইলে যে, মধুসূদনের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি তখন ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "ভালই! ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।" মধুসূদন বুঝিতে পারিলেন, গৌরদাস বাবু মুখে তাঁহাকে যাহাই বলুন, অন্তরে তাঁহার কথায় আস্থা-স্থাপন করিলেন না। কিন্তু তিনি সে সময় আর কোন কথা বলিলেন না। উপেক্ষায় নিরস্ত থাকা মধুসূদনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। গৌরদাস বাবুর সহিত এইরূপ কথোপকথনের পর দিনই তিনি আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে সে সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, এবং মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই তিনি শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ গৌরদাস বাবুকে দেখিবার জন্য দিলেন। যে মধুসূদন, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে, বাঙ্গালা রচনায় পৃথিবী লিখিতে "প্র—থি—বী" লিখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়া গৌরদাস বাবু বিস্মিত হইলেন।* রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র

* ইহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে হুগলী নর্মাল স্কুলের শিক্ষকতার জন্য মধুসূদন প্রতিযোগী পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভূদেববাবুও এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন, পরীক্ষার পর মধুসূদন বাহিরে আসিয়া ভূদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, পৃথিবী কথাটার বানান কি?" ভূদেববাবু যাহা জানিতেন, বলিলেন। মধুসূদন তখন মান্দ্রাজ-ফেরৎ সাহেব; সাহেবী ঢঙে বলিলেন, oh no, it must be—প্র-থি-বী।

এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহনও, গৌরদাস বাবুর মুখে মধুসূদনের নাটক-রচনার সংবাদ শুনিয়া, অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজী-নবীস্, মাদ্রাজী সাহেব মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, ইহা সকলেরই পক্ষে যেন বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল, পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ইঁহাদিগের সকলের উৎসাহে মধুসূদন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, শর্ম্মিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন। রাজাদিগের সুহৃদ্ এবং পরিজন-দিগের মধ্যে ইংরাজী-শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়স্থ ও ইংরাজী অনভিজ্ঞ, প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ দুই শ্রেণীরই লোক ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার দোষ, গুণ সম্বন্ধে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইল। ইহার পূর্ব্বে "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব", "রত্নাবলী" প্রভৃতি যে দুই একখানি বাঙ্গালা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত রীতি অনুসারেই হইয়াছিল। সংস্কৃত রীতি ভিন্ন অন্য কোন রীতিতে যে নাটক রচনা হইতে পারে, অনেকের সেরূপ ধারণা পর্যন্ত ছিল না; মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠায়, কিয়ৎ পরিমাণে, ইংরাজী রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে নান্দী এবং নটী ও সূত্রধরের অভিনয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে যেরূপ পার্থক্য রাখা কর্তব্য এবং নাটকীয় পাত্রগণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, তিনি সে বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হন নাই। ব্যাকরণে বা অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার কোন কালেই অধিকার ছিল না, সুতরাং তাঁহার রচনা অনেক স্থলে ব্যাকরণ-দুষ্ট ও অলঙ্কার-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সংস্কৃতরীতিপক্ষপাতিগণের নিকট মধুসূদনের এই সকল ত্রুটি অমাজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহারা মধুসূদনের রচনায় "দুঃশ্রবত্ব", "চ্যুত-সংস্কারত্ব", "নিহতার্থত্ব", "অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ" প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষ নির্দেশ করিয়া, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় তখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রগণ্য ছিলেন। কাব্য ও নাটকাদির দোষগুণ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লোকে অবিসম্বাদিতচিত্তে গ্রহণ করিতেন। রাজাদিগের উপরোধে তিনি শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দংশ দেখিয়াই, উপেক্ষার সহিত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন;—"সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই; কাটকুট করিলে রচনাটি সমুদয় নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই। বোধ হয়, ইহা কোন ইংরাজী শিক্ষিত, নব্য বাবুর রচনা হইবে।" প্রাচীন

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে উপেক্ষা।

সম্প্রদায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের এইরূপ তীব্র সমালোচনায় বিলক্ষণ পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু নব্য সম্প্রদায় তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। মধুসূদনের ন্যায় তাঁহারাও ব্যাকরণের বা অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষগুণের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না। মধুসূদনের নাটকের ভাষা সুমধুর, বর্ণিত বিষয় চিত্তাকর্ষক এবং অঙ্কিত চরিত্রগুলি স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে দেখিয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। নাটকখানি প্রাচীন, কি আধুনিক রীতির, তাহা অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই দলের নেতা ছিলেন। তাঁহারা, শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে শর্ম্মিষ্ঠার জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিলেন। শেষাঙ্কের শিব-স্তোত্র-বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতটি তাঁহারই রচিত। এইরূপে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে রাজারা মধুসূদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠা নিজেদের ব্যয়ে মুদ্রিত করাইলেন। মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত একখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রীতি প্রবর্ত্তনের জন্য মধুসূদনের মনে কিরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই পত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। মধুসূদনের কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে নবীন লেখক বোধে, রত্নাবলী-প্রণেতা স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; মধুসূদন তাহারই প্রসঙ্গে গৌরদাস বাবুকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পত্র।

SUNDAY.

My Dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "Version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject

his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to day, pray, don't say a word about Ram Narayon, I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking*; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the Second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck tie, or even a waist-coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old * * * in the shape of Pandits. When you see Joteendra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the thing.

Yours, as usual,
M. S. Dutta.

শর্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মহা সমারোহের সহিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রত্নাবলী অভিনয় কালের ন্যায়, এবারও, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও, বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জন্য, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। মধুসূদন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নাট্যশালা কিরূপ মনোহর হইয়াছিল এবং অভিনেতাগণ কিরূপ শ্রেণীর লোক হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি।* সেইরূপ সুচারু দৃশ্যপট, সেইরূপ প্রকৃতি-সঙ্গত অভিনয় এবং সেইরূপ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত; দর্শকগণ এবারও মোহিত হইলেন। শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম দৃশ্য অতি সুন্দর।

শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়।

* শর্ম্মিষ্ঠার অভিনেতাগণের সম্বন্ধে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের লিখিত একখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। গৌরদাসবাবু তখন রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে বালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন; পত্রখানি তাঁহাকে লিখিত। পত্রে উল্লিখিত অভিনেতাগণের অংশ পরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

Paikpara,
24th March, 1859.

My Dear Gour Das,

*   *

**For the present I shall speak of Sarmista—the production of your friend, Michael M. S. Dutt, Esqr. You know all about it, and that it is going to be acted on the boards of our Belgachia Villa. I shall first of all give you the names of the *Dramatis Personae*, and as I am going to send you the book through to-day's post, yon will be able to know more

যবনিকা উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্র দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন, গিরিরাজ হিমালয়, সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দূরে ভুবন-সুন্দরী অমরাবতী, জ্যোতির্ময়ী আভায় এক একবার দর্শকের চক্ষু ঝলসিত করিতেছে। সেই সঙ্গে দেবনগরাগত, অপ্সরাকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত, হিমালয়বাহিনী স্রোতস্বতীর কলকল নাদের এবং বনচর প্রাণিগণের গর্জনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া প্রকৃতির মধুর ও ভীষণভাবের সমন্বয় করিতেছে; এবং এই সকলের উপযুক্ত প্রহরী, একজন ভীমাকায় দৈত্যবীর, উজ্জ্বল সৈনিক বেশে সজ্জিত হইয়া, রঙ্গমঞ্চের উপর সগর্বে পাদচারণ করিতেছে। বাঙ্গালি দর্শকগণের নিকট রঙ্গভূমি তখন

from it, than what one, placed at such a distance from the seat of action, can possibly know. You will see, from what I am going to show you, some new faces in our Corps, though few there are that you do not know. Amongst the latter is our Heroine. He or she, as you might choose to call, is a real acquisition. To a melodious female voice he combines one of the sweetest tones that it has ever been my lot to hear, and, to crown all, he is daily showing a capacity for the stage that has not only satisfied the most sceptic but surprised every one of us by his powers, though not yet fully developed, for histrionic representations.

Now,

TO THE DRAMATIS PERSONÆ

King Yayati	.	...	Preonath Dutt.
Madhobya	Bidhusak	...	Kesob Chundra Ganguly.
Montri	Minister	...	Nobin Chundra Mukerjee.
Sukracharjya	Rishi	.	Deno Nath Ghose.
Kopil	His disciple	.	Sarat Chander Ghose.
Bokasur	General	.	Issur Chunder Singh.
Daitya	An officer	.	Tara Chand Guha.
Ist Citizen	Huris Chundra Mukherjee.		
2nd do	Russick Lal Law.		
3rd do	Brojo Dullal Dutt.		
Courtiers	Jotindra Mohan Tagore, Preonath Sett and Rajendra Lal Mitter.		
Chopdar	Dwarkanath Mullick & Mohesh Chunder Chunder		
Durwan	Jadu Nath Ghosh (my brother-in-law)		
Debjani	Hem Chunder Mukherjee. (our Shagarika)		
Sharmista	Kristodhan Banerjee (a new-comer)		
Purnika	Kally Das Sandel (formerly our dancing girl)		
Debika	Aghor Chander Dhagria (our Susongota)		
Notee	....	Chuni Lal Bose (as before).	
Maid servant	...	Kally Prasanna Mookerjee.	
Dancing girls	...	The same of before, plus Bunkim Chunder Mukherjee.	

এক অপূর্ব-দৃষ্ট মনোহর সামগ্রী ছিল, সুতরাং এইরূপ সুচারু দৃশ্য সমাবেশের জন্য মধুসূদন ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়কার সংবাদপত্র সমূহে শর্ম্মিষ্ঠা-অভিনয় বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছিল। মধুসূদন নিজে অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার মনের ভাব বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—

When Sharmista was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmista and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, not to tell.' Poor old Ramchandra,[1] was half mad and grasped my hand, "Why my dear Modhu, my dear Modhu, this does you great credit indeed ! Oh it is beautiful."

মধুসূদনের নাটকসমূহের সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলে, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য, তাঁহার কাব্যসমূহের যেরূপভাবে আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা আছে, তাঁহার নাটক সমূহের সেরূপ আলোচনা

Here you have as complete a list of the characters as I could give you I believe none can give you better the names of the characters than manager of the theatre. Now as to other particulars, the rehearsals going on twice a week, on Sundays and Thursdays respectively. I most everybody is prepared and we can get up the play at ten days notice ; but our Raja's father* is unfortunately dead, and that will delay us. My brother, moreover, is now at Kandi. He is gone there a second time this year, but he is likely to return soon, and we expect to appear before the public in all April, No less than eight scenes have to be newly painted ; most of them are already finished, and beautiful and magnificent they are without doubt.

I have not spoken any thing about the drama, and I shall not do it. No one knows what effect such a thing as the 'Sharmista' will have on the stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concering it unless it has passed the ordeal of public criticism.***

With my sincere and hearty good wishes to yourself.

I remain, yours ever sincerely
Issur Chandra Singh

1. হিন্দুকলেজের প্রাচীন শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্র।

---

* Preo Nath Dutt's father.

হইতে আমরা বিরত থাকিব। কিন্তু নাটক রচনা হইতেই মধুসূদন তাঁহার লিপিকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ইহা হইতেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার জীবনচরিত অপূর্ণ থাকিবে। সেইজন্য আমরা, সংক্ষেপে, শর্মিষ্ঠার বর্ণনীয় বিষয় ও দোষগুণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বলা অতিরিক্ত যে, মধুসূদনের রচিত কোন গ্রন্থেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়; জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে যাহা বলা কর্ত্তব্য, আমরা কেবল তাহাই বলিব।

শর্মিষ্ঠার অবলম্বনীয় বিষয়।

শর্মিষ্ঠা-নাটক মহাভারতীয় যযাতি-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। যযাতি উপাখ্যান পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মধুসূদন যযাতি-উপাখ্যানের আদ্যোপান্ত গ্রহণ করেন নাই; শর্মিষ্ঠার নির্বাসন হইতে রাজা যযাতির জরানির্মুক্তি পর্যন্ত ঘটনাবলী তাঁহার গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন যখন শর্মিষ্ঠা রচনা করেন, তখন তিনি সাহিত্য-শিল্পাগারে শিক্ষার্থীমাত্র ছিলেন; শিল্পকৌশল তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। সেইজন্য তিনি তাঁহার কৃষ্ণকুমারী নাটকে যে নির্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, শর্মিষ্ঠায় তাহা দেখাইতে পারেন নাই। শর্মিষ্ঠার একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে অবতারিত চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে পাঠকের ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয় না। অতি কমনীয়মূর্ত্তি ক্ষীণাঙ্গ দেখিলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, শর্মিষ্ঠার চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে সেইরূপ ক্ষোভ জন্মে। মনে হয় যেন পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে হইল না:—যেন আরও দুই একটি কথা বলিলে, আরও দুই একটি ঘটনার সমাবেশ করিলে তাহাদিগের পূর্ণতা হইত। মূল উপাখ্যানের কোন কোন নাটকোচিত অংশ পরিত্যাগ করাতেই শর্মিষ্ঠা এইরূপ অপূর্ণতা দোষে দূষিত হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি স্থলের উল্লেখ করিতেছি। দৈত্যসভামধ্যে শর্মিষ্ঠার প্রতি দৈত্যরাজের নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা শর্মিষ্ঠা উপাখ্যানের একটি উৎকৃষ্ট নাটকোচিত অংশ। সহিষ্ণুতায় এবং ধৈর্য্যে মহাভারতকার শর্মিষ্ঠাকে তথায় প্রকৃত দেবীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পিতার কঠোর আদেশে এমন কি গর্বিতা দেবযানীর ব্যঙ্গেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। শর্মিষ্ঠা নাটকে এই অংশ পরিত্যাগ করাতে, শর্মিষ্ঠার চরিত্র পরিস্ফুটনের

শর্মিষ্ঠার দোষ।

ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। শুক্রাচার্য প্রভৃতি অন্যান্য নাটকীয় পাত্রগণেরও সম্বন্ধে কবির এইরূপ ত্রুটি লক্ষিত হয়। শর্মিষ্ঠার অপর দোষ এই যে, ইহার ভাষা, কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকোপযোগী

নয়, এবং ইহার ভাব অনেক স্থলে কৃত্রিমতাপূর্ণ। সংস্কৃত নাটক সমূহের যতই গুণ থাকুক্, কৃত্রিমতা তাহাদিগের প্রধান দোষ। সংস্কৃত নাটকসমূহকে আদর্শ করিতে যাওয়াতেই শর্মিষ্ঠা কৃত্রিমতা দোষে দূষিত হইয়াছে। আমরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। দেবযানীকে দর্শনান্তর দৈত্যদেশ হইতে প্রত্যাগত রাজা, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, মনে মনে বলিতেছিলেন ;—

"আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করিয়াছিলাম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে, তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়। কেননা, দৈত্যদেশগমনে তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সারপদার্থ দর্শন করেছে। বাড়বানলে পরিতপ্ত হ'লে মানব যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও অদ্য সেইরূপ হ'লেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? কি আশ্চর্য! আমি কি মৃগয়া ক'রতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলেম?"

প্রিয়জনের অদর্শনে এরূপ ভাবে বিলাপ কি স্বভাব সঙ্গত? ইহা হৃদয়ের কথা নয়, কৃত্রিমতাপূর্ণ শব্দাড়ম্বর মাত্র। শর্মিষ্ঠার অনেক উৎকৃষ্ট স্থল এইরূপ কৃত্রিমতা দোষে দূষিত। প্রচলিত যাত্রা প্রভৃতিতে যেমন নাটকীয় পাত্র আসিয়া, শ্রোতাগণের নিকট আপনার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে, শর্মিষ্ঠারও অনেক স্থলে সেইরূপ করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাচলশৃঙ্গস্থিত দৈত্যসৈনিক যেন শ্রোতাদিগকে আত্মপরিচয় দিবার জন্যই বলিতেছিল ;—

"আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশ অনুসারে এই পর্বত প্রদেশে অনেকদিন অবধি বাস করি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকাল স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ, ঐ দূরবর্তী নগরে দেবতারা যে কখন কি করে, কখনই বা সেখান হতে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে লয়ে যেতে হয়।"

এইরূপ শুক্রাচার্য, কপিল প্রভৃতি পাত্রদিগকেও কবি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদিগেরই মুখ হইতে সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করাইয়াছেন। নিপুণ নাটককারগণ যেরূপ কৌশলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লন, মধুসূদন তাহা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও, শর্মিষ্ঠা যে সময়ে এবং যে অবস্থায় রচিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আমরা গ্রন্থকারকে অসঙ্কোচে প্রশংসা করিতে বাধ্য হই। শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, শুক্রাচার্য

এবং যযাতি এই চারিটিই শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রধান চরিত্র। মধুসূদন যেরূপভাবে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা মূল মহাভারতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। ক্ষমাশীলা এবং সহিষ্ণুতাময়ী সবলা দৈত্যবালা শর্মিষ্ঠার, কোপনা অথচ অনুতপ্তা প্রেমিকা দেবযানীর এবং শমগুণান্বিত মহর্ষি-শুক্রাচার্যের চরিত্র, সর্বাঙ্গ-সুন্দর না হউক, বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা-নাটকের যযাতিকে দেখিয়া আমরা মহাভারতের ইন্দ্রিয়দাস রাজা যযাতিকে কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হই। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শুক্রাচার্যের আশ্রমে, সখীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার কথোপকথন, মেঘনাদ বধের কবিরই উপযুক্ত হইয়াছে। শর্মিষ্ঠার ও দেবযানীর বিবাদে শর্মিষ্ঠাকে কলহ-কারিণী বলিয়া আমাদিগের যে ঘৃণা জন্মিবার সম্ভাবনা, এই কথোপকথনে কবি তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিয়াছেন। এ সংসারে ভ্রম, প্রমাদ না করে কে? কিন্তু যে অপরাধের পর অনুতাপ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়, সে আর আমাদিগের ঘৃণার পাত্রী নয়, সহানুভূতিরই পাত্রী। শর্মিষ্ঠাকে আমরা যখন শুক্রাচার্যের তপোবনে দেখিতে পাই, শর্মিষ্ঠা তখন আর সৌভাগ্য-গর্বিতা রাজদুহিতা নয়; দর্পহারী বিধাতার বিধানে শর্মিষ্ঠার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা তখন দাসী এবং সহিষ্ণুতায় ও ধৈর্যে শর্মিষ্ঠা তখন তপস্বিনী। পরাধীনতার ও বনবাসক্লেশে শর্মিষ্ঠার আর সে পূর্বের রূপলাবণ্য ছিল না। "নির্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহার আর সে শোভা থাকিবে কেন?" প্রতিদ্বন্দ্বিনীর পদসেবা তখন শর্মিষ্ঠার ব্রত হইয়াছিল। পরাধীনতায় অনভ্যস্তা, স্বেচ্ছাবিহারিণী তুরগী দাসীত্ব ক্লেশে শীর্ণা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা, সে অবস্থায় যতদূর সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব, ততদূর পরিতুষ্টা। শর্মিষ্ঠা আত্ম-কৃত কার্যের জন্য অনুতপ্তা; শর্মিষ্ঠার জগতে কাহারও প্রতি দ্বেষ বা বিরাগ নাই। যে দেবযানী শর্মিষ্ঠার সর্বনাশের কারণ, তাহার উপরও শর্মিষ্ঠা অসূয়া-শূন্য। শর্মিষ্ঠার সখী বিধাতার উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিতে চাহিলে, শর্মিষ্ঠা তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন; সখি—

শর্মিষ্ঠার গুণ।

"তুমি বিধাতাকে আমার জন্য দোষ দাও কেন। বিধাতার** দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সঙ্গে, আমার বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করিতে হতো না। পিতা আমার দৈত্যরাজ** তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত, আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি। আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত মিশ্রিত করে বিষ ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?"

অনুতপ্তা শর্মিষ্ঠার অতি সুন্দর চিত্রই হইয়াছে। এই শর্মিষ্ঠা-চরিত্রই নাটকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠাকে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অভিমানিনী করিয়া কবি ইহার অঙ্গহানি করিয়াছেন, নচেৎ ইহা সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। ভারতীয় অন্যান্য কবি-শ্রেষ্ঠদিগের ন্যায় মধুসূদনও নারীচরিত্র চিত্রনেই সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রমীলা, অনেক বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্যে অতুলনীয়া থাকিবেন। শর্মিষ্ঠা নাটকে কবি তাঁহার এই নারীচরিত্র-চিত্রণের শক্তির প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী।

শর্মিষ্ঠা গ্রন্থের নায়িকা এবং দেবযানী প্রতিনায়িকা। এ অবস্থায় শর্মিষ্ঠার প্রতি অনুরাগের সঙ্গে দেবযানীর প্রতি বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মধুসূদনের বর্ণনাগুণে তাহা হয় নাই; বরং পতিপ্রেম-বঞ্চিতা, দুর্ভাগিনী বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদিগের অনুকম্পা জন্মে। দেবযানী, শুক্রাচার্যের একমাত্র দুহিতা, বৃদ্ধ পিতার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা, সুতরাং আদরের আদরিণী। দেবযানী মুখরা ও অভিমানিনী, এবং কিশোর বয়সে নিরাশ প্রণয়ে মর্মপীড়িতা। ঋষিকুমারী হইলেও দেবযানী তপস্বিনীজনোচিত আত্মসংযম শিক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম যৌবনে দেবযানী একজন ঋষিকুমারকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিদান পান নাই। প্রত্যাখ্যাতা হইয়া দেবযানী অভিমানে প্রণয়াস্পদকে অতি কঠোর অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং নিজেও তাঁহার অভিশাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন। দেবযানীর পূর্ব-জীবন এইরূপ। ইহার পতার স্নেহ-ক্রোড়ে পালিত হইয়া দেবযানী কৈশোর-প্রণয়ের নিরাশ্বাস বস্মৃত হইয়াছিলেন এবং চ্যুতপল্লবা লতিকা আবার যেমন, বসন্তবায়ু-স্পর্শে, পত্রপুষ্পধারণের উপযুক্ত হয়, তেমনই অভিমত পাত্রে পুনর্বার আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় তাহাতেও ব্যাঘাত ঘটিল। তাঁহার প্রিয়তম, আর একজনের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেন। দেবযানীর হৃদয়ের ভাব সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দেবযানী, অভিমানে, ইষ্টানিষ্টজ্ঞান-শূন্য হইয়া, নিজের সর্বনাশে নিজেই প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু দেবযানী, ক্রোধের বশীভূতা হইলেও প্রগাঢ় প্রেমময়ী সাধ্বী। প্রথম ক্রোধের আবেগে দেবযানী কি সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রিয়তমের দুরবস্থা দর্শন করিয়া দেবযানীর চৈতন্যের উদ্রেক হইল। হিন্দুললনা পতির দুরবস্থায় কবে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন? দেবযানী প্রিয়তমের অবস্থা দর্শন করিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন। দেবযানীর সে অবস্থার করুণবিলাপ শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। দেবযানী,

নিজেই পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রিয়তমের শাপাবসান করাইলেন। দেবযানীর সেই প্রায়শ্চিত্ত দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি পাঠকের বিরাগ থাকে না। শর্মিষ্ঠার চরিত্রের গৌরব রক্ষার সঙ্গে মধুসূদন যে দেবযানীরও চরিত্রের গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার গ্রন্থের সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে। ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কবি-শ্রেষ্ঠদিগের নাটকের সহিত শর্মিষ্ঠা নাটকের তুলনা করিলে ইহা অবশ্যই অনেক নিম্নস্থানীয় হইবে, তথাপি শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, ইহা আমাদিগের সাহিত্যের মধ্যে একখানি উল্লেখযোগ্য সুন্দর নাটক, এবং নির্মাণদক্ষতা সম্বন্ধে মেঘনাদবধ রচয়িতার প্রথম উদ্যমের অযোগ্য নয়।

শর্মিষ্ঠার ভাষা।

শর্মিষ্ঠার ভাষা যে নাটকোপযোগী নয়, আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু নাটকোপযোগী না হইলেও, তাহাতে কবিত্বের অথবা মাধুর্যের অভাব নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে সায়ংকালীন তপোবনের বর্ণনা পাঠ করিলে যেন প্রাচীন কাব্যেরই বর্ণনা পাঠ করিতেছি মনে হয়। আমরা নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। দেবযানীর প্রস্থানের পর রাজা জ্যোৎস্নালোকে অন্তঃপুরস্থিত উদ্যানের শোভা দেখিয়া, বলিতেছেন—

"নিশাকরের নির্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নব-যৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবর-সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানা শব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজীর ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্ছে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন সকলেই সুখী।"

বাঙ্গলা ভাষায় বর্ণজ্ঞান-শূন্য মধুসূদন, তাদৃশ অল্পকালের মধ্যে তাহাতে কিরূপে ঈদৃশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগের বিস্ময় জন্মে। যেরূপ উপায়ে তিনি এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আবার আরও অধিক বিস্ময়জনক। রীতিমত ভাষা শিক্ষা না করাতে তাঁহার শব্দভাণ্ডার অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। এক একটি শব্দের জন্য তাঁহাকে, অনেক সময় আপনার সংস্কৃত-শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। তিনি সংস্কৃত-শিক্ষককে অভিপ্রেত শব্দের বাচক কতকগুলি শব্দ বলিয়া যাইতে বলিতেন। শিক্ষক

মহাশয় সেইরূপ করিলে তিনি সেই সকল শব্দের মধ্য হইতে আপনার ইচ্ছানুরূপ কোন একটি শব্দ নির্বাচন করিয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় রচনা বিশুদ্ধ অথবা প্রাঞ্জল হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভবে ও মেঘনাদবধে যে অনেক অপ্রযুক্ত, রূঢ়ার্থ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও, মধুসূদন তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠায় যেরূপ রচনা পরিপাট্য ও ভাষালালিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমকালীন, ইংরাজী শিক্ষিত যে কোন লেখকের পক্ষেই গৌরবকর। মহাভারতীয় ঘটনা সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে, সাধারণতঃ, কাশীরাম দাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়গুলি মূল মহাভারতেরই অনুরূপ। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্ব এই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠার ঘটনা-সন্নিবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া ও তাহার ভাষার সঙ্গে মহাভারতের ভাষার তুলনা করিয়া আমাদিগের বোধ হয় যে, মধুসূদন উভয় বিষয়েই সিংহ মহোদয়ের মহাভারত হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কি অবস্থায় শর্ম্মিষ্ঠা রচিত হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্যই শর্ম্মিষ্ঠার উৎপত্তি। সেই একই রঙ্গ-মঞ্চ, সেই সকল অভিনেতা, সেই সমস্ত বেশভূষা। সুতরাং মধুসূদনকে স্বতঃই সে সকলের উপযোগী একখানি নাটক রচনার বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ইহার উপর বারম্বার রত্নাবলীর অভিনয় দর্শন করাতে তাহার ভাব তাঁহার হৃদয়ে এরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা অপসারিত করিতে পারেন নাই। কোন একখানি গ্রন্থ জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, পরবর্তী লেখকদিগকে প্রায়ই তাহা আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হয়। রত্নাবলী সাধারণের নিকট বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছিল। নিজের উদ্ভাবনীর শক্তির উপর মধুসূদন তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে রত্নাবলীকেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থে সেইজন্য, ভাবগত, এবং কোন কোন স্থলে, ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হইবে। উভয় গ্রন্থেই দুই জন নায়িকা; জ্যেষ্ঠা অভিমানিনী ও কোপনা, কনিষ্ঠা অভিমান শূন্যা ও মুগ্ধস্বভাবা; রূপেগুণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাভূতা। উভয় গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছুদিনের জন্য জ্যেষ্ঠার দাসী; কিন্তু পরিণামে কনিষ্ঠারই জয়। উভয় গ্রন্থেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা

শর্ম্মিষ্ঠা ও রত্নাবলীর সাদৃশ্য।

করিয়াছেন ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধ। যতদিন কনিষ্ঠাকে না দেখিয়াছিলেন ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্যেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত, কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়ের প্রেম শরতের মেঘের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। উভয় গ্রন্থে এইরূপ আরও অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ের উপসংহারও একরূপ। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর উভয় গ্রন্থেরই নায়কনায়িকাগণ সমভাবে সুখী হইয়াছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা, রত্নাবলীর এইরূপ আদর্শে রচিত হইলেও, মূলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। মধুসূদন সগর্বে বলিয়াছিলেন যে, "আমি এমন গ্রন্থ রচনা করিব যে, প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিতগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।" বাস্তবিকও তাঁহার গর্ববাক্য সফল হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীন নব্য সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ একবাক্যে শর্মিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন।* শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় কবিতা-রচনা-শক্তিরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের শ্লোকের ন্যায় শর্মিষ্ঠারও স্থানে স্থানে পয়ারাদি ছন্দে রচিত কবিতা লক্ষিত হইবে। সেই সকল কবিতার মধ্যে প্রস্তাবনাটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, শর্মিষ্ঠা সমালোচনা শেষ করিব।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি   কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর,   হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,   কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে   মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে   বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো,   বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়॥

* স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় শর্মিষ্ঠার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ; "আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন, সন্দেহ নাই।" বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৫ম পর্ব, ৫৮ সংখ্যা, শক ১৭৮০ মাঘ।

মধুসূদন, এতদিন, ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছিলেন, শর্ম্মিষ্ঠারচনা হইতে বাঙ্গালা ভাষাতেও সুলেখক বলিয়া সম্মানলাভ করিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণ ঐশ্বর্যে ও সম্মানে তাৎকালিক কলিকাতা সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সমাদরে মধুসূদনও সাধারণের সমাদর ভাজন হইলেন। যে সকল ঘটনায় লোকের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়, বিধাতার অনুগ্রহে ও নিজের প্রতিভা বলে, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভার সঙ্গে প্রতিভার উৎসাহদাতা বন্ধুও তিনি লাভ করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র, রাজোচিত উদারতার সহিত তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিলেন। তাঁহাদিগের কৃপায় দুর্বহ ঋণভার বিমোচিত হওয়ায়, মধুসূদনের চিত্ত সুস্থ হইল; তিনি উৎসাহের সহিত সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া মধুসূদনের ভাগ্যে কিরূপ পুরস্কার মিলিয়াছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা দ্বারা এক্ষণে তাঁহার চিরাভিলষিত বাসনা চরিতার্থ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। নাটকরচনাতেই তিনি নিজের শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কাল বিলম্ব না করিয়া, তিনি আর একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার এই সময়কার লিখিত একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার মানসিক ভাব, সাংসরিক অবস্থা এবং শর্ম্মিষ্ঠা সাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা অবগত হইতে পারিবেন। গৌরদাস বাবু, তখন, রাজকার্য উপলক্ষ্যে বালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন; পত্রখানি তাঁহাকে লিখিত।

শর্ম্মিষ্ঠা রচনা হইতে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ।

ষোড়শ পত্র।

My Dear Gour,

I owe you an apology for not having replied to your kind letter so many days. But I have had but little time to devote to my friends. The present Magistrate—Mr. W— is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to 'mall Cause Court, and we are to have Mr. Briefless F.

You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view, my mind is quite at rest just now ; our noble friends—noble in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence ;—don't tell him that I desire you to do so.

I have nearly finished the translation of Sharmista. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore—it will materially add to the little reputation Ratnavali has given me. Every one says it is superior to that book ; as for the Bengali Original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This, I need scracely tell you, is nothing ; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, for everyone is learning Bengali. To tell you the candid truth, I never thought I was capable of doing so much all at once. This Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.

Now that I have got the taste of blood, I am at it again I am now writing another play. Sometime ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M.

Tagore has written to me to say that it is "indeed very good". If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self—ad—d unpleasant subject.

There is to be no Sudder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. My friends think I should keep quite, till Sharmista is brought out and makes me "Famous".

How do you like Balasore? I would give anything to be posted near the sea and in a country where I could at times catch glimpses of distant mountains—the two noblest objects in creation. * * * * !!

What is the distance of the sea, the sea, the open sea from where you are located? Do you hear its mighty roar—ceaselessly sounding? To me it is a familiar voice, but God knows if I shall ever hear it again.

I must now conclude for it is getting late. I want you to tell me where you lodge, who are your new friends, what sort of food you get, * * * and all such domestic information.

19th March 1859. { With kind regards
ever yours
Michael M. S. Dutta.

পদ্মাবতী ও তাহার অবলম্বনীয় বিষয়।

মধুসূদনের প্রথম নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল; তাঁহার দ্বিতীয় নাটক, পদ্মাবতী, গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। গ্রীক পুরাণের উপাখ্যান এইরূপ। Discordia অথবা কলহদেবী, অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্য, একটি স্বর্ণময় "অপল্" (apple) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে ইহা "সর্ব্বোত্তম সুন্দরীর জন্য" এইরূপ লিখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জুপিটরের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস (Pallas) এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্ (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী স্থির করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হন। তাঁহারা ট্রয়-রাজপুত্র পারিসকে (Paris) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাঁহাকে, আপন আপন কার্যোদ্ধারের জন্য পুরস্কার প্রদানে স্বীকৃতা হন। জুনো তাঁহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস্ তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী এবং ভিনস তাঁহাকে সর্বোত্তম সুন্দরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পারিস সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে ভিনসকেই সুবর্ণ আপল প্রদান করেন। অপরা দেবীদ্বয় ইহাতে ঈর্ষায় ও অভিমানে পারিসের সর্বনাশের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুসূদন এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির ন্যায় তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও যেমন, পদ্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় পরিচালিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী, যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনস্, ডিস্‌করডিয়া, পারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাসের পরিবর্তে মধুসূদন নাটকে যক্ষরাজ মহিষী মুরজা দেবীর অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্যা সৌন্দর্যাভিমানিনী রমণীর ন্যায় বিবাদপরায়ণা না করিয়া মধুসূদন গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীজাতি, বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও সৌন্দর্যাভিমানিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন করিতে পারেন ; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে এরূপ সংস্কারের উৎপত্তি, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করেন না। সামান্যা রমণীর পক্ষে যাহা সম্ভবপর, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সঙ্গত নহে। পদ্মাবতীর আখ্যায়িকাটী যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুসূদন তাহাকে এরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অনুকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়। পদ্মাবতী নাটকের উপাখ্যানভাগ এইরূপ ;—

বিদর্ভদেশের অধীশ্বর রাজা ইন্দ্রনীল, একদিন মৃগয়া প্রসঙ্গে বিন্ধ্যারণ্যের সমীপবর্তী দেবোপবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মৃগের অনুসরণে শ্রান্ত হইয়া তিনি একখানি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ চতুর্দিক স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ হইল এবং আকাশ হইতে অতি মধুর বাদ্য তাঁহার

কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজা মোহাভিভূতের ন্যায় শিলাখণ্ডের উপর পতিত হইলেন। সেই সময় দেবরাজ মহিষী শচীদেবী, মন্মথ-প্রণয়িনী রতিদেবী এবং যক্ষরাজপত্নী মুরজাদেবী, বিহারার্থ সেই উপবনে প্রবেশ করিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উত্থাপন করিবার জন্য একটি কনকপদ্ম লইয়া বলিলেন; "যিনি আপনাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তিনিই ইহা গ্রহণ করিবেন।" দেবর্ষি এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলে দেবীগণ প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানিলে তিনি রতি দেবীকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে তাঁহাকে কনকপদ্মটি অর্পণ করিলেন। শচী ও মুরজাদেবী রাজা ইন্দ্রনীলের ব্যবহারে একান্ত ক্রুদ্ধা এবং রতিদেবী পরম পরিতুষ্টা হইলেন। রতিদেবী, গ্রীকদেবী ভিনসের ন্যায় রাজা ইন্দ্রনীলকে পৃথিবীর সর্বোত্তম সুন্দরী প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মাহিস্মতীপুরীর রাজকুমারী অনুপম লাবণ্যবতী পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা ইন্দ্রনীলের বিবাহ হইল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জয়ে শচীদেবী নিশ্চিন্তা রহিলেন না। তিনি রাজা ইন্দ্রনীলকে দণ্ড দিবার জন্য কলিদেবের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কলিদেব রাজা ইন্দ্রনীলের প্রতিবাসী রাজন্যবর্গকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন, এবং যে সময়ে রাজা ইন্দ্রনীল তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন সেই সময়, কৌশলক্রমে, পদ্মাবতীকে বিদর্ভরাজপুরী হইতে হরণ পূর্বক এক নির্জন, অরণ্যময় প্রদেশে রাখিয়া আসিলেন। রতিদেবী এই সংবাদ অবগত হইয়া পদ্মাবতীকে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে লইয়া যাইলেন এবং যাহাতে ক্রূর-স্বভাবা শচীদেবী ভবিষ্যতে তাহার আর কোনও অনিষ্ট করিতে না পারেন, তজ্জন্য ভগবতী পার্বতীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ভগবতী, শুনিয়া শচীদেবীকে পদ্মাবতীর অনিষ্টাচরণে বিরত হইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে রাজা ইন্দ্রনীল, যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক দেখিলেন, যে, পদ্মাবতী রাজপুরীতে নাই। তিনি মনোদুঃখে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তীর্থ পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে নানাদেশ পর্যটন পূর্বক, মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজদম্পতির দুঃখের অবসান হইল। পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইলেন; দেবীগণও ভগবতীর আদেশে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, রাজদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলেন। মহর্ষি নারদ পদ্মাবতীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন:—

যশঃসরে চিররুচি কমলিনী রূপে,
শোভ তুমি পদ্মাবতী রাজেন্দ্র নন্দিনি!
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্য-রাজবালা,
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি; তাঁর সহ নাম তব,
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্য-রত্ন-হারে,
মুকুতাসহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা॥

পদ্মাবতীর দোষগুণ।

ঘটনাবৈচিত্র্যে পদ্মাবতী শর্ম্মিষ্ঠা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু নাটকীয় চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে মধুসূদন ইহাতে শর্ম্মিষ্ঠার অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পদ্মাবতীতেও মধুসূদন স্ত্রী-চরিত্র চিত্রণেই সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পদ্মাবতী প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীচরিত্র-প্রধান নাটক। ইহার পুরুষ-চরিত্রগুলি ইহার স্ত্রীচরিত্রের সহিত তুলনায় অতি নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। গ্রন্থের নায়ক রাজা ইন্দ্রনীলকে কবি বীররূপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই; প্রেমের তরঙ্গে ইন্দ্রনীলের বীরত্ব ভাসিয়া গিয়াছে। সুর-রমণীগণ যাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যস্থ নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে যেরূপ গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা থাকা সঙ্গত, রাজা ইন্দ্রনীলের চরিত্রে তাহার কিছুই নাই। বিন্ধ্যারণ্যে দেবকন্যাগণের সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু সেরূপ গুরুতর ঘটনায় তাঁহার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইবার সম্ভাবনা, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই। দেবকন্যাগণের অন্তর্ধানের পরই রাজাকে বিদূষকের সঙ্গে রহস্যলিপ্ত করিয়া কবি তাঁহাকে চপল বালকের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা সুসঙ্গত হয় নাই। কলিরাজেরও চরিত্র যেরূপভাবে চিত্রিত দেখিবার জন্য পাঠকের আশা জন্মে, তাহা পূর্ণ হয় না। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় পদ্মাবতীতেও কবি, নাটকীয় পাত্রদিগের পরিচয় প্রদান স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লোকের মনে স্বভাবতঃ যেরূপ চিন্তা উদিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নাটকে "স্বগত"-রূপে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু দর্শক বা শ্রোতাদিগকে নাটকীয় পাত্র বিশেষের পরিচয় প্রদান জন্য, কোন কথা বলা "স্বগতের" উদ্দেশ্য নহে। কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতির চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। সংস্কৃত নাটক সমূহের অনুকরণেই মধুসূদন তাঁহার নাটকে এই সকল প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর মধ্যে একমাত্র শচীদেবীর চরিত্রই সজীব। হিন্দু পুরাণে শচীদেবীর নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অথবা কার্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া

যায় না। মধুসূদন গ্রীক আদর্শে তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে শচীদেবীর চরিত্র অবতারণা করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেরই বর্ণিত চরিত্র পরস্পর হইতে বিভিন্ন। বৃত্রসংহারে যে মহিমাময়ী রাজ্ঞী শচীদেবীকে আমরা দেখিতে পাই, তিলোত্তমাতেই তাহার প্রথম রেখাপাত হইয়াছে। পদ্মাবতীর শচী-চরিত্র হিন্দু পুরাণানুযায়ী নহে; ইহা গ্রীক আদর্শে কল্পিত। গ্রীক পুরাণের জুনো ক্রুরস্বভাবা, ঈর্ষাপরায়ণা, সৌন্দর্যাভিমানিনী এবং অসহনা। সপত্নী-সন্তানদিগকে তিনি অমানুষিক যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন; স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিতেও তিনি কুণ্ঠিতা হন নাই। পারিসের অতি তুচ্ছ অপরাধের জন্য তিনি ট্রয়নগরীর সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর সর্বনাশ করিয়াছিলেন। গ্রীক পুরাণের এই জুনোকে হিন্দু বেশভূষা প্রদান করিয়া মধুসূদন পদ্মাবতীর শচীরূপে অবতারিত করিয়াছেন। গ্রীকদেবী জুনোর ন্যায় পদ্মাবতীর শচীও সৌন্দর্যাভিমানিনী, ঈর্ষাপরায়ণা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিনীর উপর জয়লাভের জন্য সদসদ্‌বিচাররহিতা। সৌন্দর্য বিচারে তিনি ও মুরজাদেবী উভয়েই পরাজিতা হইলেও, প্রধানতঃ, তাঁহারই উদ্‌যোগে পদ্মাবতীর এবং রাজা ইন্দ্রনীলের তাদৃশ দুর্দশা ঘটিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে পদ্মাবতীর বিচ্ছেদ সংঘটন করাইয়াই তিনি পরিতৃপ্তা হন নাই। রাজা ইন্দ্রনীল যুদ্ধে হত হইয়াছেন—এই অলীক সংবাদও তিনি পদ্মাবতীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির সহিত বৈষম্যে কবি অপেক্ষাকৃত কোমল স্বভাবা মুরজাদেবীর চরিত্র পরিস্ফুটনের সমধিক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুরজা, রাজা ইন্দ্রনীলের ব্যবহারে অভিমানিনী হইলেও, শচীদেবীর ন্যায় সদসদ্‌-জ্ঞানশূন্যা নহেন। ইন্দ্রনীলের দণ্ডের জন্য নিরপরাধা বালিকা পদ্মাবতীকে চিরদুঃখিনী করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; প্রবলা সহযোগিনীর ভয়েই তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। জন্মান্তরীণ স্মৃতি জীবগণের হৃদয়ের উপর কিরূপ রাজত্ব করে, মুরজা ও পদ্মাবতীর পরস্পর সম্বন্ধে কবি তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন। মুরজাদেবীর কন্যা বিজয়াই ভগবতী পার্বতীর শাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দেবমায়ায় মুরজাদেবী তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। কিন্তু না পারিলেও, কি জানি কেন, তাঁহার হৃদয় পদ্মাবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি শচীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি, তোমার কি ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দিবার জন্য এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?" নৃশংস স্বভাবা শচীদেবী অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন; "কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়া ভাল। দেখ, দুষ্ট দমনের নিমিত্ত বিধাতা

সময় বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।” প্রবলা সহযোগিনীকে তাঁহার দুরভিসন্ধি হইতে নিরস্ত করিবার সাধ্য মুরজাদেবীর ছিল না; কিন্তু তাঁহার হৃদয় পদ্মাবতীর জন্য ব্যাকুলিত রহিল। ইহার পর, যখন তিনি পদ্মাবতীর সরল সুন্দর মুখখানি দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় একবারে স্নেহে বিগলিত এবং স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময় অবধি তিনি পদ্মাবতীর অনিষ্টচিন্তা হইতে বিরতা হইলেন; এবং পরে পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে শত শত বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যতদিন পদ্মাবতী মানবীরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন, ততদিন তাঁহার সঙ্গে পদ্মাবতীর পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি পদ্মাবতীর পুনঃপ্রাপ্তির আশায় আশ্বস্ত হইয়া, অলকায় প্রস্থান করিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদন তাঁহার সকল গ্রন্থেই স্ত্রীচরিত্র চিত্রণে সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নায়িকাদিগের ন্যায় পদ্মাবতীরও চরিত্র চিত্রণে, তাঁহার দক্ষতার অভাব হয় নাই। পদ্মাবতী সরলা বালিকার অতি সুন্দর আদর্শ। রতিদেবী, যখন চিত্রকরী বেশে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“রাজকুমারি, আপনি হচ্ছেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।” সরলা পদ্মাবতী তখন বলিলেন, “কেন, রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও ত তোমাদের মত মানুষ বৈ ত নয়।” রতিদেবী, পদ্মাবতীকে যে সকল চিত্রপট দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র একখানিতে অশোকবনস্থিতা সীতা দেবীর চিত্র অঙ্কিত ছিল। মেঘমালার মধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা সীতাদেবী অশোকবন আলোকিত করিয়াছিলেন। সমীপবর্ত্তী একটি বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হনুমানের নয়ন হইতে তাঁহার অবস্থা দর্শনে অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। চিত্রে এইরূপ অঙ্কিত ছিল। সরলাবালার হৃদয় সে দৃশ্যে বিগলিত হইল। পদ্মাবতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে সখীকে বলিলেন; “সখি, এ সকল ত্রেতা যুগের কথা, তবু এখনও মনে হলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়।” এইরূপ যেখানেই মধুসূদন পদ্মাবতীকে অবতারিত করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার সরলতার ও মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহের পর যখন কলিদেবের প্ররোচনায় উত্তেজিত রাজগণ বিদর্ভনগর অবরোধ করিল, তখন পদ্মাবতী আকুলহৃদয়ে সখীকে বলিলেন;—

“সখি, আমার মত হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্য কি ক্লেশই না পেলেন। আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে,

যদি ভগবতী পার্বতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে, আমাকে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বলতে পারে? হে বিধাতঃ। তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখ নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমায় তিরস্কার করি না; তুমি আমাকে অন্যের সুখনাশিনী করলে কেন?"

কোমলহৃদয়া বালিকার অতি মনোহর চিত্র! কোমলতা ও করুণা ব্যতীত পদ্মাবতীর চরিত্রের আর কোন উল্লেখযোগ্য গুণ নাই। হিন্দুবালিকার চরিত্রে আর কিইবা থাকা সম্ভব? মধুসূদন, পরে কৃষ্ণকুমারী নাটকে কুমারী কৃষ্ণার যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, পদ্মাবতীতে তাহারই প্রথম রেখাপাত হইয়াছে। নাটকীয় লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে পদ্মাবতী মধুসূদনের অপর দুইখানি নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু, তাহা হইলেও, ইহা কুমারী কৃষ্ণার ও শর্মিষ্ঠার সহোদরা হইবার অযোগ্য নয়।

পদ্মাবতীর ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পদ্মাবতীর ভাষা অনেকাংশে শর্মিষ্ঠার ভাষা অপেক্ষা নাটক রচনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

পদ্মাবতীর ভাষা।

ইহা সরল এবং অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতা শূন্য। মধুসূদন ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। পদ্যগুলি অমিত্রচ্ছন্দে লিখিত। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তনের জন্যই মধুসূদনের নাম বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়াছে। কিন্তু কি অবস্থায় তিনি অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল—বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য। ১০

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত কথোপকথন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ হইতে মধুসূদন কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মধুসূদন ইঁহাদিগের নিকট যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহাও অবগত আছেন। ইঁহাদিগের দুইজনের ন্যায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও মধুসূদনের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মধুসূদন কবি এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন কাব্যানুরাগী; সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পদিনেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হইয়াছিল। কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক সময়ে, নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেন। মধুসূদন যে সময় তাঁহার শর্মিষ্ঠা নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় একদিন নাটক ও অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে কথা পাড়িলে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন; "যতদিন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে ততদিন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই।" মহারাজা শুনিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ প্রবণতা, তাহাতে যে ইহাতে, কোন দিন, অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।" মধুসূদন বলিলেন; "আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদিগের ভাষাতেও অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।" মহারাজা বলিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদিগের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, কিন্তু আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।" মধুসূদন বলিলেন; "সত্য; কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" মধুসূদন এবং মহারাজার মধ্যে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর মধুসূদন বলিলেন; "আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে

তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রচ্ছন্দে কোন রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?" অপর কেহ সে অবস্থায় এরূপ কথা বলিলে হয়ত তিনি উপহাসাস্পদ হইতেন; কিন্তু মধুসূদনের শক্তি সম্বন্ধে তখন আর কাহারও অবিশ্বাস ছিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি তাহা হইলে পরাজয় স্বীকার করিব এবং আপনার অমিত্রচ্ছন্দে রচিত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিব।" আপাততঃ তুচ্ছ ঘটনা হইতে কত সময় যে কত মহৎ কার্য সম্পাদিত হয়, উপরিউক্ত ঘটনা তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। তাঁহাদিগের সেই কথোপকথনের ফলে বাঙ্গালা ভাষার পদ্যে যে ভবিষ্যতে কিরূপ পরির্তবন ঘটিবে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বা মধুসূদন কেহই তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষায় একটি সম্পূর্ণ নূতন ছন্দ প্রবর্তিত হইয়াছে; অথবা কেবল নূতন ছন্দ কেন? সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতা স্রোত এক অভিনব পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মধুসূদন যে পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উপরি উক্ত ঘটনাই তাহার কারণ। আদ্যোপান্ত অমিত্রচ্ছন্দে একখানি নাটক রচনার জন্য মধুসূদনের তখনই বাসনা ছিল; কিন্তু সেরূপ আমূল পরিবর্তন করিলে তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের আদরণীয় হইবে না ভাবিয়া, তিনি পদ্মাবতীর কলিদেবের অংশমাত্র অমিত্রচ্ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত উল্লিখিত কথোপকথনের পর হইতে তিনি মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যে, আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, তিনি যে দুই বাঙ্গালী কবির গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অনেক দিনের পর আবার তিনি তাঁহার সেই প্রিয় কবি কাশীদাসের ও কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জননী প্রকৃতির অনুগ্রহে তিনি কবি-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় প্রাচীন কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া, তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রবণতা বুঝিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্য হইতে তিনি অমিত্রচ্ছন্দের গঠন প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রিয়তাবশতঃ তাঁহার কর্ণ সহজেই শব্দের হ্রস্ব, দীর্ঘ নিরূপণে ও বর্ণসংস্থান জনিত মাধুর্য অনুভবে সক্ষম হইল। কিয়দ্দিনের মধ্যেই তিনি, তিলোত্তমার প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন। তখন কাহারও আর সন্দেহের কারণ রহিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে এবং স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুপণ্ডিত

তিলোত্তমা-সম্ভব রচনা।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, K. C. S. I.

ব্যক্তিগণ একবাক্যে, স্বীকার করিলেন যে মধুসূদন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন। সেদিন মধুসূদনের জীবনের যে কি আনন্দের দিন, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই মধুসূদনের আনন্দে আনন্দিত হইলেন। ডাক্তার মিত্র মহোদয়ের সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ তখনকার শিক্ষিত সমাজের অন্যতম মুখপাত্র ছিল। তিলোত্তমার প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ তাহাতে প্রকাশিত হইল। বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কাব্যের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ হইলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন আনন্দের সহিত, তাহার মুদ্রাঙ্কণের প্রতিশ্রুত ব্যয় প্রদান করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিলোত্তমা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

যে দেশে কোন গুণবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ সৌভাগ্যবান; কিন্তু যে দেশে গুণবানের সমকালে তাঁহার গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকেন, সে দেশ আরও অধিক সৌভাগ্যবান। পতিত বঙ্গভূমির বড়ই সৌভাগ্য যে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহাদিগের গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তির একান্ত অভাব হয় নাই। বঙ্গের আদি কবি বিদ্যাপতি হইতে মধুসূদন পর্যন্ত প্রত্যেকেরই জীবনে এ কথা সপ্রমাণ হইতে পারে। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের, মুকুন্দরাম রাজা রঘুনাথদেবের এবং ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির, মুকুন্দরামের এবং ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে তাঁহাদিগের উপজীব্য মহাত্মাগণের নাম যেমন জড়িত আছে, মধুসূদনের নামের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নামও তেমনি জড়িত থাকা সঙ্গত। সামান্য অর্থসাহায্যের জন্য নয়, মধুসূদনের প্রতিভা বুঝিয়া, তাঁহারা যে তাঁহার সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহাদিগের প্রশংসা। রত্ন ও কাঞ্চন পরস্পর মিলিত হইলে উভয়েরই সৌন্দর্য বর্ধিত হয়; গুণবানের সহিত গুণগ্রাহী পুরুষের সম্মিলন হইলে উভয়েরই গৌরব বর্ধিত হইয়া থাকে। ইঁহারাও যেমন মধুসূদনের প্রতিভার সম্মান করিতেন, মধুসূদনও তেমনই ইঁহাদিগের গুণগ্রাহিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সম্বন্ধে মধুসূদনের মনের ভাব কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনেরও সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ইঁহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। সাহিত্য সম্বন্ধে ইঁহার মতামতের উপর তিনি বিশেষ আস্থা সংস্থাপন করিতেন। তাঁহার কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তিনি

প্রথমে ইঁহাকে দেখাইয়া এবং ইঁহার পরামর্শানুযায়ী সংশোধন করিয়া, পরে তাহা প্রকাশিত করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন যখন বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর লোককে তাঁহার সাহিত্য-শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন; উপহাস, ব্যঙ্গ এবং কটূক্তি যখন তাঁহার উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইত, তখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় দুই চারিজন গুণগ্রাহী সুহৃদের আশ্বাসবাক্য ও সহানুভূতিই তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দ-পক্ষপাতী লোকের অভাব নাই, কিন্তু তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশের সময়ে এ অবস্থা ছিল না। সে সময় যাঁহারা ইহার প্রচার সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সম্মানের পাত্র। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিতেছি। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় যে কি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিবে, মধুসূদনের ন্যায় মহারাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কার্যের প্রারম্ভে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ কার্যের সূচনা দেখিয়াই তাহার পরিণাম বুঝিতে পারেন, এবং সেইজন্যই সমাজে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য-সংসারে, তখনও, একরূপ অপরিচিতনামা মধুসূদন, অপ্রচলিতচ্ছন্দে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দেশের অনেক কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; এই সময় ভবিষদ্বক্তার ন্যায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যে সেই কাব্যের ভাবি গৌরব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার দূরদর্শিতার পক্ষে অবশ্যই বিশেষ গৌরবজনক। মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমা সম্ভব-কাব্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এবং যে অবস্থায় তিলোত্তমা রচিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগের উভয়ের জীবনে চিরস্মরণীয় কবিবার জন্য, উভয়ের উপহার প্রদানকালীন অবস্থার একখানি ছায়াচিত্র (Photograph) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মধুসূদন তিলোত্তমা উপহার দিতেছেন এবং মহারাজা তাহা গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাবের ছায়াচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন সাহিত্যের পক্ষে কিরূপ মহৎ কার্য বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা ছিল, উপরিউক্ত ঘটনা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। মধুসূদন তিলোত্তমার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে উপহার প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

তিলোত্তমা-সম্ভব সম্বন্ধে মধুসূদনের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভবিষ্যৎ বাণী।

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের ফল, সদ্যঃ, পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্ব্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"*

মধুসূদনের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে কিনা, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিফল হয় নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব হইতে বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক উন্নততর যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।† মধুসূদন তাঁহাকে তিলোত্তমার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি উপহার প্রদান করিলে মহারাজা তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বঙ্গভাষার অমিত্রচ্ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য যাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তিনি তাহার অনুপযুক্ত নহেন।

MY DEAR SIR,

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own hand-writing! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves, I feel sure that my

* তিলোত্তমার উৎসর্গ পত্র।

† পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার সাবিত্রী লাইব্রেরীতে অভিব্যক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "আমরা মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। তিলোত্তমা-সম্ভবের পর যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।"

descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscripts in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.

I quite forgot to mention in my last letter that I have read পদ্মাবতী with the greatest pleasure; and how could it be otherwise when the book owes its authorship, to you? The style is neat and colloquial (perhaps in some places a little too much so) and many of the sentiments are rich and fanciful. The story, being quite of a novel sort in the Bengali language, is highly entertaining and the interest in it is well preserved to the very last; in short, the play is well worthy of the author of *Sharmista*; but you must excuse me, my dear sir, if I still betray a greater leaning towards our favourite দৈত্যরাজবালা। It may be that a longer and more intimate acquaintance with her has made me partial to her merits; but this is simply a matter of opinion, and I hope you will not take my remarks amiss.

Praying sincerelv that you may live long to adorn the literature of our mother country with your inestimable contributions.

I remain,
Very sincerely yours.

22nd May, 1860. J. M. Tagore.

আমরা বলিয়াছি যে, আদ্যোপান্ত অমিত্রচ্ছন্দে একখানি নাটক রচনার জন্য মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পাছে তাঁহার নাটক অভিনয়োপযোগী ও সাধারণের প্রীতিকর না হয়, সেই ভয়ে তিনি সহসা তাঁহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। এখন সাধারণ যাত্রাওয়ালা হইতে বিদ্যালয়ের বালকেরা পর্যন্ত অমিত্রচ্ছন্দ সুচারুরূপে আবৃত্তি করিতে পারে; কিন্তু তখন

অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও অমিত্রচ্ছন্দ পাঠ করিতে কৌতুকজনক ভ্রম করিতেন। অমিত্রচ্ছন্দ যে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী হইবে, কেহই তখন তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু মধুসূদন এই সময়েই বুঝিয়াছিলেন যে, অমিত্রচ্ছন্দ রঙ্গমঞ্চের অনুপযোগী হইবে না। তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, মহারাজা তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন তাঁহার নিকট কিরূপ সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইতেন। পত্রখানি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের তৃতীয় অধ্যায় রচিত হইবার পরে লিখিত।

MY DEAR SIR,

Here is the third book of your poem. I have marked a few passages which in my humble opinion require annotatiors, either for the want of perspicuity, to some extent, or for the mythological references which are obscure to the general reader without the help of explanatory notes. I have also taken the liberty to make a few remarks here and there, which, however, I submit to your judgment to determine how far they are just.

I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be done with great caution and judgment. Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in blank-verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear. But care must be taken that they may, in the first instance, be not scared away by the rugged grandeur of this form of versification nor disgusted by the rounded periods, replete with phrases, which are jargon to the untutored ears of many; for that would make the

thing at once unpopular and injure the cause for many years to come. Such are my sentiments on the subject, but I need hardly add that I am always open to correction. I am sorry to say, however, that I cannot hold out much hope as to your seeing, soon, such plays acted on the stage; for I am led to believe that the Rajas will have no more Bengali plays at the Belgachia Theatre, and as for my brother's stage, I am afraid that Malabika must be the first and the last drama that is represented there.

Apologising for the length of this letter, I remain, with best regards.

Yours very sincerely,
J. M. Tagore.

কি অবস্থায় তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য রচিত হইয়াছিল আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এইবার ইহার বর্ণনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তিলোত্তমাসম্ভবের বর্ণনীয় বিষয়।

তিলোত্তমা-সম্ভব সুন্দ, উপসুন্দের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সুন্দ উপসুন্দের উপাখ্যান পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। সহস্রবর্ষব্যাপী সংগ্রামের পর দেবগণ, দৈত্যবীরদ্বয়ের প্রচণ্ড ভুজবল সহ্য করিতে না পারিয়া, দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিয়াছেন। দেবগণের বিলাস-নিকেতন স্বর্গপুরী দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে। বায়ু, অগ্নি, যম প্রভৃতি দিক্‌পালগণ, পলায়ন করিয়া, ব্রহ্মলোকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র, এই বিপৎপাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হিমাচলের নিভৃত শৃঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। সুরলোকের এই অবস্থার সঙ্গে তিলোত্তমা-সম্ভব আরব্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই ধবলাচলের গম্ভীর মূর্তি পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সে দৃশ্য অতি ভীষণ এবং অতি বিস্ময়কর। সেখানে বৃক্ষলতা নাই, পশুপক্ষী নাই, বনচর প্রাণীমাত্র নাই। কেবলই চিরধবল তুষার-স্তূপ, তপোনিমগ্ন ব্যোমকেশের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিমাচলের চিরান্ধকারময় গহ্বর হইতে জলস্রোত, পাতালবাহিনী ভোগবতীর ন্যায় মহা কোলাহলে নিঃসৃত হইতেছে। পর্বতোত্থিত প্রচণ্ড বায়ু, রুদ্রের প্রলয়কালীন নিশ্বাসের ন্যায়, প্রবাহিত হইতেছে; এবং ভূতনাথের অনুচর ভূতগণের ন্যায় জলদজাল ধবল শৃঙ্গের চতুর্দিকে অবিরাম উড্ডীয়মান হইতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র একাকী এই নির্জন স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। স্বর্গপুরীর বিলাস-সামগ্রীসমূহ অপ্সরাগণের নৃত্যগীত, এবং দিক্‌পালগণের বাহুবল, সমস্তই, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বাত্যাবলে সমুদ্রগর্ভ হইতে কূলে নিক্ষিপ্ত মৎস্যরাজ তিমির ন্যায় দেবরাজ এক্ষণে অসহায় ও আশ্রয়-শূন্য; তাঁহার জ্যোতির্ময় অস্ত্র বজ্র, ধনু এবং তূণ, তাঁহার সম্মুখে, লুণ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদিবনাথ, অনাথের ন্যায়, আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছেন। তিলোত্তমার এই প্রারম্ভ অংশ গাম্ভীর্যে কীট্‌স্ (Keats) প্রণীত হাইপিরিয়নের (Hyperion) অনুরূপ।

দৈত্য প্রপীড়িত দেবরাজের হিমাচল-শৃঙ্গে অবস্থিতি।

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইয়া আসিল এবং সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া হিমাচল-শৃঙ্গে পতিত হইল। রজনীদেবী, চিরসহচরী নিদ্রাদেবীকে সঙ্গে লইয়া ধবল-শিখরে পদার্পণ করিলেন। দেবরাজ চিন্তামগ্ন; প্রণতা দেবীদ্বয়কে সম্ভাষণ করিলেন না। যাহাতে নিদ্রাগমে দেবরাজ তাঁহার মর্মান্তিক যাতনা বিস্মৃত হইতে পারেন, তজ্জন্য নিশাদেবী, নিদ্রাদেবী এবং স্বপ্নদেবী প্রত্যেকেই আপন আপন সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্যম নিষ্ফল হইল। উৎকণ্ঠায় দেবরাজ একবারও চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিলেন না। দেবীগণ বুঝিতে পারিলেন যে, দেবরাজমহিষী শচীদেবী ভিন্ন আর কাহারও এ অবস্থায় দেবরাজকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি নাই। স্বপ্নদেবী তখন শচীদেবীকে ধবল-শিখরে আনয়নের জন্য, আকাশ-পথে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণকাল পরেই

"আচম্বিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল,
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর পথে; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিলা দরশন;
শতেক যোজন বেড়ি আলোকমণ্ডল
শোভিল আকাশে যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা লেখা বক্র চক্ররূপে।"

সেই আলোকমণ্ডলের অভ্যন্তরে

"চরণ যুগল রাখি মেঘবর শিরে,

নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশচক্র পড়িয়ে রাজীব পদতলে
পূজা ছলে বসে সেথা সুখের সদন।
কাঞ্চন মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু, পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী—কামবধু রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে।

*　　*　　*　　*

অলিপংক্তি—রতিপতি ধনুকের গুণ—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমলনয়নযুগোপরি মধু আশে।

*　　*　　*　　*

পদ্মরাগ খচিত পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র, সু অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা।

*　　*　　*　　*

ভুবনমোহিনী দেবী বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বর পথে মৃদুমন্দগতি।”

শচীদেবীর আগমন।

পৌলোমীর আগমনের সঙ্গে চিরতুষারাবৃত ধবল-শৃঙ্গে সহসা বসন্তঋতুর আবির্ভাব হইল। এই অকাল-বসন্তোদগম মধুসূদন কুমার-সম্ভবের আদর্শে রচনা করিয়াছেন। বৃক্ষ সকল পল্লবিত এবং লতিকাগণ মঞ্জরিত হইল। মধুপ কুল, মকরন্দ-লোভে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে, সেখানে উপস্থিত হইল এবং বসন্ত-দূতের কলকণ্ঠে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। রতির নিঃশ্বাসের ন্যায় সুরভি সমীরণ চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; এবং পর্বতের পাষাণ-দেহ বিদীর্ণ করিয়া শত শত উৎস উৎসারিত হইল। মণি-মুক্তা-খচিত সোপান অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রানী ধবল-শিখরে আরোহণ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে এক হৈমমরকতময় সিংহাসন প্রসারিত রহিয়াছে। সহস্র সহস্র কুসুম-সুশোভিত পাদপ শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া তাহার উপর এক সুন্দর কুসুমাস্তরণ নির্মাণ করিয়া

রাখিয়াছে। সেই কুসুমবিতানের অভ্যন্তরে কুসুমলক্ষ্মীরূপিণী, কমলবসনা—
—কমলভূষণা—কমলায়ত-নয়না—কমলবাসিনী-সদৃশী—নগ-বালিকাগণ, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে অর্ঘ্য, কাহারও হস্তে ধূপদান, এবং কাহারও হস্তে বা বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। ইন্দ্রানীকে দেখিবামাত্র পার্বতীয়া যুবতীগণ, মহানন্দে নৃত্যগীত করিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। নগ-বালিকাগণ নিস্তব্ধ হইলে শচীদেবী দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে কনকময় সিংহাসনে দেবরাজ আসীন রহিয়াছেন। পৌলোমীর চির-পরিচিত পদশব্দে দেবেন্দ্রের বিষাদ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি সমদুঃখ-ভাগিনী পত্নীকে, সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, দিক্‌পালগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রানী বলিলেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দেবেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দেবরাজ শুনিবামাত্র তাঁহার তেজঃপুঞ্জ ব্যোমযান স্মরণ করিলেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া সপত্নীক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি দেবদম্পতীর ব্রহ্মলোকে গমন, অতি নৈপুণ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। দেবযান, মেঘলোক ভেদ করিয়া এবং রথচক্রের ঘঘর শব্দে দিগ্বারণগণকে উদ্বোধিত করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে দেবদম্পতী নীলাম্বু মধ্যস্থিত রত্নোদ্বীপের ন্যায় চন্দ্রলোক এবং রাশিচক্র মধ্যস্থিত সূর্যলোক অতিক্রম করিলেন। দেবযান আরও ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। অকস্মাৎ সহস্র দিবাকরপ্রভা সদৃশী প্রভা দেবদম্পতীর নয়ন যুগল ঝলসিত করিল। সেই অদৃষ্টপূর্ব আলোক দর্শনে পৌলোমী সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলেন, দেবরাজ অক্ষি আবৃত করিলেন এবং মাতলি সারথি, সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় রথের রশ্মি ছাড়িয়া দিলেন। দেবযানের অচঞ্চল পতাকা সেই অদ্ভুত আলোকে দিবাভাগে ধূম-কেতুর ন্যায় বিমলিন হইল। রথ দেখিতে দেখিতে কারণ-সলিল-বক্ষে-বিরাজিত ব্রহ্মলোকের সমীপবর্তী হইল। অসুর-ভয়-ভীত সুরসৈনিকগণ ব্রহ্মলোকের দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বহুদিনের পর দেবরাজকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; এবং বায়ু, যম, অগ্নি প্রভৃতি দিকপালগণ আসিয়া দেবরাজকে বেষ্টন করিলেন। উপস্থিত বিপৎপাতে কি করা কর্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্য দেবরাজ দিক্‌পালগণের সঙ্গে মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবদম্পতীর ব্রহ্মলোকে গমন।

এই মন্ত্রণা-সভার বক্তৃতা হইতে মধুসূদন বায়ু ও যম প্রভৃতি দিক্‌পালগণের প্রকৃতি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃত্র-সংহারে আমরা যে সকল মনোহর চিত্র প্রাপ্ত হই, তিলোত্তমাসম্ভবে তাহার অনেকগুলির প্রথম

রেখাপাত হইয়াছে। পাতালপুরস্থিত দেবগণের সভা, সুমেরুশৃঙ্গে দেবরাজের তপশ্চর্যা, ব্রহ্মলোক, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার ভবনে বজ্র-নির্মাণ প্রভৃতি বৃত্রসংহারের কবি দেবেন্দ্রকে উচ্চ আদর্শে গঠিত করিয়াছেন, তাহারও আদর্শ তিলোত্তমায় লক্ষিত হইবে। পৌরাণিক ইন্দ্র বিলাসী, ইন্দ্রিয়সেবক এবং অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষাপরায়ণ। অপরের সুখ ও সৌভাগ্য বিলুপ্ত করিয়া আত্ম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার অভ্যাস ও প্রকৃতি। আশ্রিত জনের জন্য উৎকণ্ঠা এবং বিজিত শত্রুর প্রতি দয়া তাঁহার চরিত্রে বড় লক্ষিত হয় না। কিন্তু তিলোত্তমার ইন্দ্র কর্তব্যনিষ্ঠ, আশ্রিতজনের দুঃখে দুঃখিত, এবং ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর-শীল। নিজের দুঃখে তিনি দুঃখিত নহেন; তিনি বিধাতাকে বলিয়াছিলেন;

দেব-সভা।

ইন্দ্র-চরিত্র।

"* * কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী,
সৃজন, পালন, লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি, কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
* * * হায়রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর আশ্রিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা।"

বায়ু ও যমের সৃষ্টিধ্বংসের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন;

"পালিতে এ বিপুল জগৎ,
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন,
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম, জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ?"

পৌরাণিক ইন্দ্র-চরিত্র মধুসূদনই, প্রথমে, এইরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৃত্রসংহারে ইহারই পূর্ণতাসাধন হইয়াছে। বৃত্রসংহারের কবির মৌলিকতা অপনোদনের জন্য আমরা এ সকল কথা বলিতেছি না; তিলোত্তমার কোন, কোন চিত্র বঙ্গের আর একজন প্রতিভাবান্ কবির কল্পনা উদ্দীপনে কিরূপ কার্য করিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। দেবরাজকে আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত করা

মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দেবরাজ আদর্শ পুরুষ হইলে, সরল-প্রকৃতি অসুর বীরদ্বয়ের উচ্ছেদের জন্য, তিলোত্তমাকে প্রেরণ করিতে পারিতেন না রাজনীতি ও ধর্ম, জগতে এ পর্যন্ত স্বতন্ত্র বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, মধুসূদনও তাহার অন্যথা করেন নাই। দেবরাজের চরিত্রের ন্যায় তিলোত্তমার অন্যান্য দেবগণেরও চরিত্র যথাযোগ্য সুরক্ষিত হইয়াছে। সমবেত দেবগণের প্রত্যেকেই আপন, আপন প্রকৃতি অনুসারে দেবরাজকে পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। সৃষ্টিনাশই যমের ব্যবসায়; দয়া মায়া অন্তকের ধর্ম নয়। তিনি বলিলেন, এ অপমান সহ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নয়।

যম।

অতএব

"এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অতল জলতলে ॥"

বায়ু। বায়ু স্বভাবতঃ চঞ্চল, একবার উত্তেজিত হইলে আর রক্ষা নাই; যমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন;

"দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা
এ ব্রহ্মমণ্ডলে, দেখ সবে, মুহূর্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুলসুন্দর,
বাহুবলে ত্রিজগৎ লণ্ড ভণ্ড করি ॥"

কার্ত্তিকেয়। কার্ত্তিকেয় সৈনিক পুরুষ; দ্বিরুক্তি ব্যতীত প্রভুর আদেশ প্রতিপালনই সৈনিকের প্রধান ধর্ম। তিনি বলিলেন, যুদ্ধে যাহা সম্ভবপর, আমরা তাহা করিয়াছি; বিধাতার ইচ্ছার কে মর্মোদ্ভেদ করিতে পারে? অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্তন করাই আমাদিগের কর্তব্য।

"কিসের কারণে
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা যাহা ইচ্ছা করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ?"

যক্ষরাজ ধনাধীশ্বর; সৌন্দর্যের ও ঐশ্বর্যের প্রতি অনুরাগই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। ধনবান্‌গণ ক্ষতিলাভ গণনায় সর্বদা অভ্যস্ত; ধনাধিপ, বায়ুর ও

যমের কথা শুনিয়া, বলিলেন ; সেকি, পৃথিবী বিনাশ ? এই ধনধান্যে অলঙ্কৃতা,

কুবের। ফলরত্নে সুশোভিতা, বসুমতীকে আমাদিগের মধ্যে কে এমন নিষ্ঠুর আছেন যে, দৈত্যগণের প্রতি আক্রোশ বশতঃ, বিনাশ করিবেন ?

"কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি ?"

প্রিয়জন রোগাক্রান্ত হইলে প্রণয়ী-হৃদয়, কি তাহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া, তাহার কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিয়া থাকে ? তবে দৈত্যগণের প্রতি আক্রোশ বশতঃ পৃথিবী বিনাশের কথা কেন ?

বরুণ জলাধিপতি ; গাম্ভীর্য ও শান্তি তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষণ ; তিনি বলিলেন ;—

বরুণ।

"আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি,
অধীন যে জন, কহ স্বাধীনতা কোথা,
সে জনের ? দাস সদা প্রভু আজ্ঞাবাহী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি,
দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা।
চল যাই ধাতার সমীপে দেবগণ।
সাগর আদেশে যথা তরঙ্গ নিকর,
ভীষণ নিনাদে ধায় সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর সাগর পাশে যায় তারা ফিরি,
হীনবল ; চল মোরা যাই দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি—পদ্মাসন পিতামহ।"

বরুণের মুখে প্রতিহত সাগর-তরঙ্গের সহিত পরাজিত দেবগণের তুলনা যেমন সুন্দর, তেমনই স্বভাব-সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মার নিকট গমনই শেষে, সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইল। তিলোত্তমা-সম্ভবের এই অংশ মধুসূদন কুমারসম্ভবের আদর্শে রচনা করিয়াছেন। দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তব, অবিকল কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত হইয়াছে। দেববাক্য চিরদিনই প্রহেলিকাময় ; বিধাতা দেবগণের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন ;

* * "ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।"

দেবতারা, বিধাতার এই প্রহেলিকাময় আদর্শের মর্মভেদ করিতে সক্ষম না হইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে, তাহার অর্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময় দৈববাণী হইল ;

"আনি বিশ্বকর্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায় অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
* * * * *
তাহ'তে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"

দেবরাজ, শুনিবামাত্র বিশ্বকর্মাকে আনয়নের জন্য, বায়ুদেবকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বায়ুদেবের বিশ্বকর্মার পুরীতে গমনের প্রসঙ্গে কবি পথ-মধ্যস্থিত সূর্যলোক, চন্দ্রলোক এবং সেই সঙ্গে যমপুরী প্রভৃতির চিত্র পাঠকদিগের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে আমরা যম-লোকের যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রাপ্ত হই, তিলোত্তমায় তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। প্যারাডাইস লষ্টের নরকের ন্যায় বিশ্বকর্মার বাসভবন উত্তরমেরুকে মধুসূদন ব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্ন স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। বিধাতা সৃষ্টিকালে উত্তরমেরুকে জগতের সীমারূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিমিরময় মহাসমুদ্র তাহার অপর পার্শ্বে বিরাজিত। অকূল পর্বতাকার তরঙ্গসমূহ সেই সমুদ্রবক্ষে মহাকোলাহলে উত্থিত হইতেছিল। বিশ্বকর্মা বায়ুদেবকে দেখাইলেন ;—

* * * "ওই দেখ তিমির সাগর,
অকূল পর্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে, নিরবধি, মহা কোলাহলে ;
কে জানে জল কি স্থল, বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা,
সৃষ্টিকালে, বসে যম, দেখ ওই পাশে॥

সেই মহাসমুদ্রের কূলে দেব-শিল্পীর বাসভবন ; সেখানে

"ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
দ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যথা
মেঘাবৃত আকাশে ; * * *
* * * ধাতু রাশি রাশি

শৈলাকার। মূর্তিমান দেব বৈশ্বানরে
পাই, সোহাগায় সোনা গলিছে সোহাগে
প্রেমরসে, বাহিরিছে রজত জ্বলিয়া
পুটে; * * * *
* * * লৌহ যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি মহারাগে ধাতু
জ্বলে, অগ্নি সমতেজ, অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
জ্বলিছে।"

বৃত্রসংহারে আমরা বিশ্বকর্মার শিল্পাগারের যে সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই, তিলোত্তমায় তাহার এইরূপ প্রথম রেখাসন্নিবেশ হইয়াছে; ছায়া ও আলোক-পাতের গুণে হেমচন্দ্র তাহাকে আরও অধিক পরিস্ফুট ও মনোজ্ঞ করিয়াছেন।

তিলোত্তমার উৎপত্তি।

বায়ুরাজের মুখে দেবেন্দ্রের আহ্বান অবগত হইয়া বিশ্বকর্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তাঁহার তপোবলে সৃষ্টির স্থাবর, জঙ্গম সকল পদার্থ ব্রহ্মলোকে আকৃষ্ট হইল। দেবশিল্পী, তাহা হইতে তিল তিল আকর্ষণ করিয়া, তিলোত্তমার দেহ নির্মাণ করিলেন, স্বয়ং বীণাপাণি আসিয়া তিলোত্তমার রসনায় উপবিষ্টা হইলেন;

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেবশিল্পপতি
জীবাইলা কামিনীরে—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা, প্রভা যেন আহা মূর্তিমতী।

দেবগণ সেই অদৃষ্টপূর্বা নারী দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। সেই সময় দৈববাণী হইল;

"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে
(অনুপমা বামাকুলে) যথা অমরারি
সুন্দ, উপসুন্দাসুর; * * *
* * * এ মাধুরী হেরি,
কামমদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল, তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"

মধুসূদন যে বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এইখানেই শেষ হইয়াছে। তিলোত্তমার "সম্ভব" হইতেই তাঁহার কাব্যের

উপসংহার হওয়া কর্তব্য। কিন্তু পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি আরও এক সর্গ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তিলোত্তমার সাহায্যে দেবগণের বিজয়লাভ কীর্তন করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে কাব্যের এই সর্গই সর্বোৎকৃষ্ট।

তিলোত্তমার উপসংহার।

এই সর্গে আমরা দেখিতে পাই, বিজয়ী দৈত্যবীরদ্বয়, বিহারার্থ, বিন্ধ্যারণ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন;—দৈত্যপুরী আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ। দৈত্যবীরদ্বয় দিব্যাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের কণ্ঠে পারিজাত মাল্য এবং মস্তকে রাজছত্র শোভা পাইতেছে। বীতিহোত্র-মূর্তি শত শত দৈত্যবীর, তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বন্দীগণ উচ্চৈঃস্বরে জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং নর্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। মৃদঙ্গ, বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ অনবরত ধ্বনিত হইতেছে, এবং কস্তুরী, চন্দন ও পুষ্পদাম চতুর্দিকে বর্ষিত হইতেছে। দৈত্য-সৈনিকগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ সুখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতেছে; কেহ জলক্রীড়া করিতেছে; কেহ বা নির্জনে প্রণয়িনীর অঙ্গ কুসুমাভরণে সুশোভিত করিতেছে। চতুর্দিকে স্তূপাকারে অস্ত্র, শস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে, এবং তাহার নিকট উপবেশন করিয়া দৈত্যযোধগণ, দেবগণের সহিত সংগ্রামে দেবসৈনিকদিগের লাঞ্ছনা এবং আপনাদিগের বীরত্ব পরস্পরের নিকট কীর্তন করিতেছে। দেবরাজ, দৈত্যকুলভুজঙ্গিনী তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া, বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। যেখানে দৈত্যবীরদ্বয় বিহার করিতেছেন, তিলোত্তমা, দেবেন্দ্রের আদেশে, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও স্বয়ং কামদেব অদৃশ্য ভাবে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিলোত্তমার বিলাসলীলা কবি অতি দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। অপরিচিত কুসুমবনে কুরঙ্গিনী যেমন সন্ত্রস্তা এবং প্রতি পদে চমকিতা হইয়া ভ্রমণ করে, বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়া তিলোত্তমাও সেইরূপ সভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। পত্রের মর্মরে, মলয় বায়ুর হিল্লোলে, অলির ঝঙ্কারে এবং আপনার পদস্থিত নূপুরের নিক্কণে তিলোত্তমার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। তিলোত্তমার ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া বিন্ধ্যারণ্যবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। বনদেবী কুসুমদাম গ্রথিত করিতেছিলেন; তিলোত্তমাকে দেখিয়া, অলকান্ত উত্তোলন পূর্বক, অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বনদেব তপস্বী, নয়নযুগল মুদিত করিলেন; এবং বিন্ধ্যারণ্য-বিহারী মৃগেন্দ্র, জগদ্ধাত্রী ভ্রমে তাঁহাকে পৃষ্ঠাসন প্রদান করিল। সরোবরের নির্মল জলে আপনার প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া তিলোত্তমা, মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ইভের (Eve) ন্যায় আপনার রূপে আপনি বিমোহিত হইলেন। কাননপথে ভ্রমণ করিবার সময়,

* * * কত স্বর্ণলতা
সাধিল, ধরিয়া আহা রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদনমদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ গুণ করি,
আরাধিলা অলিদল, কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া, সুন্দরী ভানু-বিলাসিনী,
তরু-মূলে, ফুল-ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা, সখিভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা, সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিনী—পর্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল. হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে।
* * * * * *
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহু, অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা।

এদিকে দৈত্যবীরদ্বয় মহানন্দে বনবিহার করিতে করিতে যেখানে তিলোত্তমা নিকুঞ্জাভ্যন্তরে উপবিষ্টা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিলোত্তমার বরবপুর সৌরভে কানন আমোদিত হইতেছিল। সেই অপূর্ব সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরকে বলিলেন ;

* * * কি আশ্চর্য দেখ,
দেখ ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল ?
আইস, দেখি, কোন ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন।"

কিন্তু কুসুম নয়, তাঁহাদিগের সর্বনাশের জন্য, কুসুমাবৃতা ভুজঙ্গিনী সেই বনে আবির্ভূতা হইয়াছিল। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিতে পাইলেন, প্রস্ফুটিত কুসুমদামের

অভ্যন্তরে কুসুমলক্ষ্মীরূপিণী তিলোত্তমা শোভা পাইতেছেন। সেই অপূর্ব মূর্তি দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় বিস্মিত হইলেন। সুন্দ কনিষ্ঠ উপসুন্দকে বলিলেন ;

"কি আশ্চর্য দেখ ভাই, * *
* * * নিকুঞ্জ মাঝারে
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নি-শিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী। চল, যাই ত্বরা পূজি পদযুগ ;
দেবীর চরণপদ্ম—পদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজি।

মোহমুগ্ধ ভ্রাতৃদ্বয়, মহাশক্তি ভ্রমে, তিলোত্তমার চরণ-যুগল পূজার জন্য ধাবিত হইলেন ; এদিকে মধুসহ মন্মথ, অন্তরীক্ষ হইতে, শরজালে তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। উন্মত্তের ন্যায় উভয়েই, এক সময়ে তিলোত্তমার এক একটি কর ধারণ করিলেন। দৈত্যকুলের সর্বনাশ হইল। কামাভিভূত উপসুন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে, রোষভরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;

"* * কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে
ভ্রাতৃবধূ তব বীর ? * *

সুন্দ বলিলেন,

"বরিণু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি ! আমার ভার্যা, গুরুজন তব,
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"

ক্রমে, রোষাবেশে, উভয়েই শাণিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিলেন। বিধাতার নির্বন্ধ পূর্ণ হইল ; উভয়ের অস্ত্রে উভয়ে আহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

দৈত্যবীরদ্বয়ের নিধন-সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র দেবগণ দৈত্য-দেশ বেষ্টন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দৈত্যপুরী শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল। অন্যান্য দেবগণকে নিষ্ঠুরের ন্যায় পরাজিত দৈত্যবীরদিগকে বিনাশ করিতে দেখিয়া দেবরাজ শঙ্খধ্বনি পূর্বক সকলকে নিবারণ করিলেন। তিলোত্তমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে কবি দেবরাজ সম্বন্ধে যে উচ্চ আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন, চতুর্থে সর্গে তাহারই অনুক্রম লক্ষিত হয়। দেবরাজের আদেশে দৈত্যবীর-

দ্বয়ের দেহ চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিতায় ভস্মীভূত হইল। তাঁহাদিগের পত্নীগণ, তাঁহাদিগের অনুগামিনী হইয়া, স্বর্গগমন করিলেন; দেবকার্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইল। তিলোত্তমা, দেবেন্দ্রের আজ্ঞায়, সূর্য্যলোকে প্রস্থান করিলেন; তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য সমাপ্ত হইল।

তিলোত্তমা-সম্ভবে মধুসূদন আদ্যোপান্ত পৌরাণিক ঘটনার অনুসরণ করেন নাই; ইহার অনেক স্থানই তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত, অথবা অন্যান্য কাব্যের ছায়াপাতে গঠিত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় তিনিও বিবিধ কাব্য হইতে তিল, তিল রূপে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থ হইতে তিল, তিল গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি, যেমন ভারতীয় প্রাচীন কবিগণের উৎকট কল্পনার নিদর্শক, যে অভিনব আকারে মধুসূদন তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন, তাহাও তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। চিরতুষারাবৃত হিমাচলে দেবরাজের অবস্থিতি, বায়ুদেবের বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন এবং উত্তর মেরুস্থিত বিশ্বকর্ম্মার পুরী প্রভৃতি বিষয়গুলি অতীব বিস্ময়কর। তিলোত্তমার ভাষাও বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী। ইহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানিরই ভাষা অথবা ভাব ইহার ন্যায় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নহে। কিন্তু এই সকল গুণের সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভবে কতকগুলি দোষও বর্ত্তমান আছে। ইহার ভাষা অনেক স্থলে কর্কশ, ইহার ভাব, পুঞ্জীকৃত অলঙ্কারের সমাবেশে, অনেক স্থলে দুর্বোধ্য; এবং প্যারাডাইস্ লষ্টের ন্যায় ইহাতেও (human interest) মানবচিত্তাকর্ষক ঘটনার অধিক উল্লেখ নাই। আমরা ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রকৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু আকৃষ্ট হই না। ইহা আমাদিগেরই ন্যায় রক্তমাংসময় নর-নারীর প্রকৃতি, এরূপ ভাবিয়া আমরা সহানুভূতি করিতে পারি না। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় ইহারও চরিত্রগুলি সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। মধুসূদন তখন অনভিজ্ঞ, নবীন লেখক ছিলেন; নির্ম্মাণ-কৌশল তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। তিনি নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষার উপর তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই; তিনি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় যে কোন্ অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তাঁহার স্বদেশীয় পাঠকগণ তাঁহার গ্রন্থ কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল; সুতরাং তিনি সঙ্কুচিত চিত্তেই হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন তিলোত্তমার

তিলোত্তমাসম্ভবের দোষগুণ।

মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; পাছে গ্রন্থের কলেবর বর্ধিত হইলে মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় অধিক হয়, সেই ভয়ে তিনি তাঁহার কাব্যোক্ত বিষয়গুলিও ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ধিত করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে এবং প্রথম উদ্যম বলিয়া তাঁহার অন্যান্য কাব্যের অপেক্ষা তিলোত্তমার অধিক দোষ লক্ষিত হইবে। মধুসূদন নিজেও তাহা জানিতেন এবং সেইজন্য য়ুরোপে থাকিতে, তিলোত্তমা-সম্ভব নূতন আকারে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভাষার কর্কশতাবশতঃ তিলোত্তমা-সম্ভব, মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, সাধারণের প্রিয় নয়। কিন্তু যে কেহ সেই কর্কশ ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া, ইহার মাধুর্য অন্বেষণ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা সম্পূর্ণরূপেই মেঘনাদবধ-কাব্যের পূর্বগামী হইবার যোগ্য। রঘুবংশের কবি বলিয়াছেন যে, সহকারের সুমিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলে লোকে তাহার মঞ্জরীকে বিস্মৃত হয়। মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গীয় পাঠকও তেমনই তিলোত্তমার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি মধুসূদনের প্রতিভাব ক্রমবিকাশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে মেঘনাদবধ পাঠের পূর্বে একবার তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিতে বলি।*

* মধুসূদন তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠার ন্যায় ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রথম অংশ গাম্ভীর্যে বাঙ্গালা তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথমাংশের অনুরূপ। নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

English Translation of the Ist Canto of
তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।

Dhabala by name, peak
On Himalaya's kingly brow—
Swelling high into the heavens,
Ever robed in virgin snow;
And endued with soul divine.
Vast and moveless like the Lord

Siva, mightiest of the gods.
By holiest anchorites adored,
When with spotless garment clad, he
Stands sublime immersed in prayer,
With his arms uplifted high,
His towering head hid in the air!

তিলোত্তমা-সম্ভব রচনার সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের একাংশ সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে বিভাগ করিলে তাহাতে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল ও প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাবকাল, স্থূলতঃ এই দুই অংশ

Forests, groves and trees and creepers,
Blossoms, flowers, and all that gem
Every mountain's airy brow,
Like gold and emerald diadem—
Grow not here ; as if Earth's lord,
Of earthly pleasures sick, disdains
Life's gay vanities and follies,
Breaking their delusion's chains.
Birds that ever sweetly warble,
Bees that wander on the wing,
Seeking honey from each flower,
Come not here ; the forest-king
Mountain-bodied elephant,
Tiger, bear and all that move
And live and breathe in woodland-bower,
In dark dim forest, boundless grove,—
Of the wilderness the lotus,
She— the long-eyed gazelle,
And the she-snake in whose locks
The brightest gems are said to dwell.
And the snake with poison hoarded
Ne'er approach this frowning hill—
Awful, wild, majestic, stands it—
Solitary—stern and still !

Hoarsely in its sunless glens
Aye the torrent flood is sounding
Like the roaring Bhogabaty
Through hell's darksome valley bounding
Round it blows the howling tempest,
Like tremendous Rudra's breath,
When, with terrors clad, he dooms
This vast creation all to death !
And clouds around it lower,
Fierce and gloomy night and day,
Like the demons that round Siva,
Dance in wild and demon-play.

বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। শর্মিষ্ঠা হইতে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য পর্যন্ত প্রথম অংশের এবং মেঘনাদবধ হইতে মায়াকানন পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভূত। দ্বিতীয় অংশে প্রতীচ্য কবিদিগের ভাব তিনি কিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে ভারতীয় মহাকবিগণের ভাব তিনি কিরূপ অনুকরণ করিয়াছিলেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণ হইতে পাঠক তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ব্যাস ও বাল্মীকির পরবর্তী কবিগণের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতি ভিন্ন অপর কোন কবির সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার গ্রন্থের অনেক ভাব ইঁহাদিগেরই আদর্শে কল্পিত হইয়াছে।

মধুসূদনের প্রথম রচিত গ্রন্থসমূহে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব।

রঘুবংশের প্রথম সর্গে, নন্দিনীকে নাম গ্রহণ মাত্র সমাগত দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেব রাজা দিলীপকে বলিয়াছিলেন,—

অদূরবর্তিনীং সিদ্ধিং, রাজন্! বিগণয়াত্মনঃ।
উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্তিত এব যৎ॥

ইহারই আদর্শে, শর্মিষ্ঠা নাটকে, দেবযানীর সখি, মহর্ষি শুক্রাচার্যকে নাম গ্রহণ মাত্র সমাগত দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরিত চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারানি ভবন্তি সর্বত্র।"

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে রাজা যযাতি বলিয়াছিলেন,

"আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হইতে লাগলো কেন * + * বলাও যায় না; ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে॥"

উত্তর-রামচরিতে রামচন্দ্র, চিরদুঃখিনী সীতাদেবীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, বলিয়াছিলেন;

অপূর্ব কর্ম-চাণ্ডাল, ময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দন-ভ্রান্ত্যা দুর্বিপাক বিষ-দ্রুমম্॥

রাজা যযাতির দুর্ব্যবহারে দুঃখিত দেবযানী বলিয়াছিলেন;

"যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে আশ্রয় কল্লেম, দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বিপাক বশতঃ বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো।"

শকুন্তলা নাটকে মৃগয়া-মত্ত রাজা, ঋষিদুহিতা শকুন্তলাকে দর্শনানন্তর, আপনার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন;—

"ন নময়িতু মধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদ মাহিত-শায়কং মৃগেষু।
সহ বসতি মুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ কৃত ইব মুগ্ধ বিলোকিতোপদেশঃ ॥

ঋষিদুহিতা দেবযানীকে দর্শনানন্তর, রাজা যযাতিও আপনার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;

"স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি বশতঃ আমি হরিণীকে দর্শনমাত্রে শরযোজনা করলেম, কিন্তু তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমল নয়ন স্মরণ হলো এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন ও বিমুখ হলেম যে, আমার হস্ত হতে শরাসন কখন ভূতলে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না।"

বিক্রমোর্বশী নাটকে, মূর্চ্ছাবসানে উর্বশীকে দর্শন করিয়া রাজা পুরূরবা বলিয়াছিলেন ;

"মোহেনান্তর্বর তন্তুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা।
গঙ্গারোধপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্ ॥"*

পদ্মাবতী নাটকেও মোহাবসানে উন্মীলিতনয়না পদ্মাবতীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা ইন্দ্রনীল বলিয়াছিলেন ;

"আহা! ভগবতী জাহ্নবী-দেবী, ভগ্নতট পতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্বার ধারণ করেন।"

শকুন্তলার রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের পর আছে ;

"অনসূএ, অহিণঅ কুসসূইএ পরিক্খদং মে চলনং, কুববঅ সাহা পৃরিলগ্‌গং অ বক্কলং দাব পরিবালেধ মং জাব ণং মোআবেমি।"

পদ্মাবতীও, রাজা ইন্দ্রনীলকে দর্শন করিয়া, সখীকে বলিয়াছিলেন ;

"সখি, দেখ, এই তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো। উহু, আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর।"

রঘুবংশে দিলীপের ও সুদক্ষিণার বশিষ্টদেবের আশ্রমগমন বর্ণনায় আছে :—

স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ মেকং স্যন্দন মাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥

* বীরাঙ্গনা-কাব্যের উর্বশী-পত্রিকাতেও কবি ঠিক এই ভাব ব্যবহার করিয়াছেন ,

"দেখ নিরখিয়া
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে ভাঙ্গিলে পাড় মলিন সলিলা,
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী,
আবার প্রসাদে, শুভে।"

ইহার অনুকরণে মধুসূদন দেবরাজের ও ইন্দ্রাণীর ব্রহ্মলোক-গমন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"উড়িল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবতসহ সৌদামিনী
বহি পয়োবহ যথা,"

মেঘদূতে বিরহ-ব্যথিত যক্ষ, মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল ;—

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকুলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ
গর্ভাধান-ক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধ মালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥
নীপং দৃষ্ট, হরিত কপিশং কেশরৈ রর্দ্ধরূঢ়ৈ
রাবির্ভূত-প্রথম-মুকুলা কন্দলীশ্চানুকচ্ছম ।
জগ্ধারণ্যে স্বধিক সুরভিঃ গন্ধমাঘ্রায় চৌর্ব্যাঃ
সারঙ্গা স্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গং ॥
উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয় যোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদযাতঃ কথমপি ভবান গন্তমাশু ব্যবস্যেৎ ॥

মধুসূদন এই সকল কবিতার প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়াছিলেন ;

মেঘধ্বনি শ্রবণান্তর,
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল,
*   *   *
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী,
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ,
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশ পথ, সুবর্ণ কন্দলী
মাথা তুলি শূন্য পথে চাহিয়া হাসিল ॥"

প্রমদা-পাদ-স্পর্শে অশোক-বৃক্ষে এবং নারী-মুখ-নিসৃত মদ্যে বকুলে পুষ্পোদ্গম সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে "কবি-প্রসিদ্ধি" বলিয়া পরিচিত কালিদাস, এই কবি-প্রসিদ্ধি অনুসারে, কুমার সম্ভবের অকাল বসন্ত সমাগম-বর্ণনায়, লিখিয়াছিলেন ;

"অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং
সম্পর্ক মাশিঞ্জিত নুপুরেণ॥"

মধুসূদন এই আদর্শ অনুসারে, তিলোত্তমা-সম্ভবে লিখিয়াছেন ;—

"প্রমদার পাদপদ্ম পরশে অশোক,
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ শীধুসিক্ত হ'লে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন যোগাইতে,
ফুল আভরণে ভূষে আপনার বপুঃ।"

কোন কোন স্থলের ভাষা অবিকল অনুকৃত হইয়াছে। কুমার সম্ভবে দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তবে আছে ;

"জগদ্‌যোনি রযোনিস্ত্বং
জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদি রনাদিস্ত্বং
জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥"

মধুসূদন ইহার অনুকরণে তিলোত্তমা সম্ভবে লিখিয়াছেন ;

"হে বিভো! জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত! নিরন্তক ; জগতের আদি!
অনাদি! হে সবব্যাপী, সর্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার ?"

এইরূপ আরও, অনেক স্থলে, প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থ সমূহের ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা-নাটকে সায়ংকালীন শুক্রাচার্যের আশ্রম-বর্ণনা রঘুবংশের প্রথম সর্গের মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমবর্ণনার অনুরূপ মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের আদর্শে রচিত হইয়াছে। শুক্রাবতার, শচীতীর্থ এবং গৌতমী প্রভৃতি নামগুলিও শকুন্তলা হইতে গৃহীত। মধুসূদনের এই সময়কার রচিত

প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাব।

গ্রন্থসমূহে যে পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব একেবারেই নাই, তাহা নয়। রাজ্যচ্যুত ও শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত দেবরাজকে দেখিলে পাঠকের হাইপিরিয়ণের প্রথমাংশ মনে হইবে ; বিশ্বকর্মাকর্তৃক তিলোত্তমার সৃষ্টি পাঠ করিলে ভল্কান্ কর্তৃক আকিলিসের

বর্ম-নির্মাণ মনে পড়িবে এবং তিলোত্তমার বিলাসলীলা পাঠককে প্যারাডাইস্ লষ্টের ইভের ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিবে। পদ্মাবতী-নাটকের স্বর্ণ-পদ্ম বৃত্তান্তটি অবিকল গ্রীক হইতে গৃহীত। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশীয় কবিদিগের মধ্যে মধুসূদনের এই সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহে প্রাচ্য কবিদিগেরই প্রাধান্য অধিক বলিয়া আমরা ইহাকে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাবকাল নাম দিয়াছি।

আবাল্য পাশ্চাত্য ভাষানুরাগী মধুসূদনের গ্রন্থে কিজন্য সংস্কৃত ভাবের এরূপ আধিক্য হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবার প্রত্যাশায়, তিনি, বন্ধুগণের পরামর্শে, সংস্কৃত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অপর কারণ এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্য, তিনি এই সময়, মনোযোগের সহিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদিগের ভাব, অজ্ঞাতসারে তাঁহার রচনায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব হইতে মধুসূদনের মনের ভাবের পরিবর্তন আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত কবিত্ব দেখাইতে পারিলে, সংস্কৃত আদর্শেই রচিত হউক, আর পাশ্চাত্য আদর্শেই রচিত হউক, তাঁহার গ্রন্থ উপেক্ষণীয় হইবে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, চিরদিন কেবল তাহাই অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। তিনি, তাঁহার এই সময়কার লিখিত একখানি পত্রে, বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন;—

If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to great Dramatists of Europe for models.

ইহার পর হইতে তিনি সংস্কৃত আদর্শের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরকালবর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকলগুলিই পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত।

তিলোত্তমা বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। তিলোত্তমা প্রকাশের পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে

এক সময় বঙ্গীয় পাঠক সমাজে কিরূপ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, এতদিন পরে তাহা অনুমান করিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদন সেইরূপ করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস, অজস্রধারে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। একদিকে গুপ্তকবির শিষ্যদল, অপরদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সেইসঙ্গে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ন্যায় ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ, সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য, অমিত্রচ্ছন্দের বিকৃতি করিয়া, কত জনে কত হাস্যোদ্দীপক কবিতা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতা ক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে; এখন আর তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক। যেরূপ নিন্দা, বিদ্রূপ এবং শ্লেষোক্তি সহ্য করিয়া মধুসূদন তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই বীরোচিত। ফরাসী কবি ভিকৃতর হিউগো (V. Hugo) এবং ইংলণ্ডীয় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় দুই চারিজন পাশ্চাত্য মহাকবির জীবনেই কেবল সেরূপ দৃঢ়তা লক্ষিত হয়। লোকের সমালোচনায় উপেক্ষা-প্রদর্শন বাল্য হইতেই মধুসূদনের অভ্যাস ছিল, এবং সেইজন্য তাঁহার চরিত্রের অনেক দোষ সংশোধিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার এই দোষ তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। চিরাভ্যস্ত দৃঢ়তার সহিত, বিরুদ্ধবাদীদিগের কথায় উপেক্ষা করিয়া, তিনি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভবভূতি, তাঁহার সমকালবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষায়, অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, সগর্বে লিখিয়াছিলেন;

তিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত।

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়স্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান-ধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

মধুসূদন, ভবভূতির এই গর্বিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তিলোত্তমায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভবভূতির ন্যায় তাঁহারও ভবিষ্যৎ বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক করে না।

সাধারণের মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভবের উপযুক্ত সমাদর না হইলেও দুই চারিজন সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার আদর করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ন্যায় মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল

মিত্র এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, মধুসূদনের কাব্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু "ইণ্ডিয়ান-ফিল্ডে" (Indian-Field)* তিলোত্তমার যে সুন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তিলোত্তমা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মত।

মধুসূদনের ও তাঁহার সাহিত্য-সুহৃদগণের মধ্যে, এই সময়ে যে সকল পত্র-বিনিময় হইত, আমরা তাহা হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। তিলোত্তমার দোষ, গুণ এবং বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট ইহা কিরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিল এই সকল স্থল হইতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইবে। তিলোত্তমার ভাষা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

"If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description ; compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon ?"

কবিকে তিনি লিখিয়াছিলেন,

Your extraordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole, and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation.

ডাক্তার মিত্র রাজনারায়ণবাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন ;

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jotindra Mohan Tagore, a man of well-cultivated taste,

* ইহা এক সময় দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র ছিল। পরে ইহা হিন্দুপেট্রিয়েট পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama.* The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত।

The farce* is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.

সাধারণের নিকট তিলোত্তমার সমাদর হইতেছে না, এবং প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মধুসূদনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন;

Poor fellow! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank-verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her

* একেই কি বলে সভ্যতা।

autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our poet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value.

ডাক্তার মিত্র কেবল এইরূপ পত্র লিখিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহার সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে তিলোত্তমার অতি সুন্দর সমালোচনাও করিয়াছিলেন। মিত্র-মহাশয়ের শেষ জীবন পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে এবং ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি, এক সময় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য, যে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন দ্বারা ভাষার যে কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তৎকালে অনেকেরই সে সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা ছিল না। মিত্র-মহোদয়, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য, বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখিয়াছিলেন ;

"পয়ারচ্ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন ; যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত ছন্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন ; কদাপি পাদ-পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে, মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড় ; তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবয়ব হইতে পারেন। * * *"

তিলোত্তমার প্রশংসা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;

"তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুল-কেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ

করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা-প্রবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বলিয়া বোধ হয় না; প্রত্যুত সকলি হৃদ্য, দীপ্তিময়, ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে, বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তথাপি পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোতীর্ণ হইতে পারে। * * * * আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষায় প্রধান কাব্য-মধ্যে গণ্য হইবে।"*

মিত্র মহোদয় ও রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের সঙ্গে সে সময়কার দুই একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তিলোত্তমাসম্ভবের গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক, স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদিও প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে তিনি মধুসূদনকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশের সঙ্গে মধুসূদনের ন্যায় একজন যুগ-প্রবর্তক কবির আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, আমরা পূর্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না করিলে অপর কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা করিতেন; প্রকৃতির কার্য কখনও অসম্পন্ন থাকিত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঠিক এইভাবে মধুসূদনের কার্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব ১২৬৭ সালের ২৩এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন;—

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত।

"বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনার তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস-দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরস-প্রিয়। পয়ার আদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ার আদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে, উহার শোভা এককালে দূরে

* বিবিধার্থ সংগ্রহ ৬৮ খণ্ড শকাব্দ ১৭৮২।

প্রস্থান করে। কোমল, মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্যান্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে; এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধ ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস-সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনই উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ১১

[১৮৫৯—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবশ্যকতা।

পদ্মাবতী ও তিলোত্তমাসম্ভব, শর্ম্মিষ্ঠার পরেই সমালোচিত হইলেও এই দুই গ্রন্থ শর্ম্মিষ্ঠার অব্যবহিত পরে রচিত হয় নাই। ইহাদিগের পূর্ব্বে মধুসূদন আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং দ্বিতীয় "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"। দুইখানিই প্রহসন এবং দুইখানিই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্য রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহে রচিত হইয়াছিল।* দ্বিতীয় প্রহসনখানির অদ্ভুত নাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্রই কল্পনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন যেমন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক, তেমনই এই জাতীয় সাহিত্যেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় "নববাবু বিলাস", "নববিবি বিলাস", "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "কুলীন-কুল-সর্বস্ব", প্রভৃতি দুই চারিখানি ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে Farce বলে, অভিনয়োপযোগী সেরূপ কোন নাটক তাহাতে প্রণীত হয় নাই। "একেই কি বলে সভ্যতা"ই এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। প্রহসন সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শক। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই তাহাতে প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিউরিটানিজমের দ্বারা প্রপীড়িত ইংলণ্ডে "হিউডিব্রাসের" (Hudibras) এবং নাইট এরান্ট্রির প্রাদুর্ভাবে অস্থির স্পেনে ডন্ কুইক্‌জোটের আবির্ভাব ইহার উদাহরণ। রাবেলার (Rabelais) গ্রন্থ ভ্রষ্টাচারী ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণের ও উচ্ছৃঙ্খল অভিজাতদিগের লাঞ্ছনার জন্যই রচিত হইয়াছিল। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, গ্রন্থকারগণ সমাজের শিক্ষক ; যখন সমাজে ধর্ম্ম ও সদাচার বিরাজ করে, তখন তাঁহারা শান্ত মূর্তিতে অবস্থান করেন, কিন্তু যখন দুষ্ক্রিয়ার ও কদাচারের প্রাবল্যে সমাজ উপদ্রুত হয়, তখন তাঁহাদিগকে, অপরাধীদিগের দণ্ডের জন্য সুতীক্ষ্ণ কশা গ্রহণ করিতে হয়। এই হইতেই সাহিত্যে প্রহসনের ও ব্যঙ্গকাব্যের সৃষ্টি। রাজপুত কবি চাঁদ যথার্থই বলিয়াছেন,

* বিশেষ কারণে কোনখানিই অভিনীত হয় নাই।

"শত্রুর করবালাপেক্ষা, কবির কাব্যশেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।" স্বদেশ-নির্বাসিত, কুটিরবাসী ভল্টেয়ারের মুখের এক একটি কথায় য়ুরোপের অনেক মুকুটধারীরও অন্তর্দাহ হইত। বাস্তবিক সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবির মর্ম্মভেদী বাক্যবাণের ভয়ে শত শত ক্ষমতাবান্ পাষণ্ড আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি সংযত বা গোপনে চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু যেমন প্রকৃত বলবান্ পুরুষগণই মহাস্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ কেবল প্রতিভাবান্ পুরুষদিগের প্রযুক্ত ব্যঙ্গাস্ত্রই কার্যকরী হইয়া থাকে। দুর্বল ব্যক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হইলে তাহা ত্বক্ ভেদ করে মাত্র, মর্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবন সমাজের যে অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল, আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে শান্তি ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্তে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তখন কলিকাতা-সমাজ উপদ্রুত ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কলিকাতা-সমাজে শিক্ষিত-নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহারা সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের নামে, স্বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার ব্যবহারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কৃপাপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিশ্বাস্য ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইঁহাদিগকে "ইয়ং-বেঙ্গল" বলিত। এই ইয়ং-বেঙ্গলের ভয়ে কলিকাতা-সমাজ একদিন তটস্থ হইয়াছিল। মধুসূদন নিজে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ্গণের মধ্যে অনেকে এই "ইয়ং-বেঙ্গল" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার "একেই কি বলে সভ্যতা" এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ ;—

একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয়।

কলিকাতার কোন ধনী ব্যক্তির নবকুমার নামে এক পুত্র ছিলেন। ধনী ব্যক্তি প্রাচীন এবং ইংরাজীতে অশিক্ষিত। তিনি পরম বৈষ্ণব ;—সর্বদা হরিনাম জপে এবং বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। কর্তার পুত্রটি ইংরাজী-শিক্ষিত আদর্শ "ইয়ং-বেঙ্গল"। বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া তিনি "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" নামে একটি সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ প্রতি শনিবার, সন্ধ্যার সময় মিলিত হইয়া, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-স্বাধীনতা,

বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানাবিধ দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় যাইলে তাঁহার পিতার মনে কোন কারণে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি আপনার অনুগত এক বৈষ্ণব বাবাজীকে অনুসন্ধানার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। বাবাজী অনেক লাঞ্ছনা ভোগের পর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। মদ, বেলফুল এবং বরফ লইয়া সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল এবং আদর্শ ইয়ং-বেঙ্গল নবকুমার মহোৎসাহে, সেই সভায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবকুমারের বক্তৃতা হইতে পাঠক জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভার মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। সে বক্তৃতা এই;—

"Gentlemen, এই সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভা। আমরা সকলে এর member; আমরা এখানে meet করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি, and we are jolly good fellows. Gentlemen, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে Superstitionএর শিকলি কেটে free হয়েছি। আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে; জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা, মন এক করে এদেশের Social reformation যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

Gentlemen, তোমাদের মেয়েদের educate কর—তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতিভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা'হলে এবং কেবল তা'হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে—নচেৎ নহে। কিন্তু Gentlemen, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের Liberty-hall অর্থাৎ স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যা খুসী তাই কর, Gentlemen, in the name of freedom let us enjoy ourselves."

আদর্শ ইয়ং-বেঙ্গল নবকুমারবাবুকে উৎসাহ দিবার জন্য সভ্যের অভাব ছিল না। সভ্যগণ, "Hip Hip Hurrah", "Be free", "Let us enjoy ourselves", "জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা for ever" ইত্যাদি আনন্দধ্বনিতে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীমান নবকুমারকে উৎসাহিত করিলেন। শেষে বারাঙ্গনাদিগের নৃত্যে ও হোটেল-সমানীত উপচারের সদ্ব্যবহারে সভার কার্য সমাপ্ত হইল। জ্ঞান-তরঙ্গিণী-সভার কার্য এইরূপে সমাপন করিয়া নবকুমারবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় বিলাতী সভ্যতার অনুকরণে ভগ্নীকে চুম্বন

করিয়া, পত্নীকে বারাঙ্গনার ন্যায় সম্বোধন করিয়া এবং পিতাকে "মদ লেয়াও" আজ্ঞা করিয়া যথোচিত আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট করিলেন। নবকুমারের বৃদ্ধ পিতা, "কলিকাতা মহাপাপ নগর, কলির রাজধানী, সেখানে কোন ভদ্র-লোকের বসতি করা উচিত নয়" এইরূপ স্থির করিয়া পত্নী, পুত্র ইত্যাদি সকলকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। "একেই কি বলে সভ্যতা" সমাপ্ত হইল।

মধুসূদন তাঁহার প্রহসনে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথমাবস্থায় এইরূপ এক সম্প্রদায় শিক্ষিত মহাপুরুষ প্রকৃতই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে ইঁহারা সমকালবর্তিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। নানা বিষয়ে বঙ্গদেশ ইঁহাদিগের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছেন; কিন্তু সুনীতি ও সদাচার সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যে কু-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, আমাদিগকে এখন তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে। একেই কি বলে সভ্যতায় যে সকল চরিত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সে সময়কার অনেকগুলি সজীব ইয়ং-বেঙ্গলের অবিকল প্রতিরূপ মাত্র। মধুসূদনের সমসাময়িক ও সুহৃদ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, একেই কি বলে সভ্যতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;—

"ইয়ং-বেঙ্গল অভিধেয়—নববাবুদিগের দোষোদঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন্ নববাবু্ দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"

ডাক্তার মিত্র, নিজেও, তখনকার একজন ইয়ং-বেঙ্গল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার এরূপ মন্তব্য, মধুসূদনের গ্রন্থ যে সে সময়কার সমাজের অবিকল চিত্র হইয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। বাস্তবিকও ইহার প্রত্যেক চরিত্র ও প্রত্যেক ঘটনাই যেন সুপরিচিত ও দৃষ্টপূর্ব বলিয়া মনে হয়। ইহার হোটেলের খাদ্যবাহক মুটিয়া হইতে আদর্শ ইয়ং বেঙ্গল নবকুমার পর্যন্ত সকলেই যেন মূর্তিমান, সজীব এবং ক্রিয়াশীল। নবকুমারের মর্মপীড়িতা পত্নী স্নেহপ্রবণহৃদয়া মাতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা প্রত্যেকেরই চিত্র অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহার অন্তঃপুরিকাগণের তাসখেলা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন গ্রন্থকার, গোপনে বসিয়া, ক্রীড়াশীলা মহিলাগণের কথাবার্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় অনেক

সমালোচকের মতে "একেই কি বলে সভ্যতা" বঙ্গভাষার সর্বোৎকৃষ্ট প্রহসন,* এবং বহুদিন পর্যন্ত ইহা এই শ্রেণীর প্রহসনের আদর্শ থাকিবে। স্বর্গীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহারই আদর্শে তাঁহার "সধবার একাদশী" রচনা করিয়াছিলেন। মদ্যপানের অপকারিতা প্রদর্শনের জন্য এ পর্যন্ত যতগুলি নাটক বা প্রহসন রচিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে, "একেই কি বলে সভ্যতা" হইতে স্বল্পাধিক উপকরণ লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ সমাজ-চিত্রকরের নিকট ইহা এক রহস্য-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিবে।

কিন্তু "একেই কি বলে সভ্যতা" তাৎকালিক সমাজের একাংশ মাত্র চিত্রিত করিয়াছিল; অপরাংশ চিত্রণেরও প্রয়োজন ছিল। কেবল ইংরাজী-শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; বকধর্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল। বাহিরে হিন্দুধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইঁহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্র সমূহকে উপহাস মাত্র করিত। ইয়ং বেঙ্গলদিগের উপর ইঁহাদিগের মর্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলগণ যে সকল পাপ কল্পনাও করিতে পারিতেন না, ইঁহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া," এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। তাহার উপাখ্যান ভাগ এইরূপ;—

কলিকাতার নিকটবর্তী কোন পল্লীগ্রামে ভক্ত-প্রসাদ নামে এক প্রবীণ জমিদার বাস করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব; তাঁহার বাটীতে মহাসমারোহে দেবসেবা হইত; তাঁহার মুখে সর্বদাই হরিনাম এবং হস্তে জপমালা; প্রতি সোমবার তিনি হবিষ্য করিতেন। ইংরাজী-শিক্ষা লাভ করিয়া নব্য সম্প্রদায়, অনাচারে ও কদাচারে, হিন্দুধর্মের মহা অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। জমিদার বাবুর হানিফগাজী নামে এক মুসলমান প্রজা ছিল।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া

* "আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্বোৎকৃষ্ট।" রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।"

"তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীবিবৃত "সাবিত্রী লাইব্রেরির" বক্তৃতা।

একবার দুর্বৎসর বশতঃ আপনার দেয় খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সে জমিদারবাবুকে তাহার দুরবস্থা জানাইবার জন্য আসিয়াছিল। জমিদারবাবু ভৃত্যের মুখে শুনিলেন যে, তাহার নববিবাহিতা পত্নী পরমা সুন্দরী। তিনি পল্লী নিবাসিনী একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে, হানিফগাজীর পত্নীর সর্বনাশের জন্য, নিযুক্ত করিলেন। এই হতভাগিনী, ভক্তপ্রসাদ বাবুর অর্থ গ্রহণ করিয়া, পল্লীবাসিনী কুলবধূদিগের সর্বনাশ করিত। সে হানিফের পত্নীরও সর্বনাশের জন্য তাহার নিকট যাইয়া, ভক্ত প্রসাদবাবুর পাপাভিলাষ ব্যক্ত করিল; কিন্তু সাধ্বী মুসলমান রমণী স্বামীর নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তেজস্বী মুসলমান হানিফ, ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য, পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, দূতীকে এই বলিয়া পাঠাইল যে, পল্লীস্থ কোন ভগ্ন শিব-মন্দিরে, নির্দিষ্ট দিনে তাহার স্ত্রী ফাতিমার সহিত জমীদারবাবুর শুভ সাক্ষাৎ হইবে। বলা বাহুল্য যে, সেখানে আর একবার কীচকবধ-পর্ব অভিনয় করিবার জন্য হানিফের ইচ্ছা ছিল। ইহার কিছুদিন পূর্বে দেব-ব্রাহ্মণ-সেবক ভক্তপ্রসাদ বাবু পঞ্চানন বাচস্পতি নামক একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনিও, হানিফের মুখে জমীদারবাবুর পাপ চেষ্টা অবগত হইয়া, হানিফকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তপ্রসাদ বাবু, আতর গোলাপের গন্ধে পলিত কেশ সুগন্ধিত করিয়া, এবং শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই ইত্যাদি রমণীমোহন বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দ্রৌপদীরূপী ভীম যদিও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন না, তথাপি ভীম অতি নিকটেই ছিলেন। "যমদূতাকৃতি" হানিফের লাঙ্গল-পরিচালন-কঠোর মুষ্টি-প্রহারে তাঁহার এবং তাঁহার নিযুক্তা দূতীর পৃষ্ঠদেশ ন্যুব্জভাব ধারণ করিল। ভক্তপ্রসাদ বাবু, ইহার পর আর কখনও, কোন কুলবধূর সর্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তিনি, হানিফের বজ্রমুষ্টি উপভোগের পর, যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাঠক তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতনা না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দভ আর নাই।" উপযুক্ত সময়ে এই রহস্য উপভোগ করিবার জন্য, পঞ্চানন বাচস্পতিও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রসাদ বাবু, তাঁহার লাঞ্ছনা গোপন রাখিবার জন্য, তাঁহাকে তাঁহার ব্রহ্মোত্তর জমি প্রত্যর্পণ করিতে এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়-নির্বাহার্থ পঞ্চাশটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হানিফকেও, নিঃস্বার্থভাবে বজ্র-মুষ্টি বিতরণের জন্য কৃতজ্ঞতা

করিয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন বুঝাইবার জন্যও তাঁহার এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি। কবিকে বুঝিতে পারিলে কবির কাব্য সহজে বুঝিবার সম্ভাবনা। আশা করি, মধুসূদনের লিখিত পত্র হইতে পাঠক মধুসূদনকে বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের হিন্দুকলেজের সহাধ্যায়িগণের মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ বসুর নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পঠদ্দশায় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা সৌহার্দ্য ছিল না। জিলাস্কুলের শিক্ষকতা উপলক্ষ্যে রাজনারায়ণ বাবু যখন মেদিনীপুরে অবস্থান করিতেন, সেই সময় তিলোত্তমাসম্ভব বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু, তাহার প্রশংসা করিয়া, পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার মিত্র মহাশয়কে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই হইতে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হয়, এবং তদবধি তাঁহাদিগের মধ্যে কিয়দ্দিন পত্র বিনিময় হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিত।

সপ্তদশ পত্র।

No. 6, Lower Chitpur Road,
24th April, 60.

My Dear Raj Narain,

I have seen your two letters to our friend Rajendra and cannot persuade myself to remain silent. You deserve my warmest thanks for encouraging me, for you are, decidedly, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fate of the poem.

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

being printed (for I am as poor as a good poet ought to be!), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank verse should be sonorous and the best writer of Blank verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are any thing but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar —the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

As a Scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces,* but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, Classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces. I don't know if you have seen "Sarmistha"

* একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

or if you have, what you think of it. There is another Drama of mine* which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed.†

* পদ্মাবতী।

† বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহল বিজয়-বৃত্তান্ত অবলম্বনে একখানি কাব্য লিখিবার জন্ম রাজনারায়ণবাবু মধুসূদনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ ভাবে গ্রন্থখানি রচিত হইবে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সিংহল বিজয়-বৃত্তান্তটি যে বাস্তবিকই কাব্যোপযোগী, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে লিখিত রাজনারায়ণবাবুর পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

The conquest of Ceylon by the Bengali prince Vijaya and his companions, is, I think, a nice subject for an Epic poem to be called the "Singhala-vijaya Kavya" and to be written in an easier style than "Tilottama". The expulsion of Vijaya by his father Singha vahu, the Raja of Lala, in Bengal, from his dominions, Vijay's pathetic leave-taking of his mother Singhavalli and other near relations and of Singhapura, the capital of his father's kingdom, his embarking with 700 followers, who, as well as their leader, take their wives with them in a separate vessel, Vijay's voyage, the cities and towns on the Coromandel coast by which his fleet passed and their historical associations, his landing at Suparaka-pattana and his repulse by the natives, the separation of himself and his companions from their wives who are cast by a storm on the island Mahendra, the lamentation of the ladies at such separation, Vijay's arrival at Ceylon, his landing, faint, sick and exhausted on the sea-coast and sitting upon it with his tired hands pressed upon the copper-coloured soil (whence the name Tamrapa'ni of that part and subsequently of the whole of the island, from which the Roman name Taprobane was apparently derived), Vijay's engagements with the aborigines (Yakshas) and his conquest of the island chiefly by the instrumentality of his Yakshini wife Kuveni (কুবেনী), his repudiation of Kuveni who walks forth to the wilderness with a little son and a daughter in utter sickness of heart, her murder by a Yaksha, her spirit still appearing at times on the mountain Kuvenigalla and "casting the withering glance of malignant power over the fair fields" and fertile plains of Bengal and "still inflicting misfortune on the race of conquerors by whom she was betrayed", Vijay's subsequent marriage to a princess of the Pandumandala country and that of his com-

But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of Poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Viraras (বীররস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.

Perhaps you do know how I am situated here. Let me tell you that if I were not truly "Smit with the love of

panions to her female attendants, the shade of Kuveni appearing at deep midnight in the bridal chamber to reproach him for his infidelity, Vijay's sending an envoy to his brother Sumitra insisting him to come over to Ceylon from Bengal, Sumitra's refusal, Vijay's death, his ministers calling over from the continent Panduvasudeva, Vijay's nephew, who is crowned as king of the island which derives its present name Singhala from the Singha race to which Vijaya belonged, all these incidents furnish very good materials for an epic poem. The poet may institute in it a comparison between the present and former state of Bengal and while doing so he may allude to the Bengali King Bhagodatta, pompously styled in the Mahabhart as "the sovereign of the south and east", who, as the ally of the Rajah of Magadha, accompanied him to the wars of the Kurus and Pandus,—to the merchants Chand, Dhanapati and Srimanta, the last two of whom performed voyages to Ceylon,—to the kings of the Pal dynasty who, according to Ayen Akbari and certain inscriptions, conquered the whole of India,—to Dheesana the son of Adisoor who according to the said work took possession of Delhi which from his time for centuries continued to form a portion of the Bengali dominions, and to Pratapaditya of recent times who, with his 52,000 Shieldsmen, coped with the generals of Jehangir. If there be no strong proof of one or two of the above facts, still there is no harm in availing one's-self of them in poetry. The aforesaid comparison and the contrast between the beauty and fertility of Bengal called by an Emperor of Delhi "The Paradise of Regions" and the timidity and servility of its present inhabitants, unworthy of such a beautiful country, would give much scope for such pathetic lamentation, as that of Derozio at the commencement of the "Fakir of Jangheera", with reference to India, and that of Filicaio with respect to Italy, and for passionate exhortation about our supine and unenrgetic countrymen. The physical appearance of Bengal, the aspect of the Bay in calm or in storm, as Vijaya sails over it, "the Eden of the Eastern wave" Ceylon rising as a lonely vision upon the view of the

sacred song", I should throw poetry to the dogs! I am studying Law for the Sudder. Law and Poetry! Do you remember the lines in Pope?

"A clerk foredoomed his father's soul to cross,
Who pens a stanza when he should engross!"

Well—I am that man, though I have no father. I am besides, engaged in litigation with a score of people for my paternal property. But "n importe" as the French say, I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now

tempest-tossed and heart-sick exile and cheering his sinking spirits, and the rich natural scenery of the cinnamon island, especially as described by Sir Emerson Tennent with such powers of minute and graphic delineation, would afford an extensive field for painting in words in which the personal observation of the poet, during his absence from his native land, would much assist him. The subject is also such as to enable the poet to allude to a good number of Sanskrit and Bengalee poets—to Valmiki, Sriharsa, Kavikankan and Bharata Chandra. He may introduce the gods and goddesses as taking a part in the events of the poem. He may represent Krishna (for it appears from the name of one of the princes that they were Vaishnavas) appearing in a vision to Vijaya, exhorting him to proceed on a distant exploratory voyage and promising him the crown of a beautiful country, and Varuna, offended at an impious act on the part of the future conqueror of Ceylon, and therefore, raising a storm and casting his wife in wrath on a distant shore. Like the Lusiad of Camoens the "Singhala Vijaya" would be a patriotic poem in the strictest sense of the word. In the short account of Vijay's adventures given above, I have altered as well as invented an incident or two in order to adapt the story for poetical composition. Vijaya was not a virtuous though a heroic prince, but the poet, like another Valmiki, should pass over his faults or depict them in the softest manner possible. Poetry is different from history, I have reasons to suspect that Rama was not the personification of virtue nor Ravana the incarnation of wickedness, as Valmiki has represented them to be.

The story of Vijaya, as yourself and Madhu are well aware, is in the 6th, 7th, 8th and 59th chapters of the Mahavansa. Had it not been for

—I even go the length of believing that our Blank-verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank verse in our language quite as grand as in any other?

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of Odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ! You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

I suppose I must conclude here. Don't forget to write to me; at any rate, don't hesitate to believe that I am

Your affectionate old friend,
Michael M. S. Dutt.

the Singhalese historian, We would have remained ignorant of this most precious proof of the existence of military powers, naval skill, and a spirit of adventure in our nation in ancient times. The Bengalee conquerors left a permanent impression upon the island as a proof of which it may be stated that there is an affinity between the Ceylonese and Bengali dialects even in words not of Sanskrit origin, greater than between Bengali and the dialect of a country nearer to Bengal than Ceylon that is the Telegu country or the Tamil. Sir Emerson Tennent also speaks of the "Bengalee" conquerors of the Island. The poet may refer to his work as well as to Forbe's Ceylon.

An epic poem like the one suggested above is much required to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of our degenerate countrymen. It is true that a hundred far more powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet also must lend his aid to the good work. My impression is that the above subject is very well adapted for epic poetry; but if that impression be not correct I have no doubt that it is a highly poetical one and that an interesting poem, of some kind or other, can be written upon it, calculated to produce the good effects mentioned above.

রাজনারায়ণবাবুর পরামর্শ অনুসারে মধুসূদন "সিংহল-বিজয় কাব্য" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত স্থলে পাঠক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

অষ্টাদশ পত্র।

My Dear Raj Narain,

I ought to apologise to you for not having replied to your kind and welcome letter so long; but I must warn you not to expect anything like regularity in me as a correspondent. I am by nature a lazy fellow, besides, I have a great deal to do. I have my office-work to attend to; I generally devote four or five hours to law; I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble. All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on. However, here you are—as I have just half an hour to devote to the pleasant task of writing to an old friend whom I have at last learnt how to value.

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama;* I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpana. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure, I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe, you are one of the writers of the Tattwabodhini

* পদ্মাবতী।

Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife, She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal,* who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feeling—some fancy, perhaps imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

I am glad, my dear fellow, that your domestic discomforts are gradually disappearing. I pray God to bless you and make you happy. You fully deserve to be so, for you are an honest hearted and guileless fellow, full of enthusiasm and in some points what the world in its wisdom would call—a fool, you may rest assured that I am longing to see you. * *

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care

* পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the Characters, the sentiments and the language. You must also review it in such a way (publicly) as to initiate our countrymen into the mysteries of a just and enlightened criticism. What a vast field does our courtry now present for literary enterprise! I wish to god, I had time. Poetry, the Drama criticism, Romance—a man would leave a name behind him "above all Greek, above all Roman fame." I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya Darpana, Burke, Kames, Alison Addison, Dryden and a host of others, not for getting old Blair's lectures or the German Schlegel. If you don't read Sanskrit with ease get a Pundit to work under your direction.

Where is the fat old Deputy Magistrate of B—now? I have not written to him for a long time and that is why he is vexed with me. Pray send him my love. That, I hope, will soothe his irritated feelings as a tub is said to do with reference to a whale or Leviathan.

When do you mean to come to Calcutta? By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression.

You must know, my good friend, that I am in mourning for a relative of my wife's—that died in England five months ago. I am sorry I have no news to give you. I

lead the life of a recluse, conversing with the mighty dead through the medium of their work and caring as little for the living world as possible. I hate most of the newspapers of the day—Native and English. They do contain such rubbish! And now adieu, my dear fellow. Write to me always but don't expect me to keep pace with you. G— has given me up as a hopeless job. Pray, don't follow that fellow's example. With sentiments of the sincerest affection.

Ever yours most sincerely,
Modhu Sudan Dutt

15th May 1860.

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her,

M. M. S. D.

ঊনবিংশ পত্র।

My Dear Raj Narain

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I' C. Bose & Co, to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate" that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English let them read the Paradise-Lost, and they will find how the Verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed. Babu J. M. Tagore sticks out for Sharmistha. But as you have not seen the latter play acted, you can not be so warm in her favour as J. M. T. When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feeling. they were "things to dream of, not to tell." . Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying, "why my, dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

I sent your message to Rajendra some days ago. He thinks you are angry with him, because he has not yet replied to our last. Now, know, good youth; that the fault 's entirely mine. I have got that letter and refused to yield up to the jolly youth of Sunro, because it contains your

suggestions about the "সিংহল-বিজয়-কাব্য", and which said suggestions I wish to preserve for future use. I hope you will write to Rajendra—to say that you are not angry with him. I have promised to make peace between you; pray, don't let me find that I have no influence over you at all.

Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation: of course, I have not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore & Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"—what "Alps on Alps arise!" As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him. I must now conclude. Hoping to hear from you.

With kind regards,

Yours As Ever,

July 1st, 1860 Modhu Sudan Dutt

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.

M. S. D.

বিংশ পত্র।

My dear Raj Narain,

Many thanks for your kind letter and the volume of sermons, for s ι ·uppose, I must call them O! Rev'd Sir, I have read) f hem and like them very much

Rajendra once told me, you were a good Bengali writer ; your book confirms his opinion. The style is free from all those vices that disgrace the Bengali of the present day, and what is more, it shows that very *unfashionable* thing, *mind* ! If I felt more interest in religious matters than, I am sorry to say, I do, this book would be my constant companion. But you know I am "Smit with the love of Sacred Song". There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend ! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto ! It won't cost you more than a couple of nights to get ever it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them ! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why ! I shall burn it without a sigh of regret.

I am truly rejoiced at the idea of meeting you, and hope nothing will induce you to change your mind, regarding the proposed visit. I do not know your friend Debendra Nath Tagore personally. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta. * *

I remember Kumar Shwami* Alas ; What can I do for

---

* বিশপ্স কলেজের শিক্ষক। মধুসূদন কিয়দ্দিন ইঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

him ! If you think he would accept a small gratuity I shall be glad to send him some money when I can borrow any, comparatively speaking. I dare say, I am quite as poor as he is ! I cannot afford to buy the book I wish to read. * *

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right !"

I have nearly done one-half of the Second book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours ; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs ; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent ! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and tee-total prude, I *never* drink when engaged in writing poetry ; for, If I do, I can never manage to put two ideas together ! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

I suppose the work you are engaged in writing, will turn out to be of permanent interest. Nothing like it ; we, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pandits but whom I call barren rascals ! * * * When we meet I shall haye to say a hundred

thousand things to you relating to our literature. I have made up my mind to write (Deo volente !) three short poems in Blank verse—and then do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it, but of all that hereafter.

Excuse this rambling letter, and let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow ; and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity !

Adieu, Praying God to bless you and yours,

I am, my dear R,
Ever yours affectionately

14. 7. 60 Michael M. S. Dutt.

একবিংশ পত্র।

My Dear Raj Narain,

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem* than by the praise (and it is splendid by Jove !) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed,

* রাজনারায়ণবাবু, তিলোত্তমা-সম্ভবের সমালোচনা করিয়া মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্রখানি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিত।

is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II. 19—0) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate". Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra* who is a thundering grammarian but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me.

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers.

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

(such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি ?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দী সম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে ?
মদন সর্বদমন। যে বীর কেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে।
মায়াময় মায়াসুত-বিদিত জগতে।

You will at once see whom I imitate ;

"Who of the gods impelled them to contend ?
Latona's son and Jove's···"—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt ?
The infernal serpent.—Book I.

* * *

As for my law-suits I have won one, an another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in

my forest solitude ! But thank god, I am not unhappy. If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. Pray, how do you know that the Rev. Dr. Vyasa did not march into beef and sip his brandypawny ?

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.*—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" when the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill nature on the part of—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra think it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pandits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song ! They regret his want of popularity, while, perhaps his heart swells within him in vision of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of a day ! It is getting late, so I must conclude. By the bye * * রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with rhyme ?

Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

* অধিকাংশ গবেষকই ধরে নিয়েছেন যে, ঐই "V" বিদ্যাসাগর। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। —সম্পাদক

দ্বাবিংশ পত্র।

My Dear Raj Narain,

Here is the First Book of the *Meghanad.* I hope you will find the writing legible ; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving, old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog ! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes" ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review *Tilottama* for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of *Meghanad*. I have since changed my mind, and the Second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well ! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu ! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank-Verse ! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says ;—"I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm.

It is getting late, so let me conclude.

Believe me, My dear R.,
Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

ত্রয়োবিংশ পত্র।

My Dear Raj Narain,

I received your kind letter just ten minutes ago. Where did you go to ? Or what do you mean by alighting on Terra Firma ?

I am so happy you like my *Meghanad*. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the Second Book will enchant you! The name is "বরুণানী", but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules. I am very busy just now, so you must excuse these few lines. I was looking out with anxiety for this your letter. Have you seen Rajendra's critique on *Tilottama* in the Vividhartha? I suppose you have. It is kind.

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-Re-marriage. * * * I must pause here. Believe me, my dear R.,

Ever your affectionate,

August 3rd, 1860. M. S. Dutt.

কিরূপ দৃঢ়তার ও প্রত্যয়ের সহিত মধুসূদন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সকল পত্র হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে যদি আমি জনসাধারণের উত্তরোত্তর সম্মান-ভাজন হইতে না পারি, তবে আমি আমার গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।" তিলোত্তমাসম্ভবের পর মেঘনাদবধে এবং সেইসঙ্গে ব্রজাঙ্গনায় ও বীরাঙ্গনায় তাঁহার এই আশা যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি মেঘনাদবধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথমার্ধ মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ইহার মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন কৃতজ্ঞচিত্তে মেঘনাদবধের প্রথমাংশ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে, মিত্রজার য়ুরোপ-প্রবাস-কালীন ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, তিনি তাহা

প্রত্যাহার করেন। মেঘনাদবধ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট দোষে, গুণে, এরূপ সুপরিচিত যে, ইহার সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু মেঘনাদবধ-রচয়িতার অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা করিয়া, মেঘনাদবধের আলোচনা ত্যাগ করিলে এই জীবন-চরিত-রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। গ্রন্থই প্রকৃত-প্রস্তাবে গ্রন্থকারের জীবন। মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার গ্রন্থ-সমূহের ইতিহাস বিযুক্ত করিলে তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সেইজন্য মধুসূদনের এই জীবনচরিতে, তাঁহার পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলীর ন্যায়, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ঘটনাও আমরা গ্রথিত করিয়াছি। যে সকল পাঠক কেবল তাঁহার পারিবারিক জীবনের ইতিহাস অবগত হইবার জন্য উৎসুক, আমরা তাঁহাদিগের নিকট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করি।

পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব-কাল—মেঘনাদবধ কাব্য ১২

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

মেঘনাদবধের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। শর্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমাসম্ভব রচনা হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশে আমরা তাহার ফল দর্শন করি। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ, রচনার গাম্ভীর্য এবং গ্রন্থোল্লিখিত চরিত্রসমূহের সৌষ্ঠব-সাধন প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থগুলিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা এবং বীরাঙ্গনা এই সময়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহার পর হইতে মধুসূদনের প্রতিভার পতনদশা ঘটিয়াছে। একদিকে, এই সময়, যেমন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, অপরদিকে, তেমনই, তাঁহার পাশ্চাত্য-ভাব-প্রবণতাও এই সময় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকলগুলিতেই সংস্কৃত ভাব অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী এবং মেঘনাদবধ মধুসূদন প্রায় একই সঙ্গে আরব্ধ এবং প্রায় একই সঙ্গে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রে, সেইজন্য, এককালে তিনখানি গ্রন্থের স্বল্পাধিক উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। আমরা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমে মেঘনাদবধের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মেঘনাদবধ-রচনা।

মেঘনাদবধ রামায়ণের চিরপরিচিত, পুরাতন কথা অবলম্বনে বিরচিত। রাক্ষসরাজের পুত্র বীরকেশরী মেঘনাদের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু রামায়ণের সেই পুরাতন কথা লইয়া রচিত হইলেও ইহাতে কতকগুলি নূতন কথা আছে; মেঘনাদবধ বুঝিতে হইলে পাঠকের তাহা বিশেষরূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহার রাক্ষসগণ রামায়ণের বীভৎস-রসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্যে এবং শারীরিক সৌন্দর্যে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মনুষ্য। আচার, ব্যবহারেও আর্যসমাজ হইতে তাঁহাদিগের সমাজের কোন পার্থক্য নাই। আর্য নরনারী-গণের ন্যায় তাঁহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন; ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজল তাঁহাদিগেরও পূজার অঙ্গ; তাঁহাদিগেরও কুললক্ষ্মীগণ, স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্য, শিবারাধনা করেন, এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃতা হন। তাঁহাদিগেরও

মেঘনাদবধের অবলম্বনীয় বিষয়।

গৃহে পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, এবং মহামায়া তাঁহাদিগেরও পুরাধিষ্ঠাত্রী। আর্য রামায়ণের যে নরমাংসাশী রাক্ষসরাজ, সীতাদেবীকে "প্রাতরাশ" রূপে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া, মধ্যে মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করিতেন, মেঘনাদবধের পাঠককে, সর্বপ্রথমে, তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। রাক্ষসগণের ন্যায় মেঘনাদবধের বানরগণও মানব; বৃহল্লাঙ্গুল, রোমশ পশু নহেন; সাধারণ মানব হইতে তাঁহাদিগের কোনও পার্থক্য নাই। মেঘনাদবধ-কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতা-দেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন; তাঁহারাও মানব, মানবী এবং পৃথিবীর অপর নর, নারীগণের ন্যায় সুখ-দুঃখভাগী। সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহাদিগের এই মাত্র বিভিন্নতা যে, তপোবলে ও কর্মবলে, তাঁহারা দেবগণকে প্রত্যক্ষ করিতে, এমন কি, সময়ে সময়ে, আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্মেরও অংশ গ্রহণ করাইতে পারেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, ইহাতে রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমন কি, রামায়ণ-বিরোধী, অনেক কথাও লক্ষিত হইবে। রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াড ও ইনিয়াড প্রভৃতি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা, পরি-বর্তিত আকারে, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষির প্রদর্শিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কবি ইহাতে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষসপরিবারদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। তিন দিনের ও দুই রাত্রির ঘটনা এই নয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কর্তৃক মেঘনাদকে সেনাপতিপদে অভিষেক, প্রথম দিবসের ঘটনা।

কাব্যের সর্গ-বিভাগ।

হরপার্বতীর অনুগ্রহে লক্ষ্মণের স্বপ্ন-দর্শন ও অস্ত্রলাভ, রাত্রির ঘটনা। মেঘনাদবধের মধ্যে এই রাত্রিই সর্বাপেক্ষা ঘটনা-পূর্ণ। দেবেন্দ্রের ও শচীদেবীর কৈলাসে গমন, লক্ষ্মণের দেবীপূজা, প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ এবং সীতাদেবীর সঙ্গে সরমার কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের অনেক প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ এই রাত্রির ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্বিতীয় দিবসের ঘটনা।

রামচন্দ্রের যমপুরী-দর্শন, দ্বিতীয় রাত্রির এবং প্রমীলার চিতারোহণ, তৃতীয় দিবসের ঘটনা। কবির অনুপম কল্পনা-গুণে এই তিন দিবস মাত্র ব্যাপী ঘটনা অতি দীর্ঘ কালের কার্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি, মিল্টনের আদর্শে, বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়া তাঁহার কাব্যের বস্তুনির্দেশ

করিয়াছেন। ইহার পরই সভাসীন রাক্ষসরাজ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হন। কবি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং বিলাস-সুখ-প্রিয় রাক্ষসরাজের সভার অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার রাক্ষসরাজকে যে আদর্শে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি এবং তদানুষঙ্গিক সামগ্রীগুলিও তাঁহারই উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের আদর্শ স্বতন্ত্র; তিনি তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত করিয়াছেন। ত্রিভুবন যাঁহার পদানত এবং ঐশ্বর্যলক্ষ্মী যাঁহার গৃহে মূর্তিমতীরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার ঐশ্বর্যের তুলনা কোথায়? কাঞ্চনসৌধ-কিরীটিনী লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় রাক্ষসরাজ সভামণ্ডপে কনক-সিংহাসনে উপবিষ্ট। চারুলোচনা কিঙ্করী চামর বীজন করিতেছে; কামদেবের ন্যায় সুন্দরবপু ছত্রধর ছত্রধারণ করিয়া রহিয়াছে; রুদ্রেশ্বর শূলপাণির ন্যায় ভীষণমূর্তি দ্বারপালগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে;—দূরস্থিত কোমল যন্ত্রধ্বনি, বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইয়া, সভাসীনগণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে এবং রত্নসম্ভবা বিভা, ক্ষণপ্রভার ন্যায় দীপ্তিতে মুহুর্মুহু সভাগৃহ আলোকিত করিতেছে। কিন্তু হায়! এই দেবদুর্লভ ঐশ্বর্যের মধ্যে রাক্ষসরাজের প্রাণে শান্তি নাই। সভাগৃহ নীরব, সভাসদগণ বিষণ্ণ; রাজদূত শোণিতসিক্ত, ধূলিধূসরিত কলেবরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাক্ষসরাজের প্রিয়তম পুত্র বীরবাহু সমরে নিপতিত হইয়াছেন, দূত, সংবাদ দিবার জন্য, রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছে। নীরব অশ্রুধারা, দর দর প্রবাহিত হইয়া, রাক্ষসরাজের রত্নখচিত পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছিল; তাঁহার ন্যায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা কে কবে ভোগ করিয়াছে? তাঁহার অদৃষ্টক্রমে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। দেবগণের সহিত সমরে বিজয়ী বীরগণও একজন তুচ্ছ মানবের সহিত সংগ্রামে নিপতিত হইতেছিল। বিধাতা যেন তাঁহার অদৃষ্টগুণে কঠিন শাল্মলিতরুকে পুষ্পদল দিয়া ছেদন করিতেছিলেন। তাঁহার কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত, নাট্যশালাসদৃশী পুরী, তাঁহারই দোষে, শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতেছিল। তাঁহার ভবনের কুসুমদাম বিশুষ্ক, মুরজ, রবাবধ্বনি নীরব এবং দীপাবলী নির্বাণ হইয়া আসিতেছিল। চিরান্ধকার তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দিকে প্রসারিত হইতেছিল। হায়! তাঁহার যন্ত্রণা কে বুঝিবে? অসংযত বাসনায় বিমূঢ় এবং সৌভাগ্যমদে অন্ধ হইয়া তিনি পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহার কার্যের পরিণাম কি বিষময় হইয়াছে। তিনি যাঁহাকে সুখ-স্পর্শ কুসুম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সেই

রাক্ষসরাজের সভা।

স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়ী জানকী, দাবানল শিখার আকার ধারণ করিয়া, তাঁহার হৈমগৃহ দগ্ধ করিতেছিলেন। সমস্তই তাঁহার নিজের কার্যের ফল। পুত্র-শোকেরও অপেক্ষা নিদারুণ অনুতাপের যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। ভূধর স্বভাবতঃ ধীর, কিন্তু, যন্ত্রণা অসহ্য হইলে, অগ্নিস্রোত, যেমন তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হয়, কোন পার্থিব শক্তি যেমন তাহা নিরোধ করিতে পারে না, হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, তেমনই গৈরিক ধাতু-নিস্রাবের ন্যায়, রাক্ষসরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হইল। মধুসূদন যে ভাষায় পুত্রশোকাতুর রাক্ষসরাজের বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহার সমতুল্য কিছুই নাই।

ভগ্নদূত, রাক্ষসরাজের আদেশে, বীরবাহুর মৃত্যুঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। সে বর্ণনা অতি উত্তেজনাপূর্ণ। বীরত্বের বর্ণনায় বীরহৃদয় চিরদিন উত্তেজিত হইয়া থাকে। পুত্র বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া রাক্ষসরাজ, ক্ষণকালের জন্য, পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন; এবং সভাসদ্‌গণকে সঙ্গে লইয়া, রণক্ষেত্রশায়ী বীরপুত্রকে দেখিবার জন্য প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সুনিপুণ চিত্র-করের ন্যায় মধুসূদন ইহার একটি সুন্দর দৃশ্যপট অঙ্কিত করিয়াছেন। উন্নত প্রাসাদ-চূড়ায় তেজঃপুঞ্জকলেবর দশানন, উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায়, দণ্ডায়মান; তাঁহার পদতলে কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কাপুরী প্রসারিতা, তাহার সৌন্দর্যে অমরাবতীও পরাজিতা। কোথাও পুষ্পোদ্যানস্থিত শ্রেণী-বদ্ধ সৌধরাজী, কোথাও রজত সলিলোৎসারী উৎসসমূহ, কোথাও কমলদলপূর্ণ সরোবর, কোথাও হীরকালঙ্কতশির দেবগৃহ, এবং কোথাও বা নানা রাগে রঞ্জিত রত্নপূর্ণ বিপণিসমূহ শোভা পাইতেছে। ত্রিজগৎ, যেন রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া, ভুবনসুন্দরী লঙ্কাপুরীর পূজার জন্য, সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশাল প্রাচীর এই রত্নময়ী পুরীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এবং অস্ত্রধারী রক্ষকগণ সেই প্রাচীরোপরি অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। লঙ্কার গর্বিত সিংহদ্বার এক্ষণে শত্রুভয়ে অবরুদ্ধ। নগর-প্রাচীরের বহির্দেশে শত্রুদল, সিন্ধুকূলস্থিত সিকতারাজির ন্যায় অগণিত সংখ্যায়, লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের অবিদূরে রণক্ষেত্র; সেই রণক্ষেত্রে নিপতিত অসংখ্য রক্ষোবীরগণের সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বীরবাহুও, শত্রুসৈন্যকে বিমথিত করিয়া, মহাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বীরপুত্রকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিলে বীরপিতার হৃদয়ে যেরূপ ভাব উদিত

রাক্ষসরাজের লঙ্কাপুরী ও রণক্ষেত্র দর্শন।

হইবার সম্ভাবনা, রাক্ষসরাজ মৃত পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া, সেইভাবে হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিলেন; এবং রণক্ষেত্রের সেই মর্মভেদী দৃশ্য বিস্মৃত হইবার জন্য, দূরস্থিত মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অচল মেঘশ্রেণীর ন্যায় শিলাখণ্ডে নির্মিত সেতু, মহাসমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, প্রসারিত রহিয়াছে। ফেনময় তরঙ্গরাজী তাহার উভয় পার্শ্বে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে আঘাত করিতেছে, এবং বর্ষাকালীন জলস্রোতের ন্যায় শত্রুসৈন্যস্রোত তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যে মহাসমুদ্র এতদিন দুর্লঙ্ঘ্য পরিখার ন্যায় লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছিল, আজ তাহাকে এইরূপ শত্রুদত্ত শৃঙ্খল পরিধান করিতে দেখিয়া রাক্ষসরাজের হৃদয় যন্ত্রণায় অধীর হইল। তিনি মহাসমুদ্রকে অতি কঠোর তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ। যে দুর্বিসহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, এই তিরস্কারের বর্ণে বর্ণে যেন তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। মেঘনাদবধের অনুতপ্ত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত রাক্ষসরাজের চরিত্র ইহা হইতে অতি সুন্দররূপ অনুমিত হইতে পারে।

রাক্ষসরাজ ও চিত্রাঙ্গদা।

রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া, রাক্ষসরাজ, পুনর্বার সভামণ্ডপে আসিয়া, উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় অতি গম্ভীর রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; এবং বীরবাহুর জননী, রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী, সঙ্গিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া, আলুথালু বেশে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বীর-রসের ন্যায় করুণ-রসের উদ্দীপনেও মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার পরিচায়ক। যে কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসনাথের নিকট আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। হায়! বিধাতা চিত্রাঙ্গদাকে একটি মাত্র রত্নের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। বিহগী যেমন সস্নেহে আপনার । ।টিরে রাখিয়া দেয়, কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদাও তেমনি রাজার নিকট সে রত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। দরিদ্র-ধনরক্ষণ রাজধর্ম। রাজকুলেশ্বর লঙ্কানাথ কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদার সে রত্ন কোথায় রাখিয়াছেন? পুত্রশোকাতুরা জননীর এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সম্ভব? রাক্ষসরাজের পক্ষে ইহার উত্তর দিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে দুর্বিসহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন;—

"এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি। হায় দেবি, বনে যথা বায়

প্রবল, শিমূল-শিম্বী ফুটাইলে বলে
উড়ি যায় তুলা রাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"

চিত্রাঙ্গদা দেবী, পুত্রশোকে উন্মাদিনী হইলেও, বীরমাতা—বীরপত্নী; রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন;—

"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে। বীরমাতা তুমি;
বীর-কর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে, তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"

বীরমাতার পক্ষে এরূপ সান্ত্বনা অবশ্যই শান্তিজনক। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর পক্ষে এ সান্ত্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না। সুগন্ধিকুসুম যখন দেবোদ্দেশে হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্প-জন্ম সফল হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই কুসুম যখন আবার প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল ক্ষোভেরই কারণ হইয়া উঠে। সন্তানকে. স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্ত্বনা আসিতে পারে সত্য; কিন্তু অপরের পাপ-তৃষারূপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতি রূপে অর্পিত হইতে দেখিলে বীর-জননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে? যে অগ্নিকুণ্ডে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের ধন সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ দাবানলেই তাহা ভস্মীভূত হইয়াছিল; জননীর প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? রাক্ষসরাজকে দেশবৈরীর প্রসঙ্গ করিতে শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা দেবী বলিলেন;—

* * * "দেশবৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব,

কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে,
রজত-প্রাচীরসম শোভেন জলধি ।
শুনেছি সরযূ তীরে বসতি তাহার
ক্ষুদ্র নর । তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণাফণী দংশে প্রহারকে ।
কে কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায় নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি ।”

সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও কাদম্বিনী যেমন বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হইলেও, অবস্থাবিশেষে যে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হয়, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে কবি ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন । এ চিত্র বাল্মীকি-রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনের সৃষ্টি । কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার কেবল নাম মাত্রই আছে । মধুসূদন পরে বীরাঙ্গনা-কাব্যে দলিতা-ফণিনী-রূপিনী জনার যে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখাপাত হইয়াছে । চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রবর্তন না করিলে রাক্ষসরাজের অবস্থা পরিস্ফুট হইত না ।

চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের মৌলিকতা ।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাক্ষসরাজ পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন । বিধাতা যদিও তাঁহাকে তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই । পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায় যে কোন উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মনুষ্যহৃদয়ে বড় প্রবল । পাপের সমর্থন করিতে যাইয়া, মনুষ্য, কত সময়ে, যে জগতের সকলকে, এমন কি নিজের হৃদয়কেও বঞ্চনা করে, তাহার সংখ্যা নাই । রাক্ষসরাজ, ঘোরতর পাপাচারী হইয়াও বিধাতার নিকট বলিতেন ;—

"কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই!"

যে অশুভক্ষণে তিনি জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতেন; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোন অপরাধ নাই, তাঁহার অভাগিনী ভগিনী শূর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হওয়াতেই তাঁহার সেই সর্বনাশ ঘটিয়াছিল। তিনি বলিতেন;—

"কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগি,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুখে দুখী,
পাবক-শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?"

কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার এ ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। রাক্ষসরাজ, পুত্রশোকবিধুরা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, বলিলেন, "দেবি, তোমার বীরপুত্র, দেশবৈরীদিগকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ-গমন করিয়াছে; বীরমাতা হইয়া তোমার পক্ষে এরূপ ক্রন্দন কি কর্তব্য?" কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইল। যে ফণিনীর মণি তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে বিষদশনে দংশন করিয়া বলিল;—"দেশবৈরী? রাক্ষসরাজ কাহাকে দেশবৈরী বলিতে চান? ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র কি লঙ্কার স্বর্ণ-সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন? তবে দেশবৈরী কথা কেন?" চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষস-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কে কহ এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ! নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।"

পুত্রশোক-কাতর মনুষ্য, অনেক সময়ে, সমদুঃখভাগিনী পত্নীর সহিত একত্র রোদন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে;—কিন্তু হতভাগ্য রাক্ষসরাজের পক্ষে সে আশা ছিল না। শতপুত্রশোকে জর্জরিত হইলেও পত্নীগণের নিকট তাঁহার সহানুভূতির আশা ছিল না। তাঁহার ন্যায় আত্মদ্রোহী ব্যক্তিকে সহানুভূতি করিবে কে? সহানুভূতির প্রার্থনা করিতে যাইলে তাঁহার ভাগ্যে কেবল তিরস্কারই মিলিত।

আমরা সেইজন্য বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের প্রবর্তন করিয়া, মধুসূদন যন্ত্রণা-নিপীড়িত রাক্ষসরাজের অবস্থা সম্যক পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পুত্রশোক-কাতরা চিত্রাঙ্গদা দেবী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলে শোকে ও অভিমানে উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রণসজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। বীরপুত্র-ধাত্রী লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হইয়াছিল; লঙ্কেশ্বর নিজেই যুদ্ধে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কবি এই স্থলে রাক্ষসবীর-গণের যুদ্ধ-সজ্জার অতি সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে, এক অভিনব দৃশ্যের প্রবর্ত্তন করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। রাক্ষস-বীরগণের পদভরে লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার তরঙ্গাভিঘাতে জলাধিষ্ঠাত্রী বারুণী-দেবীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া পুনঃ পুনঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ এইরূপ উপপ্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লঙ্কেশ্বরের সমর-সজ্জার বিষয় অবগত হইলেন এবং যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আপনার সখী মুরলাকে লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। মেঘনাদবধের এই বারুণী-চরিত্র হিন্দুপুরাণানুমোদিত নহে। হোমরের থেটিস (Thetis) হইতে মিল্টন তাঁহার কোমসের (Comus) স্যাব্রিনার (Sabrina) আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বারুণী-চরিত্র এই স্যাব্রিনা হইতে কল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ুদলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক পুরাণের Aeolus and Winds হইতে কল্পিত হইয়াছে। মুরলা নামটি কবি সম্ভবতঃ, উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য এবং যুদ্ধগামী রক্ষসৈন্যগণের রণসজ্জা মুরলার ও রাজলক্ষ্মীর কথোপকথনে অতি সুন্দররূপ বিবৃত হইয়াছে। মুরলা, রণসজ্জায় সজ্জিত বীরগণের মধ্যে মেঘনাদকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—

রাক্ষসরাজের রণসজ্জা।

বারুণী-চরিত্র।

> "প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
> যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
> বীরবাহু; যাও তুমি, * *
> * * যাই আমি যথা
> ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে
> প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"

কমলা, মেঘনাদের ধাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া, লঙ্কার বহির্দেশস্থিত মেঘনাদের প্রমোদ-উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। মেঘনাদ, ধাত্রীর চরণে প্রণাম করিয়া,

লঙ্কার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বীরবাহুর মৃত্যুর ও রাক্ষসরাজের রণসজ্জার সংবাদ প্রদান করিলে বিস্মিত মেঘনাদ ধাত্রীকে বলিলেন ;—

* * * "কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে; তবে
এ বারতা—এ অদ্ভুত বারতা, জননী,
কোথায় পাইলে তুমি?"

কমলা বলিলেন ;—

* * * "হায় পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি, তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি, ত্বরা করি, রক্ষ রক্ষকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষচূড়ামণি।"

তেজস্বী বীর, শুনিবামাত্র, কণ্ঠের কুসুমদাম ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বলিলেন ;—

"* * ধিক্ মোরে
"* * বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে;
এই কি সাজে আমারে? দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপু দলে।"

মেঘনাদ ও প্রমীলা।

মেঘনাদ বীরদর্পে রথারোহণ করিতে যান, এমন সময় তাঁহার পতিগতপ্রাণা পত্নী প্রমীলা আসিয়া তাঁহার করযুগল ধারণ করিলেন। যে ভাবী অমঙ্গলরূপ মেঘ মেঘনাদের জীবনাকাশে সঞ্চারিত হইতেছিল, সাধ্বীর কোমল হৃদয়ে বুঝি পূর্ব হইতেই তাহার ছায়াপাত হইয়াছিল; তাই প্রমীলা, বীরপত্নী ও বীরাঙ্গনা হইয়াও বীরবর হেক্টরের পত্নী এণ্ড্রোমেকীর (Andromache) ন্যায় কাতরভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে কহ চলিলা আপনি,
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী?"

কিন্তু বীরত্ব-দৃপ্ত মেঘনাদ প্রমীলার অশ্রুজলে দৃক্‌পাত করিলেন না। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন, তুচ্ছ মানব-শত্রু রামের সহিত সংগ্রাম তাঁহার নিকট শিশুর ক্রীড়া মাত্র। তিনি অশ্রুসিক্তা পত্নীকে সহাস্য মুখে বলিলেন।—

"ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে, বিদায় এবে দেহ বিধুমুখী।"

দেখিতে দেখিতে মেঘনাদের ব্যোমযান আকাশ-মার্গে উত্থিত হইল। ধনুষ্টঙ্কার শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং নিরাশাপীড়িত লঙ্কাবাসী-দিগকে আশ্বস্ত করিয়া মেঘনাদ যেখানে রাক্ষসরাজ সমরসজ্জা করিতেছিলেন, সেইখানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাক্ষসসৈনিকগণ আনন্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেঘনাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন ;—

"হে রক্ষকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ;
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

পুত্রের এই বীরোচিত প্রার্থনায় সহসা সম্মতি দান করিতে রাক্ষসরাজের সাহস হইল না। অবস্থার বিভিন্নতায় মনুষ্যের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। নবীন আশায় ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত মেঘনাদ এবং শোকজর্জরিত, নিরাশ্বাসগ্রস্ত রাক্ষসরাজ উভয়ের ব্যবহারে, সেইজন্য কতই বিভিন্নতা। একদিকে যৌবনের বল ও উৎসাহে মেঘনাদকে অনির্মুক্তবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র শ্বাসে জগৎ ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত করিতেছিল ; অপরদিকে শোকগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত রাক্ষসরাজ, মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায়, ফণামণ্ডল সঙ্কুচিত করিয়া যেন পৃথিবীর সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইতেছিলেন। পুত্র রুদ্রপীড়কে যুদ্ধকাম দেখিয়া, সৌভাগ্য-গর্বিত বৃত্র উৎসাহে বলিয়াছিলেন ;—

"রুদ্রপীড়, তব চিত্তে যশ-অভিলাষ,
পূর্ণ কর, যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে ;

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য আরও ধন্য হও,
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া দানব-তিলক।"

কিন্তু মর্ম্মপীড়িত রাক্ষসরাজ পুত্রকে বলিলেন ;—

"এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার! হায়! বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোকে মরি পুন বাঁচে।"

বৃত্র ও রাক্ষসরাজ।

বৃত্র ও রাক্ষসরাজ উভয়েই ত্রিভুবন-বিজয়ী ; কিন্তু অবস্থার পার্থক্যে উভয়ের প্রকৃতি কিরূপ বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃত্র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। শোকের অথবা নিরাশ্বাসের অভিজ্ঞতা কখনও তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। যে উৎসাহে তিনি পুত্রকে যুদ্ধগমনে আদেশ দান করিয়াছিলেন, নিরাশাপীড়িত রাক্ষসরাজের হৃদয়ে সে উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি সামান্য জনের ন্যায়, পুত্রকে যুদ্ধগমনে সম্মতি-দান করিতে ভীত হইলেন। কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র। তিনি বীরদর্পে পিতাকে বলিলেন ;—

"কি ছার সে নর তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র। থাকিতে দাস যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে,
হাসিবে মেঘবাহন, রুষিবেন দেব
অগ্নি! দুইবার আমি হারানু রাঘবে,
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে,
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে।"

যে বলে মদমত্ত মাতঙ্গ বিশালকায় বনস্পতিকে শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করে, মেঘনাদের হৃদয়ের এই উৎসাহ সেই পাশব বল-প্রসূত। কিন্তু রাক্ষসরাজ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যে অবস্থায় নিপতিত তাহাতে পাশববলে জয়ী হইবার আশা থাকিলে অনেকদিন পূর্ব্বেই তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন ; তাহা হইলে কুম্ভকর্ণের ন্যায় বীর একজন তুচ্ছ মানবের সঙ্গে যুদ্ধে নিপতিত হইতেন না। তিনি বলিলেন ;—

* * * *'
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায় ! দেহ তার, দেখ সিন্ধুতীরে,
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে।"

এ অবস্থায় পাশববলে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি অন্তরে বুঝিতেছিলেন, তাঁহার পাপাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া বিধাতা তাঁহার লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছেন। দেবানুগ্রহ ভিন্ন এ বিপদে রক্ষার অন্য উপায় নাই। তিনি পুত্রকে বলিলেন ;—

"তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ. কর বীরমণি।
সেনাপতি পদে আমি বরিণু তোমারে ;
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে,
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

মেঘনাদের অভিষেক।

রাক্ষসরাজ, গঙ্গোদক গ্রহণ করিয়া পুত্রকে যথাবিধি অভিষেক করিলেন ; বন্দীগণের আনন্দ-সঙ্গীতে চতুর্দিক পূর্ণ হইল। বন্দীগণের এই সঙ্গীত অতি মনোহর। মেঘনাদের অভিষেকের সঙ্গে প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে।

হর-পার্বতী, জুপিটর ও জুনো।

দ্বিতীয় সর্গ।—দ্বিতীয় সর্গের অভিনয়ক্ষেত্র স্বর্গলোক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী দেবদেবীগণ। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইলেও লঙ্কাযুদ্ধে দেবগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতা রামায়ণের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন পৌরাণিক দেবদেবীগণকে মেঘনাদবধের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে প্রবর্তিত করিয়াছেন। মহাদেবের ও পার্বতীর অনুগ্রহে ইন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মণের জন্য অজেয় অস্ত্রলাভ, দ্বিতীয় সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদনের প্রতিভা এই সর্গে বাল্মীকি অপেক্ষা হোমরের দ্বারাই অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়াছে। গ্রীক পুরাণের জুপিটর ও তাঁহার পত্নী জুনো ইহাতে হর-পার্বতীরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী আফ্রোদিতি (Aphrodity) এবং নিদ্রাদেব সম্‌সস (Somsus) যথাক্রমে ইহার রতির ও কামদেবের স্থান অধিকার

করিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যার অতি মনোহর চিত্র পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার পর পৌরাণিক স্বর্গের অতি বিমুগ্ধকর দৃশ্য। গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে মধুসূদন তাহা কল্পনা করিয়াছিলেন। দেবরাজ, ত্রিদশগণে বেষ্টিত হইয়া, আপনার বিলাসময় সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়, রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মেঘনাদের অভিষেকবার্তা প্রদান করিলেন। মেঘনাদ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, ভাবিয়া দেবেন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ইন্দ্রানীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে হরপার্বতীর নিকট গমন করিলেন। মধুসূদন এইস্থলে কৈলাসপুরীর একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দেবচরিত্রের প্রবর্তন করিতে যাইয়া ট্যাসো, মিল্‌টন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণ যে ভ্রম করিয়াছেন, তিনিও তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দৈব এবং মানবীয় ভাবের একত্র সমাবেশে তাঁহার বর্ণিত দেবপ্রকৃতি, স্থানে স্থানে, বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। দেবরাজ ও শচীদেবী, উভয়েই, রামচন্দ্রের কল্যাণের জন্য, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। মেঘনাদবধের শচী, পদ্মাবতী নাটকের প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্রূরস্বভাবা শচীদেবী নহেন; তিনি তিলোত্তমাসম্ভবের স্বামীর সমদুঃখ-সুখভাগিনী এবং স্বামীর গৌরবে গৌরবিনী শচী। ভগবতী তাঁহাদিগের প্রার্থনায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, রক্ষকুল দেবাদিদেবের রক্ষিত; তিনি এক্ষণে যোগাসন-শৃঙ্গে যোগমগ্ন, সেইজন্যই লঙ্কাপুরীর এরূপ দুর্গতি। রাক্ষসদিগের অনিষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এমন সময়,

* * "গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি বাজিল চৌদিকে,
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি;
টলিল কনকাসন"।

বিস্মিতা পার্বতী সখীর মুখে অবগত হইলেন যে, রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। তখন ভক্তবৎসলার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি যোগাসন-শৃঙ্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী রতি দেবী তাঁহার মনোহর বেশ-ভূষা করিয়া দিলেন। মোহনবেশ ধারণ করিয়া, এবং তপোনিমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য, কামদেবকে সঙ্গে লইয়া, ভগবতী যোগ-শৃঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত এই সকল বিষয়ে যে মূল রামায়ণে নাই, তাহা বোধ হয়, পাঠককে বলিতে হইবে না। ইলিয়াডের চতুর্থ সর্গের সঙ্গে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের সংমিশ্রণ করিয়া মধুসূদন ইহা রচনা করিয়াছেন। ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গে বর্ণিত আছে যে, ট্রয়বাসীদিগের প্রতি জুপিটরের অনুগ্রহ দর্শন করিয়া, একান্ত ঈর্ষাপরায়ণা জুনো, কৌশলে কার্যোদ্ধার করিবার জন্য, মনোহর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া এবং ভিনসের বিশ্ববিমোহন কটিবন্ধ ধারণ করিয়া, আইডা (Ida) পর্বতস্থিত জুপিটরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জুপিটর, মোহনবেশধারিণী পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আলিঙ্গনপাশে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, ক্রূরস্বভাবা জুনো, অবসর বুঝিয়া, হতভাগ্য ট্রয়বাসীদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। মধুসূদন, ইলিয়াডের উপরি-উক্ত ঘটনার সঙ্গে কুমারসম্ভবের মদন-ভস্ম বৃত্তান্ত পরিবর্তিত আকারে সম্মিলিত করিয়া, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, তিনি কুমারসম্ভবের হর-পার্বতী-চরিত্রের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মেঘনাদবধের মহাদেব ও দুর্গা গ্রীক পুরাণের কামুক জুপিটর ও নৃশংসা জুনো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও কালিদাস কুমারসম্ভবে হর-পার্বতীর যে মহান চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মধুসূদনের গ্রন্থে তাহার ছায়াও লক্ষিত হয় না। মহাদেব যখন ধ্যানে বসিতেন, তখন সহস্র কামদেবেরও এমন সাধ্য হইত না যে, তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন। ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় মহাদেবের তপোভঙ্গ কুমারসম্ভবে নাই। কালিদাস লিখিয়াছেন; "মহাদেব যোগান্তে, পরমাত্মসংজ্ঞক জ্যোতি দর্শন করিয়া, ধ্যান হইতে বিরত হইলে, পার্বতী, পূজার জন্য, তাঁহার সমীপস্থা হইলেন, এবং, তাঁহার পদমূলে পুষ্পদাম বিকীর্ণ করিয়া, প্রণাম করিলেন। মহাদেব পার্বতীকে "অনন্যভাক্ পতি লাভ কর," এই বলিয়া যেমন আশীর্বাদ করিলেন, কামদেব অমনি তাঁহার প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেন! মহাদেবের এ অবস্থা ধ্যান-নিমগ্নাবস্থা নহে। কালিদাসের অঙ্কিত চিত্র যেমনই মহান্, তেমনই স্বাভাবিক। কুমারসম্ভবে বিঘ্নিততপ মহাদেবের অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

ইলিয়াড ও কুমার-সম্ভবের ঘটনা সংমিশ্রণ।

কুমারসম্ভবের উচ্চ আদর্শ।

> হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
> উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥'

কিন্তু পরক্ষণেই—

অথেন্দ্রিয় ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য
হেতুং সচেতোর্বিকৃতের্দিদৃক্ষুঃ দিশামুপান্তেষু সসর্জ্জ দৃষ্টিম্ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রোদয় দর্শনে চঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় মহাদেবেরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য লোপ হইল। তিনি উমার বিম্বফলতুল্য অধরোষ্ঠ সুশোভিত মুখ-মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ত্রিনয়ন, জিতেন্দ্রিয়তা-গুণে, আপনার ইন্দ্রিয়বিকার বলপূর্বক নিবারণ করিলেন, এবং অকস্মাৎ এরূপ চিত্তবিকৃতি উৎপন্ন হইল কেন তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য, চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

"কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ" ও "বলবন্নিগৃহ্য" এই দুইটি কথায় কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের কি কঠোর আত্মসংযমই প্রকাশ করিয়াছেন! মধুসূদনের হরধ্যান-ভঙ্গে ইহার কিছুই নাই। কামদেবের অস্ত্রাঘাতমাত্র তাঁহার (মুহূর্ত পূর্বে "বাহ্যজ্ঞান-হত", "তপঃ-সাগরে-নিমগ্ন") মহাদেব, অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে মধুসূদন কেবলই সংযমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনতা-সাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন সম্বন্ধে কুমারসম্ভবের পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধা। তিনি পবিত্রচিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য, তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য কামদেব, দেবকার্য উদ্ধারের জন্য, তাঁহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। পার্বতীর তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদবধের পার্বতী, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণীগণের অগ্রগণ্য এবং জগতে সহধর্মিণী নামের আদর্শস্বরূপা, তাঁহার চরিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে যাইয়াই তিনি এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মেঘনাদবধে কুমার-সম্ভবের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি।

যাহা হউক, গ্রীকদেবী জুনোর ন্যায়, পার্বতীরও অভিলাষ সিদ্ধ হইল। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, দেবরাজকে ইন্দ্রজিতের বধের জন্য রুদ্রতেজে নির্মিত অস্ত্র, শস্ত্র প্রেরণের আদেশ দান করিলেন। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ, দেবেন্দ্রের আদেশে, লক্ষ্মণকে সেই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়া আসিলেন। এইখানে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। কল্পনাচ্ছটায় ও বর্ণনাগুণে মেঘনাদবধের এই সর্গ অপরাপর সর্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কবি, নানাদেশীয় মহাকাব্যসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য

সার্থক হয় নাই। "শৈব কুলোত্তম" রাক্ষসরাজের পুত্রকে নিহত করিতে হইলে, অবশ্যই, মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ আবশ্যক ; কিন্তু দেবেন্দ্রের মায়াদেবীর নিকট গমন, অস্ত্রলাভ, এবং চিত্ররথের দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রপ্রেরণ প্রভৃতি আড়ম্বর-পূর্ণ বিষয়গুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যে ভাবে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাতে রুদ্রতেজে বিনির্মিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধের জন্যই দেবাণুপ্রাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন, হত্যার জন্য নহে। লক্ষ্মণকে যখন সেরূপ নরহন্তারূপে চিত্রিত করা কবির অভিপ্রেত ছিল, তখন তাঁহাকে রুদ্রতেজে নির্মিত মহাস্ত্র প্রদান না করিলেই ভাল হইত। দ্বিতীয় সর্গের অভিনেতা ও অভিনেত্রী, প্রধান দেব, দেবীগণের মধ্যে কাহারও চরিত্র উচ্চ আদর্শে চিত্রিত হয় নাই। মহাদেবের ও পার্বতীর বিষয় আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ; ইন্দ্রের ও লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রও নির্দোষ নহে। ইন্দ্রের চরিত্রে কাপুরুষতা এবং লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রে জিঘাংসা ও ভক্ত-দ্রোহিতা লক্ষিত হয়। কামদেব, রতি, মায়াদেবী, শচী এবং চিত্ররথ প্রভৃতি সামান্য সামান্য পাত্রগণের চরিত্রে বিশেষ আপত্তিজনক কিছু নাই। কিন্তু অপ্রধান পাত্র বলিয়া তাঁহাদিগের কথা অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় সর্গ।—তৃতীয় সর্গে ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলা-চরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন, এবং ইহা হইতেই মধুসূদনের মেঘনাদবধ রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। রামায়ণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, ভগবান বাল্মীকি রাক্ষসদিগকে নিতান্ত পশুবৎ চিত্রিত করিয়াছেন। রামায়ণ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত হই, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু কার্যবিশেষের জন্য ঘৃণার্হ হইলেও তাঁহাদিগের চরিত্রের যে একটি মধুর অংশ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাক্ষসরাজ সীতাপহারক হইলেও তাঁহাদিগের চরিত্রের যে একটি মধুর অংশ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাক্ষসরাজ সীতাপহারক হইলেও পতি, পিতা, শ্বশুর এবং রাজা ছিলেন। স্বামীরূপে, পিতারূপে, শ্বশুররূপে বা রাজারূপে তাঁহার চরিত্রের যে কোমলতাময় অংশ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা, মহর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই বলিলেও হয়। সেইজন্য আমরা, তাঁহার প্রকৃতির পশুভাব মাত্র দেখিতে পাইয়া, তাহাতে কোনরূপ সদ্‌গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। রাক্ষসবংশের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি-উদ্দীপন, মেঘনাদবধ রচয়িতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ;

রাক্ষসদিগের সম্বন্ধে মহর্ষির ও মধুসূদনের ভিন্ন আদর্শ।

সেইজন্য তিনি তাঁহাদিগের পারিবারিক জীবনের ললিত চিত্র আমাদিগের সম্মুখে প্রকটিত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, মেঘনাদবধের রাবণ, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ বীর; তিনি যে সীতাপহারক, কবি তাহার উল্লেখ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই; কিন্তু তিনি সেইসঙ্গে তাঁহাকে স্নেহবান্ পিতা, গৌরবশালী সম্রাট এবং নিষ্ঠাবান্ ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা, শোকাকুলা জননীর এবং অভিমানিনী পত্নীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মন্দোদরী, স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়া মাতা ও শ্বশুর এবং স্বামী, পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিতা সম্রাজ্ঞীর আদর্শ। কিন্তু ইঁহাদিগের অপেক্ষা গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা মেঘনাদের ও প্রমীলার চরিত্র হইতেই মধুসূদন রাক্ষস পরিবারদিগের প্রতি পাঠকের অনুকম্পার উদ্রেক করিতে অধিক সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদ স্বদেশবৎসল বীর, স্নেহবান্ ভ্রাতা, পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র, ভক্তিমান উপাসক, এবং পত্নীগত প্রাণ, অকপট প্রেমিক। প্রমীলা তাঁহারই উপযুক্তা পত্নী। প্রমীলা বীর্যে ভৈরবী, কিন্তু কোমলতায় কুলবধূর আদর্শ-স্থানীয়া; কোমলা বল্লরীর ন্যায় স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবিতা; কিন্তু, অবস্থা-বিশেষে, তিনি যে বীরপতির সহচারিণী হইবার উপযুক্তা, তাহারও পরিচয়দানে পরাঙ্মুখী নহেন। মেঘনাদবধ-রচনার সময়ে মধুসূদন অতি যত্নের সহিত ট্যাসোর "জেরুজালেম উদ্ধার" কাব্য পাঠ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই তিনি প্রমীলা-চরিত্র রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। আমরা প্রথম সর্গে দেখিতে পাই, প্রমীলা বনদেবীর ন্যায় স্বামীর সঙ্গে প্রমোদোদ্যানে ক্রীড়াপরায়ণা; কবি প্রমীলার প্রমোদ-উদ্যানের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা সৌন্দর্যে অতুলনীয়া। ট্যাসোর কাব্যের ষোড়শ স্বর্গ হইতেই কবি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম অঙ্কে প্রমীলা ও মেঘনাদকে সেই প্রমোদ-উদ্যানে দেখিয়া আমাদিগের কুহকিনী (Armida) আর্মিডার ও প্রমোদ-নিরত (Rinaldo) রাইনাল্ডোর কথা স্মরণ হয়; এবং আর্মিডার পুরীর ন্যায় প্রমীলার পুরীও মায়ানির্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। মহাবীর রাইনাল্ডো, যেমন কুহকিনী আর্মিডার সহবাসে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার উদ্যানে বাস করিতেছিলেন, বীরবর মেঘনাদও, তেমনই ইন্দ্রিয়সুখে মুগ্ধ হইয়া, প্রমীলার বিহার-কাননে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কবি প্রথমে এইভাবে দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রমীলা-চরিত্রের উৎকর্ষ-হানি হইবে ভাবিয়া পরে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পত্রে পাঠক ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। ট্যাসোর কাব্য হইতে মধুসূদন যদিও তাঁহার

প্রমীলা-চরিত্র।

প্রমীলা-চরিত্র নির্মাণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের। প্রমীলা তাঁহার কল্পনার মৌলিক চিত্র। প্রথম সর্গে প্রমীলা অশ্রুসিক্তা এবং যুদ্ধগামী পতিকে বিদায়দানে অনিচ্ছাবতী। প্রমীলা-চরিত্রের এই অংশে কোন নূতনত্ব নাই ; কোমলতাময়ী কুলবধূর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, কবি ইহাতে কেবল তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সঙ্গে বীরাঙ্গনার শৌর্যের সম্মিলনেই প্রমীলা-চরিত্রের নূতনত্ব। তৃতীয় সর্গ হইতে কবি প্রমীলা-চরিত্রের এই নূতনত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মেঘনাদ বিষাদিনী পত্নীকে "ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া" বলিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ; তিনি আর প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। পতির প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সাধ্বী প্রমীলার প্রাণ ব্যাকুল হইল। যে যুদ্ধে প্রমীলার সহস্র সহস্র আত্মীয় নিহত হইয়াছিলেন, প্রমীলার জীবনসর্বস্বও সেই কাল-সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইলে সাধ্বীর প্রাণ যে অধীর হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। বৃত্র-সংহারের কবি যথার্থই বলিয়াছেন ;—

"পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয় ;
জানে সে ক'জন ভাবে সে ক'জন
বীর-পত্নী কিসে হয়।"

অশ্রুসিক্তা প্রমীলা

"কভু বা মন্দিরে পশি বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা, কভু বা উঠি উচ্চ গৃহচূড়ে
এক দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কাপানে,
মুহুর্মুহু চক্ষুজল মুছিয়া আঁচলে।"

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল এবং রজনী, কালভুজঙ্গিনীর ন্যায়, প্রমীলাকে দংশন করিবার জন্য, সমাগত হইল। জ্যোৎস্নাধৌত উপবনের সৌন্দর্য এবং সখীগণের প্রবোধবাক্যে সাধ্বীর হৃদয় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল না। প্রমীলার অশ্রুবিন্দু পুষ্পদলে নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তাদামে সুশোভিত করিতে লাগিল। ভাবী বিপদের ছায়া, অতি প্রগাঢ়ভাবে, সাধ্বীর হৃদয়াকাশে পতিত হইয়াছিল। প্রমীলা, সূর্য-প্রাণা সূর্যমুখীর নিকট যাইয়া, নিরাশ প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"যে রবির ছবি-পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি,
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে),
পাইবি, যেমতি, সতি, তুই প্রাণেশ্বরে ?"

পতির বিপদাশঙ্কা বুঝিলে সাধ্বীর প্রাণ পৃথিবীর এমন কোন বিপদ নাই, যাহার সম্মুখীন হইতে ভীত হয়। স্বামীর বিপদ-ভয়-ভীতা প্রমীলা আপনার সখী বাসন্তীকে বলিলেন ;—

"চল সখি লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ?"

কাদম্বিনী যে স্নিগ্ধ বারিধারার সঙ্গে হৃদয়ে অশনিও বহন করে এবং কলনাদিনী নির্ঝরিণী যে গিরিশৃঙ্গও উৎপাটিত করিয়া লইয়া যায়, বাসন্তী তাহা জানিত না। বাসন্তী বিস্ময়ের সহিত বলিল ;

"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য-সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি, দণ্ডধর যথা।

তেজস্বিনী প্রমীলা বাসন্তীর কথায় বলিলেন ;

"কি কহিলি বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষকুল-বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।"

প্রমীলার যে প্রমোদ-উদ্যান বেণু-বীণা-ঝঙ্কারে মুখরিত থাকিত, মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহা সমরকোলাহলে পূর্ণ হইল। প্রমীলার সঙ্গিনী দৈত্যবালাগণ, বীরভূষণে সজ্জিতা হইয়া, অশ্বারোহণ করিলেন। প্রমীলারও বরবপু কঠিন বীরাভরণে সুশোভিত হইল। পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ, উরুদেশে খরশান অসি, এবং করে সুদীর্ঘ শূল ধারণ করিয়া প্রমীলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অকস্মাৎ শত বজ্রাঘাতের

প্রমীলার রণসজ্জা ও লঙ্কা-প্রবেশ।

ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে ও শঙ্খধ্বনিতে লঙ্কার পশ্চিম দ্বার বিকম্পিত হইল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, হনুমানেরও বীরহৃদয় প্রমীলার সেই বীরবেশ দর্শন করিয়া, স্তম্ভিত হইল। হনুমান, উগ্রভাব পরিত্যাগপূর্বক, প্রমীলার দূতীকে সঙ্গে লইয়া, রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। দূতী, রামচন্দ্রের নিকট, হয় যুদ্ধ না হয় লঙ্কাপুরে প্রবেশের পথ প্রার্থনা করিল। রঘুরাজ-বংশধরের পক্ষে পতিপদ দর্শনোৎসুকা সাধ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সম্ভব? রামচন্দ্র বিনয় ও সমাদরের সহিত হনুমানকে পথ উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। সাধ্বীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তেজঃ-প্রভায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া এবং রণবাদ্যের গম্ভীর শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা বিমথিত করিয়া, প্রমীলা সঙ্গিনীগণের সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বিস্মিত রঘুসৈনিকগণ, চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের মনে হইল, একি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? মায়াদেবী লক্ষ্মণের সাহায্যের জন্য, আবির্ভূতা হইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, একি তাঁহারই মায়া? কৈলাসে ভগবতী বিস্মিতনেত্রে প্রমীলার বীরত্ব অবলোকন করিতে লাগিলেন। লঙ্কাবাসীগণ, সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য, চতুর্দিক হইতে ধাবমান হইল। রক্ষোবধূগণ, পুষ্পদাম বর্ষণ করিয়া, এবং বন্দিগণ, জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া, প্রমীলাকে অভ্যর্থনা করিল।

* * * * * "কতক্ষণে বামা
উত্তরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে,
মণিহারা ফণী যেন পাইলা সে ধনে।"

প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ মেঘনাদবধের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহাতে কোন কোন ত্রুটি লক্ষিত হইবে। বীররসের সঙ্গে তাহার "ব্যভিচারী" শৃঙ্গার রসের সম্মিলন করাতে স্থানে, স্থানে ইহার সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।

প্রমীলা-চরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন এবং মধুসূদনের কল্পনাকাননের সর্বোৎকৃষ্ট কুসুম। যে বঙ্গভূমি, সাতশত বৎসরেরও অধিকাল, পরাধীনতায় নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহাতে কোন কবির কল্পনা হইতে প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনার উদ্ভব নিরতিশয় বিস্ময়কর। পৃথিবীর অনেক কবিরই কল্পনা বীররমণীর মহিমা বর্ণনা করিতে উদ্দীপিত হইয়াছে; কিন্তু অপর কোন কবিই এরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ভার্জিলের (Camilla) ক্যামিলা, ট্যাসোর (Clorinda) ক্লরিণ্ডা, (Guildippe) গিল্ডিপ, ও (Erminia) এরমিনিয়া এবং বাইরনের (Maid of

প্রমীলার বিশেষত্ব।

Saragosa) মেড্ অফ্ সারাগোসা, সকলেই প্রমীলা হইতে স্বতন্ত্র। কুলবধূর কোমলতা, প্রতিপ্রাণার আত্মবিসর্জন, এবং বীরাঙ্গনার শৌর্য, একসঙ্গে মিলিত হইয়া প্রমীলা-চরিত্রকে সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় করিয়াছে। হনুমানের সঙ্গে প্রমীলার কথোপকথন শ্রবণ করিলে মনে হয়, সৌন্দর্য ও জ্যোতির সম্মিলনে উদ্ভূতা বিদ্যুল্লতার সঙ্গেই প্রমীলার তুলনা সঙ্গত; পৃথিবীর অপর কোন পদার্থের সহিত তাহার তুলনা হয় না। অন্য দেশে এ চিত্র উদ্ভবযোগ্য নয়। প্রমীলার কোমলতা, প্রমীলার পাতিব্রত্য, প্রমীলার শৌর্য স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র আধারে মিলিতে পারে, কিন্তু ভারতরমণী ভিন্ন অন্য কোথাও একাধারে এই সকল গুণের সমন্বয় হয় না। প্রমীলা পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর লীলাক্ষেত্র ভারত-ভূমিতেই প্রসূতা হইবার উপযুক্ত। যে প্রমীলা, বাহুবলে রঘুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার শ্বশ্রূর ভয়ে তটস্থা হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

* * * "হায় নাথ!
ভেবেছিনু, যজ্ঞ-গৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়! কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি—
পদযুগ।"

এইজন্যই আমরা বলিয়াছি, বীরাঙ্গনার শৌর্যের সঙ্গে এইরূপ কুলবধূর কোমলতা অপর কোন দেশে প্রাপ্তিযোগ্য নয়। বোডিসিয়ার ও জোন অব্ আর্কের দেশে ক্যামিলা ও ক্লরিণ্ডাই আদর্শ। পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর জন্মভূমিতে প্রমীলা আদর্শ চিত্র।

মধুসূদন প্রমীলা-চরিত্র কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মেঘনাদবধের কোন কোন চরিত্র পাশ্চাত্য কাব্যের প্রতিচ্ছায়া রূপে কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু প্রমীলা-চরিত্র কবি তাঁহার স্বদেশীয় আদর্শে কল্পনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শে এ কোমলতা এবং এই বিনয়-নম্র ভাব বোধ হয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাসোর জেরুজালেম-উদ্ধার কাব্য হইতে মধুসূদন তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র চিত্রণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। ইহার বীরাঙ্গনা এরমিনিয়ার, ক্লরিণ্ডার এবং গিল্‌ডিপের চিত্রে তাঁহার বীরত্বানুরাগী হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ইলিয়াডের রণসজ্জায়

প্রমীলা-চরিত্রের উৎপত্তি।

সজ্জিতা আথিনীর, (Athenœ) এবং ইনিয়াডের অশ্বারোহণ-নিপুণা, সসঙ্গিনী কেমিলার চিত্র তাঁহার অস্পষ্ট কল্পনাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছিল। তিনি মেঘনাদবধে কোন বীরাঙ্গনার চরিত্র প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল পাশ্চাত্য মহাকবিগণের ন্যায় তাঁহার স্বদেশীয় একজন কবিও তাঁহার কল্পনা পরিপোষণের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের প্রিয় কবি কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ-পর্ব হইতে মধুসূদন তাঁহার মনঃকল্পিতা নায়িকার একখানি রেখাচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ-পর্বে বীরাঙ্গনা প্রমীলা সম্বন্ধে কাশীরাম দাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

কাশীদাসের প্রমীলা।

"মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী,
পদ্মিনী তাঁহার সনে আছে লক্ষ চারি।

* * * *

মহাবলবতী তারা, শুন মহাযশ,
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সাহস।
বণিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে,
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ
এমন না দেখি কভু হইল প্রসাদ।
ঘোড়া নাহি দেখি পথে, চৌদিকে রমণী,
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি।
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধনুঃশর
কি বুঝিয়া নারী সঙ্গে করিব সমর।
দরশনে ভয় পাই যুঝিব কেমনে,
পরাজয়ে অপযশ থাকিবে ভুবনে।

* * * * *

বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার,
তা শুনি বনিতাগণে আনন্দ অপার।
নানা বাদ্য বাজাইয়া চলে সুভাষিণী
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধাভিলাষিণী।"

রামচন্দ্রের বাক্যে মেঘনাদবধের প্রমীলার ন্যায় অর্জুনেরও বাক্যে মহাভারতের প্রমীলা যুদ্ধ হইতে বিরতা হইয়াছিলেন এবং অর্জুনকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবন,
মোর ভয়ে কম্পিত যতেক দেবগণ।
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি,
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী ॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্ট লোকপাল !"

প্রমীলার নাম, প্রমীলার বীরাঙ্গনা সঙ্গিনীগণ, প্রমীলার পুরীতে পুরুষের অভাব, এবং পার্বতীর অনুগ্রহে প্রমীলার অজেয়ত্ব প্রভৃতি মধুসূদন কাশীরাম দাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের প্রমীলাই যে তাঁহার প্রমীলার আদর্শ, মেঘনাদবধে তিনি নিজেও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রমীলার রণসজ্জা বর্ণনার পূর্বে তিনি লিখিয়াছেন ;

"যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উত্তরিলা
নারীদেশে ; দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি,
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ॥"

কাশীরাম দাসের ন্যায় তাঁহার স্বদেশীয় আরও একজন কবির নিকট প্রমীলা চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন ঋণী আছেন। মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, মধুসূদনের বাল্যসুহৃদ্ বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। পদ্মিনী-উপাখ্যান সম্বন্ধে রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে মধুসূদনের অনেক সময় কথোপকথন হইত। নিজের মনঃকল্পিতা প্রমীলাকে পদ্মিনীর তেজস্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুসূদনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের সাক্ষাৎ এবং পদ্মিনীর চিতারোহণ, পরিবর্তিত আকারে, তাঁহার প্রমীলা-চরিত্রের উপযোগী হইয়াছিল। রঙ্গলালবাবুর পদ্মিনীর রণসজ্জার সঙ্গে প্রমীলার রণসজ্জার তুলনা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন তাঁহার বাল্য-সুহৃদের নিকট লব্ধ আদর্শ আরও কত উন্নত করিয়াছেন। রঙ্গলালবাবু পদ্মিনীর রণসজ্জার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন ;—

"এথানে পদ্মিনী সতী, অন্তরে বিচারি,
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী ॥
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন ;
কটিতটে খর করবাল সুশোভন ॥

করে ধরিলেন শূল খরশান ;
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম, বর্ম্ম পরিধান ॥
ধরণী চুম্বিত চারু বেণী চিকনিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বাঁধে করে বিনাইয়া ॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ ॥

মধুসূদন প্রমীলার রণসজ্জার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"রোষে, লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী উপরি,
হায়রে শোভিল যথা কাদম্বিনী পরে
ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা। উচ্চকুচ আবরি কবচে
সুলোচনা কটিদেশে যতনে, আঁটিল
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ সরাসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে।
ঝক্‌ঝকি উরুদেশে (হায়রে বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি, দীর্ঘ শূল করে,
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ।
সাজিলা দানব-বালা হৈমবতী যথা।
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে।

পূর্ব্বগামী কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া মধুসূদন যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেশ, কাল, অবস্থাও তাহার বিকাশ সম্বন্ধে অনুকূলতা করিয়াছিল। মেঘনাদবধ রচনার কিছুদিন পূর্ব্বে সিপাহীবিদ্রোহের অভিনেত্রী ঝান্সীর বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব ভারতসন্তানদিগকে চমকিত করিয়াছিল এবং যখন মধুসূদনের হৃদয়ে প্রমীলার চিত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, তখনও তাহা ভারতবাসীদিগের আলোচনার বিষয় ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতায় অনভ্যস্ত এবং বহুশত বৎসরের পরাধীন জাতির কল্পনা হইতে প্রমীলার ন্যায় শূরাঙ্গনার সৃষ্টি যে আকস্মিক

কারণে হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বিস্তৃত ভাবে প্রমীলা চরিত্রের উৎপত্তি-নির্ণয় করিয়াছি।

মধুসূদনের প্রথম কাব্যের নায়িকা, তিলোত্তমা, পার্থিব পদার্থসমূহের তিল তিল সমুচ্চয়ে গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের নায়িকাও নানাদেশীয় কবিগণের কল্পনার তিল তিল সমবায়ে গঠিত হইয়াছেন। ট্যাসো, হোমর, ভার্জিল, কাশীরাম দাস এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই ইঁহার দেহ-নির্মাণোপযোগী উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবশিল্পীর ন্যায় মধুসূদন অমৃতময়ী প্রতিভার সঞ্চার দ্বারা, তাঁহার প্রাণদান করিয়াছিলেন। তিলোত্তমা যেমন সুররমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন, প্রমীলাও যে তেমনই বীরাঙ্গনাগণের শীর্ষস্থানীয়া হইবেন, তাহা বিচিত্র নয়।

প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ এরূপ বিস্তৃত ও আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করিবার কবির উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পাঠকের মনে হইতে পারে যে, "এই উপাখ্যানের সহিত মূল উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মত যে অমনি ভাসিয়া গেল, তাহার তাৎপর্য্য কি?" প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ ব্যাপার মেঘের মত পাঠকের স্মৃতি হইতে ভাসিয়া যায় কি না, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে একবার মেঘনাদবধের শেষাঙ্ক আলোচনা করিতে বলি। পাঠক সেই সাগর-কুলবর্তী মহাশ্মশানস্থ চিতা, সেই ফুল্ল কিংশুকপাদপ সদৃশ রক্তাক্ত বীরদেহ, সেই বিশদ-বস্ত্র উত্তরী-পরিহিত রাক্ষসরাজ এবং সেই অশ্রুসিক্তমুখী রক্ষোবালাগণের কথা স্মরণ করুন; এবং সেই সকলের সঙ্গে সেই আলুলায়িতকুন্তলা, পুষ্পমাল্যভরণা, অশ্রুপূর্ণ-নয়না, দীনা, বিধবার কথা চিন্তা করুন। এই কি সেই বিদ্যুল্লতাসদৃশী প্রমীলা? যিনি একদিন, রঘুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া পতিপদপূজার জন্য, লঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অশ্রুসিক্তমুখী বিধবা কি সেই প্রমীলা? সেই মূর্তিমতী সমরলক্ষ্মীর পরিণাম কি এই হইয়াছে? তাঁহার বীরাঙ্গনা সঙ্গিনীগণ তাঁহার সমরসজ্জা, তাঁহার "বাড়বাগ্নিশিখা-সদৃশী বামী", এই শ্মশান-শয্যায়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু হায়! নিয়তি-চক্রের কি ভয়ানক আবর্তনই ঘটিয়াছে। পাঠক, তৃতীয় সর্গে প্রমীলার সেই রণসজ্জা এবং সেই ভৈরবী মূর্তি দর্শন করিয়াছেন, সখীগণের প্রতি সেই উৎসাহ-বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন; নবম সর্গে প্রমীলার চিতা-সজ্জা, এবং শোকমলিন মুখশ্রীও একবার দর্শন করুন; সখীগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সেই মর্মাভিঘাতিনী বাণীও, একবার শ্রবণ

প্রমীলা-চরিত্রের সার্থকতা।

করুন ; এবং তাহার পর চিন্তা করিয়া বলুন, প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ শরতের মেঘের ন্যায় আপনার হৃদয় হইতে ভাসিয়া যায় কি না? মধ্যাহ্ন-গগনের উজ্জ্বলতা না দেখিলে সায়াহ্নের ঘনঘটা কেমন করিয়া বুঝিবেন? পৌর্ণমাসির সৌন্দর্য অনুভব না করিলে অমানিশার ভীষণত্ব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবেন। মেঘনাদবধের নবম সর্গের বিষাদময় ভাব অনুভব করিতে হইলে তৃতীয় সর্গের আবশ্যক। প্রমীলা সাধারণ নারীর ন্যায় চিত্রিতা হইলে পাঠক হৃদয়ের যে ভাব লইয়া মেঘনাদবধ সমাপ্ত করিতেন, তৃতীয় সর্গে বর্ণিতা প্রমীলাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা শতগুণ বিষাদের সঙ্গে গ্রন্থ শেষ করিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাক্ষসদিগের প্রতি পাঠকের সহানুভূতির উদ্দীপন, মেঘনাদ বধকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ; প্রমীলা-চরিত্রেই তাঁহার সে উদ্দেশ্য বিশেষরূপ সার্থক হইয়াছে। রাক্ষসরাজের অসংযত বাসনারূপ দাবানলে যে কত কোমলা বল্লরী, কত শোভাসৌরভময় কুসুম ভস্মীভূত হইয়াছিল প্রমীলার জীবনে কবি-তাঁহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য সংসারে কেবল আত্মকৃত কার্যের জন্য, দণ্ড পুরস্কারের অধিকারী নহেন। সামাজিক জীবনরূপে অন্যের কৃত কার্যেরও জন্য তাঁহাকে পুরস্কার অথবা নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতে হয়। লঙ্কা যুদ্ধের জন্য রাক্ষসরাজই অপরাধী ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ কত যে নির্দোষী নরনারীকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, প্রমীলায় তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যে গভীর আবর্তে লঙ্কাপুরী নিমগ্ন হইতেছিল, রূপ, যৌবন, বাহুবল, নির্দোষিতা কিছুরই তাহা হইতে অব্যাহতি ছিল না। প্রমীলা নিরপরাধ কুলবধূ, গুরুজনে ভক্তিমতী, এবং রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম পাতিব্রত্যে পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। প্রমীলা ভগবতীর প্রিয় উপাসিকা; কিন্তু এই মহা দাবানল হইতে কিছুই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। শৌর্যে প্রমীলা হয়ত স্বামীর মৃত্যুর প্রতিবিধানে সমর্থা। কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে কুলবধূ করিয়া এমনি কঠিন নিগড়ে তাঁহার হস্ত, পদ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, স্বামীর জন্য একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও তাঁহার সাধ্য ছিল না। প্রমীলার সাধ ছিল, মেঘনাদের সঙ্গে যজ্ঞাগারে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিবেন। বীরাঙ্গনার ও বীরপত্নীর পক্ষে এরূপ সাধ স্বাভাবিক। প্রমীলা উপস্থিত থাকিলে লক্ষ্মণ, বোধ হয় মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু প্রমীলার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহার স্নেহপ্রবণহৃদয়া শ্বশ্রূ তাঁহাকে বলিলেন ;—

"থাক মা আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব
ও বধূ-বদন হেরি এ পোড়া পরাণ।"

সুশীলা কুলবধূর পক্ষে শ্বশুর এরূপ অনুরোধ বা আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। শ্বশুর কথায় একটি দ্বিরুক্তি করিবারও প্রমীলার শক্তি হইল না। প্রমীলাকে বীর্যবতী অথচ কুলবধূ করিয়া চিত্রিত করাতে কবি নানাবিষয়ে তাঁহার চরিত্রের এইরূপ মনোহারিত্ব প্রকটনের সুযোগ পাইয়াছেন। জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যের বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডার বা গিল্‌ডিপের ন্যায় তাঁহাকে স্বাধীনা ও রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ পরায়ণা করিলে তিনি কখনই সেরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন না। তাহা হইলে তেজস্বিতার সঙ্গে কোমলতার সম্মিলনে প্রমীলা-চরিত্রে যে অপূর্ব মনোহারিত্ব, আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম না। ভুবনবিজয়ী শ্বশুর ও বাসবদর্পহারী পতি জীবিত থাকিতে কুলবধূ প্রমীলার পক্ষে, শত্রুদমনের জন্য, অস্ত্রধারণ নিতান্তই লজ্জাকর ও অস্বাভাবিক হইত। সেই জন্যই কবি তাঁহাকে পতি-পদ-দর্শনোৎসুকা বীরাঙ্গনারূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণনাতেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে রণরঙ্গিনীরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পান নাই।

অধিকাংশ সমালোচকের মতে মেঘনাদবধের এই তৃতীয় সর্গই কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেঘনাদবধের সর্বপ্রধান দোষও এই তৃতীয় সর্গ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। কবি, রাক্ষস পরিজনগণের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি বশতঃ রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতাসাধন করিয়াছেন। মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ হইতে রামচন্দ্রের আবির্ভাব আরব্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের রামচন্দ্র বিনীত ধর্মানুরাগী এবং দেবগণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ। চিত্ররথের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিলে তাঁহার চরিত্রের কোমলতা ও মধুরতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তৃতীয় সর্গে কবি এই সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে, তাঁহার চরিত্রে ভীরুতা-দোষ আরোপ করিয়াছেন। আর্য রামায়ণের রামচন্দ্রও বিনয় ও কোমলতার অবতার ছিলেন; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। মহাপুরুষের পক্ষে ভীরুতার অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই হইতে পারে না। রোগ, শোক, বিপদ যাহাই ঘটুক, পর্বতের ন্যায় অটল নির্ভীক ভাবই মহাপুরুষের প্রকৃত লক্ষণ। ভবভূতি তাঁহার নাটক সমূহে ইহাই রামচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন রামচন্দ্রকে বিনয়ী, ধর্মপরায়ণ এবং উদারস্বভাব করিয়াও তাঁহাকে ভীরুতা দোষে দূষিত করিয়াছেন। নৃমুণ্ডমালিনীর রণ-প্রার্থনায় রামচন্দ্র যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশ অতীব সুন্দর। তিনি বলিয়াছিলেন:

মেঘনাদবধের প্রধান দোষ।

* * "শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে ;
অরি মম রক্ষপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।"

ইহা তাঁহারই ন্যায় মহাপুরুষের উপযুক্ত। কিন্তু ইহার পরেই তিনি বলিলেন ;—প্রমীলাকে বলিও ;

"বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।"

এই কথাগুলি রামচন্দ্রের চরিত্রের উপযুক্ত হয় নাই। বিনয় অবশ্যই অতি প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু বিনয়ের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন পুরুষোচিত কার্য নহে। ইহার পর রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন ;

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর, যুদ্ধসাধ ত্যজিনু অমনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে।"

এই কথাগুলি শুনিলেই মনে হয় যে, রামচন্দ্র, তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব অথবা স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান বশতঃ, প্রমীলার সঙ্গে উদার ব্যবহার করেন নাই ; প্রমীলার শৌর্যে ভীত হইয়াই বিনাযুদ্ধে, তাঁহাকে পথপ্রদান করিয়াছিলেন।

"যুদ্ধসাধ ত্যজিনু অমনি,"

ইত্যাদি কথাগুলি নিতান্তই ভীরু-জনোচিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের চরিত্রে এরূপ ভীরুতা দোষ আরোপ করাতে কাব্যের সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। একেই ত রাক্ষসগণের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি মধুসূদনকে রামচন্দ্রের মহত্ত্ব অনুভবে অক্ষম করিয়াছিল ; তাহার উপর তিনি কাশীরামদাসের মহাভারতে প্রমীলার সঙ্গে ব্যবহারে অর্জ্জুনের যে আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও উন্নত নয় ; অর্জ্জুনও তাহাতে কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন। আদর্শকে উন্নত না করিয়া অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করাতেই রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রমীলা-চরিত্রের গাম্ভীর্যের সঙ্গে রামচন্দ্রেরও চরিত্রের মহত্ত্ব রক্ষিত হইলে মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গ সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।

চতুর্থ সর্গ—মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোকের পর সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ ছায়া যেমন তৃপ্তিদায়িনী, মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের পর চতুর্থ সর্গও তেমনই প্রীতিকর। যাঁহার অনুপম চরিত্র এই সুদীর্ঘ কাল, হিন্দুনরনারীদিগের প্রাণ অমৃতাভিষিক্ত

করিয়া আসিতেছে, চতুর্থ সর্গে আমরা সেই দেবীর অথবা সেই মূর্তিমতী পবিত্রতার প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি। লঙ্কাযুদ্ধের সময় সীতাদেবী কারাগারে বন্দিনী; কিন্তু সেই বন্দীশালার অভ্যন্তরেও মধুসূদন তাঁহার শোকমলিন মুখশ্রীতে যে মধুরতা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়। আমরা চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই, লঙ্কাপুরী আনন্দোৎসবে মগ্না। রত্নহারা রাজমহিষীর ন্যায় রাক্ষসরাজের কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী পুরী দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছে; গৃহাগ্রে গৃহাগ্রে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতেছে; বাতায়নে বাতায়নে দীপাবলী সজ্জিত রহিয়াছে এবং চতুর্দিকে কুসুমদাম বর্ষিত হইতেছে। যাঁহার পরাক্রমে দেবগণও ভীত, সেই ইন্দ্রবিজয়ী বীর মেঘনাদ পুনর্বার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসীগণ যে আনন্দসলিলে মগ্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত উৎসবমগ্না লঙ্কাপুরীর অতি মনোজ্ঞ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই আনন্দময়ী পুরীর মধ্যে কেবল একটিমাত্র উপবনে উৎসব ছিল না। শোকের ঘনান্ধকার, রজনীর তিমিরকে দ্বিগুণিত করিয়া, যেন তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, পক্ষীর কণ্ঠে পর্যন্ত স্বর ছিল না। ঘননিবিড় পত্রপুঞ্জ ভেদ করিয়া, চন্দ্রকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু অন্ধকারময় অরণ্যের অভ্যন্তরে যেমন একটিমাত্র কুসুম, বিকশিত হইয়া, বনভূমিকে সুশোভিত করে, তেমনই সেই আলোকশূন্য উপবনের মধ্যে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেবীপ্রতিমা, চতুর্দিক আলোকিত করিয়া, তথায় বিরাজিত ছিল। রাশি রাশি কুসুম তাঁহার চতুর্দিকে বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছিল; সমীরণ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক একবার উচ্ছ্বসিত হইতেছিল; এবং দূরস্থিতা প্রবাহিণী, তাঁহার দুঃখকাহিনী বীচীরবে গান করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছিল। দেবীর মুখ বিমলিন; অশ্রুধারা নীরবে প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার কপোলদ্বয় অভিষিক্ত করিতেছিল; কিন্তু কি এক অপূর্ব জ্যোতি, সেই মলিন মুখ হইতে বিনিস্মৃত হইয়া কাননভূমি সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবার নয়।

সীতাচরিত্র।

এই বনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কে, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক করে? দুরন্ত চেড়ীগণ, অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীকে পরিত্যাগ পূর্বক মেঘনাদের অভিষেক-উৎসব দর্শনের জন্য অন্যত্র গমন করিয়াছিল। কিন্তু সীতাদেবী একাকিনী ছিলেন না। শত্রুপূর্ণা লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও একজন তাঁহার সমদুঃখভাগিনী ছিলেন। বিভীষণ-পত্নী সরমা তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে

অশোকবনে আগমন করিতেন, তাঁহার ললাটে সধবা-লক্ষণ সিন্দুর-বিন্দু প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার মুখে তাঁহার অতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথন আর্ষ রামায়ণেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু ছায়া ও দেহে যেরূপ সম্বন্ধ, মেঘনাদবধের সহিত তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক। যে বৃত্তান্তের "ছায়া" অবলম্বন করিয়া ভবভূতি তাঁহার অমর গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ রচনা করিয়াছেন, মেঘনাদবধের সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথন তাহারই প্রসঙ্গে আরব্ধ হইয়াছে। উত্তররামচরিত ভিন্ন রামচন্দ্রের দণ্ডকাবাসের সেরূপ মনোহর, গার্হস্থ্য চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সরমার অনুরোধে সীতাদেবী তাঁহাকে আপনার পূর্বজীবনের সুখ, দুঃখের কথা শুনাইতেন। সে কথা বলিতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত; পূর্বস্মৃতি মর্মান্তিক শেলের ন্যায়, তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ করিত, কিন্তু বর্ষাজলপূর্ণা নদী, যেমন উভয়কুল প্লাবিত করিয়া, শান্তি লাভ করে, সমদুঃখভাগিণীর নিকট অতীত কাহিনী বর্ণনা করিয়া, তিনিও তেমনই শান্তিলাভ করিতেন। হায়! বন্য কপোত-কপোতী, যেমন, বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্মাণ করিয়া, সুখে বাস করে, সীতাদেবীও তেমনই রামচন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চবটীতে সুখে বাস করিতেন। রাজদুহিতা ও রাজবধূ হইলেও দণ্ডকারণ্য যেন তাঁহার নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সুখের হইয়াছিল। তিনি অরণ্য-ভূমিকে রাজ্য এবং অরণ্যচারীদিগকে প্রজারূপে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় তাঁহার দিন সুখে অতিবাহিত হইত। দণ্ডকারণ্য যাঁহার ভাণ্ডার, তাঁহার অভাব কি? বন-রত্ন-কুসুমরাজি অপূর্ব শোভায়, তাঁহার কুটীরের চতুর্দিকে নিত্য নিত্য বিকশিত হইত; বনবৈতালিক পিকবর মধুর প্রাভাতিক সঙ্গীতে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিত, এবং বননর্তক ময়ূর ময়ূরীগণ প্রতিদিন তাঁহার দ্বারে আনন্দে নৃত্য করিত। সীতাদেবী স্বহস্তে কত বিহগশিশুকে আহার দান করিতেন, কত কুরঙ্গশাবককে প্রতিপালন করিতেন, রাজগৃহের বিলাসে অভ্যস্তা রাজবধূ, সরলা বনবালাগণের ন্যায় অকৃত্রিম বন্যভূষণে ভূষিতা হইয়া, কতই আনন্দ লাভ করিতেন। সরসী তাঁহার মনোহর-দর্পণ এবং কুবলয় তাঁহার অমূল্য শিরোভূষণ হইয়াছিল। তিনি যখন বনকুসুমে সজ্জিতা হইতেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে আদর করিয়া বনদেবী বলিয়া ডাকিতেন। হায়! সে সকল কি বিস্মৃত হইবার কথা! তিনি কখন ছায়াকে সখীভাবে সম্বোধন, কখন কুরঙ্গিনীগণের

সীতাদেবীর দণ্ডকাবাস।

সঙ্গে ক্রীড়া এবং কখন বা কোকিলের গীতে প্রতিধ্বনি করিতেন। তাঁহার স্নেহপালিত বৃক্ষলতা মঞ্জরিত হইলে তাঁহার আনন্দোৎসব হইত। অরণ্যচারিণী হইয়াও তরুলতার বিবাহ দিয়া তিনি গার্হস্থ্য সুখ অনুভব করিতেন। তাঁহার লতাবধুর কলিকাকে তিনি নাতিনী এবং ভ্রমরকে নাতিনীজামাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কুসুমিত বনভূমিতে জ্যোৎস্নাধৌত নদীতটে এবং সহকারচ্ছায়া শীতল পর্বত শিখরে রামচন্দ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে তাঁহার কতই আনন্দ ? কৈলাসপুরীতে মহাদেবের পার্শ্বে আসীনা ভগবতীর ন্যায় রামচন্দ্রের মুখে তিনিও কত মধুর কথা শ্রবণ করিতেন। সে অমৃতময়ী বাণী, শত্রুপুরীস্থ অশোকবনের অভ্যন্তরেও যেন তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত। নিষ্ঠুর বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার ভাগ্যে সে সঙ্গীত চিরদিনের জন্য কি সাঙ্গ করিলে ?

হায়! বিধাতা সুখভোগের জন্য সীতাদেবীকে সৃজন করেন নাই। বনবাসিনী হইয়াও তিনি যে আনন্দলাভ করিতেছিলেন, অচিরাৎ তাহার অবসান হইল। তাঁহার সুখচন্দ্রমার রাহুরূপিণী শূর্পনখার দণ্ডকারণ্যে আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁহাব সর্বনাশ ঘটিল। তিনি রাজদুহিতা ও রাজবধূ; তাঁহাকে বনবাসিনী কবিয়াও যে বিধাতাব তৃপ্তি হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন না। কুক্ষণে তিনি রামচন্দ্রের নিকট মায়ামৃগ প্রার্থনা করিলেন; কুক্ষণে তিনি, মারীচের কপট আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, দেবর লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিলেন; ছদ্মবেশী রাক্ষসরাজ, অবসর বুঝিয়া, তাঁহাকে হরণ করিলেন। কতদিন কত কাননচারী জীবকে সীতাদেবী বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার বিপদের দিন কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলেন না। হাহাকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনি কাননের জীব, জন্তু, তরু, লতা এবং স্বর্গের দেবগণ সকলেরই নিকট, আত্মরক্ষার জন্য, প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেবল বীর জটায়ু, তাঁহার জন্য, যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া বীরজন্ম সার্থক করিলেন। রাক্ষসরাজের বিমান তাঁহাকে বহন করিয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল; দেখিতে দেখিতে নীলোর্মিময় মহাসমুদ্র তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে লঙ্কাপুরীতে কারাগারের বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। হায়! রাজবধূ, রাজনন্দিনী হইয়া কে কবে তাঁহার ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন? বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার কারাগারের দ্বার কি উন্মুক্ত করিবে না ?

সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথনে কবি, এইরূপে রামায়ণ-বর্ণিত অনেক ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। জটায়ুর সঙ্গে রাক্ষসরাজের যুদ্ধ এবং মূর্ছিত

অবস্থায় সীতাদেবী কর্তৃক ভাবী ঘটনার ছায়া দর্শন অতীব নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ধার্মিকবীর জটায়ু যেখানে রাক্ষসরাজের নিকট বজ্রগম্ভীরস্বরে যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং "গিরি-পৃষ্ঠে কাল-মেঘের ন্যায়" বীর জটায়ুর ভৈরবমূর্তি আমরা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করি। মেঘনাদবধের এই অংশের মুদ্রনাদর্শ (proof) দেখিবার সময় মধুসূদন বাবু রাজনারায়ণ বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ! মেঘনাদ কি আমাকে অমর করিবে না?" (Will not this make me immortal?) মধুসূদনের আশা নিষ্ফল হয় নাই। মেঘনাদবধ যথার্থই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু কেবল বর্ণনার মাধুর্যের ও গাম্ভীর্যের জন্যই সীতা ও সরমা কথোপকথন প্রশংসা-যোগ্য নয়। মহর্ষি সীতাদেবীকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহর্ষি-কল্পিত সীতাচরিত্রেরও যে অংশে একটু ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে, মেঘনাদবধে মধুসূদন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াবী মারীচের আর্তনাদ শ্রবণে লক্ষ্মণের প্রতি সীতাদেবীর অনুযোগ রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠককে ব্যথিত হইতে হয়। রামচন্দ্রের অন্বেষণে লক্ষ্মণকে গমন করিতে দ্বিধাপরায়ণ দেখিয়া সীতাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—

* * * *

"অনার্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন,
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ ॥
রামস্য ব্যসনং দৃষ্টা তেনৈতানি প্রভাষসে।
নৈবচিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ ॥
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু ॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মমহেতোঃ প্রতিচ্ছন্নং প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥"

এই ভর্ৎসনার অন্যান্য কথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে রাজভোগ, স্নেহময়ী জননী এবং পতিপ্রাণা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যাঁহার নয়নযুগল কখনও ভ্রাতৃজায়ার পদলগ্ন নূপুরের ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় নাই,—সেই চির-পবিত্রজীবন, ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ, তাঁহার প্রতি পাপ-কামনা বশতঃ, তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সীতাদেবীর মনে এরূপ চিন্তা উদিত হওয়া কি সঙ্গত? লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর কি ভ্রাতৃবধূর নিকট এরূপ সন্দেহের যোগ্য, না মূর্তিমতী পবিত্রতার মুখ হইতে এরূপ হলাহল

উদ্‌গীর্ণ হইবার উপযুক্ত? সেরূপ অবস্থায় সীতাদেবী কর্তৃক লক্ষ্মণকে কঠোর তিরস্কার করা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু বহুদিনের বিশ্বাস, এক দিনের ব্যবহারে, অকস্মাৎ, এরূপ সন্দেহে পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। যাঁহারা বলেন যে, দেবকার্য সম্পাদনের জন্য, দুষ্টা সরস্বতী কর্তৃক প্রণোদিতা হইয়াই, সীতাদেবী লক্ষ্মণের প্রতি এরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই। মেঘনাদবধের রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে মানব, মানবী ভাবে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা সঙ্গত, আমরা তাহাই বলিতেছি। মধুসূদন সীতাদেবীর অনুযোগ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর! পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্মতি;
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি। যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে।"

এই তিরস্কার কঠোর হইলেও সীতাদেবীর উচ্চ প্রকৃতির অযোগ্য নহে। কিন্তু সীতাচরিত্র সম্বন্ধে কেবল সুরুচির ও শিষ্টজনোচিত ভাবের জন্যই মধুসূদনের প্রশংসা নয়। শাণযন্ত্রনির্মুক্ত মণির ন্যায় সীতা চরিত্র তাঁহার হস্তে আরও যেন একটু হইয়াছে। মেঘনাদবধে আমরা সীতাদেবীকে দুইবার মাত্র দেখিতে পাই। প্রথমবার মেঘনাদের অভিষেকের এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পর। প্রথমবারের অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের চিত্র আরও উজ্জ্বল। প্রথমবার সরমা, সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জন্য লঙ্কেশ্বরকে নিন্দা করিলে সীতাদেবী রাক্ষসরাজকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন;—

মধুসূদনের সীতাচরিত্রের বিশেষত্ব।

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।"

আততায়ী শত্রুকে অকারণ নিন্দা হইতে এইরূপ নির্মুক্তি প্রদানের চেষ্টা সীতাদেবীর চরিত্রেরই উপযুক্ত বটে। দ্বিতীয়বার সরমা আসিয়া সীতাদেবীকে

মেঘনাদের মৃত্যুর এবং প্রমীলার চিতারোহণের সংবাদ প্রদান করিলেন। বিধাতার অনুগ্রহে তাঁহার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রক্ষোবংশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি স্বয়ং নিরপরাধিনী; হায়! বিধাতা তবে তাঁহাকে রক্ষোবংশের কালরাত্রি স্বরূপিণী করিলেন কেন? তাঁহারই জন্য নিরপরাধ মেঘনাদ এবং নিরপরাধা সাধ্বী প্রমীলা যে চিতানলে উৎসর্গীকৃত হইতেছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি সজল নয়নে সরমাকে বলিলেন;

"কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে হায় অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া-ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
* * * হাদে দেখ হেথা
মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে।
মরিবে দানব বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্যে। বসন্তারম্ভে হায় লো শুকাল
হেন ফুল।" * * * *

অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি এরূপ অনুকম্পা আর্ষ রামায়ণের সীতা-প্রকৃতিতে লক্ষিত হয় না; ইহা মধুসূদনেরই কল্পিত। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সাধারণ পাঠকের নিকট প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা মেঘনাদবধের একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। যে দেবীর অনুপম চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়াই রামায়ণের এত গৌরব, মেঘনাদবধে তাঁহার কথা না থাকিলে ইহা অঙ্গহীন থাকিত। সীতাদেবীর সে অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সীতাদেবী তখন কারাগারের বন্দিনী; কিন্তু সে অবস্থাতেও মধুসূদন তাঁহার প্রকৃতিতে যে সকল গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে। মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র মধুসূদনের হস্তে সুচিত্রিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সীতাচরিত্র তাঁহার কাব্যের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, মধুসূদন, প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভবে অক্ষম ছিলেন বলিয়াই, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ওরূপ ভাবে বিচিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

সত্য হইলে আমরা মেঘনাদবধের সীতা এবং বীরাঙ্গনার রুক্মিণী দেবীকে দর্শন করিতে পাইতাম না।

পঞ্চম সর্গ—মেঘনাদবধের পঞ্চম সর্গের দৃশ্য স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় স্থলেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মায়াদেবীর কৌশলে লক্ষ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার জননী সুমিত্রাদেবী, তাঁহার শিরোদেশে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে লঙ্কার উত্তর দিক্‌স্থিত মন্দিরে বর্তমানা লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়ার পূজার জন্য আদেশ দান করিতেছেন। মাতৃবৎসল বীর, জাগ্রত হইয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও সুহৃদ্ বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক, দেবীপূজার জন্য প্রস্থান করিলেন। দেবানুগ্রহ লাভ করিতে হইলে বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, সকল সমাজেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল। মধুসূদনও এই বিশ্বাস অনুসারে, দেবীপূজার জন্য প্রস্থিত বীরবর লক্ষ্মণকে নানাবিধ প্রলোভনের ও বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রথমে দ্বাররক্ষক রুদ্রদেবের সঙ্গে লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হইল। মেঘনাদবধে গম্ভীর ভাবোদ্দীপক যে সমস্ত চিত্র আছে, মহাদেবের সহিত লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার তাহার মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্মণের বীরোচিত ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব দ্বার ত্যাগ করিলেন। তখন লক্ষ্মণকে ভীত করিবার জন্য কখনও মায়াময় সিংহ, কখনও বা দাবানল আবির্ভূত হইল। কিন্তু নির্ভীক বীর, পর্বতের ন্যায় অটলভাবে তাহা অতিক্রম করিলেন। অকস্মাৎ কুঞ্জবনবিহারিণী সুররমণীগণের মধুর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল এবং ভূপতিত তারকাসুন্দরীগণের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী, জলক্রীড়াশীলা দেবরমণীগণ, চতুর্দিক হইতে, তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের এই অংশ পাঠ করিলে "জেরুজালেম-উদ্ধার" কাব্যের পঞ্চদশ সর্গ পাঠকের স্মরণ হইবে। বীরবর রাইনাল্ডোর অন্বেষণে প্রেরিত দূতগণকে জলক্রীড়াপরায়ণা অপ্সরাসুন্দরীগণ যাহা বলিয়াছিলেন,—মধুসূদন তাহারই আদর্শে মেঘনাদবধ-কাব্যে লিখিয়াছেন ;—

লক্ষ্মণের দেবীপূজা।

"——স্বাগত ওহে রঘুচূড়ামণি।

* * * *

অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে—
আমাসবে ; চল, নাথ আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখভোগ, দিব তা তোমারে,

গুণমণি! রোগ-শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব মণ্ডলে,
না পশে সে দেশে, মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন।" * * *

কিন্তু ব্রহ্মচারী বীরের মাতৃসম্বোধনে লজ্জিত হইয়া দেবাঙ্গনাগণ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। এইরূপে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বীরবর, নীলোৎপলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক, বিশ্বজননীর পূজা করিলেন। লক্ষ্মণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার কঠোর সাধনায় পরিতুষ্টা হইয়া মহামায়া আকাশবাণী দ্বারা তাঁহাকে মনোমত বর প্রদান করিলেন। দেবদ্রোহী রাক্ষসরাজের এই বিপদ-সম্বাদে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষদল কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং বিহঙ্গমগণ, প্রাভাতিক সঙ্গীতচ্ছলে এই আনন্দ-সংবাদ দেশে দেশে ঘোষণা করিল।

বীরবর ইন্দ্রজিৎ, যেখানে, সাধ্বী প্রমীলার সঙ্গে কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, বিহঙ্গমগণের এই আনন্দ-গীতি, সেখানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকেও উদ্বোধিত করিল। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ বর্ণনা অতি মনোহর। প্যারাডাইসলষ্টের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত আদম ও ইভের নিদ্রাভঙ্গের অনুকরণে কবি তাহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনার সৌন্দর্যে তাহা মৌলিক বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্যের আদর্শ স্বদেশীয়দিগের সম্মুখে স্থাপিত করিবার জন্যই মধুসূদন বিদেশীয় ভাবের এইরূপ অনুকরণ বা সাঙ্গীকরণ (assimilation) করিতেন; ভাবাপহরণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার এই অনুকরণদক্ষতা সম্বন্ধে বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," বাস্তবিকও গৃহীত বিষয়গুলিকে তিনি এরূপ নবীন আকার প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই তাঁহার নিজের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। মধুসূদন যে সকল স্থলে অন্য কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা নির্দেশ করিতে ত্রুটি করি নাই। মধুসূদনকে অন্যের ভাবাপহারক বলিয়া যদি কাহারও অশ্রদ্ধা জন্মে, তবে তাঁহাকে মেঘনাদবধের সেই সকল স্থলের সহিত উল্লিখিত কাব্যসমূহের প্রয়োজনীয় অংশগুলি তুলনা করিতে বলি। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, অনেক স্থলে, কিরূপ অস্পষ্ট আদর্শ হইতে মধুসূদনের কল্পনা কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।

সুপ্তোত্থিত মেঘনাদ, যুদ্ধে গমনের পূর্বে, জননীর পাদবন্দনের জন্য, সপত্নীক, মাতার নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা মন্দোদরীর এবং পতিপ্রাণা প্রমীলার নিকট ইন্দ্রজিতের বিদায়-গ্রহণ-কালীন কথোপকথন অতীব সুন্দর। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি প্রণীত রামায়ণে রাক্ষস পরিবারবর্গের চরিত্র যেরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে পশুপ্রকৃতি জীব ভিন্ন আমাদিগের আর কিছু মনে হয় না। মাতৃভক্তি, অপত্য-বাৎসল্য এবং দাম্পত্য প্রেম প্রভৃতি গার্হস্থ্য গুণ যে তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে সম্ভবপর, আমরা তাহা কল্পনা করিতে পারি না। সিংহ, ব্যাঘ্র, অথবা ভল্লুকে যে সকল ভাব লক্ষিত হয়, মহর্ষি প্রণীত-রামায়ণের রাক্ষস, রাক্ষসীতে আমরা সেই সকল ভাবই কল্পনা করি। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য পাঠকের হৃদয়ে এক অভিনব ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। পুত্রগতপ্রাণা জননীর অনিদ্রায় ও অনাহারে পুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা, মাতৃবৎসল বীরপুত্রের যুদ্ধে গমনেব পূর্বে, মাতার চরণ বন্দনার্থ সপত্নীক আগমন, এবং পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবান দম্পতির, অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ—রাক্ষসোচিত ভাব নহে—মানব-হৃদয়ের অতি কোমলতাময় ভাবের নিদর্শক। প্রমীলার প্রতি মন্দোদরীর ব্যবহার এবং মেঘনাদের ও প্রমীলার পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর গার্হস্থ্য ভাবে পূর্ণ। মেঘনাদ, জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা প্রণয়িনীর চিরপরিচিত নূপুরশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দম্পতি পরস্পরকে বাহুপাশে বন্ধন করিলেন। সাধ্বী প্রমীলা বলিলেন—

মাতা ও পত্নীর নিকট মেঘনাদের বিদায়-গ্রহণ।

* * হায়, নাথ, * * *

ভেবেছিনু—যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর সাজে তোমায়। কি করি
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী ;
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি শশিকলা নাকি
রবিতেজে সমুজ্জ্বলা : দাসীও তেমতি
হে রাক্ষসকুলরবি ;—তোমাবি বিহনে
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে।"

প্রমীলার মুক্তামণ্ডিত বক্ষ উজ্জ্বলতর মুক্তাদামে শোভিত হইল। কিন্তু মেঘনাদের পক্ষে তখন আর পত্নীর অশ্রুজলে দৃষ্টিপাত করিবার সময় ছিল না।

তিনি, অশ্রুসিক্তা পত্নীকে সান্ত্বনা পূর্বক, বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই বিদায় যে তাঁহার শেষ বিদায় হইবে, মেঘনাদ অথবা প্রমীলা কেহই তখন তাহা জানিতেন না। প্রমীলা, মেঘনাদের কল্যাণের জন্য, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ;—

"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনী,
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কাপানে
কৃপাময়ি! রক্ষশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে ;
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারই আশ্রিত ;
জীবন তাহার জীবে ঐ তরুরাজে ;
দেখ মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে।"

সাধ্বীর নিজের কিছুই নাই। সাধ্বী স্বামীর গৌরবে গৌরবিনী, স্বামীর তেজে তেজস্বিনী। "শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি রবিতেছে সমুজ্জ্বলা", এবং "যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারই আশ্রিত" ইত্যাদি কথাগুলির দ্বারা মধুসূদন সাধ্বীর চরিত্রের এই নির্ভরশীলতা যে কি সুন্দররূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। কিন্তু হায়! প্রমীলার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। যে করাল কুঠার তার আশ্রয়তরুর উদ্দেশ্যে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা নিপতিত হইল। অবলম্বনহীনা ব্রততীর ন্যায় তিনিও সেই ছিন্ন তরুর সঙ্গে ভূতলশায়িনী হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ সমালোচনার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে, দৈব ও মানবীয় ভাবের একত্র সমাবেশ করিতে যাইয়া ভার্জিল, ট্যাসো এবং মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ যে ভ্রম করিয়াছেন, মধুসূদনও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমীলার প্রার্থনায় দেবরাজকে ভীত দেখিয়া মধুসূদন সেই প্রার্থনা বায়ুদেবের দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রার্থনা যে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামগ্রী নয়, এবং যিনি সর্বান্তর্যামিনী তাঁহার নিকট প্রার্থনা যে দূরে নিক্ষেপ করাইবার বস্তু নয়, মধুসূদনের বোধ হয় তাহা স্মরণ হয় নাই। স্মরণ থাকিলেই বা কি হইবে? পুরাণ রক্ষা করিতে যাইলে সত্য রক্ষা হয় না এবং সত্য রক্ষা করিতে যাইলে, পুরাণ রক্ষা হয় না। সকল দেশেরই পৌরাণিক কাব্যে এইরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের চরিত্র সম্বন্ধে কবি যে একটু বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মেঘনাদের প্রকৃতির

প্রধান লক্ষণ তাঁহার ভীতিশূন্যতা; পিতা, মাতা এবং পত্নী প্রত্যেকেরই সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার এই গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। লঙ্কার কালরূপী সমরে সহস্র সহস্র রক্ষোবীর নিহত হইতেছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে তজ্জন্য উদ্বেগমাত্র ছিল না। বীরাগ্রগণ্য বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং রাক্ষসরাজও বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে বিস্ময় জন্মে নাই। বীরবাহু তাঁহার নিকট বালক মাত্র; রামচন্দ্র সেই বালককে নিহত করিয়াছেন, তাহাতে আবার বিস্ময় কি? সেই জন্য আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই;—

মেঘনাদের চরিত্র।

"শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর; দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?"

যে রামচন্দ্রকে তিনি যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আবার পুনর্জীবিত হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শুনিয়া তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন;—

* * "হে রক্ষঃকুল পতি,
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব; এ মায়া, পিতঃ! বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি; ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

জননীর নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও তাঁহার এই ভীতি-শূন্য ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন;—

"কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?
* * * * *
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব যুগ সমরবিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে।"

পত্নীর পতি তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য আরও নির্ভীকতা ব্যঞ্জক। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁহার নিকট যেন শিশুর ক্রীড়ামাত্র; তিনি প্রমীলাকে বলিয়াছিলেন;—

* * * * "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনী।"

যতদিন নিরাশার অথবা দুঃখের অভিজ্ঞতা না জন্মে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে চিন্তার বা ভীতির সঞ্চার হয় না। মেঘনাদের জীবনে নিরাশার বা দুঃখের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে ভীতিশূন্য. এবং আত্মশক্তিতে অটল প্রত্যয়শীল। বীরাগ্রগণ্য, ত্রিভুবনবিজয়ী পিতা, স্নেহপ্রবণহৃদয়া, সম্রাজ্ঞী জননী, পতিপ্রাণা, বীর্যবতী পত্নী, অতুল ঐশ্বযময় লঙ্কার যৌবরাজ্য, এবং সর্বোপরি ইষ্টদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া মেঘনাদ নবীন শালতরুর ন্যায়, সগর্বে মস্তক উন্নত রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ, বাত্যারূপে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল, কিন্তু বিনত করিতে পারে নাই। রাক্ষসরাজও বীর, এবং মেঘনাদও বীর; অবস্থা ভেদেই উভয়ের মধ্যে তাদৃশ পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বীরোচিত ভীতিশূন্যতারই জন্য মেঘনাদের প্রশংসা নয়; তাঁহার হৃদয় একদিকে যেমন পাষাণবৎ কঠিন, অপরদিকে তেমনই কুসুমবৎ কোমল। তিনি স্বদেশ-বৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান্, এমন কি আততায়ী শত্রুরও প্রতি শিষ্টাচারপরায়ণ। লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য, অসি উদ্যত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন;—

* * * * "আতিথেয়-সেবা
তিষ্ঠি লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে;
রক্ষরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।"

মেঘনাদের এই নির্ভীকতা ও মহাপ্রাণতা, ষষ্ঠ সর্গে অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যজ্ঞাগারস্থিত তপোনিষ্ঠ মেঘনাদকে দেখিলে আদর্শ ক্ষত্রিয়বীর বলিয়া বোধ হয়। মধুসূদন ট্রয়-রাজকুমার হেক্টরকে মেঘনাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরিত্র এরূপ উন্নত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গ।—মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। বিভীষণের ও মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিধন এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও প্রতিনায়ককে আমরা এই সর্গেই প্রথম একত্র দেখিতে পাই। উভয়েই উভয়ের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। যিনি ভুজবলে বৃত্রাসুরঘাতী দেবরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি কাব্যের নায়ক, এবং

লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ

এবং যিনি ত্রিপুরান্তকারী সাক্ষাৎ রুদ্রদেবকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তিনি কাব্যের প্রতিনায়ক। এই অতুল-পরাক্রম বীরদ্বয়কে একত্র করিয়া কবি তাঁহাদিগের চরিত্রের সামঞ্জস্য

কিরূপ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা অবগত হইবার জন্য আমাদিগের স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রক্ষোবংশের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ বশতঃ, কবি এই সর্গে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ষষ্ঠ সর্গই মেঘনাদবধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট; কবি যে, তাঁহার কাব্যের এই অংশ সংশোধন করিবার জন্য জীবিত নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, বীরবর লক্ষ্মণ, মহামায়ার পূজান্তে, শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভগবতীর প্রসাদ লাভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দেবী পূজার তিনি যে বিবরণ প্রদান করিতেছেন, তাহার বর্ণে, বর্ণে যেন তাঁহার হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশিত হইতেছে। হৃদয়ের উৎসাহ সংযত করিতে না পারিয়া, দৃপ্ত সিংহশিশুর ন্যায়, সগর্বে তিনি ভ্রাতাকে বলিতেছেন ;—

"—কি ইচ্ছা তব কহ
নৃমণি, পোহায় রাতি, বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে॥"

লক্ষ্মণের এই বীরত্বগর্ভ উৎসাহ অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় কবি রামচন্দ্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ কাপুরুষোচিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র বীর ভ্রাতার উৎসাহে উৎসাহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তিনি বরং, সীতা উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার বনগমনে প্রস্তুত, তথাপি লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ দিতে প্রস্তুত নহেন। লক্ষ্মণ বীরোচিত দৃঢ়তার ও বিনয়ের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রের ভীতি অপসারিত হইল না। তখন মিত্রবর বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। বিভীষণ পূর্বরাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, তাঁহার শিবিরে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে লঙ্কার শূন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তাঁহার স্বপ্ন যে উষ্ণ মস্তিষ্কের ক্রিয়া নহে তাহার প্রমাণার্থ তিনি বলিলেন যে, তিনি ভগবতীকে কেবল স্বপ্নে নয়, স্বপ্নান্তেও, মুহূর্তের জন্য, স্বশরীরে দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভীতি তথাপি দূরীভূত হইল না। তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায়, বিনাইয়া বিনাইয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বনগমনের সময়ে সুকুমারী ঊর্মিলা অবরোধ মধ্যে কিরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং সুমিত্রা দেবী

লক্ষ্মণকে কিরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সমস্তই তখন তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। তিনি শেষ বিভীষণকে বলিলেন ;—

"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি,
ফিরি যাই বনবাসে * * *
* * হায় মায়াবিনী
আশা, তেঁই কহ, সখে, এ রাক্ষস-পুরে
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি আইনু আমরা।"

ভ্রাতা, বন্ধু, কেহই যখন রামচন্দ্রে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না, তখন দেবগণ তাঁহার সহায়ার্থ অবতীর্ণ হইলেন। আকাশে দৈববাণী হইল ;—

"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেবকুল-প্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে ,—"

রামচন্দ্র দেবমায়ায় আকাশে দেখিতে পাইলেন যে, এক সর্প ও ময়ূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে ; কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর, এরূপ যুদ্ধে বিজয়লাভে চিরাভ্যস্ত ময়ূর, নিহত হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল ; এবং বিজয়ী সর্প গর্জন করিয়া উঠিল। কবি এই সর্প ও ময়ূরের সংগ্রাম ইলিয়াডের দ্বাদশ সর্গ হইতে, পরিবর্তিত আকারে, গ্রহণ করিয়াছেন। বিভীষণ সেই দেবমায়ার অর্থ রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহার ভীতি দূর হইল। তিনি ভ্রাতাকে দেবরাজপ্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, বিভীষণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এত চেষ্টাতে এবং দেবমায়াতেও তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইল না। মৃতবৎসা জননী, যেমন, একমাত্র শিশুপুত্রকে, বিদেশ গমনের সময়, রোদন করিতে করিতে, আত্মীয় বিশেষের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনিও তেমনই লক্ষ্মণকে বিভীষণের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

"সাবধানে যাও মিত্র ; অমূল্য রতনে
রামের ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথিবর, নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে ;
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।"

যাহা হউক, কোনরূপে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতিলাভ করিয়া লক্ষ্মণ, "গুল্মাবৃত ব্যাঘ্রের এবং নদীগর্ভস্থিত নক্রের" ন্যায়, মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য,

বিভীষণের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। মায়াদেবী অদৃশ্য ভাবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার স্পর্শে লঙ্কার দুর্ভেদ্য সিংহদ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল। কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত প্রভাতকালীন লঙ্কার রাজপথের দৃশ্য, নাগরিকগণের কথোপকথন, এবং মেঘনাদের যজ্ঞশালার শোভা বর্ণন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়াদেবীর অনুগ্রহে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলে ধ্যাননিরত মেঘনাদ, তাঁহাদিগের পদশব্দে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ইষ্টদেব ভ্রমে লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ, আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক, যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বিস্মিত মেঘনাদ কিছুতেই তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারই বা অপরাধ কি? লঙ্কার সেই যোদ্ধ-পুরুষ পরিবৃত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করা কি মনুষ্যের সাধ্য? মেঘনাদ, ইষ্টদেব ভ্রমে গৃহাগত শত্রুর পদতলে পুনর্বার পতিত হইয়া, অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ, যখন, তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য, সত্য সত্যই উলঙ্গ কৃপাণ উত্তোলন করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রম দূর হইল। তিনি মুহূর্তব্যাপী বিস্ময়ের ও উদ্বেগের সহিত প্রহারোদ্যত শত্রুর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

যজ্ঞাগারস্থিত-মেঘনাদ।

যে ভীতিশূন্যতা মেঘনাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বলিয়া আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, এখানেও মেঘনাদের ব্যবহারে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। রামায়ণের মেঘনাদ মায়াবী বীর; মায়াযুদ্ধেই তাঁহার বীরত্ব; মায়া সীতা ছেদন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের উপর বিজয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদে মায়া নাই, কপটতা নাই, লক্ষ্মণকে অসি উদ্যত করিতে দেখিয়া, তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় বলিলেন;—

"সত্য যদি রামানুজ তুমি ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব। বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিত? আতিথেয়-সেবা
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে;
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীর সাজে আমি; নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, নহে অবিদিত
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; কি আর কহিব?

কবি, এ পর্যন্ত লক্ষ্মণকে মেঘনাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার হইতে তাঁহার চরিত্রে কালিমালেপন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর মহাপ্রাণ মেঘনাদের ঔদার্য ও নির্ভীকতা যেমন প্রশংসনীয়, "ক্ষুদ্রমতি" লক্ষ্মণের কাপুরুষতা ও নৃশংসতাও তেমনই নিন্দনীয়। লক্ষ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরোচিত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না; তিনি তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থাতেই হত্যা করিলেন। কবি যে কেবল বীরোচিত ঔদার্যে ও মহত্ত্বে লক্ষ্মণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়; শারীরিক বলেও তিনি তাঁহাকে শিশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সে অবস্থাতেও,—

"—মায়াময়ী মায়া বাহুপ্রসারণে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
কর-পদ্ম-সঞ্চালনে।"

ইহাতেও কবির তৃপ্তি হয় নাই। মেঘনাদ, যখন, শূন্যহস্তে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিবার জন্য, অগ্রসর হইলেন, তখনও সেই দেবাস্ত্রধারী বীরকে রক্ষার জন্য, দেবমায়ার প্রয়োজন হইল। মেঘনাদ মায়াদেবীর কৌশলে দেখিতে পাইলেন যে, দণ্ডধারী যম, শূলপাণি মহাকাল এবং গদাচক্রধারী বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং লক্ষ্মণ সেই অবস্থায়, তাঁহাকে খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। যে দুর্জয় দর্পে মেঘনাদ রামচন্দ্রকে ও লক্ষ্মণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন, তাঁহার অন্তিমকালীন আর্তনাদেও তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। একদিকে ইলিয়াডের মুমূর্ষু বীর হেক্টরের অভিসম্পাত ও অপরদিকে রামায়ণের মেঘনাদের ভর্ৎসনা মিলিত করিয়া কবি লক্ষ্মণের ও বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের শেষ বাক্যাবলী রচনা করিয়াছেন। অন্তিমে জনক-জননীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নীর নিকট মানস-বিদায় গ্রহণ করিয়া মেঘনাদ নয়নযুগল মুদিত করিলেন। রাক্ষসরাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ লঙ্কার পঙ্কজরবি, অকালে অস্তমিত হইল।

লক্ষ্মণ-চরিত্রের হীনতা।

এইরূপে ইন্দ্রজিৎকে বধ বা হত্যা করিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বর্ণনীয় বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্যই কবিগণ অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন এস্থলে যে দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন

তাহা দ্বারা লক্ষ্মণ যে প্রকৃতই একজন নরহন্তা, তাহা যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রথমেই লক্ষ্মণকে ব্যাঘ্রীর অবর্তমানে ব্যাঘ্র-শিশুর প্রাণহন্তা নিষাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, এবং তাহাতেও যেন পরিতৃপ্ত না হইয়া, শেষ তাঁহাকে নিদ্রিত পাণ্ডবশিশুদিগের প্রাণহন্তা, ব্রহ্মকুলাঙ্গার, কাপুরুষ অশ্বত্থামার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণের বীরত্ব এইরূপ; কিন্তু ইহার পর আমরা শুনিতে পাই রামচন্দ্র নৃ-ঘাতক ভ্রাতাকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন;

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে
হে বাহুবলেন্দ্র, ধন্য বীরকুলে তুমি;
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি,
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব;
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা। * * *

এই ধন্যবাদের স্রোতে আমরা প্লাবিত হইয়া যাই। কিন্তু লক্ষ্মণ যে অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের অবিদিত ছিল না। রামচন্দ্রের এই অত্যধিক অভিনন্দনের পর যদি তাঁহার কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ থাকিত তাহা হইলে হয়ত তিনি মনে করিতেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। যাহা হউক মেঘনাদকে কোনরূপে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত করা কবির উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; রঘুসৈনিকগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং সুপ্তোত্থিতা লঙ্কাপুরী সেই বিকট শব্দে চমকিত হইয়া উঠিল।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট। যে জন্য মধুসূদন এই সর্গে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহার প্রথম কারণ রক্ষোবংশের প্রতি কবির অত্যধিক সহানুভূতি এবং দ্বিতীয় কারণ, বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা। রাক্ষসবীরদিগের বীরত্ব মধুসূদনকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষগণও যে বীর, সে কথা তিনি একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবিশ্বাসও তাঁহার ভ্রমের অপর কারণ। জাতীয় ধর্মে বিশ্বাস থাকিলে, যে মহাপুরুষদ্বয় বহু সহস্র বৎসর অবধি হিন্দুজাতির হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, তিনি তাঁহাদিগকে এরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া হোমরকে অনুসরণ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ভ্রমের প্রধান কারণ। ভগবান্ মহর্ষির চরিত্র-সন্নিবেশ এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর যে, রামচন্দ্র

ও লক্ষ্মণকে অতুলপরাক্রম বীর বলিয়া বলিয়া মনে করিলেও আমরা রাক্ষসরাজ ও ইন্দ্রজিৎকে তাঁহাদিগের অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করি না। কিন্তু হোমরের আদর্শ অন্যরূপ। গ্ল্যাড্ষ্টোন হোমরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব এত অধিক যে, তিনি একজনও প্রসিদ্ধ গ্রীক বীরকে ট্রোজানদিগের দ্বারা ন্যায় যুদ্ধে নিহত করান নাই। হেক্টর প্যাট্রোক্লসকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের প্রধান নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার মৃতদেহ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। গ্ল্যাড্ষ্টোন এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;

"It is a cardinal rule with Homer, that no considerable Greek chieftain is ever slain in fair fight by a Trojan. The most noteworthy Greek, who falls in battle, is Tlepolemos; and Sarpedon, who kills him, is leader of the Lycians, a race with whom Homer betrays peculiar sympathy. The threadbare victory of Hector is further reduced by the success of the Greeks in recovering the body of Patroclos."

ক্ষুদ্রমতি ট্রয়বাসিগণ মহাপ্রাণ গ্রীকদিগকে ন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করিবে, অথবা শৌর্যে অতিক্রম করিবে, ইলিয়াডের কবি ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ট্রয়রাজকুমার হেক্টর, অন্যান্য স্থলে মহাবীররূপে চিত্রিত হইলেও যখনই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আকিলিসের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখনই কবি তাঁহাকে বিকলাঙ্গের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। আকিলিসের ভয়ে, ট্রয়-নগর-প্রাচীরের সম্মুখে হেক্টরের কাপুরুষোচিত পলায়ন পাঠ করিলে ক্ষুব্ধ হইতে হয়। হোমরকে অবিকল অনুকরণ করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল নয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব, তিনিও মেঘনাদের ও লক্ষ্মণের সম্বন্ধে হোমরের ন্যায় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। "ক্ষুদ্র নর" লক্ষ্মণ যে তাঁহার ইন্দ্রবিজয়ী প্রিয়বীর মেঘনাদকে ন্যায়যুদ্ধে বধ করিবে, মধুসূদনের পক্ষে ইহা যেন অসহ্য হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি তাঁহাকে বালিকার অপেক্ষা দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। লক্ষ্মণ অপর সকল স্থলে ভীতিশূন্য, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ রুদ্রদেবকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে ভীত নহেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রই তিনি যেন একবারে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবসন্ন। মেঘনাদের অস্ত্র, শস্ত্র দূরে থাকুক, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতে, এমন কি নিরস্ত্র মেঘনাদের করপ্রহার হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। নায়কের গৌরব বর্ধিত করিতে হইলে যে, প্রতিনায়কেরও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে

হীনতার কারণ।

হয়, মেঘনাদবধের কবির বোধ হয় তাহা স্মরণ হয় নাই। আর্য রামায়ণের অনুসরণ করিলে তাঁহাকে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হইত না। আর্য রামায়ণের লক্ষ্মণ, তস্করের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা দূরে থাকুক, ইন্দ্রজিৎ যে তাঁহাদিগের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"অন্তর্দ্ধান গতেনাজৌ যত্বয়াচরিতস্তদা।
তস্করাচরিতোমার্গো নৈষবীরনিষেবিতঃ ॥
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচাত্বং কিংবিকত্থসে ॥"

"তুমি রণক্ষেত্রে অন্তর্হিত থাকিয়া যাহা করিয়াছ, তাহা তস্করেরই উপযুক্ত, তাহা বীরোচিত নয়। আমিও যেমন তোমার বাণ-মুখে অবস্থান করিতেছি, (সাধ্য থাকে) তুমিও সেইরূপে স্বতেজ প্রদর্শন কর ; অনর্থক গর্ব্ব করিতেছ কেন ?"

রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিতের ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মেঘনাদবধের অনেক স্থলে মধুসূদন কৃত্তিবাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু কৃত্তিবাসও লক্ষ্মণকে এরূপ কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত করেন নাই। তিনিও মেঘনাদকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্মুখযুদ্ধে নিহত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরধর্ম্ম ও পরকীয় সমাজের আশ্রয় লওয়াতে মধুসূদনের জীবন যেমন দুঃখময় হইয়াছিল, স্বদেশীয় কবিকুলগুরুকে ত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শ করিবার চেষ্টাতেও, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যও তেমনই কলঙ্কময় হইয়াছে। মধুসূদন জ্ঞানতঃ তাঁহার কাব্য এরূপ দোষস্পৃষ্ট করেন নাই ; তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও তাঁহার অনুকরণেচ্ছাই তাঁহাকে নিজের ভ্রম সম্বন্ধে অন্ধ করিয়াছিল। তিনি বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—"আমি এরূপ কঠোর সাবধানতার সহিত মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছি যে, কোন ফরাসী সমালোচকও ইহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।"* সুতরাং এ দোষ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃতই হউক, আর অনিচ্ছাকৃতই হউক, মেঘনাদবধের এই সর্গই কাব্যের কলঙ্করূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

* I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with it.

সপ্তম সর্গ। অতি সুন্দর প্রভাত-বর্ণনার সঙ্গে মেঘনাদবধের সপ্তম সর্গ আরব্ধ হইয়াছে। লঙ্কার গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দিনমণি পূর্ব্বেরই ন্যায়, উজ্জ্বল আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলেন; কুসুম-ভূষণা ধরণী, মুক্তামালা পরিধান করিয়া, পূর্ব্বেরই ন্যায় হাস্য করিতে লাগিলেন; এবং নিকুঞ্জসমূহ পূর্ব্বেরই ন্যায় বিহগকুলের মধুর সঙ্গীতে মুখরিত হইল। প্রকৃতির সঙ্গীত, হাস্য, এবং উল্লাস, সকলই অপরিবর্তনশীল। পুত্রশোক-বিধুরা মন্দোদরী এবং পতিবিরহিতা সাধ্বী প্রমীলা, কাহারও দুঃখে প্রকৃতির সমবেদনা নাই;—এইরূপই প্রকৃতির নিয়ম। মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ তখনও লঙ্কাপুরীতে প্রচারিত হয় নাই। সাধ্বী প্রমীলা অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও, প্রভাতে, স্নানান্তে বেশবিন্যাসে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু কি জানি কেন, সাধ্বীর হস্তের কঙ্কণ দৃঢ় বোধ হইল; কণ্ঠের মালা পরিধানের সময় কণ্ঠ ব্যথিত হইল, কি একটি অস্ফুট রোদনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া সাধ্বীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। প্রমীলা ব্যাকুল হৃদয়ে সখীকে বলিলেন;—

মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ প্রচার।

"* * * কেন লো সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ। না জানি, সজনি,
হায়লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে।
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে
বাসন্তি, নিবার, যেন যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি! কহিও জীবেশে
অনুরোধে, দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি।"

প্রমীলা-চরিত্রের মাধুর্য্যের জন্য আমরা মধুসূদনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। গ্রন্থের সর্বত্রই তিনি এই মাধুর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে প্রমীলা রঘুসৈন্যরূপ মহাসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভীতা নহেন, তিনিই আবার দক্ষিণ অক্ষির স্পন্দনে ভীতা। ভারত-নারীর পক্ষে এই উভয়ই স্বাভাবিক। প্রমীলার ন্যায় অতুল বীর্য্যবতীর মুখে

"অনুরোধে, দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি।"

কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি তাঁহার প্রকৃতির বিনয়-মধুর ভাব অতি সুন্দর পরিস্ফুট করিয়াছেন। আধুনিক ভারতে প্রমীলার ন্যায় রমণী লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত সমাজে যদি কোনদিন প্রমীলার ন্যায় কোমলতাময়ী বীরাঙ্গনা আবির্ভূতা হন, তবেই এ দেশের নারীহিতৈষী-গণের আশা সার্থক হইবে। পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর দেশের কবি তাঁহার স্বদেশের উপযোগী অতি মনোহর নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ ধীরে ধীরে লঙ্কাপুরীতে প্রচারিত হইতেছিল; কিন্তু রাক্ষসরাজকে এ সংবাদ দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। কৈলাসে মহাদেব মেঘনাদের মৃত্যুতে বিষণ্ণ; ভক্তবৎসলের হৃদয় ভক্তের বিপদে ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি ভগবতীকে বলিলেন;—

"এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হ'তে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক; চিরস্থায়ী হায় সে বেদনা;
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে।
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।"

মহাদেব, পরে, বীরভদ্রকে লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া, রাক্ষসরাজকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। বীরভদ্রের লঙ্কাপুরীতে আগমন এবং শোকার্ত রাক্ষসরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ অতি গম্ভীরভাবোদ্দীপক। মহাদেবের আদেশে

বীরভদ্রের আগমন।

"চলিলা আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি, ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য তেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরাংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলঙ্কা; বৃক্ষশাখা যথা,
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।"

মহর্ষি প্রণীত রামায়ণে, ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর, সীতাদেবীকে হননোদ্যত রাক্ষসরাজ যেরূপ উন্মত্তের ও নৃশংসের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন মেঘনাদবধে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বীরভদ্রের আবির্ভাবে লঙ্কেশ্বরের হৃদয় আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। তিনি সংযতচিত্তে, রক্ষসৈনিকদিগকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ দান করিলেন। কবি, তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত রক্ষোবীরগণের রণসজ্জা বর্ণন করিয়াছেন। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কথোপকথনে, মধুসূদন রাক্ষসরাজের চরিত্রের একাংশ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সপ্তম সর্গে, মন্দোদরীর সঙ্গে কথোপকথনে, তাহার অপর অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম সর্গে রাক্ষসরাজ অনুতপ্ত এবং মনস্তাপে ও আত্মগ্লানিতে জ্ঞানশূন্য। কিন্তু সপ্তম সর্গে তাঁহার ব্যবহার অন্যরূপ; মেঘনাদের ন্যায় পুত্রেরও মৃত্যু-সংবাদে তিনি স্থির ও সংযত। পুত্রশোককাতরা মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি বলিলেন;

রাক্ষসরাজ ও মন্দোদরী।

* * "বাম এবে, রক্ষকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি,
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি,
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাবে,
* * যাও ফিরি, কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরী।"

এই সান্ত্বনাবাক্য হইতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অনুমান করা যাইতে পারে। রাক্ষস-সৈনিকগণের প্রতি তাঁহার উৎসাহ-বাক্যও ইহার উপযুক্ত। সপ্তম সর্গে যুদ্ধ বর্ণনার প্রসঙ্গে কবি এক নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। লঙ্কাযুদ্ধে দেবগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতা আর্য রামায়ণে নাই; ইলিয়াডের একবিংশতি সর্গের অনুকরণে কবি ইহা মেঘনাদবধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য দেবরাজ, কার্তিকেয় প্রভৃতি সুরসেনানীদিগকে সঙ্গে লইয়া, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ এবং রামচন্দ্র, উভয়েই তুমুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রণসজ্জায় ভীতা হইয়া পৃথিবী বিষ্ণুর শরণাগতা হইলে ভক্তবৎসল পৃথিবীকে রসাতলে গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়কে দেবতেজ হরণার্থ আদেশ দান করিলেন। মহারুদ্র ইতিপূর্বেই রাক্ষস-রাজকে স্বতেজে পূর্ণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বিজয়লাভ অনিবার্য হইল।

নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন, ক্ষণকালের জন্য, পূর্ণপ্রভায় প্রজ্বলিত হইয়া অন্ধকারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, রাক্ষসরাজেরও সৌভাগ্যদীপ তেমনই চিরনির্বাণ হইবার জন্য মুহূর্তকাল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মেঘনাদবধ কাব্যে এই একটি মাত্র সর্গে যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের শক্তিশেল-বৃত্তান্ত ইলিয়াড-বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া কবি এই সর্গ রচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ যেরূপ কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, সপ্তম সর্গে তাহার নিদর্শন মাত্র নাই। এই সর্গে নবযৌবন-দৃপ্ত সিংহশিশুর ন্যায় রণক্ষেত্রস্থিত লক্ষ্মণের বিক্রম দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হই। লঙ্কেশ্বর, তুমুল সংগ্রামে দেবরাজ, কার্তিকেয়, হনুমান, এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বীর-পুরুষদিগকে পরাজিত করিয়া, লক্ষ্মণের সম্মুখবর্তী হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন;—

লক্ষ্মণ ও রাক্ষসরাজ।

"এতক্ষণে রে লক্ষ্মণ, * * *
* এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্মিলা
ভাব্ দোঁহে। মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী।
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্মতি!
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি,
হেরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।"

ক্ষত্রিয়-বীর লক্ষ্মণেরও প্রত্যুত্তর ইহার উপযুক্ত। লক্ষ্মণ পুত্রশোকাতুর, জিঘাংসু শত্রুর তিরস্কারে বলিলেন;—

"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।"

ইহার পর লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসরাজের যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করিলে লক্ষ্মণ যে মেঘনাদকে অক্ষত্রিয়বৎ নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের স্মরণ থাকে না। তাঁহার অনুপম বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু বীরত্ব, বিক্রম আজ লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে পারিল না। দেববলে বলীয়ান্ রাক্ষসরাজের মহাশক্তির আঘাতে লক্ষ্মণ ভূপতিত হইলেন। মহাদেবের আদেশে, শত্রুর মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া, রাক্ষসরাজ মহোল্লাসে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম সর্গের ভাষা, বর্ণনীয় বিষয় এবং আনুষঙ্গিক ঘটনা, সমস্তই অতি সুন্দর। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সর্গকেই কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।* কিন্তু বীররসের উদ্দীপনার জন্য ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে কবি ইহাতে পূর্বেরই ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রবিজয়ী রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রকে রণক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ;—

"* * * * না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহী নাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ।"

আততায়ী শত্রুর এই গর্বিত ও ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া রামচন্দ্র সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ ব্যবহার রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে কখনই স্বাভাবিক নয়। যে ব্যক্তি, পত্নীর সতীত্বনাশের প্রয়াসী হইয়া, মর্মে শেলাঘাত করিয়াছিল এবং যে প্রিয়তম ভ্রাতার প্রাণ-সংহারের জন্য রক্ত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার দিকে ধাবিত হইতেছিল, মনুষ্য-হৃদয় লইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে ? রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যও কি এরূপ অবস্থায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারে ? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মধুসূদন যেখানেই রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্রে বিনয় অথবা কোমলতার অভাব নাই, কিন্তু কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার সামঞ্জস্যেই যে রামচন্দ্রের চরিত্রের গৌরব, তিনি তাহা অনুধাবন করিতে পারেন

রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতা।

* The Seventh Book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps, the sublimest in the entire range of Bengali Literature— Literature of Bengal, page 183.

নাই। তাঁহার রামচন্দ্র প্রমীলার বীরত্ব-দর্শনে ভীত; ভ্রাতাকে যুদ্ধে প্রেরণের সময়ে রোদনপরায়ণ এবং আততায়ী শত্রুকে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।

অষ্টম সর্গ। শক্তিশেলাহত বীরবর লক্ষ্মণের পুনর্জীবন-লাভ এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। রামায়ণের মূল ঘটনা বর্তমান রাখিয়া কবি ইহাতে ইনিয়াডের ও ডিভাইন কমেডির কবিদিগের অনুসরণ করিয়াছেন। সে দিনের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে দিবাকর অস্তমিত হইয়াছিলেন; এবং নিশা-সমাগমে রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে শত শত অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের পার্শ্বে মৃতপ্রায় নিপতিত; রঘুসৈনিকগণ তাঁহার শোকে শোকাকুল। কবি, তাঁহার স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত, অতি হৃদয়দ্রাবিনী ভাষায় রামচন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সীমাতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়াতে তাহার সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে। রামচন্দ্রের ন্যায় সত্ত্বগুণান্বিত মহাপুরুষের নিকট আমরা, শোকের অবস্থাতেও, অপেক্ষাকৃত সংযম ও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করি। কৈলাসে ভক্তবৎসলার হৃদয় রামচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত। মহাদেব তাঁহার উপরোধে মায়াদেবীকে লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র মায়াদেবীর সঙ্গে প্রেতনগরে গমন করিয়া, রাজা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন-লাভের উপায় অবগত হইলেন। এই সকল ঘটনা যে মূল রামায়ণে নাই তাহা বলা অতিরিক্ত। ইনিয়াডের ষষ্ঠ সর্গের আদর্শে কবি ইহা রচনা করিয়াছেন। বীরবর ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও গভীর সুড়ঙ্গপথে প্রেতপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার পরলোকগত পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনিয়াডের প্রেতনগরের বহির্দেশে যেমন ভীষণকায় কামরূপী মূর্তিসমূহের অবস্থান বর্ণিত আছে, মেঘনাদবধেরও প্রেতপুরীর বহির্দেশে তেমনই বিবিধ মূর্তির যমদূত ও যমদূতীগণের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইনিয়াডের "Acheron" আকিরণ বা "Styx" মেঘনাদবধের বৈতরণীরূপে চিত্রিত হইয়াছে এবং তাহার "Sybil" সাইবিল ইহাতে মায়াদেবী-রূপে কল্পিত হইয়াছেন। Styx-এর নাবিক "Charon" ক্যারণ ইনিস্‌কে পথপ্রদানে অসম্মত হইলে সাইবিল যেমন তাহাকে আপনার মায়াদণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মায়াদেবীও বৈতরণীরক্ষক যমদূতকে পথপ্রদানে অনিচ্ছুক দেখিয়া তেমনই শিবের ত্রিশূল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও আপনার

ইলিয়াডের ও রামায়ণের ঘটনাবলীর সংমিশ্রণ।

পূর্বপরিচিত বহু ব্যক্তিকে প্রেতনগরীতে দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় ব্যতীত কামুক নরনারীগণের অতৃপ্তি-জনিত দণ্ড, বজ্রনখ, মাংসাহারী পক্ষিগণ কর্তৃক পাপীদিগের অন্ত্রবিদারণ, প্রেতক্রিয়া না হইলে যমপুরীতে গমনের প্রতিষেধ ইত্যাদি আরও অনেক কথা কবি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের আদর্শে মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে সমাবেশ করিয়াছেন।

স্বর্গ ও নরক-বর্ণন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয়দেশীয় মহাকবিগণেরই প্রিয়। ভাৰ্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য মহাকবি এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই অনুকরণে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে স্বর্গ ও নরকের চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে পূর্বে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, মেঘনাদবধে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরলোকের অন্ধকারময় গর্ভে যে ঘটনাবলী নিহিত আছে, তাহা অবগত হইবার জন্য মনুষ্য-হৃদয়ে স্বভাবতঃ যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তাহারই পরিতৃপ্তির জন্য বোধ হয় স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। স্বর্গ পুণ্যবানের পুরস্কারের এবং নরক পাপচারীর দণ্ডভোগের ক্ষেত্র, এই বিশ্বাসও স্বর্গ ও নরক কল্পনার অন্যতম কারণ। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই এইরূপ কল্পনা-প্রসূত স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে লোকের অবিশ্বাস জন্মিতেছে। প্যারাডাইস্-লষ্টের যে নরক বর্ণনা এক সময় মিল্টনের সমকালবর্তী পণ্ডিতদিগকে ভীত ও বিস্মিত করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কেবল বিদ্যালয়ের বালকদিগের কৌতুক উৎপাদন করিতেছে। গন্ধকাগ্নিময় অথবা তুষারহ্রদপূর্ণ নরকের দিন গত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অন্য কিছু আবশ্যক।* বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গ অসার কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হইবে; কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন বিজ্ঞান লেখেন নাই, পুরাণানুমোদিত কাব্য লিখিয়াছিলেন।

স্বর্গ ও নরক কল্পনার কারণ।

মধুসূদন মেঘনাদবধে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু নরক অপেক্ষা স্বর্গ-বর্ণনাতেই তিনি অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গ অন্যান্য স্থলেও যেমন, এখানেও তেমনি, কাম্য বস্তু উপভোগের স্থান মাত্র; নিষ্কাম, ধার্মিক পুরুষের ও শান্তির ও উন্নতির ক্ষেত্র নহে। মানবসাধারণের নিকট পৃথিবী ও স্বর্গ সকলই উপভোগের স্থল। তাঁহারা সেইজন্য সর্বত্র—এমনকি ব্রহ্মলোকেও

মধুসূদনের কল্পিত স্বর্গ ও নরক।

* কথিত আছে যে, কোন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে কিছুতেই নরকভীতি জন্মিতেছে না দেখিয়া, বলিয়াছিলেন, "নরক এমন স্থান, যেখানে সংবাদপত্র নাই।"

—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সামগ্রী অন্বেষণ করেন। ইন্দ্রিয়সুখই সাধারণ মনুষ্যের নিকট সুখের পরাকাষ্ঠা। মধুসূদন এই চিরপ্রচলিত ও সর্বজনব্যাপী সংস্কারের অতীত হইতে পারেন নাই; এইজন্য তাঁহার কল্পিত স্বর্গে উপভোগ সামগ্রীর আতিশয্য লক্ষিত হয়। কিন্তু যে সুখ ইন্দ্রিয়জনিত নহে এবং সেই অমৃত-পুরুষে নিমগ্ন হইয়া দেবতাগণ যে সুখ উপভোগ করেন, তাঁহার স্বর্গে তাহার উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয় না। মেঘনাদবধের নরকে বীভৎস-রসেরই প্রাধান্য। ইহার নারকীয় দৃশ্য, ডিভাইন্ কমেডির (Divine Comedy) নরক বর্ণনার ন্যায় আমাদিগকে ভীত ও স্তম্ভিত করে না; হৃদয়ে বীভৎস-রসেরই উদ্দীপন করে। মধুসূদন এই সর্গে বর্ণনা-নৈপুণ্য ও কবি-শক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, স্বর্গ ও নরক বর্ণন অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়ে নিয়োজিত হইলেই তাঁহার শক্তি ও পরিশ্রম অধিক ফলপ্রদ হইত। মেঘনাদবধ কাব্য উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়াই আমরা একথা বলিতেছি; কবি পৌরাণিক যুগে জন্মগ্রহণ করিলে এরূপ বলিতাম না। তাহা হইলে এইরূপ স্বর্গ ও নরক বর্ণনার জন্য মেঘনাদবধ বোধ হয় একখানি মহাপুরাণ রূপে পরিগণিত হইত।

নবম সর্গ। যে বিষাদময় সঙ্গীত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে আরব্ধ হইয়াছিল, নবম সর্গে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। অনেকে মেঘনাদবধকে বীররস-প্রধান কাব্য বলিয়াই অবগত আছেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণ-রসেরই প্রাধান্য। বর্ণনীয় বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস-নির্ণয় করিতে হয়, তবে মেঘনাদবধকে করুণ রস-প্রধান কাব্য বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত। যে অশ্রুধারা রাক্ষস পরিজনদিগের নয়ন হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের বীরবক্ষের শোণিত-রেখা ধৌত করিয়া দেয়; হাহাকারে রণকোলাহল নিমগ্ন হইয়া যায়। অধিকাংশ পাঠকই মধুসূদনকে বীররস বর্ণনায় নিপুণ কবি বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু অশোকবনস্থিতা, মূর্তিময়ী বিরহব্যথারূপিনী জানকীর এবং শ্মশান-শয্যায় স্বামীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা, নববিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শন করিয়া কে বলিবেন যে, মধুসূদন কেবল বীররসেরই কবি? মধুসূদনের নিজের জীবনের ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যও করুণ-রসাত্মক।

মেঘনাদবধ কাব্যে করুণ-রসের প্রাধান্য।

যে করাল রজনীতে রামচন্দ্র, লঙ্কার সমুদ্রকূলস্থিত রণক্ষেত্রে ভ্রাতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের সঙ্গে তাহা প্রভাত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের শিবির আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ: রঘুসৈনিকগণের

বিজয়নাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সেই আনন্দ-কোলাহল সমুদ্র-কল্লোলকেও পরাজিত করিয়া, মনস্তাপে ভূ-শয্যায় উপবিষ্ট রাক্ষসরাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মন্ত্রীর মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। পুত্রহন্তা শত্রুর পুনর্জীবন লাভ পুত্রশোক অপেক্ষাও অধিক মর্ম্মভেদী; কিন্তু এই মর্ম্মভেদী সংবাদে লঙ্কেশ্বর এবার মূর্চ্ছিত হইলেন না। পৃথিবীর সকল আশা বিলুপ্ত হইলে নিরাশাই মানব-হৃদয়ে আশা দান করে; রাক্ষসরাজ আজ নিরাশায় আশান্বিত। স্বয়ং কৃতান্তও যখন তাঁহার ভাগ্যক্রমে স্বধর্ম বিস্মৃত হইলেন, তখন আর আশা কোথায়? তিনি বুঝিলেন, রাক্ষসবংশের গৌরব-রবি সত্য সত্যই চিরান্ধকারে আবৃত হইলেন। কুলগৌরব পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্য তিনি মন্ত্রীর দ্বারা রামচন্দ্রের নিকট সপ্তাহব্যাপী সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। উদারহৃদয় রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য-প্রপীড়িত শত্রুর প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মেঘনাদের প্রেত-কৃত্য এবং সাত দিবসের জন্য লঙ্কাযুদ্ধের বিরাম আর্য রামায়ণে নাই; ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন ইহা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইলিয়াডের কবি যে দৃশ্য কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই, মেঘনাদবধের কবি তাহা প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতললনা পতির পদ-প্রান্তে উপবিষ্টা হইয়া অনেক সময় কিরূপ সহাস্য মুখে চিতানলে জীবন উৎসর্গ করিতেন, সাধ্বী প্রমীলার চিতা-রোহণে কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সহমরণ-প্রথা এবং য়ুনানীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন সমর-সজ্জা উভয়ের সম্মিলনে কাব্যের এই অংশ রচিত হইয়াছে। আমরা তৃতীয় সর্গে বলিয়াছি যে, যিনি প্রমীলা-চরিত্রের মনোহারিত্ব বুঝিতে চান, তিনি যেন মেঘনাদবধের নবম সর্গ পাঠ করেন। শ্মশান-শয্যায় উপবিষ্টা, নববিধবা প্রমীলার বিষাদিনী মূর্তি না দেখিলে তৃতীয় সর্গের সেই রণরঙ্গিনী মূর্তির গাম্ভীর্য অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রমীলার চিতা-রোহণের ন্যায় গম্ভীর ও করুণভাবোদ্দীপক চিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও নাই। কবির বর্ণনা-গুণে সেই কল্পনাসৃষ্ট দৃশ্য, যেন প্রকৃতির ঘটনার ন্যায় আমাদিগের মানস-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। লঙ্কার সেই সমুদ্রকূলবর্তী শ্মশান, সেই শ্মশানস্থিত অশ্রুপূর্ণনয়না রক্ষোবালাগণ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নিষ্প্রভ শশিকলার ন্যায় প্রমীলাকে আমরা প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করি। এই কি সেই প্রমীলা? বসন্তসমাগমে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় দর্পে যিনি একদিন রঘুসৈনিকদিগকে দলিত করিয়া পতিপদ পূজা করিয়াছিলেন, এই কি সেই প্রমীলা? প্রমীলার সেই রণপ্রিয়া সঙ্গিনীগণ, সেই ভীষণ সমর-সজ্জা এবং সেই

মেঘনাদের প্রেতকৃত্য।

অগ্নিশিখাসদৃশী বড়বা আজ এই শ্মশান-ভূমিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার সেই বিদ্যুল্লতাসদৃশী প্রভা আজ কোথায় ? প্রমীলার মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, নয়নে জ্যোতি নাই ; প্রমীলার ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, কণ্ঠে পুষ্পদাম, করে সধবা-চিহ্ন কঙ্কণ ; প্রমীলা পতির পদতলে উপবিষ্টা ;

> ······"মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী ;
> পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
> গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে ;
> শুকাইলে তরুরাজ শুকায় রে লতা।"

কিন্তু কেবল প্রমীলারই কি এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে ? যেদিন রক্ষোরাজ, দেব, নর সকলকে পরাজিত করিয়া, পুত্রঘাতী শত্রুর প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন, সেদিনের সেই লোমহর্ষণ ঘটনা পাঠকের স্মরণ আছে। রক্ষোনাথ, নবোদিত দিবাকরের ন্যায়, স্বর্ণচক্র রথে আরোহণ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইতেছেন, তাঁহার রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে, তুরঙ্গমগণের হ্রেষাধ্বনিতে, দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; তাঁহার মহিমা-মণ্ডিত, দেব-প্রসাদ লাভে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া রক্ষঃসৈনিকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে ; এ দৃশ্য কেমন সুন্দর ! কেমন বিস্ময়কর ! কবি লিখিয়াছিলেন ;—

রাক্ষসরাজের অদৃষ্ট-চক্রের পরিবর্তন।

> "বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক আরোহি,
> ঘর্ঘরিল রথচক্র, নির্ঘোষে উগরি
> বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।
> রতনসম্ভবা বিভা নয়ন বাঁধিয়া
> ধায় অগ্রে, ঊষা যথা একচক্র রথে,
> উদেন আদিত্য যবে উদয় অচলে ;
> নাদিল গম্ভীরে রক্ষ হেরি রক্ষোনাথে।"

তাঁহার রুদ্রতেজ-ভাস্বর মূর্তি দর্শন করিয়া,—

> "পলাইল রঘুসৈন্য পলায় যেমনি
> মদকল করিরাজে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে
> বনবাসী ; কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন
> বজ্র-অগ্নি-পূর্ণ, যবে উড়ে বায়ু-পথে
> ঘোর নাদে, পশু-পক্ষী পলায় চৌদিকে
> আতঙ্কে।"

আর আজ এই শ্মশান-ভূমিতে আর এক দৃশ্য ;—

"বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষকুল রাজা
বারণ, বিষদ বস্ত্র, বিষদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষ, আবাল বনিতা,
বৃদ্ধ, শূন্য করি পুরী আঁধার রে এবে ;
* * * *
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ নিনাদে।"

সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সেই প্রিয়তম পুরুষের পক্ষে একদিনের মধ্যে কি এই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব ? কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে ! রাক্ষসরাজের অবস্থা অনুভব ভিন্ন বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ণনা-গুণে মেঘনাদবধের এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সুনিপুণ চিত্রকরের চিত্ররচনার উপযুক্ত। সেই সাগরকূলবর্তী শ্মশানে, মেঘনাদের ও প্রমীলার পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য, চন্দন-কাষ্ঠে চিতা নির্মিত হইয়াছিল। আলুলায়িতকুন্তলা, কৃতস্নানা সাধ্বী পরিধেয় অলঙ্কারগুলি, একে একে উন্মোচন পূর্বক, সখীদিগকে বিতরণ করিলেন এবং তাহার পর পুষ্পশয্যার ন্যায় চিতাশয্যায় আরোহণ পূর্বক, প্রফুল্লমুখে পতির পদতলে উপবিষ্টা হইলেন। সাধ্বীর কণ্ঠে পুষ্পমাল্য এবং কেশ-পাশে অম্লান কুসুমদাম ;—চিতার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রক্ষোবীরগণের অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান ; প্রমীলার সঙ্গিনীগণের হাহাকারে সেই মহাশ্মশান প্রতিধ্বনিত ; আর এই সকলের মধ্যে ত্রিভুবনবিজয়ী, বাসবদর্পহারী রাক্ষসরাজ, পাষাণ-নির্মিত মূর্তির ন্যায়, বিরাজিত ; এ দৃশ্য কি গম্ভীর ! কি হৃদয়ভেদী। রাক্ষসরাজ আজ মেঘনাদের ন্যায় পুত্র এবং প্রমীলার ন্যায় পুত্রবধূকে চিতানলে আহুতি দিবার জন্য আসিয়াছিলেন ; তাঁহার মনের ভাব কি বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে ? চিতারোহণের পূর্বে সঙ্গিনীগণের নিকট প্রমীলার বিদায়গ্রহণ এবং পরলোকগত বীরপুত্রকে সম্বোধন করিয়া রাক্ষসরাজের

শ্মশানস্থিতা প্রমীলা।

মর্মভেদী বিলাপ পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এমন স্বাভাবিক এমন হৃদয়দ্রবকারী বিলাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়; প্রমীলা, চিতারোহণের পূর্বে সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে
কহিও পিতার পদে এসব বারতা।
* * * এই দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা তাইলো ঘটিল
এতদিনে ; যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে।
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব সখি, ভুলনা লো তাঁরে,
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।

বিধাতঃ ! হতভাগ্য রাক্ষসরাজকে কি এই সকল শুনাইবার জন্যই জীবিত রাখিয়াছিলে ? ইহার নিকট রামচন্দ্রের শাণিত শরের তীক্ষ্ণতা কোথায় ? বাক্যে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার রাক্ষসরাজের শক্তি ছিল না, অথচ আত্মসংযমেরও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। ধীরে ধীরে, পুত্র ও পুত্রবধূর চিতার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, তিনি বলিলেন ;—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণী রূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা ! পূর্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে।
কর্বুর গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।

সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে,
শূন্য লঙ্কাধামে আর। কি সান্ত্বনা ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী, "কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?"
কি করে বুঝাব তারে? হায়রে কি করে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

রাক্ষসরাজ অপরাধী সত্য এবং তাঁহার অপরাধও যে সামান্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কবি তাঁহার যে প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপরাধের অপেক্ষা লঘুতর হয় নাই। নবম সর্গের পুত্রশোক-কাতর রাক্ষস-রাজকে দেখিলে, তাঁহার অপরাধ বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার দুরবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি জন্মে। আমরা বলিয়াছি, রক্ষোবংশের প্রতি সহানুভূতি উদ্দীপন, গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য। কবির যাহা উদ্দেশ্য, এই সর্গে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। রাক্ষসরাজের ঘোরতর বিদ্বেষীও এই সর্গে তাঁহার দুঃখে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন না। শোক-জর্জরিত রাক্ষসরাজের ব্যবহারে কবি মানব-হৃদয়ের একটি গূঢ়তত্ত্বও প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথম সর্গ সমালোচনার সময়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যতই অপরাধী হউক, মানব, অনেক সময়, নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে না। বিধাতার ন্যায়দণ্ডে দণ্ডিত হইলেই আর্তনাদ করিয়া বলে—"বিধাতঃ। কি অপরাধে আমায় এই দণ্ড দিতেছ?" মেঘনাদের শ্মশান-শয্যাতেও আমরা, সেইজন্য, সীতাপহারক রাক্ষসরাজের মুখে শুনিতে পাই;—

কাব্যের সার্থকতা।

* * * কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

এইরূপ আত্মবঞ্চনাই মানব-প্রকৃতির ধর্ম। কিন্তু রাক্ষসরাজ, আত্মবঞ্চক ও অসংযতেন্দ্রিয় হইলেও, ইষ্টদেবে ভক্তিপরায়ণ; তাঁহার মর্মভেদী আর্তনাদে

কৈলাসে ভক্তবৎসলের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি মেঘনাদ ও প্রমীলাকে কৈলাসপুরীতে আনয়নের জন্ম, হুতাশনকে আজ্ঞা দান করিলেন। ইরম্মদরূপী অগ্নির স্পর্শে সহসা চিতা প্রজ্বলিত হইল। স্বদেশবৎসল, পিতৃ-মাতৃভক্ত বীর মেঘনাদের এবং পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রমীলার ভৌতিক দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল; কিন্তু তাঁহাদিগের অমর আত্মা, দিব্যদেহ গ্রহণ করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্বক, উর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল। বিস্মিত লঙ্কাবাসিগণ,

মেঘনাদের ও প্রমীলার স্বর্গারোহণ।

"দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি; বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবন-কান্তি শোভে তনুদেশে,
চির সুখ হাসি রাশি মধুর অধরে;—
* * * *
বরষিলা পুষ্পসার দেবকুল মিলি,
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।"

যেখানে মেঘনাদের ও প্রমীলার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে এক অতি সুন্দর মঠ নির্মিত হইল। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া, এবং দাহস্থান মন্দাকিনী-সলিলে ধৌত করিয়া;—

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে,
বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে;
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

কবি অশ্রুজলের সঙ্গে তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, অশ্রুজলের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের আরম্ভ, এবং সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণের সঙ্গে ইহার শেষ। ইহার আদি, মধ্য এবং অন্ত, সমস্তই, বিষাদপূর্ণ; সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। কবিবর হেমচন্দ্রের সুন্দর সমালোচনার পর ইহার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কাব্যের মধ্যে যাহা সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য, আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি; সাধারণভাবে

কাব্য-সমাপ্তি।

ইহার দোষ, গুণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা মেঘনাদবধ সমালোচনা শেষ করিব।

মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ গুণ।

কাহারও কাহারও মতে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে পাপীর চিত্র পুণ্যবানের চিত্রের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টন যেমন শয়তান বা পাপ-পুরুষকেই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক করিয়া ফেলিয়াছেন, মেঘনাদবধের কবিও তেমনই, রাম লক্ষ্মণকে বিসর্জন দিয়া, পাপাচারী রাক্ষস-রাজ ও তাঁহার পরিজনদিগকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক, নায়িকা করিয়া তুলিয়াছেন। পাপাচারীর প্রতি কবির যখন এত সহানুভূতি, তখন নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, সহস্র গুণ সত্ত্বেও, তাঁহার কাব্য নিন্দনীয়। এই সকল কথা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, মধুসূদন পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও, পাপের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। যে অসদাচারের জন্য রাক্ষসরাজ সাধু সমাজের ঘৃণার্হ, কবি কুত্রাপি তাহার সমর্থন করেন নাই; বরং তিনি যে আত্মবঞ্চক এবং তাঁহারই পাপাচারের ফলে যে রাক্ষসবংশের সর্বনাশ ঘটিতেছিল, প্রতি পদেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া কাহারও মনে রাক্ষসরাজের অনুচিত কার্যের অনুকরণ সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। একদিকে আমরা, যেমন, রক্ষোবংশের ঐশ্বর্য, বাহুবল, সৌভাগ্য, এবং রূপ-গুণ দেখিয়া, বিস্মিত হই, অন্যদিকে আবার, তেমনই, তাঁহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া, সন্ত্রস্ত ও উপদিষ্ট হই। সুতরাং অসৎ দৃষ্টান্তের সমর্থন করিলে যে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, মেঘনাদবধ হইতে তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। ধন, মান, গৌরব, বাহুবল, এমন কি ইষ্টদেবে প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও, পাপাচরণের ফলে, মনুষ্যের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহাতে তাহা অতি সুন্দর রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্য বটে, ইহাতে পাপাচারী রাক্ষসরাজের নিজের কোন দণ্ড বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু দণ্ড আর কাহাকে বলে? মেঘনাদের ন্যায় পুত্র এবং প্রমীলার ন্যায় পুত্রবধূকে চিতানলে সমর্পণ করিয়া রাক্ষসরাজ যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের শরে হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইলে, কি তিনি তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করিতেন? "ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়" যখন মেঘনাদবধ কাব্যের উপদেশ ও পরিণাম, তখন রাক্ষসরাজের প্রতি কবির সহানুভূতি সত্ত্বেও, নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহার দ্বারা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই।

আবার কেহ, কেহ মনে করেন যে, কবি যখন তাঁহার কাব্যে আর্যবংশীয়-গণের অপেক্ষা অনার্যবংশীয়গণেরই প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইতে পারে না। মেঘনাদবধ জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইবে কি না, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণই তাহার বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু মধুসূদনকে, অনার্য বংশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য, নিন্দার পরিবর্তে, বিশেষ প্রশংসাই করি। রামায়ণকার মহর্ষি ভারতীয় সমাজের যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাঁহারই উপযুক্ত ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তখনও অনার্য সমাজের প্রতি আর্য-সমাজের প্রগাঢ় বিদ্বেষ ছিল; বৈদিক ঋষিগণের নিশ্বাসে, নিশ্বাসে অনার্যগণের প্রতি যে বিষ উদ্গীরিত হইয়াছিল, রামায়ণে তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি হইয়াছে। মধুসূদন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ তাঁহারই উপযোগী হইয়াছে। এখন আর আর্য ও অনার্যগণের মধ্যে সেই পূর্ব বিদ্বেষ বা জেতা-জিত-ভাব বর্তমান নাই। আর্য ও অনার্য, সকলেই এক্ষণে একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। আর্য-প্রপীড়িত বলিয়া বরং অনার্যগণের প্রতি এখন লোকের সহানুভূতির উদ্রেক হইতেছে। এ অবস্থায় মধুসূদনের উদ্যম সম্পূর্ণই সময়োপযোগী হইয়াছে; এবং এইজন্য, বোধ হয়, তিনি ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের নিকট অধিক সমাদর লাভ করিবেন। মধুসূদনের বহুদিন পূর্বে বীর-চরিতের সহৃদয় কবি ইহার সূচনা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনই ইহার পথপ্রদর্শক। তাঁহারই প্রমীলার আদর্শে বৃত্রসংহারের ও রৈবতকের কবিদ্বয় তাঁহাদিগের দৈত্য ও নাগবালকদিগকে সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু বীরচরিতের কবি, রাক্ষসরাজকে উন্নত করিতে যাইয়া, রামচন্দ্রকে অবনত করেন নাই; মধুসূদন যে তাহা পারেন নাই, ইহা অবশ্যই ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। রাক্ষস-পরিবারদিগের ন্যায় রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সুচিত্রিত হইলে মেঘনাদবধের গৌরব শতগুণ বর্ধিত হইত। মহর্ষি একদিক দেখাইয়া-ছিলেন, মধুসূদন আর একদিক দেখাইয়াছেন; কোন ভবিষ্যৎ মহাকবির দ্বারা, বোধ হয়, এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে।

অনার্য প্রীতি।

মেঘনাদবধ মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য, তাহার আলোচনা করিয়া সময় ও পরিশ্রম অপব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। মধুসূদন নিজে ইহাকে পাশ্চাত্যরীতির মহাকাব্য (Epic) বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে যদিও ইহা মহাকাব্য নামের উপযুক্ত হইবে না, তথাপি ইহার অনেক

মেঘনাদবধ কোন্ শ্রেণীর কাব্য?

স্থল যে মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, উত্তেজিত ও অশ্রুসিক্ত হই, এবং বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করি, তাহা যদি মহাকাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তবে মেঘনাদবধ অবশ্যই একখানি মহাকাব্য। ইহাতে মহাকাব্যোচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য বর্ণনারও অভাব নাই। কবি ইহাতে যে উদ্দাম কল্পনা, বর্ণনাশক্তি ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মহাকাব্য রচয়িতারই উপযুক্ত। কবিবর হেমচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এক্ষণে তাহা অনুমোদন করিতেছেন। মেঘনাদবধ সত্যই বঙ্গভাষার কণ্ঠভূষণ রূপে আদৃত হইয়াছে। হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ;—

"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ, সম্মিলিত করিয়া, পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়, যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য-কলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ-রসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি ? সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্বক, এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন।"

মেঘনাদবধের মৌলিকতা।

মেঘনাদবধ কাব্যের অনেক ঘটনা ও ভাব যে অন্যান্য কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। কেহ কেহ, এইজন্য, মধুসূদনের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, মেঘনাদবধের প্রতিপত্রে যখন অন্যান্য মহাকবিগণের হস্তচিহ্ন বর্তমান, তখন ইহাতে কবির গুণপনা বা উদ্ভাবনী শক্তি কোথায় ? কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য যে, কতকগুলি মৃত জীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া, একটি অভিনব জীব সৃষ্টি করা যেরূপ কঠিন, অন্যান্য কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, একখানি নবীন কাব্য প্রণয়ন করাও সেইরূপ কঠিন। তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, মিল্টন অথবা সেক্সপীয়রকেও গৌরবচ্যুত

হইতে হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকবিগণের কাব্যের ভাব এখনও ত অক্ষুণ্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, বঙ্গ সাহিত্যে আর একজন মধুস্থদন জন্মগ্রহণ না করিলে আর একখানি মেঘনাদবধ রচিত হইবে? প্রকৃতির রাজ্যে উপাদানের অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল উপাদান হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া নূতন কিছু স্বজন করাতেই প্রতিভার পরিচয়।

মেঘনাদবধ-কাব্যে কবির যে সকল ত্রুটি আছে, আমরা তাহা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হই নাই। অন্বেষণ করিলে ইহাতে আরও শত শত ত্রুটি লক্ষিত হইবে। প্রবাদ আছে যে, নৈষধ-কার তাঁহার মাতুল সুপ্রসিদ্ধ "কাব্য-প্রকাশ" প্রণেতা মম্মটভট্টকে তাঁহার রচিত কাব্য দেখিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; "বৎস, তোমার কাব্য আর কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইলে আমার অলঙ্কারের দোষ-পরিচ্ছেদ লিখিবার সময় আমাকে নানা কাব্য পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না। এক তোমার কাব্য হইতেই সকল দোষের উদাহরণ প্রাপ্ত হইতাম।" মম্মটভট্ট নৈষধ-কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মেঘনাদবধ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্বেষণ করিলে তাহার প্রত্যেকটিই ইহাতে লক্ষিত হইবে। কিন্তু সেই সকল দোষ সত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মেঘনাদবধ বাঙ্গালা ভাষায় মহামূল্য রত্নরূপে চিরদিন সমাদৃত থাকিবে। ইহাতে যে প্রতিভা ও যে মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলেও ইহা বাঙ্গালা ভাষায় যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে। বৈষ্ণব কবিগণ এবং তাহার পর ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষাকে যে আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা শিশুর, প্রেম-পিপাসুর এবং বিলাসীর উপযুক্ত। যে অর্ধ-সুপ্ত ও অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বঙ্গভূমি তখন বর্তমান ছিল, তাহা তাহারই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে উদ্বোধিত হইয়া বঙ্গভূমি আজ যে জাতীয় জীবন-লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মেঘনাদবধের ভাষা তাহারই উপযোগিনী হইয়াছে। সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে হৃদয়ে যে ভাব লইয়া উপনীত হওয়া আবশ্যক, মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেকস্থলে সেইভাবে উদ্দীপিত হই। জাতীয় প্রবণতা, জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বহু শত বৎসরের পরাধীনতায় নিষ্পেষিত বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মধুস্থদন যে তাঁহার কাব্যে বীরোচিত ভাষা ও বীরোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট

মেঘনাদবধের ভাষা।

করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রদ। ক্ষীণকায়, নির্জীব বাঙ্গালীর অভ্যন্তরে শৌর্য ও তেজস্বিতা অন্তর্নিহিত না থাকিলে এরূপ কাব্য কখনই রচিত হইতে পারিত না। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে। মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা দেশীয় কাব্যকুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া তিনি যে অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গৌড়ীয় জনগণ তাহাতে সত্যই,

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদবধ সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন ;—

"The reader, who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas : Homer, Dante or Shakespeare."*

তিলোত্তমা-সম্ভব বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধেরও সমাদর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব।

মেঘনাদবধ কাব্যের সমাদর।

বঙ্গের শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ক্ষেত্রে অকস্মাৎ কোন পর্বতশৃঙ্গের অভ্যুত্থান দেখিলে দর্শকদিগের হৃদয়ে যেরূপ বিস্ময় জন্মে, মেঘনাদবধ বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে একদিন সেইরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। যেন বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তন্দ্রালস কর্ণে গম্ভীর ভেরী-নিনাদ প্রবেশ করিল ; যেন নির্ঝরিণীর কুলু কুলু নিনাদে অভ্যস্ত শ্রবণে জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জন শ্রুত হইল। শত্রু মিত্র সকলেই চমকিত হইলেন। যে শ্রেণীর পাঠকগণ, তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিয়া মধুসূদনকে উন্মাদ-প্রলাপী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখনও তাঁহাকে উপহাস করিতে নিরস্ত হইলেন না। কিন্তু চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষাকে কি উপহার প্রদান করিয়াছেন। অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় যে প্রথমাবস্থায় অনুকূল ছিল

---

* Literature of Bengal, page 176. (প্রথম সংস্করণ)।

না, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া তাঁহার পূর্ব-সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল ; তিনি মধুসূদনের গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কলিকাতার তাৎকালিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা মধুসূদনের প্রতিভার সন্ধান করিয়া সম্মানিত ও বঙ্গভাষানুরাগীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধের সঙ্গে মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও নামোল্লেখ আবশ্যক।* মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে বয়োগত পার্থক্য থাকিলেও হৃদগত কোমলতা ও মধুরতা সম্বন্ধে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। দুই-জনেরই প্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি সরল ও স্নেহপ্রবণ ছিল ; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিশেষরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন।† প্রতিভা-বানের সমুচিত সমাচরণ-প্রদর্শন এবং নির্ভীক চিত্তে নিজের মতামত প্রকাশ করা কালীপ্রসন্ন বাবুর চিরন্তন অভ্যাস ছিল। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন হইতেই তিনি মধুসূদনের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং লঘুচেতা লেখকগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন দেখিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। বিবিধার্থ-সংগ্রহে তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অভিনন্দন।

"হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয় বস্তুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণ রাজীর পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জরিত করে, তখন তাঁহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতা-বস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

* মহাভারতের অনুবাদ হইতে কালীপ্রসন্নবাবুর নাম বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত হইয়াছে। মাতৃভাষার সেবার জন্য, তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। ত্রিংশৎবর্ষ মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশীয় নাট্যশাস্ত্রের উন্নতির ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য, ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

† অষ্টাদশ পর্বের অনুবাদের উপসংহার স্থলে কালীপ্রসন্নবাবু লিখিয়াছিলেন, "সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অনুবাদিত ভাগ হইতে প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া, অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।"

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, ততই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধি জল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহ মধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতেও মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণ্যে লজ্জিত হইব।*

মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বাবু মধুসূদনকে প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী-সভা নামক একটি সাহিত্য-সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু এক্ষণে সেই সভা হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি মধুসূদনের গুণানুরাগী ব্যক্তিগণ, সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু, তাঁহাদিগের ও বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে, মধুসূদনকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র ও একটি রৌপ্য-নির্মিত মূল্যবান পানপাত্র উপহার প্রদান করিলেন। এতদিন মধুসূদনের বন্ধুগণ, কেবল ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন; কালীপ্রসন্ন বাবু, বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে অভিনন্দন করিয়া এক্ষণে তাঁহাকে প্রকাশ্য রূপে সম্মানিত করিলেন।† সাধারণ রঙ্গসমাজও কালীপ্রসন্ন বাবুর কার্যের অনুমোদন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই মেঘনাদবধের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইল; এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সময় স্বর্গীয় কবিবর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত করিলেন। তদ্ভিন্ন বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও সভাস্থলে তাহার দোষ, গুণ আলোচনা করিয়া, গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠা বর্ধিত করিলেন। মধুসূদনের বাল্যাবধি পরিপোষিত আশা এতদিনে চরিতার্থ হইল। নিন্দা, উপহাস এবং

---

* বিবিধার্থ সংগ্রহ, শকাব্দা ১৭৮৩ আষাঢ়, মেঘনাদবধ-সমালোচনা।

† কালীপ্রসন্নবাবুর অভ্যর্থনা মধুসূদনের প্রতিভার অতি গৌরবজনক পুরস্কার। সে দিনের ঘটনা চিত্রে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কল্পনার সহিত বাগ্দেবীর সম্মিলনের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু নাই।

কটূক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহার চরমসীমায় উপনীত হইলেন। ধর্মে হউক, সামাজিক কার্যে হউক, বা সাহিত্যে হউক, যাঁহারা কোনরূপ পরিবর্তন করিতে চান, তাঁহাদিগকে প্রায়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পরই লোকে, তাঁহাদিগের কার্যের গুরুত্ব বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে সম্মান করেন; জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই যশ ঘটে না। কিন্তু মধুসূদনকে এ বিষয়ে, কিয়ৎপরিমাণে, সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। নিজের কর্মদোষে, জীবনের শেষাবস্থায় কষ্ট ভোগ করিলেও, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার স্বদেশীয় ও সমকালবর্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়াছিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদন মেঘনাদবধের সঙ্গে তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে; এইবার অপর গ্রন্থ দুইখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক।

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

১৩

মধুসূদনকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'তিলোত্তমা সম্ভব' একসঙ্গে রচনা করিতে দেখিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—

"গ্রন্থকার যখন এক হস্তে এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি অপর হস্তে কিরূপে তিলোত্তমাসম্ভবে মিল্টনের ন্যায় গাম্ভীর্য প্রকটিত করিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমার বিস্ময় জন্মে।"* তিলোত্তমাসম্ভব ও একেই কি বলে সভ্যতা একসঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বিষয় হয়, তবে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা একসঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর।† একদিকে রণভেরীর দিগন্তভেদী সুগভীর নিনাদ, অপর দিকে মলয়-মারুত-সমানীত সুমধুর বংশীধ্বনি, একদিকে স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর দৃশ্য, অপর দিকে বাসন্ত-কুসুম-সুশোভিত, পিককুলনিনাদিত বৃন্দাবনের চারু-চিত্র যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয়। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না করিয়া মিত্রচ্ছন্দে, এবং বীররসের প্রবর্তন না করিয়া আদিরসে গ্রন্থরচনা করিলেও মধুসূদন বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে কিরূপ স্থান লাভ করিতেন, ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে আমরা তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। যে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায় অবশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে ভাবাবেশ বঙ্গসমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তেমন তান আর কোথা হইতে উঠিবে? তথাপি ব্রজাঙ্গনার দুই একটি পদ শ্রবণ করিলে সেই বহুপূর্ব-শ্রুত, সুপরিচিত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব লিখিবার

* "It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama."

† এই উক্তি ভুল। মধুসূদনের চিঠি থেকে জানা যায় যে, মেঘনাদবধ কাব্য রচনার আগেই 'ব্রজাঙ্গনা'র রচনা শেষ হয়েছিল। 'ব্রজাঙ্গনা' কিছুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে থাকবার পর 'মেঘনাদবধ'-এর প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তার থেকেই সকলের ধারণা হয় যে, দু'টি কাব্য একই সময়ে রচিত হয়েছিল।—সম্পাদক।

অধিকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের সঙ্গীত মাধুর্য্যের ও ভাবের সম্মিলনে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। মধুসূদন প্রেমিক হইলেও, ভক্ত ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার কবিতা, কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও, মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য উষার শিশির-সিক্ত কুসুমেরই সঙ্গে তুলনীয়; সেই বিকাশোন্মুখ, পরিমলোৎসারী, সুকোমল সদ্যঃ-স্নাত ভাব পৃথিবীর অপর কোন সামগ্রীতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা প্রভাতের কুসুমের তুল্য; তাহাতে পরিমলের ও সৌন্দর্যের অভাব নাই; কিন্তু অরুণ কিরণের সংস্পর্শে তাহার শিশির-বারি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য একই সামগ্রী হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক।

প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিতার পার্থক্য।

ব্রজাঙ্গনা আদিরস-প্রধান কাব্য। বাঙ্গালি আদিরসেরই কবি; অন্য রস বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থায়ী হয় না; আদিরসের প্লাবনে বাঙ্গালির হৃদয়ে অন্য ভাব ভাসিয়া যায়। মধুসূদন যদিও জাতীয় প্রবণতা অতিক্রম করিয়া, মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি আদিরসের মাধুর্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লেখনী, ঘুরিয়া আসিয়া, আদিরসের পথে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ তাঁহার বিজাতীয় শিক্ষার ফল, ব্রজাঙ্গনা তাঁহার জাতীয় প্রবণতার নিদর্শক। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালিকে, সর্বপ্রথমে, আদিরসের মাধুর্য আস্বাদন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাদিগেরই কাব্যের আদর্শে ব্রজাঙ্গনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, মধুসূদন প্রেমিক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম পৃথিবীতেই নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি, শ্রীরাধিকাকে যে ভাবে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনায় সে ভাব নাই। মধুসূদনের রাধা, ভক্ত বৈষ্ণবের পরমা-প্রকৃতি রাধা নহেন; বিরহ-বিধুরা রমণী মাত্র। তাঁহার বৃন্দাবন অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন নহে, সুরম্য উপবন মাত্র। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নহেন, প্রেমিক মনুষ্য মাত্র। ব্রজাঙ্গনার প্রেমপিপাসু কবি, বৃন্দাবন-লীলা এই ভাবে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার বিরহাবস্থা বর্ণনাতেই আপন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া, মথুরায় প্রস্থান করিয়াছেন; রাধিকা বিরহিণী—উন্মাদিনী। রাধিকার এই উন্মাদভাব ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য, বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যের ন্যায় ইহাতে ভাববৈচিত্র্য নাই। পূর্বরাগের বা সম্ভোগ-মিলনের কথা নাই। কবি একবারে

ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদনের আদর্শ।

বিগলিত-ধারা রাধিকার বিষাদিনী মূর্তি পাঠকের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন। আঠারটি কবিতায় ব্রজাঙ্গনা সমাপ্ত হইয়াছে; বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা তাহাদিগের অধিকাংশেরই লক্ষ্য। গ্রন্থের অবলম্বনীয় বিষয় কি তাহা বুঝাইবার জন্য কবি "পদাঙ্ক-দূত" হইতে "গোপী-ভর্ত্তুর্বিরহ-বিধুরা উন্মত্তেব" এই শ্লোকার্ধ গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাগলিনী সহজেই কৃপাপাত্রী, যে বিরহে পাগলিনী, তাহার ন্যায় কৃপাপাত্রী জগতে কে আছে? শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া, মথুরায় গমন করিয়াছেন। বৃন্দাবন শূন্য;—বৃন্দাবনের সকলই আছে;—সেই কল-কল নাদিনী যমুনা, সেই শ্যামশোভাময় তমাল-কুঞ্জ, সেই চিরপরিচিত ময়ূর-ময়ূরীগণ, সেই কুসুমগন্ধবাহী মলয় সমীরণ—সকলই আছে। এখনও সেখানে,

"মুঞ্জরয়ে তরুবলা, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে"

এখনও,

"ভ্রমর গুঞ্জরে সেথা, গায় পিকবর (আহা)
সুমধুর বোলে।"
"মরমরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল,
মলয় হিল্লোলে।"

সকলই আছে। কেবল একজনের অভাবে,

"ভূতলে নন্দনবন আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজ হাহাকার রবে।"

রাধিকার দিব্যোন্মাদ।

এই শূন্য বৃন্দাবনে রাধিকা আজ উন্মাদিনী;—যে অবস্থায় এককে আর বলিয়া বোধ হয়, বিরহের সেই দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় রাধিকা আজ উদ্‌ভ্রান্তা। পূর্বস্মৃতিই এখন রাধিকার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তাহা প্রতিপদেই তাঁহাকে আত্মবিস্মৃতা করিত। মলয়-মারুতের হিল্লোলে উন্মাদিনী রাধিকার মনে হইত যে, আবার যেন, সেই বংশী তেমনই স্বরে—যে স্বর শুনিয়া তিনি বলিতেন,

"গোকুল নগর মাঝে আর কত রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রা—ধা—রা—ধা।"*

* চণ্ডীদাস।

—সেই স্বরে এখনও তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি, সখীকে ডাকিয়া এবং তাঁহার কল্পনাসৃষ্ট স্বর শুনাইয়া, বলিতেন ;

"ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মনরে
মুরারীর বাঁশী।
সুমন্দ-মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে
আমি শ্যাম-দাসী!"

বিহগের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে রাধিকার মনে হইত, তাঁহার প্রিয়তম নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাই বিহঙ্গমগণ এত আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। সুগন্ধ সমীরণ সেবন করিলে তিনি মনে করিতেন, তাঁহার প্রিয়তমেরই দেহ-সংস্পর্শে তাহা সুরভিত হইয়াছে। যমুনার কল-কল শব্দে তিনি ভাবিতেন যে, তাঁহার প্রিয়তমের সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা যমুনা অস্ফুট ভাষায় তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। যমুনার নির্মল হৃদয়ে চন্দ্ররশ্মির ক্রীড়া দেখিয়া তিনি মনে করিতেন যে, তাহা চন্দ্রালোক নয়, তাঁহারই প্রিয়তমের হাস্য যমুনা-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মিলনে প্রিয়তম কেবল একা মাত্র ; বিরহে বিশ্বসংসার তন্ময় হইয়া যায়। বিরহে যাঁহার নিকট জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, ভালবাসার সামগ্রীতেই জগৎ অভিন্ন হইয়া যায়, তিনিই প্রকৃত প্রেমিক। আকাশের নীলিমায়, কুসুমের কোমলতায়, সরসীর হিল্লোলে, নদীর কল কলে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, কোকিলের কুহুস্বরে, চন্দ্রের কিরণে, ঊষার সমীরণে, যে প্রিয়তমকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহার প্রেম—প্রেম নয়—ইন্দ্রিয়বিকার মাত্র। যিনি কখন ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসার সামগ্রী তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইতে পারে না। জাগ্রতাবস্থাতেও যেমন, স্বপ্নেও তেমনই, সম্মুখেও যেমন, অন্তরালেও তেমনই, প্রেমিকের হৃদয় প্রেমাস্পদের সত্ত্বায় পূর্ণ হইয়া থাকে ;—বাহিরে যে প্রাণময়, তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনা কোথায় ? রাধিকা তাই, উচ্ছ্বাসভরে, সখীকে ডাকিয়া বলিতেন ;

"স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন সই,
গহন কাননে।
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাহিছে মঙ্গল-গীত
বিহঙ্গম গণে॥
কুবলয়-পরিমল, নহে এ স্বজনী, চল,
ও সুগন্ধ দেহ-গন্ধ বহিছে পবন।
হায়লো শ্যামের বপু সৌরভ-সদন॥

উচ্চ বীচি-রবে শুন, ডাকিছে যমুনা ওই,
রাধায় স্বজনি।
কল, কল, কল, কলে, সুতরঙ্গ দল চলে
যথা গুণমণি॥
সুধাকর কর-রাশি সম লো শ্যামের হাসি
শোভিত তরল জলে, চল ত্বরা করি;
ভুলিগে বিরহ-জ্বালা দেখি প্রাণ হরি॥
ভ্রমর গুঞ্জরে যথা, গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে।
মরমরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে।
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে
কি সুখ লভিব সখি, দেখ ভাবি মনে
পাই যদি হেনস্থলে গোকুল-রতনে॥"

রাধিকার প্রকৃতিগত মাধুর্য।

রাধিকার এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাই প্রধানতঃ ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। কবি ইহার সঙ্গে রাধিকার প্রকৃতিগত মাধুর্যও ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপী প্রেমময়ের হৃদয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত, মাধুর্যই তাঁহার প্রকৃতির সর্বপ্রধান লক্ষণ। সেইজন্য ব্রজাঙ্গনার কবি তাঁহার শ্রীরাধিকায় অপর গুণের অপেক্ষা মাধুর্যেরই অধিক সমাবেশ করিয়াছেন। অবচিত কুসুম দর্শনে রাধিকা বলিতেন;—

"কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ডালা।
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা।
* * * * * *
কেনেলো হরিলি ভূষণ লতার
বন শোভিনী—
অলি বঁধু তার—কে আছে রাধার
হতভাগিনী?"

অচেতন কুসুমের প্রতি যাঁহার এত করুণা, সচেতন প্রাণীর সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় কি উদাসীন থাকিতে পারে? পিঞ্জরাবদ্ধা শারিকাকে দর্শন করিয়া রাধিকা সখীকে বলিতেন;—

"নিজে যে দুখিনী পর দুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে।
আজিও পাখীর মন বুঝি আমি বিলক্ষণ,
আমিও বন্দীলো আজি ব্রজ-কারাগারে॥
শারিকা অধীর ভাবি কুসুম কাননে,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদনে॥

* * * * *

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে,
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ, যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী;
শুকে দেখি, সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়॥

পৃথিবীর অচেতন, সচেতন সকল পদার্থের প্রতি যাঁহার এইরূপ প্রেম, প্রেম-ময়ের হৃদয়ে তিনি স্থান পাইবার যোগ্য বটেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে আদর্শে রাধিকাকে চিত্রিত করিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনার কবি সে আদর্শ ত্যাগ করেন নাই। রাধিকা সর্বত্যাগিনী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা;—তাঁহার লজ্জা, ভয়, কুল-মান কিছুই বোধ নাই। ব্রজাঙ্গনার রাধিকার মুখে সেইজন্য আমরা শুনিতে পাই;

"ভাল যে বাসে, স্বজনি কি কাজ তাহার রে
কুল, মান, ধনে?

* * * * *

যাক্ মান, যাক্ কুল মন-তরী পাবে কূল
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও চরণে॥"

যে সর্বত্যাগিনী হইয়া ভালবাসে, তাহার প্রতি পলে চিন্তা, পাছে প্রিয়তমকে হারাইয়া ফেলি; পাছে আর কেহ আসিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লয়; এইজন্য সে অসহনা। রাধিকা অসহনা এবং বিরহে উন্মাদিনী; উন্মত্তের চেতনাচেতন বিচার থাকে না। রাধিকা অচেতন প্রকৃতিরও প্রতি, সেইজন্য, অভিমান করিয়া বলিতেন;

"ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জুকুঞ্জ বনেরে
যথা গুণমণি।

হেরি মোর শ্যামচাঁদে পীরিতের ফুল-ফাঁদে
পাতিছে ধরণী ॥
কি লজ্জা! হা ধিক তারে, ছয়ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে কামিনী।
চল সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচেলো স্বজনি ॥"

একদিকে এই ক্ষণিক অভিমান ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, এবং অপর দিকে ভারত-নারীর চিরাভ্যস্ত মধুরতাগুণ, উভয়ের সম্মিলন হওয়াতে ব্রজাঙ্গনার রাধা-চরিত্র অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। ভারতে রমণী কোন দিন পুরুষের সমকক্ষতা করে নাই। "হারাই হারাই" আশঙ্কা ভারত-মহিলাকে চিরদিন সঙ্কুচিতা ও নম্রমুখী করিয়া রাখিয়াছে। অভিমানে ভারতনারীর নয়নে হরিণীর ন্যায় জলধারা বিগলিত, সিংহীর ন্যায় বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি বা তীব্র কটাক্ষ ভারতনারীর অভ্যস্ত নয়;—সে চিত্র বিদেশীয়। পূর্ব্বরাগ ও বিরহ-বর্ণনায় ভারত-কবি যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, মান-বর্ণনায় সেরূপ পারেন নাই। খণ্ডিতার তিরস্কারের তীব্রতা তাহার নয়ন-জলে কোমল হইয়া যায়।

"আওত বর বঞ্চক—শঠ নাগর শত ঘরিয়া"।

তিরস্কার তীব্র বটে, কিন্তু সোহাগশূন্য নহে। যেন "শত ঘরিয়া" কথাটি প্রিয়তমের গৌরবসূচক। যে আমার প্রিয়তম, পাছে তাহাকে হারাইয়া ফেলি, সেইজন্যই অভিমান। কিন্তু সে যে, নিজগুণে, আমার ন্যায় আরও সকলের প্রিয়তম, এ চিন্তাতেও যেন একটু সুখ আছে। ব্রজাঙ্গনার রাধিকা অসহনা হইলেও, সেইজন্য, ময়ূরীর প্রতি তাঁহার সম্বোধনে আমরা শুনিতে পাই;

"তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী?
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি!"

রাধিকার অভিমান।

রাধিকা অসহনা ও অভিমানিনী; কিন্তু তাঁহার অভিমান প্রিয়তমের প্রতি নয়। যিনি প্রকৃত প্রেমিক, প্রেমাস্পদের প্রতি তিনি অভিমান করিতে পারেন না। প্রেমমুগ্ধা ভারতনারী অভিমান কাহাকে বলে জানেন না। অভিমানিনী ভারতমহিলার তিরস্কারের

তীব্রতার মধ্যেও একটু মধুরতা এবং আত্মভাগ্যের উপর একটু দোষারোপ থাকে। বিরহে কোন বৈষ্ণব কবির রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার না করিয়া আপন ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া, বলিয়াছিলেন ;

"তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতুরারে,
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।
মোরা গ্রাম্য গোপবালিকা কত হুঁ পশুপালিকা
হাম কিরে শ্যাম সম ভোগ্যে ॥"

ব্রজাঙ্গনার রাধিকায় এরূপ আত্মাবমাননার কথা নাই ; কিন্তু মাধুর্যে তাঁহার রাধিকা বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকার অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহেন। দ্বেষ নাই, অভিমান নাই, রূপ-গুণের গর্ব নাই, ভালবাসার স্রোতে রাধিকার সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। সখীর নিকট রাধিকার এইমাত্র অনুরোধ ;

"কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল ত্বরা করি।
দেখিব কি মিষ্ট হাসে শুনিব কি মিষ্ট ভাষে
তোষেন শ্রীহরি ॥

আমরা বলিয়াছি যে, অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্যের ন্যায়, ব্রজাঙ্গনায় ভাববৈচিত্র্য নাই ;—সুতরাং মধুসূদন ইহাতে তাঁহার নিপুণতা সর্বাংশে প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। রাধিকার দিব্যোন্মাদ অবস্থাই তাঁহার কাব্যের অবলম্বনীয় বিষয় ; সে অবস্থায় যাহা কিছু বলা সঙ্গত, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন। জয়দেবের অথবা বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া ব্রজাঙ্গনার দোষ, গুণ বিচার করিলে মধুসূদনের প্রতি ন্যায়-বিচার হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে আবার জয়দেবের বা বিদ্যাপতির আবির্ভাব সম্ভব নয়। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যহীন নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী হইয়াও যে মধুসূদন ইহাতে বৈষ্ণব মহাজনোচিত ভাবের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘাজনক। জয়দেব, বিদ্যাপতি, অথবা চণ্ডীদাসের ভক্তিভাবপূর্ণ গ্রন্থের সহিত ব্রজাঙ্গনার তুলনা করিলে পাঠক বঞ্চিত হইবেন ; কিন্তু প্রেমভাবপূর্ণ কাব্য বলিয়া বিচার করিলে ব্রজাঙ্গনা অতি সুন্দর বলিয়াই প্রতীত হইবে

ব্রজাঙ্গনায় বৈচিত্র্যের ভাব।

ব্রজাঙ্গনার ভাষা মধুসূদনের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুমধুর ও সংস্কৃত-ভাবাপন্ন। জয়দেবের ও বিদ্যাপতির ভাষার আদর্শে তাহা গঠিত হইয়াছে। মধুসূদন এই দুইজন ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব কবির কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। ব্রজাঙ্গনার বসন্ত সমাগমে,

ব্রজাঙ্গনার ভাষা।

"বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কল কল চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল চললো বনে।"

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি, আমাদিগকে বিদ্যাপতির

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।"

ইত্যাদি কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনার জন্য, "বিহার" নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। নিম্নে সেই অসম্পূর্ণ সর্গের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সন্নিবেশিত করিয়া আমরা ব্রজাঙ্গনার সমালোচনা শেষ করিব।

(১)

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

(২)

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত শির ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বর গুঞ্জমালা বর গলে;
মেঘ সনে সৌদামিনী সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

(৩)

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেনে মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে॥

দেব, দৈত্য মিলি বলে　　মথিলা সাগর জলে
যে সুধার লোভে তাহা লভিবে সুন্দরী ;
সুধামাখা বিম্বাধরে,　　আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে।

একদিকে ব্রজাঙ্গনার এই সুমধুর বংশীধ্বনি এবং অপরদিকে মেঘনাদবধের গম্ভীর ভেরীনিনাদ, সমকালীন, শ্রবণ করিলে মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

কৃষ্ণকুমারী নাটক।

ইহার সঙ্গে কুমারী কৃষ্ণার মর্ম্মভেদী বিষাদোচ্ছ্বাসও কবির লেখনী দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। করুণ-রসের উদ্দীপনে মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, মেঘনাদবধ হইতে পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকেও তাঁহার এই করুণরসোদ্দীপন-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। শর্মিষ্ঠা রচনার সময় মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকুমারী রচনার সময় তাঁহার নাম বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত হইয়াছিল। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রাচীন রীতির অনুসরণ না করিলে তাঁহার নাটক "নাটকই হইবে না" এইরূপ সগর্ব বাক্যে কেহ তখন তাঁহাকে ভীতি-প্রদর্শনে সাহস করিতেন না। প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ পূর্বক অভিনব রীতিতে নাটক রচনার অভিলাষ পূর্বেই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি তাহা চরিতার্থ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারীর বর্ণনীয় বিষয় ও দোষ, গুণ উল্লেখের পূর্বে যেরূপ অবস্থায় এবং যাঁহার উৎসাহে ইহা রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নিকট মধুসূদন নাটক-রচনা সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদিগের দুইজনের সঙ্গে বেলগাছিয়ার সর্বপ্রধান অভিনেতা বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ কর্তব্য। কেশব বাবুর নাম সাধারণের নিকট সুপরিচিত নয়। কালের স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অভিনয় ক্রিয়ার সাক্ষী, তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, তাঁহার ন্যায় অভিনয়ে পারদর্শী ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় যে তাদৃশ প্রশংসাযোগ্য হয়েছিল, তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই

গুণে।* কেশব বাবুর অভিনয় নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন নাটক রচনার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হইলে মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় সুভদ্রা-উপাখ্যান অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়া তাহা কেশব বাবুকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যাংশ সুন্দর হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু সুভদ্রা নাটক সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইহার পর সম্রাট আলটামাসের দুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।** রিজিয়ার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল ;—

রিজিয়া নাটক রচনার সঙ্কল্প।

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia† was made over to Jotindra babu the day that I received it from you, with a request

---

* বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র রত্নাবলী অভিনয়ের প্রসঙ্গে কেশববাবুর সম্বন্ধে "কলিকাতার রিভিউ" পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"The gem of the actors was Fasantaka who was represented by Babu Keshob Chandra Ganguly. His ready wit, his brilliant *bonmotas*, and inimmitable comic humour may fairly entitle him to the praise of being the best actor in Bengali. He kept up the interest of the play most successfully, and was the life and soul of the performance."

** সে দিন এক্ষণে অতীত হইয়াছে ; রিজিয়ার অভিনয় দর্শনে এক্ষণে অনেকেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। মধুসূদনের কল্পনা নিষ্ফল হয় নাই।

† মধুসূদনের কল্পিত রিজিয়ার সংক্ষিপ্ত আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the Emerald Bower, and had a talk on the subject. They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a

PERSONS OF THE DRAMA.

Men.

Byram (বাইরাম) Rizia's brother—afterwards emperor.
Altunia (আলতুনিয়া) Governor of Sind.
Kabirc (কেবর্ক) A noblemen, Altunia's friend.
Balin (বালিন) Do
Jammal (জামাল) Rizia's Favourite (a slave).
Munher Sing (মনোহর সিংহ) A Rajpoot officer of the imperial household troops.
Must (মস্ত [প্রমত্ত]) A Drunken fellow in the employ of the emperor.
A Broker or Money-lender (দালাল)।

Women.

Rizia (রিজিয়া) Empress.
Sherin (সেরী) A Persian maid. } Favourites of the empress.
Leela (লীলাবতী) A Hindu maid. }
Mehdee (মেহদী) Must's wife, maid to the two young ladies.
(Noblemen ; Soldiers ; Officers ; Heralds ; Citizens ; Slaves ; a Fakeer).

During the life of the Emperor Altamush, Rizia's father, that Princess was engaged to be married to Altunia, Governor of Sind. He comes to Delhi—finds the emperor dead, and Rizia regining in his stead. He also finds his intended wife quite changed and in love with a slave (Jammal) whom she had made the "Master of the Horse"—Here the play opens.

Act I. Sc I. (A ROOM IN THE PALACE—DELHI).

Conversation between Altunia and Kabirc. Altunia proposes to throw off his allegiance. To them enter Balin. The empress passes over the stage with her maids and Jammal, The three noblemen go to the Prince Byram, confined in his palace.

Sc II. (THE LAHORE GATE OF THE CITY).

Sentry—another soldier—Mehdee brings in Must drunk. Afterwards enter Altunia and Kabirc—They part.

Act II. Sc. I. (THE AUDIENCE CHAMBER).

Rizia—maids—nobles - citizens—news has been received by the Empress that Altunia has "erected the standurd of Rebellion." She proposes in persen to go and chastise him.

Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of শর্ম্মিষ্ঠা and তিলোত্তমা। They also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs ? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the immagination of a writer like yourself.

Yours affectionately
Keshob Chandra Ganguly.

Sc II. (PRINCE BYRAM'S PALACE).

The Prince, Kabire, Money lender, afterwards some other nobles.

Sc III. (HINDU TEMPLE GROVE).

Leela—to her enter Balin—he attempts to insult her—she is rescued by Must, enter Munher Sing—Leela's Lover—they talk and then part—enter Sherin.

Sc IV. (THE EMPRESS'S PRIVATE CHAMBER).

Rizia—Jammal—Leela—Sherin.

Act III. Sc I. (THE CAMP OF RIZIA).

Her soldiers rebel and take her captive—Jammal is slain—Munher Sing kills Balin for insulting Leela—Munher's message to his parents.

Sc II. (ALTUNIA'S CAMP).

Rizia is delivered over to Altunia—She persuades him to restore her throne. Must and Mehdee come from Delhi.

Act IV. Sc I. (THE CAMP OF BYRAM NOW EMPEROR).

Preparations for battle against Altunia and Rizia

Sc II. (ON THE BANK OF THE CHUMBUL).

Leela, Sherin, and messenger—They hear of Altunia's defeat and death—of Rizia's captivity—Soldiers come and take them away to join the empress.

Act V. Sc I. (PRISON).

Rizia, Sherin, Leela, Fakeer, Murderers,—Rizia put to death. The lamentation of her maids. A soldier (Hindu) enters with news of Munher's death and gives to Leela his wooden-Sandals and sword.

Sc II. (ON THE BANK OF THE JUMNA).

Leela—mad ! The funeral of the empress. Leela burns herself with her lover's wooden-shoes (behind the stage). Sherin and Fakeer leave India for Persia.

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত রঙ্গলাল বাবুর পদ্মিনী-উপাখ্যান পূর্বেই কেশব বাবুর কথা সপ্রমাণ করিয়াছিল। মধুসূদন কেশব বাবুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত টড্ (Tod) প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা হইতে, তাঁহার অভিপ্রেত নাটকের জন্য, কৃষ্ণকুমারীর বৃত্তান্ত নির্বাচিত করিয়া লইলেন। একবার হৃদয়ে ভাবাবেশ হইলে মধুসূদন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বর্ষাকালীন পার্বত্য স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহার কল্পনা-স্রোত অবাধে ধাবিত হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট আরম্ভ করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি কৃষ্ণকুমারী সম্পূর্ণ করেন। কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে মধুসূদন কেশব বাবুর নিকট যে সাহায্য ও সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক তাঁহার পত্রে তাহা দেখিতে পাইবেন। তিনি কৃষ্ণকুমারী কেশব বাবুকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

কৃষ্ণকুমারীর উৎপত্তি।

"আপনি আধুনিক নটকুল শিরোমণি, কৃষ্ণকুমারীর দোষ, গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। বিশেষতঃ আমার এই বাসনা যে, ভবিষ্যতে এদেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শনকাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য প্রকাশ করিতেন।" তাঁহার একখানি পত্রেও মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

Here is Kissencumari. Your Kissencumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friend-ship I proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours.

কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত। কৃষ্ণকুমারী মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ও তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অমিত্রাচ্ছন্দে রচিত কাব্য এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বিষাদান্ত নাটক যে, তাঁহার উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহা উত্তরকালবর্ত্তিগণের নিকট মহারাজার সাহিত্যানুরাগের প্রমাণ রূপে তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিবে, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণকুমারী বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বিষাদান্ত নাটক। নীলদর্পণ ইহার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন ক্লেশকর ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহার রচনা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন কোন নিষেধবিধির দ্বারা পরিচালিত হইবার পাত্র ছিলেন না; তিনি পাশ্চাত্য-রীতি অনুসারে তাঁহার নাটক বিষাদান্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। মহারাণা প্রতাপ সিংহের বংশধর, উদয়পুরাধিপতি মহারাজা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর বিষাদময় জীবনের আখ্যায়িকা, কৃষ্ণকুমারী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। সীতা ও দময়ন্তী যে বংশের কুলবধূ, কৃষ্ণকুমারী সেই পবিত্র সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া, রাজস্থানের কুসুম বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকুমারীর রূপ-গুণে মোহিত হইয়া জয়পুরের অধীশ্বর, লম্পট প্রকৃতি রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর রাজা মানসিংহ তাঁহার পাণিপ্রার্থী হন, এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে প্রাপ্ত না হইলে, উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাজা ভীমসিংহের অবস্থা তখন এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগের হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কৃষ্ণকুমারীই সকল অশান্তির মূল, স্থির করিয়া, তিনি কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার জন্য আদেশ দান করেন। চারুশীলা কৃষ্ণা, বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য, বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সংক্ষেপে ইহাই কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক কথা। মধুসূদন, ইতিহাসের সামান্য পরিবর্তন করিয়া, কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু খড়্গাঘাত দ্বারা ঘটিয়াছিল, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। মধুসূদনের নাটকসমূহের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীই সর্বোৎকৃষ্ট। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে তিনি ইহাতে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার অপর কোন নাটকে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। অন্যান্য নাটকীয় পাত্রের অপেক্ষা উদয়পুরের রাজপরিবারবর্গের চরিত্র চিত্রণেই তাঁহায় দক্ষতা সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে আমরা উদয়পুরের রাজপরিবারগণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। রাজগৃহ বিষাদময়, রাজা ভীমসিংহের প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ, রাজকোষ উৎকোচ-প্রদানে একেবারেই শূন্য, দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের লুণ্ঠনে উদয়পুরের প্রজাগণ হৃতসর্বস্ব। রাজমন্ত্রী সর্বদাই উৎকণ্ঠিত, বাপ্পারাও এর বিপুল বংশের মান কিসে রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই। রাজার অন্তঃপুরে পদার্পণ করিবার অবসর হয় না,

কৃষ্ণকুমারীর অবলম্বনীয় বিষয়।

কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক মূল্য।

রাজ-মহিষী সর্বদাই মিয়মাণা, স্বামীর বিরস বদন দেখিয়া সাধ্বীরও জীবনে সুখ নাই। পুরবাসিগণ কোন্ মুহূর্তে কি অনিষ্ট সংঘটন হইবে, এই আশঙ্কায় দিবারাত্রি সশঙ্কিত। বিষাদের ঘনান্ধকার উদয়পুরের রাজ-অট্টালিকা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকারময় জীর্ণ পুরীতে যেমন কখন কখন, একটি মাত্র প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোকে পুরীটিকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ সেই বিষাদ-তমোময় রাজপুরীতে একমাত্র কৃষ্ণকুমারীই পিতামাতার হৃদয় উজ্জ্বল করিতেন। বালিকা তখনও সংসারানভিজ্ঞা; প্রভাতের কুসুমের ন্যায় পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় হৃদয় বিকশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। সংসারের কঠোর উত্তাপ বালিকার হৃদয়ের কোমল ভাব তখনও বিশুষ্ক করিতে পারে নাই। পিতার উদ্যানের কুসুমকে সখীরূপে বরণ করিয়া এবং উপবনের বিহগের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনি করিয়া সরলা বালিকার দিন সুখে গত হইত। কিন্তু সরলা বালার সে সুখের দিন অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। বিবাহের প্রস্তাবের সঙ্গে বালিকার হৃদয়ের শান্তি অন্তর্ধান করিল। যে দিন রাজা জগৎসিংহের এবং মানসিংহের দূত, কৃষ্ণার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া, উদয়পুরে উপস্থিত হইল, সেই দিন হইতেই উদয়পুরের রাজপরিবারের সর্বনাশ ঘটিল। মনুষ্য, নিয়তির হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। এক অবস্থায় পিতামাতা, পুত্র-কন্যার জন্য, হৃদয়ের শোণিত দান করেন, আবার অন্য অবস্থায় তাঁহাদিগেরই সন্তানের হৃদয়শোণিতে ছুরিকা রঞ্জিত করিতে হয়। অবস্থার নিপীড়নে একদিন, রোমান পিতা, কন্যার বক্ষে ছুরিকা নিমগ্ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীক পিতা কন্যাকে বলিরূপে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুণ্যভূমি রাজপুতনাতেও, একবার সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল। কি অবস্থায় কুমারী কৃষ্ণার জীবন আহুতি রূপে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার জন্য পাঠককে একবার তাৎকালিক ভারতবর্ষের অবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। সমরপ্রিয় ভারত-শাসনকর্তা, লর্ড ওয়েলেস্‌লির সামরিক নীতিতে বিরক্ত হইয়া ডিরেক্টরগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ অথবা অত্যাচার যাহাই ঘটুক, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ঔদাসীন্যের ফলে মধ্যভারত ও রাজস্থান এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাশ্মশানে লুণ্ঠনব্যবসায়ী মহারাষ্ট্রীয়দল শ্মশানচণ্ডালের ন্যায় মৃত ও মুমূর্ষু প্রজাগণের অঙ্গ হইতে পরিধেয় বস্ত্র, ছিন্ন কন্থা পর্যন্ত উন্মোচন করিয়া লইতেছিল এবং আমীর খাঁর দস্যুসৈনিকগণ তাহাতে ফেরুপালের ন্যায় শ্মশাননিক্ষিপ্ত দেহের অস্থিমাংস চর্বণের জন্য অবসর

অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। হতভাগ্য রাজপুতগণ এই শ্মশানভূমিতে বাস করিয়াও আপনাদিগের দুর্দশা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা সে অবস্থাতেও আত্মকলহে পরস্পরের সর্বনাশ করিতেছিলেন। কমলা চিরদিনই চঞ্চলা; রাজস্থানের প্রাচীন রাজগণেব মধ্যে রাণা প্রতাপসিংহের বংশধরগণই এখন সর্বাপেক্ষা শ্রীভ্রষ্ট। হুলকার, সিন্ধিয়া, পাঠানদস্যু আমীর খাঁ প্রভৃতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি, উদয়পুরের শ্যামল উপত্যকার উপর নিক্ষিপ্ত। যিনিই যখন যুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই তখন উদয়পুররাজের নিকট নিষ্ক্রয় গ্রহণ কবেন। মহারাণা প্রতাপসিংহেব বংশধরের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনার বিষয় আর কি হইতে পারে? উদয়পুরের প্রজাগণ সর্বস্বান্ত; পুরনারীগণ, এমন কি দেবমূর্তিসমূহও, লুণ্ঠনে আভরণশূন্য। রাজা ভীমসিংহ অপমানে উন্মত্তপ্রায়; কিন্তু প্রতিকার করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। একমাত্র কুমারী কৃষ্ণাই তাঁহার শান্তির স্থল ছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহাবও সম্বন্ধে এক অভাবনীয় বিপদ সংঘটিত করিলেন। মনুষ্য, যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পাবিলে, নিজহস্তেই নিজের হৃৎপিণ্ড বিদারিত করে। যন্ত্রণায় অধীর ভীমসিংহ কৃষ্ণাব মৃত্যুতে সম্মতিদান করিলেন।

উদয়পুরের রাজ-পরিবারের অবস্থা।

উদয়পুর রাজপরিবারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা মধুসূদন অতি সুন্দররূপ চিত্রিত করিয়াছেন। যে অবস্থায় ভীমসিংহ কৃষ্ণার মৃত্যুতে সম্মতিদান করিয়াছিলেন, তাহাও অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সরলা কৃষ্ণাব প্রাণনাশের জন্য রাজসভায় যে মন্ত্রণা হইয়াছিল, রাজমহিষী অথবা কৃষ্ণা কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। কিন্তু কি জানি কেন, সেই ভাবী বিপদের ছায়া তাঁহাদিগের উভয়েরই হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল। মাতার প্রাণ শতযোজন দূর হইতেও সন্তানের বিপদ জানিতে পারে। কৃষ্ণার প্রাণনাশের চক্রান্ত জানিতে না পারিয়াও রাজ্ঞীর হৃদয় কৃষ্ণার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কৃষ্ণাকে কোথাও একা রাখিয়া তিনি সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। মনের উৎকণ্ঠায় তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার কৃষ্ণাকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই অবধি তাঁহার প্রাণ সর্বদা কৃষ্ণার জন্য অস্থির থাকিত। ভাবী বিপদের ছায়া কৃষ্ণারও হৃদয়াকাশ আবৃত করিয়াছিল। মাতার উদ্বেগ, পিতার দীর্ঘনিশ্বাস এবং পুরবাসিগণের বিষণ্ণ ভাব বালিকার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত। কৃষ্ণা আর সেই সরলতাময়ী বালিকা রহিলেন না। সঙ্গীত, নৃত্য, পুষ্পবাটিকায় জলসেক,

কৃষ্ণকুমারী।

সকল সাধই, ক্রমে, বালিকার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। দাবানলবেষ্টিত কাননে কুরঙ্গশিশু যেমন সরল নয়নে মাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সরলা বালিকা কৃষ্ণাও তেমনি জননীর মুখপানে চাহিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সেখানেও শান্তি পাইতেন না। একদিন, অন্তপুরস্থিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণা মূর্ছিতা হইয়া পতিত হইলেন; এবং সেই অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে অতি কোমল বাদ্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; যেন স্বর্গীয় সৌরভে তাঁহার নাসিকা পূর্ণ হইতেছে এবং যেন একটি দেবকুমারী, আসিয়া, তাঁহাকে বলিতেছেন; "দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তাহার আদরের সীমা নাই। আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম কর, তাহা হইলে আমারই মত যশস্বিনী হইবে।" রাজপুত-বালিকা কি মৃত্যুর জন্য ভীতা? কৃষ্ণা অজ্ঞাতভাবে আপনার শোচনীয় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যে করাল নিশীথিনীতে রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহা সমাগতা হইল। সেই বিভীষিকাময়ী রজনীও যেন সেই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্মের উপযোগিনী হইয়াই পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইল। উন্মত্ত ভীমসিংহের মুখে কবি সেই রজনীর ভীষণ ভাব অতি সুন্দর রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজা ভীমসিংহ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন;

ভীমসিংহ:

"রজনী দেবী, বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করিয়া চামুণ্ডা রূপে গর্জন কর্‌ছেন। উঃ, কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কাল স্বরূপ অন্ধকার! হে তম, তুমি আমাকে গ্রাস্ করতে উদ্যত হয়েছ? ঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত করেছেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! একি প্রলয় কাল; তো আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হোক্ না? (ঊর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল! আমাকে গ্রাস কর! হে বজ্র, এ পাপাত্মাকে বিনাশ কর, হে নিশাদেবী! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে কেন রাখ? বিনাশ কর।"

কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্কে উন্মত্ত ভীমসিংহের ব্যবহার পাঠককে "কিং লিয়ারের" (King Lear) শেষাঙ্ক স্মরণ করাইবে। রাজা ভীমসিংহের অবস্থা ত এইরূপ

ওদিকে রাজমহিষীর এবং কুমারী কৃষ্ণারও হৃদয়ে সে রাত্রিতে শান্তি ছিল না। দয়াশীলা কৃষ্ণা, আপনার অট্টালিকায় শয়ন করিয়া, চিন্তা করিতেছিলেন ;—

"এ মন্দির পর্বতের ন্যায় অটল, প্রবল ঝড় বহিলেও এতে কোন ভয় নাই, কিন্তু যাহারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে। হা পরমেশ্বর! তাদের রক্ষা করুন।* * * ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হ'ল কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগছে না। আমার মন যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হ'তে পারি। * * * হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া ক'রে মনের চঞ্চলতা দূর কর; প্রভু! এ দাসী নিতান্ত তোমার শরণাগতা।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তার পর কৃষ্ণা নিদ্রাগতা হইলেন। সেই সময় একজন অস্ত্রধারী পুরুষ, নিঃশব্দে, কৃষ্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; ইনি কুমার বলেন্দ্রসিংহ। বলেন্দ্রসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার কথোপকথন, উন্মত্ত ভীমসিংহের ও উন্মাদিনী, বৎসলা রাজমহিষীর অবস্থা মধুসূদন যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত না করিলে, তাহার সৌন্দর্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্ক পাঠ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। সরল হৃদয়া কৃষ্ণা পূর্ব হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আজ অস্ত্রধারী পিতৃব্যকে এরূপভাবে আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "কাকা, আমার পিতারও কি ইচ্ছা যে—"

বলেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "মা, আমি আর কি বল্‌ব? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম কর্তে প্রবৃত্ত হই?"

কৃষ্ণা শুনিলেন যে, তাঁহার পিতারও ইচ্ছা যে, তিনি জীবন উৎসর্গ করুন। তবে আর জীবন কাহার জন্য? ক্ষত্রিয়-কুমারী কবে মৃত্যুমুখে পতিতা হইতে ভীতা হন্? কৃষ্ণা, বলেন্দ্রসিংহকে কাতর দেখিয়া বলিলেন;

"কাকা! তা এর নিমিত্ত আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মত বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী, রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে; আপনি বীর-কেশরী, আপনার ভাইঝি, আমি, মৃত্যুকে ভয় করি কি?"

যে ছায়াময়ী মূর্তি ইহার পূর্বে একবার কৃষ্ণাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, কৃষ্ণার মনে হইল, যেন এখনও তিনি তাঁহার শয়ন মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেইরূপ স্বর্গীয় সৌরভ তাঁহার নাসিকায় এবং সেইরূপ স্বর্গীয়বাদ্য তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষ্ণা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে

পিতৃব্যকে বলিলেন, "কাকা, একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন, আহা, কি অপরূপ রূপলাবণ্য! উনি পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে একবার দেখা দিয়াছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো। দেখ কাকা, এ মন্দির নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!" উন্মত্ত ভীমসিংহ এই সময় কৃষ্ণার অন্বেষণে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণা পিতার চরণ-যুগলে নিপতিত হইয়া, বিদায় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জ্ঞানশূন্য রাজা, কৃষ্ণার স্নেহ-সম্ভাষণে প্রত্যুত্তর দান করিলেন না। বালিকার হৃদয় ব্যথিত হইল। সেই পূর্বলক্ষিতা মূর্তি, অঙ্গুলিসঙ্কেতে কৃষ্ণাকে আহ্বান করিয়া, তখনও বলিতেছিলেন; "কুল, মান রক্ষার জন্য যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তাহার আদরের সীমা নাই।" কৃষ্ণা, বলেন্দ্রসিংহের ভূমি-নিক্ষিপ্ত অসি পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। "জননি! এই আমি এলেম," এই বলিয়া কৃষ্ণা, সেই অসি লইয়া, সহসা আপনার বক্ষে আঘাত করিলেন, এবং ছিন্নমূল সুবর্ণলতার ন্যায় শয্যার উপর নিপতিত হইলেন। পাঠকের হৃদয়ে বিষাদ-রেখা অঙ্কিত করাই বিষাদান্ত নাটকের উদ্দেশ্য। মধুসূদন সে উদ্দেশ্য-সাধনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, যিনি তাহা বুঝিতে চান, তাঁহাকে একবার কৃষ্ণকুমারীর শেষার্ধ পাঠ করিতে বলি।

কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু।

ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কবি, কৃষ্ণকুমারীর আভ্যন্তরীণ ঘটনা-সমূহ যেরূপ কৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিরূপ সামান্য কারণে হিন্দুরাজগণ, পরস্পরের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের সর্বনাশ করিতেন এবং আধুনিক রাজপুতরাজগণের সভায় বারাঙ্গনা ও বারাঙ্গনানুচরদিগের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, কবি ইহাতে তাহার সুন্দর আভাস প্রদান করিয়াছেন। বারাঙ্গনা-চরিত্র কুৎসিত বর্ণে চিত্রিত করিতেই গ্রন্থকারগণের সাধারণ প্রবণতা এবং তাহাতেই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু অনেক সময় বারাঙ্গনা চরিত্রেও এমন দুই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহা কুলললনারও পক্ষে অনুকরণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বসন্তসেনার চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন, সম্ভবতঃ, মৃচ্ছকটিক নাটকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের মদনিকার ন্যায় কৃষ্ণকুমারীর মদনিকাও বুদ্ধিমতী, চতুরা, দয়াবতী, এবং সেইসঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ক্রূরস্বভাবা। হৃত-সর্বস্ব ধনদাসের দুরবস্থায় মদনিকার অনুকম্পাপূর্ণ ব্যঙ্গ পাঠ করিলে স্বভাবকোমল নারীহৃদয়

চরিত্রদোষে কিরূপ বিকৃতভাব ধারণ করে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিলাসবতীও, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ন্যায়, প্রণয়াস্পদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী। যুদ্ধগামী রাজা জগৎসিংহের সম্বন্ধে বিলাসবতীর আচরণ কুলললনার উপযুক্ত। নিজের

বিলাসবতী ও ধনদাস।

সতীত্বনাশের জন্য হতভাগিনী বিলাসবতী যখন ধনদাসকে বলিতেছিল, "আমি যদিও দুঃখীলোকের মেয়ে, তবুও ধর্মপথে ছিলাম, তুমিই অর্থের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করালে," তখন তাহার কথাগুলি শুনিলে তাহার অবস্থায় অনুকম্পা প্রকাশ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। পাপিষ্ঠ ধনদাসেরও চরিত্র দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। কুলললনাদিগের সর্বনাশ করিয়া লম্পট জগৎসিংহের পাপাভিলাষ পরিতৃপ্ত করাই ধনদাসের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠের দুরভিসন্ধির ও দুষ্ক্রিয়তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। ধনদাস যাহাদিগের সর্বনাশ করিয়াছিল, তাহাদিগেরই মধ্যে একজনের হস্তে ধনদাসকে উপযুক্ত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ধনদাস একদিন সগর্বে বলিয়াছিল যে, "রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়িতে হয়"; সেই ধনদাসকেই আবার বিধাতার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বলিতে হইয়াছিল; "হে বিধাতঃ, আমি এককাল রাজসংসারে থেকে, নানাবিধ সুখভোগ ক'রে অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হ'ল।*** প্রভো! আমার অশ্রুজল দিয়া, তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর।" হতভাগ্যের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিলে, তাহার পূর্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রতি পাঠকের অনুকম্পা জন্মে। কৃষ্ণকুমারীর আরও অনেকস্থলে কবি এইরূপ গুণপণা প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু ইহার একটি প্রধান দোষ এই যে, রাজপুত নরনারী-গণের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া কবি স্থানে স্থানে, আপনার স্বদেশীয় নরনারী গণেরই চরিত্র চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য নাটকের ন্যায় ইহারও চরিত্রগুলি পূর্ণাবয়ব হয় নাই, এবং ইহারও ভাব, স্থলে স্থলে, কৃত্রিমতা-দোষে দূষিত। শর্মিষ্ঠা নাটক সমালোচনার সময় আমরা বলিয়াছি, যে সংস্কৃত বা য়ুরোপীয় নাটকসমূহের সহিত তুলনা করিলে মধুসূদনের নাটকসমূহ অনেক নিম্নস্থানীয় হইবে। সংস্কৃত বা য়ুরোপীয় নাটকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, বাঙ্গালা নাটকের এখনও সে অবস্থা আসে নাই। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধে এই মাত্র বলাই সঙ্গত যে, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক; বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের নাটকসমূহের কার্য।

মধুসূদনের কাব্যসমূহের ন্যায় তাঁহার নাটকগুলি কখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এক্ষণে, দিন দিনই, তাহারা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মধুসূদন যে ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছিলেন, বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা হইতে তাহা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে; লোকের রুচির ও মানসিক প্রবণতারও পরিবর্তন ঘটিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের লুপ্ত গৌরব আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জীব-জগতে যেমন এক শ্রেণীর কার্য শেষ হইলে আর এক শ্রেণীর জীব তাহাদিগের স্থান অধিকার করে, সাহিত্যে জগতেও তেমনই এক জাতীয় গ্রন্থের বিলোপ ঘটিলে, আর এক জাতীয় গ্রন্থ তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তজ্জন্য বিলুপ্ত জীবের বা বিলুপ্ত গ্রন্থের কার্যকারিতা ফলহীনা হয় না। মধুসূদনের নাটক-সমূহের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময়ে তাহারা নবোদ্ভিন্ন বঙ্গ-সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছিল, তাহা উত্তরকালীন নাটকীয় ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হইবে।

মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; আরও কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিব। কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদবধ এবং ব্রজাঙ্গনা একই সঙ্গে রচিত বলিয়া, পাঠক অনেকগুলি পত্রে তিনখানি গ্রন্থেরই সমকালীন উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। মধুসূদন কিরূপে কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন এবং নাটক-রচনা সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, এই সকল পত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনার পর, মধুসূদন সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে যে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, চতুর্বিংশ সংখ্যক পত্রে পাঠক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

চতুর্বিংশ পত্র।

My Dear Keshab Baboo,

Some weeks ago, I sent you the First Act of সুভদ্রা through our friend Jodu. Here goes the Second Act.

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem".*

Allow me to say a word or two about the plan on which I am proceeding. I need scarcely tell you that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank Verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result ? Lameness !

In reading over my poem, you must look—1st to the imagery ; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed ; 3rd to the individual flow of each verse. Do not care for the general effect. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence.* * I submitting this thing to you and to our learned friends, I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language.

The verse is what in English we would call "Alexandrine" containing 6 feet. The *longest* verse in our language is

---

* সুভদ্রা-চরিত এইরূপ নূতন ছন্দে লিখিতে সংকল্প করিয়াছিলেন বলিয়াই, মধুসূদন পরে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে লিখিয়াছিলেন।

"ভেবেছিনু নব তানে গাব বঙ্গাসরে
তোমার হরণ-গীত, সুভদ্রা সুন্দরী।" ইত্যাদি

the 7 footed পয়ার—but that is, like the Greek and Roman Hexameter, *too* long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is our "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write, my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank Verse, and its melody and power *astonish me*. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank Verse. Take my word for it, that Blank Verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, our classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly life. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

> "Made Poetry a mere mechanical art,
> And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!

How are you getting on with "Sharmistha"—my Garrick? Have you seen "*Padmavati*"? Will it do as Sharmistha's successor?

After you have read over this Act, please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভগ্নশিবমন্দির" ?*

With kind wish, I am, my dear Keshab Baboo,

Ever yours
Sincerely,
Michael M. S. Dutt.

পঞ্চবিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Last Sunday, I submitted another "Synopsis" of a Drama on an entirely Hindu Subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful ? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A. M. last Saturday, the Muses smiled ! As a true realizer of the Dramatist's conceptions, you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am, Lord ! What a romantic Tragedy it will make ! I have made the List of Dramatis Personae as short as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy ! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4 !

I wish you would stir them up, সখে মাধব্য ! It is a downright shame that such a theatre, as that at Belgachia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men ! as the boatswain says in the "Tempest".

"Heigh, my hearts ; cheerly, cheerly, my hearts ; yare yare. Take in, the top-sail ; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough !"

---

* "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"—প্রথমে এই নামে অভিহিত হইয়াছিল।

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half way. ধীমা তেতালা is not the তাল for me.

If you have *not* seen the "Synopsis", run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend Deenoo Meah,

Yours very Sincerely,
Michael M. S. Dutt.

P. S. We must have a farce with the Tragedy. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 a. m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

M. M. S. D.

ষড়্‌বিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

I should have written to you earlier but the holidays intervened and there was an end of the matter for two days.

Your commendation makes me proud of myself. Indeed, it worked me up to such a pitch of enthusiasm that I felt half disposed to sit down and begin operation at once ! But calmer thoughts arose to dissuade me.

You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama *"on spec"* as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravana, generally known as "Indrajit" —besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may

be called up for an examination next January. But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man ! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah is for a play, and I sincerely hope he is, you shall have *Krishna Koomari* before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you. O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick !—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incident. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *master's Hookum* is my motto. Write to me next Monday and believe me,

Ever yours affl'y,
Michael M. S. Dutta.

সপ্তবিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Many thanks to you and to Jotinder Baboo, though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well-supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the 'Essence of Camphor" ; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী।

A "Synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the তপস্বিনী। And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards", labour under, with reference to Females characters :—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz., that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look

at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic*? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sarmistha, I often stepped out of the Dramatist, for that of the mere poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read it with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice :—"If there be", says he, "What I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, with-

out the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the play, and I must at the same time beg of you to treat me with the utmost candour. No human being is infallible, and I am the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me,

Ever yours most sincerely,

Michael M. S. Dutt.

P. S. Blank Verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank Verse ; but a little of it won't hurt anybody, I think.

M. M. S. D.

অষ্টাবিংশ পত্র।

My dear Gangooly.

Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস। I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the

world are combination of Tragedy and Comedy. I have not given any verse—of that, by and bye. Let me know by Monday, what you think of this act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste,

Ever yours sincerely,
Michael M. S. Dutt.

ঊনত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Here you are. This is Act no. 3. The fourth act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one at him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the MSS. at once to the Printers and then read over the proofs with you.

Yours as Ever,
Michael M. S. Dutt.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that every thing will end in smoke!

ত্রিংশ পত্র।

My dear G,

Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgachia Amateur Company, I am doing what I can

to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove ! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting ! I shall soon finish the Last act ; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die !

Your, in haste,
Michael M. S. Dutt.

একত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done. when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are as a matter of course, a first rate dramatic critic ; but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the Play.

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is your province ; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success ; but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first I suspect, than

ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheemsing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to *conform* them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yoga. The plot does not admit of such a character, even if I could invent it—which I gravely doubt! I wish *Ballender* to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirable, if you take him by the hand.

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheemsing, cannot but be sad and grave; the princess, I hope, is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Cumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our ancient History of Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors; but we must make the most of what we have. That is a misfortune I can not remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy, you like the language. Ease can be only obtained by practice; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal*. As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play.—But whenever in the course of the dialogue a

pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this;—*never* strive to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer!

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence; a little mannerism does no harm, and I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better!

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible, such an aesthetic storm would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare; and even he would suffer considerable damage!

A WORD ABOUT THE SCENES :—

I am very fond of busy and varied scenes; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for

it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place, if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders!

If not, we must strike our heads and say,—"alas! born an age too soon"!

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-mussulman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scraw! Hoping you are quite well personally and domestically,

1st September, 1860. Yours most Sincerely,

Michael M. S. Dutt.

P. S. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

Michael M. S. Dutt,

P. S. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once;—I am *so* impatient! After this, we must look to "Rizia".—I hope, that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up.—If you like, I can pick up other

subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

M M. S. D.

দ্বাত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

You must not fancy that I have been idle. Kissen Cumari was finished two days ago. Begun 6th August, finished 7th September,—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times! But though I have finished the Drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at *Belgachia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to morrow on the subject. Take Deenoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at Belgachia, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says

"nay" to any thing you wish to do—This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long.

What more ?—as we say in Sanscrit—কিমধিকং ?

With most sincere regards,

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

ত্রয়োত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours! Glod bless you, old boy!

Your ever affectionately,
Michael M. S. Dutt.

চতুস্ত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me, that if the Drama is to be acted, you had better once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Singh as "Joggut Singh", and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ; Deeno সত্যদাস; Jodoo বাহুবলেন্দ্র; Sreenath the other মন্ত্রী। By the bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari? Make Kali মদনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well.

The first five books of Meghanada are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.

Hoping you are quite well, and with kind regards to self and other brethren of the Buskin,

Yours as ever,
Michael M. S. Dutt.
16th January, 1861.

পঞ্চত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

We have not seen each other since the poetical meeting of ours on the bank of the—Laldighi. However, I trust you enjoyed your Holidays.

and said "N'importe". I did not care a cowry when it became popular provided I knew that some day or other, it would become popular.

I hope my dear Raj, you won't imitate me in the matter of correspondence, that is to say, never write to a fellow if you can help it. You are a hard-working systematic fellow, and I as lazy a dog as ever wore leather shoes. I shall look out for a long letter from you—biographical, historical and critical.

Gour is in Calcutta, pretending to be hard at his legal studies, but in reality idling, I am afraid. Pray let him know that I say so. He gives me the benefit of his company, almost every day, when returning home from the Society's Rooms. He is a good fellow and I wish him success.

I say, old fellow. I have often thought of asking you your opinion as to the advisability of introducing Blank verse in our dramas. Upon my soul, my heart aches to think that I am obliged to write in prose; and yet what can I do? I can't get any one to consent to act a piece in verse. Give me some of your solid arguments and convince me that prose is the thing for the drama, so that I may have rest.

How are you getting on with your grand theological work?* I know a young friend of yours—some Gangooly, D—'s son-in-law, whom I often meet at the Supreme Court and we generally have a talk about you. He tells me that your work is all about the origin of the human race or some such tremendous subject. He is a fine young fellow! *serious* and, I believe and hope, not *vicious*.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th

* Dharma-Tatwaa-Dipika treating of the philosophy of Brahmoism.

Syllable, naturally comes in ... the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th Examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত রিপু,
বজ্রী।" —তিলো—৪।
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে
অনঙ্গ।" —মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।" —তিলো—৪।
"আইলেন যক্ষেশ্বরী, মুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জর গামিনী।" —তিলো—২।

And so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.

I must now conclude. I hope you have not changed your mind as to your contemplated Durga-puja-visit.

Believe me,
Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

নিম্নলিখিত পত্রখানি কৃষ্ণকুমারী সমাপ্ত করিবার পরে লিখিত। পাঠক ইহাতে মধুসূদনের প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা দেখিতে পাইবেন। মাতৃভাষার সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব ক্রমশঃ কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল, এই কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

সপ্তত্রিংশ পত্র।

Sunday

My dear Rajnarain,

Several weeks ago I forwarded to your address, the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it ? I hope the packet reached you safe. I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Baboo J. M.

Tagore and his friends ... got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic ; only the Monkeys spoil the joke —but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view ? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. I want to introduce the sonnet into our language and, some mornings ago, made the following :—

কবি-মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়-মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?"

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding *Tilottoma.* The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think R.— either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! What a luscious poetry. If God spares me, for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the *Ottava Rima* or stanzas of eight lines like his. Perhaps I shall write your "সিংহল-বিজয়" in that measure.

I have no news to give you. I read no newspaper and seldom stir out of home, but you may rest assured that I am looking out, with great impatience, for the Durga-Puja Holidays, because then I hope to see you in town. Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country!"

I must now conclude. Write to me boy, and believe me.

Ever your most affectionate,
Michael M. S. Dutt.

নিম্নসন্নিবিষ্ট পত্রগুলি মেঘনাদবধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে লিখিত। পাঠক এই সকল পত্রে মধুসূদনের রচনা পদ্ধতি এবং মনের ভাব সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় দেখিতে পাইবেন। রাজনারায়ণবাবু মেদিনীপুর হইতে আসিয়া মধুসূদনের সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার পর, নিম্নসন্নিবিষ্ট পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল।

অষ্টাত্রিংশ পত্র।

My dear Rajnarain,

You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad, will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However, you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than the loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.

Write to me, and never for a moment cease to believe that I am in all sincerity,

Your most affectionate,
Michael M. S. Dutt.

উনচত্বারিংশ পত্র।

My dear Rajnarain,

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man ? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author ?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers.

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man" meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go".

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage though with an unaltered love for you.

Yours Ever,
Michael M. S. Dutt.

P.S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name ! What a nice man ! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.

Thanks for that article in the Field.*

M. S. Dutt.

* বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field.

চত্বারিংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

I suppose you base your jolly little theory about my anger on my somewhat long silence; you are mistaken my friend! The fact is I have been very busy; besides, the heat of the weather is enough to cool down a man's ardour, epistolary, as well as poetical. An insatiable thirst for iced beer completely engrosses the whole system. The second and last part of Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose. Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the odes* are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit ever for doing so much in this really fearful weather. I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his School call the Book III—Promila's entry into the city—"The most magnificent". My printer Babu I. C. Bose (a very Intelligent man and once

---

* ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I Book. Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank verse. A great victory that, old boy.

I am going to print a plain edition of *Tilottama.* I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.

I have already heard myself called both "Milton and Kalidasa". How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better ! for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again ? Alas ! for the Drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. When you read Kissen Kumari you will probably think that practice would make the author tolerable in that department also. But encouragement is the food that Practice grows upon. But where is that encouragement ? However, I hope you will like the play, imperfect though it be for want of poetical numbers. I, a most hardhearted rascal, have cried over many scenes while correcting the proofs. It beats both Sarmistha and Padmavati. I must now conclude. You will be glad to hear that my law-suits are prospering. I am at present living at

Khiderpore, for the house in town is undergoing repair. However, continue to address me as usual and do not forget to send your letters bearing postage, as I intend doing. Then the rescally Post officers will not rob and cheat. With kindest regards,

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

P. S. They say poor Hurish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independence of mind and thought.

একচত্বারিংশ পত্র।

My dear Rajnarain,

It is now my turn to complain. Why haven't you replied to my last? But perhaps it never reached you. Curse that Post office! How regular it is! Let me however try again.

You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it. As for Brajangana, I really do not know what Boykanta Dutt is doing with her. But Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O! that you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious

Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you. Read Kissen Kumari as soon as you get it. There is some attempt at pathos in that book also.

Have you heard that I have won my Kidderpore-house case. The whole claim has been decreed except in the matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my clain im that matter, so the judge has only decreed 1300 rupees. But then he has given me *wasilot* from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. I am prospering, thank God. But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies, Good bye, my friend.

Believe me,
Ever your affectionate,
Michael M. S, Dutt.

দ্বিচত্বারিংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

Many thanks for your kind letter that came to hand yesterday. Continue to send bearing postage. If the rascals should throw away our letters, we shall have the satisfaction, a poor one no doubt, of knowing that they have not been able to add insult to injury,—to take our money and not give us some equivalent.

You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on the subject.

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III, which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplimentary. He who is "beautiful," "tender" and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think, England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable, He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII, and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank-Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English :—

"I am reading a new poem, Sir!" "A poem!" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied —"Why, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shopkeeper looked hard at me and said "Sir, I am afraid you

wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II, that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him,

" * * * * বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank-Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language."

I must now conclude. I have to write other letters. Besides a visitor has just come in. Good bye, old Raj, believe me.

Ever your affectionate,
Michael M. S. Dutt.

ত্রিচত্বারিংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

I don't know how it is, but I fancy that you have been writing to me a long letter but that I have lost it through the carelessness of the Post-Office folks. If I am correct, then you must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

The "Odes" are out, and I have requested Babu Baikuntha Nath Dutta (a co-religionist of yours) who is.

the proprietor of the copy-right, to send you a copy. You must also tell me what you think of them. We are now printing the last Book (IX) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English).

How are you, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one-half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *industrious dog*. I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the "mob of gentlemen" who pass for great authors! "Great authors !! great *fiddle-sticks* !!" But of that by and by. You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake. Pray, what are you doing? Where is that grand Theological Book of yours that is to convert all manner of Sinners to *Brahmoism*?

We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what;—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet! But *De gustibus non est disputandum*.

I must now conclude. Pray, hereafter address your letter to the "care of James, Frederick Esqr., Kidderpore" or at the Police office. I have given up "No. 6 Lower Chit-

pur Road". Hoping you are quite well, old boy, with a affectionate regards,

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

P. S. Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship". Fie! Why not a statue? However, I shall subscribe. I loved and valued the man. *Vale* as the Latins used to say or *aurevoir* as the French say.

M. S. D,
Kidderpur.

চতুশ্চত্বারিংশ পত্র।

My dear Rajnarain,

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur Pedagogue. I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

Have you received a copy of the Odes (Brajangana) ?

Pray, why then are you silent? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

Your verses are good; if you go on practising, you will succeed. Don't forget that the 8th should be a long foot. We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her. Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারু-তারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা, Read—

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্বরী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music—

"আইলা সুচারু তারা, শশীসহ হাসি
শর্বরী ; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা।"

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

of Milton, and the lines

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour"—

of Shakespeare. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing"?

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful. It is getting late; so I must conclude. In my next, I shall give you some idea of my prose doings. I am going on with the rapidity of a mountain torrent.

God bless you and yours, my dear Raj! I have got a little son. Write soon and oblige

Yours affectionately,
Michael M. S. Dutt.

পঞ্চচত্বারিংশ পত্র।

Kidderpore, 29th August, 1861.

My Dear Rajnarain,

Some days ago, I wrote rather a long letter to your friend, Kedar Nath Dutt,* containing a brief biographical notice of the author of Sarmistha. I should like to know if he has received it. The letter was written at his own request.

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again. But the question is on what subject? Jotindra proposes the battles of the *Kaurava* and *Pundub* princes; another friend, the abduction of

* বৈষ্ণব-ধর্মের আলোচনার জন্য ইহার নাম অনেকেরই পরিচিত। নবদ্বীপস্থ মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

Usha (ঊষাহরণ). Now I am for your সিংহলবিজয় ; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it ; kindly enlighten me on the subject. I am afraid, it will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying. What say you ? Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days ? The idea is intolerable ! Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. If gives a fellow's invention such a wide scope.

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not ? You must point them out and that too before I begin another.

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man ! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.* Adieu ! Write soon to your

Affectionate,
Michael M. S. Dutt.

* রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মনের ভাব পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, পরিণত বয়সে, তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম পূর্ব্ববৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না।

বীরাঙ্গনা কাব্য

[১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ]

১৪

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনায় আমরা, অনেক কাল, তাঁহার পারিবারিক জীবনের কোনও প্রসঙ্গ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত হইতে পারে, তাহাতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ছিল না। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি পুলিস আদালতে কার্য করিতেছিলেন; রাজকার্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয়, এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে অর্থাগম হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইত। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, এবং বাঙ্গালা ভাষার একজন অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া তাঁহার নাম বঙ্গসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং, সাধারণতঃ, যে সকল সামগ্রী লইয়া মনুষ্য পারিবারিক জীবনে সুখী হয়, তাহার কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না; অথচ তিনি একদিনের জন্যও সুখী ছিলেন না। সুখ বাহিরের কোনও সামগ্রীর উপর নির্ভর করে না, সুখ মনুষ্যের নিজের মনে ও আত্মসংযমে। কিন্তু মনকে কেমন করিয়া সংযত ও সমাহিত রাখিতে হয়, মধুসূদন তাহা জানিতেন না; সুতরাং ধন, যশ, পরিবারবর্গের স্নেহ, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। বাহিরে লোকে দেখিত, মধুসূদন বিলাসী, আমোদনিরত — উদ্বেগশূন্য; কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয় বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইত। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তিনি এই সময়কার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* "আত্মবিলাপ" নামক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই কবিতাটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ অতৃপ্তির ও অশান্তির মধ্যে মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হইত। শান্তিদাতার উপর নির্ভর না করিয়া তিনি যে সাংসারিক সামগ্রীতে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রেমের কুসুমহার, নিগড়রূপে তাঁহার চরণযুগল আবদ্ধ করিয়াছিল; মণি আহরণ করিতে যাইয়া বিষম বিষে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছিল এবং কুসুম সংগ্রহ করিবার সময়ে মাৎসর্য-কীট বিষদশন দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল। নিজের জীবনের এই বিষাদময় অভিজ্ঞতা মধুসূদন তাঁহার আত্মবিলাপ কবিতায় অতি মর্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। চতুর্দশপদী

পারিবারিক কথা।

আত্মবিলাপ।

* ১৮৬১ খৃঃ অঃ আশ্বিন মাস।

কবিতাবলীর শ্যামাপক্ষী নামক একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছিলেন যে, বিহগের আর্ত্তনাদ, মনুষ্য, অনেক সময় সঙ্গীত বলিয়া ভ্রম করে।* তাঁহার এই আত্মবিলাপও অনেকে কেবল সুমধুর কবিতা বলিয়া উপভোগ করেন; কিন্তু যাঁহারা কবির জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইহা শ্রুতি-সুখকর কবিতা মাত্র নহে! ইহা যন্ত্রণা-নিপীড়িত কবির মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ। আত্মবিলাপ কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

আত্মবিলাপ।

(১)

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়! তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়, ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ,—একি দায়!

(২)

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি? জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি কতদিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে,—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বু-মুখে সদ্যঃপাতি?

(৩)

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার? জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে ;
এ-তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে ; কি ফল লভিলি?
জলন্ত পাবকশিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

---

* রোদন নিনাদ কিরে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি অজ্ঞানে বিচারি।
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—শ্যামাপক্ষী।

(৫)

বাকী কি রাখিলি, তুই! বৃথা অর্থ অন্বেষণে, সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন! কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, কব তা কাহারে!
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়, কাটিতে তাহারে;—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি ফল অনাহারে, অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে ফেলিস পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন ?
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহকছলে!"

মনের এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও মধুসূদন যে, ধীরভাবে গ্রন্থরচনায় সময়ক্ষেপ করিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু গ্রন্থরচনাই তাঁহার সান্ত্বনার একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মর্মান্তিক যাতনা বিস্মৃত হইবার জন্যই তিনি, অনেক সময়, বাগ্দেবীর চরণে শরণাপন্ন হইতেন। যে সময় অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি এইরূপ আর্তনাদ করিতেছিলেন, সেই সময়ই তাঁহার আর একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ বীরাঙ্গনা কাব্য রচিত হইতেছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনের আলোচনা অপেক্ষা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের আলোচনাই অধিকতর প্রীতিজনক। আমরা, সেইজন্য, তাঁহার পারিবারিক কথা ছাড়িয়া, তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বীরাঙ্গনা কাব্যে গম্ভীর ও কোমল ভাবের সম্মিলন।

মেঘনাদবধে যেমন মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর এবং ব্রজাঙ্গনায় যেমন তাহার কোমল অংশের পরিস্ফুটন হইয়াছে, বীরাঙ্গনা কাব্যে তেমনই এই উভয়ের সম্মিলন হইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "মেঘনাদবধের পর বীররস বিষয়ে অভিনব উদ্যম কেবল পুনরুক্তি মাত্র হইবে; গীতিকবিতারও দিকে আমার প্রবণতা আছে, আমি সেই দিকে

চেষ্টা করিব।” মধুসূদনের সেই প্রবণতার ফল তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য। অসামান্য প্রতিভাগুণে বীররসপ্রধান কবিতার ন্যায় গীতিকবিতাতেও যদিও তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বভাবতঃ বীরত্বানুরাগী হৃদয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুনর্বার বীররসেরই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। ললিত পদাবলী সৃজন করিয়া তিনি বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকার মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদবধের যে গম্ভীর ভেরি-নিনাদ একবার তাঁহার লেখনী হইতে উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনার মৃদুমধুর বংশীধ্বনিতে তাহা নিমগ্ন হয় নাই। গোপবালাগণের রোদন-নিনাদের মধ্যে, যমুনার কলকল শব্দের অভ্যন্তরে, এবং বৃন্দাবনের তমালরাজির মর্মর-ধ্বনিতে কখনও তাহা তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে বিরত ছিল না। তাঁহার প্রতিভা মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য, একাধারে, সম্মিলিত করিতে প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা কাব্য। বীরাঙ্গনায় সেইজন্য একদিকে বনবাসিনী ঋষি-বালিকা শকুন্তলার করুণ মর্মবেদনা এবং অপর দিকে বীর-প্রসূতি, তেজস্বিনী জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার সম্মিলিত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সংযোগসূত্র স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলন-স্থল।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীর পত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বীর পত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনা কাব্যও প্রসিদ্ধা পৌরাণিক মহিলাগণের পত্রচ্ছলে গঠিত এবং পতিপরায়ণা সাধ্বীর, কলঙ্কিনী প্রেমিকার, এবং অভিমানিনী সতীর হৃদয়োচ্ছ্বাসে পূর্ণ। যে সমস্ত দোষগুণ ওভিদের পত্রাবলীর বিশেষ লক্ষণ, বীরাঙ্গনাতেও তাহা লক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থের প্রেমিক-হৃদয়ের রহস্য পরিজ্ঞানে অসামান্য নৈপুণ্য, উদ্দাম কল্পনা এবং সেই সঙ্গে ধর্মনীতির ও সমাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বীর পত্রাবলীর সহিত বীরাঙ্গনার এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বীরাঙ্গনায় মৌলিকতার অভাব নাই। পত্রাকারে কাব্য-রচনা যে সম্ভবপর, মধুসূদন তাহাই কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোনও স্থলে তাঁহার গ্রন্থের ভাবাপহরণ করেন নাই। ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাস আছে বলিয়া যদি দুর্গেশ-নন্দিনী প্রণেতার গৌরবের হ্রাস না হয়, তবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে পত্রাবলীর ন্যায় কাব্য আছে বলিয়া বীরাঙ্গনা সম্বন্ধে মধুসূদনেরও গৌরবের হ্রাস হইবে না।

বীরাঙ্গনার আদর্শ।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় বীরাঙ্গনা নাম সম্বন্ধেও মধুসূদন ওভিদের অনুসরণ করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদিগের সমরাঙ্গন-

বিহারিণী রাণী দুর্গাবতীর অথবা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের ন্যায় রমণীকে স্মরণ হয়। কিন্তু মধুসূদন বীরাঙ্গনা শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। সাধ্বী পেনিলোপ (Penelope), কলঙ্কিনী ক্যানেস (Canace) এবং প্রেমোন্মাদিনী দিদো (Dido) ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই পত্র ওভিদ বীর-পত্রাবলী "Heroic Epistles" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুসূদনও তাঁহার আদর্শে কলঙ্কিনী তারা, পতিগতপ্রাণা দেবী রুক্মিণী এবং তেজস্বিনী জনা ইঁহাদিগের সকলকেই বীরাঙ্গনা নাম প্রদান করিয়াছেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বীরাঙ্গনা কাব্য রচিত এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। যাঁহার নিকট মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত মধুসূদন আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "বঙ্গকুল-চূড়া" সেই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "চিরস্মরণীয়"-নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

কাব্য-বিভাগ।

বীরাঙ্গনা কাব্য—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্বশী এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা এই একাদশ সর্গে বিভক্ত। শ্রেণী অনুসারে বিভাগ করিলে এই একাদশ খানি পত্রিকা নিম্নলিখিত কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ম, প্রেম-পত্রিকা;—প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া প্রেমিকার পত্র। তারা, শূর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্মিণীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ২য়, প্রত্যাখ্যান-পত্রিকা;—ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-মূলক প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পত্র। জাহ্নবী দেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়, স্মরণার্থ-পত্রিকা;—স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা অথবা স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় উৎকণ্ঠিতা প্রোষিতভর্তৃকার পত্র। শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী এবং দুঃশলা এই চারিজনের পত্র এই শ্রেণীস্থ। ৪র্থ, অনুযোগ-পত্রিকা;—স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মপীড়িতা, মুখরা বামার পত্র;—কেকয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান থাকে, তাহার পরিস্ফুটন করিয়া যিনি যে পরিমাণে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার নৈপুণ্য সেই পরিমাণে প্রশংসনীয়। মধুসূদন এই সকল সমজাতীয়া রমণীদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য কিরূপ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিলেই আমরা তাঁহার গুণপনা বুঝিতে পারিব।

বীরাঙ্গনা-কাব্যের তারা, শূর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্মিণীদেবী, চারিজনেই প্রেমিকা। সুতরাং ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই পত্রে প্রেমিক হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

ও উচ্ছ্বাস বর্তমান আছে। কিন্তু ইহারা সকলেই প্রেমিকা হইলেও ইহাদিগের অবস্থা পরস্পর বিভিন্ন। প্রথমা জীবিতভর্তৃকা, দ্বিতীয়া বিধবা, তৃতীয়া বারাঙ্গনা এবং চতুর্থী কুমারী। নারী জীবনের সামান্যতঃ যে চারি প্রকার অবস্থা হওয়া সম্ভব, এই চারিজনে তাহা সূচিত হইয়াছে। প্রেম একদিকে যেমন পাত্রাপাত্র বিচার করে না, অপর দিকে তেমনই প্রেমিক, প্রেমিকার অবস্থার উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য তারা গুরুপত্নী হইয়া শিষ্যে, শূর্পণখা, রাজসহোদরা হইয়া জটাজুটধারী সন্ন্যাসীতে এবং রুক্মিণী দেবী, লজ্জাশীলা কুলবালা হইয়া অপরিচিত জনে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুলা; এবং রূপ-ব্যবসায়িনী হইয়াও উর্বশী, সেইজন্য অন্যের রূপে বিমুগ্ধা। তারার ও শূর্পণখার প্রেম রূপজ মোহ হইতে উৎপন্ন; উর্বশীর প্রেমে রূপজ মোহের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা এবং নারী স্বভাবোচিত বীরত্বানুরাগ সম্মিলিত; কেবল রুক্মিণীদেবীর প্রেমে রূপজ বা ইন্দ্রিয়জ বিকার নাই। যিনি পতিব্রতা ধর্মে সীতার ও সাবিত্রীর তুল্যা এবং আমাদিগের পুরাণকারগণ যাঁহাকে লক্ষ্মী-স্বরূপিনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম ইন্দ্রিয়পিপাসাশূন্য এইরূপ প্রদর্শন করিয়া মধুসূদন নিজের সুরুচিরই পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই পত্রে প্রত্যেকেরই অবস্থোচিত ভাব স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। উর্বশী বারাঙ্গনা; তাহার লজ্জা-ভয় নাই, সমাজ-নিন্দার জন্য চিন্তা নাই, হৃদয়ের ভাব যে সংযত রাখা কর্তব্য, সে চিন্তা একবারও তাহার মনে উদিত হয় না; উর্বশী মুক্তকণ্ঠেই আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত। সেইজন্য আমরা তাহার পত্রে দেখিতে পাই

প্রেম-পত্রিকা।

> "* * * কহিনু যে কথা
> মুক্ত কণ্ঠে কালি আমি দেব-সভাতলে
> কহিব সে কথা আজি, কি কাজ সরমে?"

কিন্তু তারা ঋষিপত্নী এবং ঋষি-দুহিতা;—উন্মার্গগামিনী হইলেও, আজন্ম-সিদ্ধ সংস্কার পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আত্মকৃত কার্যের জন্য অনুতপ্তা। প্রমাথী ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে তারার সাধ্য ছিল না, কিন্তু অনুতাপের দংশনে তাহার হৃদয় অধীর হইত। তারা যন্ত্রণায় আপনাকে ও বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া বলিত;—

> "* * * * হা ধিক্! কি পাপে
> হায় রে কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
> এ ভালে; জনম মম মহাঋষি-কুলে
> তবু চণ্ডালিনী আমি।"

শূর্পণখা বালবিধবা ;—ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রিয় রাক্ষসরাজ রাবণের সহোদরা,—এবং বাল্য হইতেই রাজপ্রাসাদের ভোগে ও বিলাসে অভ্যস্তা। শূর্পণখার হৃদয়ে অনুতাপ নাই, গ্লানি নাই। শূর্পণখার বিশ্বাস ছিল, উপযুক্ত পাত্র পাইলে রাক্ষসরাজ তাহার বিবাহ দানে অসম্মত নহেন ; শূর্পণখা সেইজন্য হৃদয়ে আশ্বস্তা। আশার বস্তুতে যে নৈরাশ্য ঘটিতে পারে, ত্রিভুবন-বিজয়ী রাক্ষসরাজের পরিবার-বর্গের মধ্যে কাহারও সে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। সৌভাগ্যে অভ্যস্তা শূর্পণখা প্রত্যাখ্যান কাহাকে বলে জীবনে জানিত না ; সেইজন্য প্রিয়তমকে পত্র লিখিবার সময় শূর্পণখার হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। ভাবী সুখের প্রত্যাশায় আনন্দাশ্রু তাহার নয়ন হইতে উদ্গত হইতেছিল। শূর্পণখা লিখিয়াছিল ;—

"ক্ষম অশ্রুচিহ্ন পত্রে, আনন্দে বহিছে অশ্রুধারা।"

উর্বশী রূপব্যবসায়িনী ; নিজের রূপ ও যৌবনই তাহার সর্বস্ব ; উর্বশী, প্রিয়তমকে রূপ-যৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া লিখিয়াছিল ;

"কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির যৌবন-সুধা—অর্পিত তা পদে।"

শূর্পণখা কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কাপুরীর অধীশ্বরের সহোদরা। তাহার ধন, জনের অভাব কি ? শূর্পণখা লিখিয়াছিল ;

"রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে
* * * * *
যুঝিবে তোমার হেতু আমি আদেশিলে।
"চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে শূর ! * * *
* * * * যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র, অলকার ভাণ্ডার খুলিব।"

কুটিরবাসিনী, বল্কলবসনা তারার এ সকল কিছুই ছিল না। তারা প্রিয়তমের জন্য, কুসুম চয়ন করিয়া গুরুর প্রসাদ অন্নের সঙ্গে সুমিষ্ট দ্রব্য রাখিয়া, আপনার ভালবাসা ব্যক্ত করিত। তারা লিখিয়াছিল ;

"* * * ভোজনান্তে আচমন হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে

বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি পড়ে কিহে মনে ?
হরিতকী স্থলে, সখে পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে ? কুশাসন তলে
হে বিধু, সুরভিকুল কভু কি দেখিতে ?"

বীরাঙ্গনার পত্রিকাগুলি বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক স্থলেই কবির এইরূপ নৈপুণ্য লক্ষিত হইবে। তারা, শূর্পণখা প্রভৃতির পত্রে যেমন রূপজ মোহের প্রগাঢ়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রেমের লালসাহীন, উচ্চ আদর্শও তেমনই রুক্মিণীদেবীর পত্রে প্রকটিত হইয়াছে। রুক্মিণী দেবীর পত্রে ইন্দ্রিয়-বিকারের চিহ্ন নাই, রূপ, যৌবনের প্রসঙ্গ নাই ; যে হৃদয়, প্রিয়তমকে না দেখিয়া, কেবল তাঁহার গুণকাহিনী শুনিয়াই, আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাতে ইন্দ্রিয়-বিকার থাকিতে পারে না। হৃদয়ে যে অনুরাগ উদিত হইলে ভক্ত, আরাধ্য দেবতাকে, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি নিম্নতর ভাব ভুলিয়া প্রাণেশ্বরভাবে ভালবাসিবার জন্য ব্যাকুল হন, রুক্মিণীদেবীর প্রেমের মূলে সেই অনুরাগ বর্তমান। কি জন্য লজ্জাশীলা কুলবালা হইয়াও রুক্মিণীদেবী আপনার প্রিয়তমকে পত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন, কবি তাহার অতি সুন্দর কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সন্ন্যাসিনী যেমন, নির্জন বনপ্রদেশে ইষ্টদেবের মূর্তি স্থাপন করিয়া গোপনে পূজা করেন, রুক্মিণীদেবীও তেমনই নিজের হৃদয়মন্দিরে ইষ্টদেবরূপী প্রিয়তমের সুশ্যাম মূর্তি স্থাপন করিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেন। কেহ জানিত না, কেহ দেখিত না ; তাঁহার হৃদয় তাহাতেই পরিতৃপ্ত ছিল ; কিন্তু রুক্মিণীদেবীর নির্জন পূজাতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কালরূপী শিশুপাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল, তাই তিনি সেই বিপদভঞ্জনকে লিখিয়াছিলেন :—

"তার, হে তারক তাবে এ বিপত্তি কালে"

রুক্মিণী-পত্রিকায় ভাগবত-বর্ণিত যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, কবি তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে মনে হয়, যেন কোন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ভক্তেরই রচনা পাঠ করিতেছি। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দুভাব মধুসূদনের হৃদয়ে কিরূপ রাজত্ব করিত, এই সকল স্থল হইতে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি।

প্রত্যাখ্যান-পত্রিকা।

বীরাঙ্গনা কাব্যের তারা ও শূর্পণখা প্রভৃতির প্রেম-পত্রিকা যেমনই আবেগময়ী, জাহ্নবীদেবীর প্রত্যাখ্যান-পত্রও তেমনই কঠোর। জাহ্নবীদেবী যেখানে রাজা শান্তনুকে বলিয়াছিলেন,

"—পূর্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মন
প্রণম সাষ্টাঙ্গে রাজা। শৈলেন্দ্র-নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।"

তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, প্রেম-ভিক্ষা বর্ণনার ন্যায় প্রেম-প্রত্যাখ্যান-বর্ণনেও কবি সমান পারদর্শী। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রেম-পত্রিকাগুলিই কবির মৌলিকতার ও নৈপুণ্যের অধিক পরিচয় দান করে। কিন্তু অপরগুলিতেও নৈপুণ্যের অভাব নাই। দ্রৌপদী, শকুন্তলা, ভানুমতী এবং দুঃশলা, চারিজনেই প্রোষিতভর্তৃকা। প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্বামীর বিস্মরণে উৎকণ্ঠিতা, তৃতীয়া ও চতুর্থা স্বামীর অমঙ্গলভয়ে ভীতা। প্রত্যেকেরই পত্রে কবি প্রত্যেকের অবস্থোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মধুসূদনের দ্রৌপদীর আদর্শ, কাশীরাম দাস হইতে গৃহীত। কাশীরাম দাস দ্রৌপদীকে পঞ্চপতি সত্ত্বেও, কর্ণের প্রতি অনুরাগিণী করিয়া তাঁহার চরিত্রের হীনতা সাধন করিয়াছেন। বীরাঙ্গনার দ্রৌপদী কাশীরাম দাসের আদর্শে কল্পিত বলিয়া আমরা তাঁহার পত্রে একটু অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখিতে পাই এবং যে দুর্জয় ক্রোধাগ্নি কুরুকুল ভস্ম না করিয়া পরিতৃপ্ত হয় নাই, ইহাতে তাহার স্ফুলিঙ্গ না দেখিয়া স্বভাবতঃ নিরাশ হই। মধুসূদন "ভীমসেনের প্রতি দ্রৌপদী" নামক অপর একখানি পত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম দুইটি পংক্তি এইরূপ ;—

প্রোষিতভর্তৃকার পত্রিকা।

মুক্তকেশী আজ দাসী দ্রুপদনন্দিনী,—
বৃকোদর।

ইহা হইতে আমাদিগের বোধ হয় যে, দ্রৌপদী-চরিত্রের তেজোময় অংশ এই পত্রিকায় প্রদর্শন করিবার জন্য কবির ইচ্ছা ছিল বলিয়াই, সম্ভবতঃ তিনি অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পত্রিকায় তাহার সমাবেশ করেন নাই। দ্রৌপদীর কুমারী অবস্থা এবং স্বয়ম্বর প্রভৃতি তাঁহার পত্রে অতি সুন্দর রূপ বর্ণিত হইয়াছে। অর্জুনের প্রতি যে অতিরিক্ত পক্ষপাতিতার জন্য দ্রৌপদীকে মহাপ্রস্থানকালে পতিত হইতে হইয়াছিল, দ্রৌপদী পত্রিকায় কবি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্জুন, জিতেন্দ্রিয় হইলেও, বহুবিবাহিত ছিলেন। দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার পরেও তিনি চিত্রাঙ্গদা, উলূপী এবং সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বহুভার্য্য স্বামীর ভার্য্যান্তর-গ্রহণস্পৃহা নিবারণ করা দ্রৌপদীর সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী মহিলার পক্ষে; মূকের ন্যায়

নীরবে, স্বামীর ব্যবহার সহ্য করাও সম্ভবপর ছিল না। বোধ হয়, কঠোর ব্যঙ্গে তিনি স্বামীর বিবাহ-কণ্ডুয়নের প্রতিশোধ তুলিতেন। সেইজন্য আমরা দ্রৌপদী-পত্রিকায় দেখিতে পাই ;

"অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নরনারী দাসী ;—
তা ব'লে করো না ঘৃণা, এ মিনতি পদে।
স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে না কি রজত চরণে ?"

অন্য এক স্থলে—

"রসিক নাগর তুমি, নিত্য রসবতী
সুরবালা ;—শতফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?"

দ্রৌপদীর ন্যায় শকুন্তলাও প্রোষিতভর্তৃকা এবং বহুপত্নীক স্বামীর পত্নী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা ঋষিবালিকা ;—ব্যঙ্গবাণে কাহারও মর্ম্মভেদ করা তপোবন-পালিতার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কুটীরবাসিনী বালিকাকে পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর যে চরণে স্থান দান করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট ; বালিকা তাঁহার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী হইবার আশা করিবে কেন ? যাঁহার পিতার উপদেশ,

—"কুরু প্রিয় সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।"

স্বামী বহুপত্নীক হইলে তাঁহাকে যে ব্যঙ্গে লাঞ্ছিত করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে সেরূপ ভাব ব্যক্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। "বন-নিবাসিনী" "বল্কল-বসনা" বালিকা রাজাধিরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন ; এ অবস্থায় তাঁহার মনে দুই একটি উচ্চাভিলাষ উদিত হওয়া অসঙ্গত নয়। মায়াবিনী স্বপ্নদেবী তাঁহাকে নিদ্রাযোগে তাঁহার প্রিয়তমের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু বালিকার তাহাতে লালসা ছিল না। ফল-মূল আহারে তৃপ্তা এবং কুশাসন-শয়নে অভ্যস্তা বালিকা রাজভোগ লইয়া কি করিবে ? সপত্নীগণের প্রতি স্বামীর অনুরাগ ? তাহাতেও বালিকার উদ্বেগ ছিল না। স্বামীর পদপ্রান্তে কিঙ্করীর ন্যায় অবস্থান করিবে, ইহাই বালিকার একমাত্র আশা। শকুন্তলা তাই লিখিয়াছিলেন ;—

"আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধার
রোহিণী, কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে ;
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে।"

শকুন্তলার পত্র করুণ বিলাপে পূর্ণ। কাননের কুসুম কাননে প্রস্ফুটিত

হইয়াছিল, রাজা দুষ্মন্ত কি পদদলিত করিবার জন্যই তাঁহাকে বৃন্তচ্যুত করিলেন? শকুন্তলা, নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া, বৃক্ষের পত্রসমূহকে বলিতেন ;

"—শোন্ পত্র, সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুকাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কিরে ত্যজিলা নৃপতি ?"

প্রোষিতভর্তৃকা দ্রৌপদী ও শকুন্তলা যেমন স্বামীর বিস্মরণে উৎকণ্ঠিতা ও অভিমানিনী, দুর্যোধনপত্নী ভানুমতী এবং জয়দ্রথপত্নী দুঃশলাও তেমনই স্বামীর অমঙ্গল-ভয়ে ভীতা। ভানুমতীর পত্র কুরুক্ষেত্র সমর আরব্ধ হইবার সঙ্গে এবং দুঃশলার পত্র অভিমন্যুবধের অব্যবহিত কাল পরে লিখিত। উভয়েই বীরপত্নী এবং উভয়েই সমরাগ্নির উত্তাপে অভ্যস্তা; কিন্তু স্বামীর অমঙ্গলভীতি উভয়কেই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য, স্বামীকে পরামর্শদানে বাধ্য করিয়াছিল। ভানুমতীর পত্রে কবি কৌরবরাজান্তঃপুরের অতি সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন। দুঃশলার পত্র মধুসূদনের বীররস-বর্ণনশক্তির উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। পুত্রশোককাতর অর্জুনের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা যে স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কবির বর্ণনাগুণে পাঠক সেই অতীত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করেন। ভানুমতী কৌরবকুলেব বধূ; স্বামীর কল্যাণের ন্যায় কৌরবকুলের কল্যাণও তাঁহার চিন্তার বিষয়; তিনি দুর্যোধনকে লিখিয়াছিলেন ;

এস তুমি, প্রাণনাথ ! রণ পরিহরি ;
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী
কি অভাব তব কহ ! তোষ পঞ্চজনে
তোষ অন্ধ বাপ, মায় ; তোষ অভাগীরে ;
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

কিন্তু দুঃশলা কৌরবকুলের দুহিতা, স্বামীর কল্যাণের জন্যই তিনি অধিক উৎকণ্ঠিতা, পিতৃকুলের জন্য তাঁহার সেরূপ চিন্তা নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন ;

"—অবিলম্বে যাব
এ পাপনগর ত্যজি সিন্ধু-রাজালয়ে
* * * * *
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরুপাণ্ডুকুলে।"

ভানুমতী দুর্যোধনের পত্নী; সাধ্বীর পত্রে স্বামীর নিন্দা থাকা সঙ্গত নহে। ভানুমতী সমস্ত দোষ শকুনির এবং কর্ণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃশলা দুর্যোধনের ভগ্নী, তিনি দুর্বৃত্ত ভ্রাতার ব্যবহারের উল্লেখে নিরস্ত হন নাই। অবস্থা বিবেচনায়, উভয়ের মনের ভাব যেরূপ হওয়া সম্ভবযোগ্য, উভয়ের পত্রে তাহা সুন্দররূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

বীরাঙ্গনার অনুযোগ-পত্রিকাগুলি অনেকের মতে কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। নীলধ্বজের প্রতি জনার এবং দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর পত্রিকা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং কঠোর তিরস্কার সম্মিলিত হওয়াতে এই দুইখানি পত্রিকা অতি উপাদেয় হইয়াছে। জনা-চরিত্র মূল মহাভারতে নাই, কাশীরাম দাস হইতে মধুসূদন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদায় মধুসূদন পূর্বে পুত্রশোকাতুরা মাতার যে রেখাচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন, বীরাঙ্গনার জনায় তাহারই সম্পূর্ণতা হইয়াছে। কৈকেয়ী এবং জনা উভয়েই স্বামীর ব্যবহারে মর্মপীড়িতা, কিন্তু উভয়ের অবস্থায় বিশেষ পার্থক্য আছে। সপত্নীর ও সপত্নীপুত্রের সৌভাগ্যই, কৈকেয়ীর যন্ত্রণার কারণ; কিন্তু জনার দুঃখ ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ মর্মভেদী। সেইজন্য তাঁহার পত্র গৈরিক ধাতু-নিস্রাবের ন্যায় জলন্ত উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। একদিকে কাপুরুষ স্বামীকে তিরস্কার, অন্যদিকে আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং সেইসঙ্গে বীরপুত্রের জন্য হৃদয়ভেদী বিলাপ সম্মিলিত হওয়াতে জনা-পত্রিকা এরূপ হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে যে, তাহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়। বীর-জননী জনার পত্র প্রকৃতই বীরাঙ্গনা নামের উপযুক্ত হইয়াছে। মধুসূদন ওভিদ্‌কে আদর্শ করিয়া বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাহার কাব্য সৌন্দর্যে আদর্শের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

অনুযোগ-পত্রিকা।

ওভিদ্‌কে আদর্শ করিয়া মধুসূদন একটি নিন্দনীয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ওভিদের অনেকগুলি পত্র অতি কলুষিত প্রেমের চিত্র অবলম্বনে কল্পিত। ওভিদ একদিকে যেমন সাধ্বীকুল-গৌরব পেনিলোপের (Penelope) এবং পতিপ্রাণা লাওডামিয়ার (Laodamia) পবিত্র প্রেম বর্ণন করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার তেমনই সহোদরের প্রতি অনুরাগিনী পাপিষ্ঠা ক্যানেসের (Canace) এবং সপত্নী-পুত্রের প্রেমে মুগ্ধা ফিড্রার (Phaedra) সম্পর্ক-বিরুদ্ধ আসক্তি বর্ণনে আপনার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই অপবিত্র আদর্শ হইতেই মধুসূদন উর্বশী, শূর্পণখা

বীরাঙ্গনার দোষ।

এবং তারা এই তিনজনের প্রেম-পত্রিকা রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদিগের প্রত্যেকের চরিত্র যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই উপযুক্ত উপাদান দিয়া, নৈপুণ্যের সহিত তাহা চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি যে কদর্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারি না। উর্বশীর ও শূর্পণখার প্রেম-পত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থন থাকিতে পারে, কিন্তু তারা-পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থন নাই। "গুর্বঙ্গনাগমন" আমাদিগের শাস্ত্রে মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। সেই মহাপাতক-মূলক ঘটনাকে তিনি কেমন করিয়া রুক্মিণীর ও শকুন্তলার জীবনের ঘটনার সঙ্গে গ্রথিত করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ তারা-চরিত্র তিনি যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপ মূলপুরাণ-বিরোধী। বীরাঙ্গনা কাব্যের তারার সেই প্রেম-ভিক্ষার সঙ্গে পাঠক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের তারার রোষপ্রদীপ্ত ভর্ৎসনা বাক্যগুলির তুলনা করিলে মধুসূদন তারা-চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। পৌরাণিক তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধা। অসদৃশ ব্যবহারে উদ্যত চন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন :

"ত্যজমাং ত্যজমাং চন্দ্র, সুরেষু কুলপাংশক।
গুরুপত্নীং, ব্রাহ্মণীঞ্চ, পতিব্রত-পরায়ণাং ॥
গুরুপত্নী সঙ্গমনে ব্রহ্মহত্যা শতং লভেৎ।
পুত্রস্ত্বং, তব মাতাহং, ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর ॥
ধিক্ ত্বাং শ্রুত্বা সুরগুরুর্ভস্মীভূতং করিষ্যতি।
গুরুপত্নী, বিপ্রপত্নী, যদি সা চ পতিব্রতা।
ব্রহ্মহত্যা সহস্রঞ্চ তস্যাঃ সঙ্গমনে লভেৎ ॥
পুত্রাদিকশ্চ শিষ্যশ্চ প্রিয়ো মৎস্বামিনো ভবান্।
স্বধর্ম্মং রক্ষ পাপিষ্ঠ মামেব মাতরং ত্যজ ॥
দাস্যামি স্ত্রীবধং তুভ্যং যদি মাং সংগ্রহিষ্যসি ॥

এইরূপ তিরস্কারের পরও চন্দ্রকে নিরস্ত না দেখিয়া তিনি তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিয়াছিলেন ;—

শশাপ তারা কোপেন নিষ্কামা সা পতিব্রতা ;
রাহুগ্রস্তো, ঘনগ্রস্তঃ পাপযুক্তো ভবান্ ভব ॥
কলঙ্কী যক্ষ্মাগ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥*

---

* ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে। ৮০-৮১ অধ্যায়।

উভয়ের কি স্বর্গ, মর্ত্য প্রভেদ! পৌরাণিক ঘটনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজনীতির প্রতি সম্মান থাকিলে মধুসূদন, বোধ হয়, তারা-চরিত্র এরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না।

ওভিদের পত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। সমালোচিত একাদশখানি পত্রিকা ব্যতীত আরও পাঁচখানি পত্রিকা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ বীরাঙ্গনার অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। প্রথম ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, দ্বিতীয় অনিরুদ্ধের প্রতি উষা, তৃতীয় যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা, চতুর্থ নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী এবং পঞ্চম নলের প্রতি দময়ন্তী।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী।

"জন্মান্ধ নৃমণি, তুমি এ বারতা পেয়ে
দূত মুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাতবার বেড়ি
আন্ধব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে!

* * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন

অম্বর-সাগরে, কিন্তু স্থির কান্তি ; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকীর ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝরাকারে তিনি আক্রমেণ তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি ;
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুম কুল,
ছিনু তোমাদের সখি, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হ'য়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন একি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।"

অনিরুদ্ধের প্রতি উষা।

"বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
উষা, কৃতাঞ্জলি পুটে নমে তব পদে,
যদুবর ! পত্রবহ চিত্রলেখা সখি—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্য কথা প্রাণের ঈশ্বরে।
অকূল পাথারে নাথ চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে ! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধিনীরে !
কি কহিনু ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,

হেরিয়া আকাশ দেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা ; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দ-জনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী সমূহে
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। উষার হৃদয়ে
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব কাহিনী।"

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা।

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুল রাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী।

আর কতদিন, সৌরী, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকর রাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি ;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর ; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলি পুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী।

পঞ্চদেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন-বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সেই বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

বীরাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহার ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা বীরাঙ্গনা-সমালোচনা শেষ করিব। ভাষার লালিত্যে বীরাঙ্গনা মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। শব্দের জটিলতা, দুরূহার্থতা, ক্লিষ্টতা এবং যতিভঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত দোষ তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের সৌন্দর্য-হানি করিয়াছে, বীরাঙ্গনা কাব্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহাদিগের বিশ্বাস অমিত্রচ্ছন্দ গম্ভীর রচনার এবং বীররসের পক্ষে উপযোগী হইলেও, মধুর

বীরাঙ্গনার ভাষা।

কোমল ভাবের উপযুক্ত নয়, বীরাঙ্গনার ভাষা তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূর করিবে। বীরাঙ্গনার ভাষা মধুর অথচ ওজস্বী, প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর, এবং কবির কল্পনা-তরঙ্গের সঙ্গে যেন উত্থান ও পতনশীল। ইংরাজী ভাষায় যিনি অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার উৎকর্ষসাধন তাঁহার দ্বারা হয় নাই; তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণেরই দ্বারা হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং তাহার উৎকর্ষ-সাধন, এই উভয় গৌরবই মধুসূদনের প্রাপ্য। বীরাঙ্গনা রচনার পর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের প্রতিভাবান্ লেখকগণ অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাষা বীরাঙ্গনার ভাষা অপেক্ষা উন্নত হয় নাই। ইহা বহুদিন পর্যন্ত চতুর্দশাক্ষরী অমিত্রচ্ছন্দের ভাষার আদর্শ স্বরূপ থাকিবে।

বীরাঙ্গনা কাব্য মধুসূদনের প্রতিভা-বিকাশের উর্দ্ধতন সীমাস্বরূপ; ইহার পর হইতে তাঁহার প্রতিভার অধোগতি আরব্ধ হইয়াছে। পাঠক মধুসূদনের পত্রে দেখিয়াছেন যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে, মহাভারতীয় কোন ঘটনা এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অনুরোধে, সিংহল-বিজয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, তিনি দুইখানি কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। দুইখানিরই প্রথম অংশ আরব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কোনখানিই সম্পূর্ণ হয় নাই। মেঘনাদবধে যেমন তিনি ইলিয়ডের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সিংহল-বিজয়-কাব্যে তেমনই ইলিয়াডের অনুসরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল।* সিংহল-বিষয় অবলম্বনে লিখিত কবিতাটির প্রারম্ভ-অংশ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল;—

* মধুসূদন কিরূপভাবে সিংহল বিজয় রচনা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজী মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

Book I—Invocation, description of the voyage. They near Ceylone, when মুরজা excites পবন to raise a storm which disperses the fleet. The ship, with বিজয় and his immediate followers, is wrecked on an unknown island. The hero lands and after worshipping the দেবতা of the place, and eating the প্রসাদ wanders out alone to explore the island. লক্ষ্মী prays বিষ্ণু to defeat the ill designs of মুরজা He consoles her and by a favourable gale directs the other ships to the same port. The chiefs alarmed by the absence of the prince send messengers all around to seek him. On the return of the messengers without the prince, they set sail and retire to a neighbouring island and encamp there.

Book II—The adventures of বিজয়। মুরজা on finding বিজয় separated from his companions, sends a যক্ষ to lead him to the city of the king of the island [Andaman]. He marries বিমোহিনী the king's daughter and has a castle in a distant wood assigned for his residence. In the society of his wife he forgets the purpose of his voyage, as well as his companions.

সিংহল-বিজয়।

স্বর্ণ-সৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্র-মোহিনী—
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর নিরপিনেখ দেখিল্লা,
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গল-বাদ্য বাজিছে চৌদিকে।
রুষি সতী শশীমুখী সখীরে কহিলা ;—
"হেদে দেখ শশীমুখী আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে।
কি লজ্জা, থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি সই। উদ্যান স্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশীমুখি,
কমলার অহঙ্কার, দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা!
জলধি জনক তাঁর, তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পক হেথা ; বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি প্রভঞ্জনে লয়ে,
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে।
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জরথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি, হ্রেষিল অশ্ব পদ-আস্ফালনে,
স্ফুরি বিস্ফুলিঙ্গ বৃন্দ। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে।

মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কবিতাটি এই ;—

দেখ, দেব! দেখ চেয়ে, কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে ; "আসিছেন ধীরে

Book III—লক্ষ্মী sends বিজয় a vision. He prepares to leave his no home, in search of the companions of his voyage, as also, of the Island-Kingdom, promised to him and his descendants.

নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি।
শিবির বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি
মহারথ, রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূ-নত শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশু-শিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কাল গ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইয়া সবে ধরাধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন উরু রণে।
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পড়িলা ভূতলে
উত্তরী ; বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি।
"কার হেতু এ সুশয্যা কৃপাচার্য্য রথী ?
পড়িনু ভূতলে প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি,
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে !
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্য রূপী—
গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু, দ্রোণাচার্য্য রথী ?
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ, আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প দেব ? কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি ?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব ! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে
নির্বাণ পাবক আমি, তেজ-শূন্য বলি,
ভস্মমাত্র ; এ যতন বৃথা কেন তবে ?"
সরায়ে উত্তরী, শূর বসিলা ভূতলে ;
নিকটে বসিলা কৃপ, কৃতবর্ম্মা রথী ;—
বিষাদে নীরব দোঁহে। আসি নিশীথিনী

মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চবায়ু-রূপ-শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি,
বৃষ্টিছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্মা পানে
রাজেন্দ্র ;—এ হেন ক্ষেত্রে ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্রকুলোদ্ভব কহ, কে আছে ভারতে
যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে যে কালে
আক্রমেণ যমরাজ, সম পীড়াদায়ী
দণ্ড তাঁর ;—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি।
কিন্তু হেন স্থলে তারে আশঙ্কা না করি
আমি ; এই সাধ ছিল চিরকাল মনে।
যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে ;—ভূপতিত এবে কালে আমি।
দেখ চেয়ে, চারিদিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সু-অট্টালিকা চূর্ণ এ ঘোর পতনে।
গড়ায় এ ক্ষেত্রে পড়ি গৃহ-চূড় কত !
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ,
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ কৌরব-বংশ-আদি যিনি
নিশানাথ ! দুর্য্যোধনে ভূ-শয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি ?
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি,
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব, সর্বভূক রূপে ;
রিপুকুল-চিতা দেব, জ্বলিয়া উঠিল,
কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে

অগ্নিতাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, হায়, তার শরানলে
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব !
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে,
নকুল ব্যাকুল চিত, সহদেব সহ।
আর আর বীর যত, এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাব-দগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা,—দেখ মহামতি।"

সুনিপুণ ভাস্করের খোদিত মূর্ত্তির ভগ্নাংশ হইতেও যেমন শিল্পীর নৈপুণ্য অনুমান করা যাইতে পারে, এই সকল অসম্পূর্ণ কবিতাতেও আমরা তেমনই মেঘনাদবধ-রচয়িতার হস্তচিহ্ন দর্শন করিতে পারি। মধুসূদনের অনেকগুলি অসম্পূর্ণ কাব্যের ও কবিতার বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। যেরূপ মানসিক অশান্তিতে মধুসূদনের অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আরব্ধ কার্য অসম্পূর্ণ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই না। তিনি যে এত-গুলি গ্রন্থ ধীরভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, বরং ইহাই আশ্চর্য। তাঁহার আত্মবিলাপ কবিতা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি ; তাঁহার স্মরণার্থ লিপিরও দুইটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইতেছে। সেই দুইটি মন্তব্য হইতে পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন যে, যিনি মেঘনাদবধ রচনা করিয়া শত শত নর-নারীর হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের দিন কিরূপ অতৃপ্তিতে অতিবাহিত হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারির স্বাক্ষরিত স্মরণার্থ-লিপিতে বীরাঙ্গনা কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন ;

It is my intention, God willing, to finish this poem (বীরাঙ্গনা কাব্য) in XXI Books. But I must print the XI already finished, the proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, booksellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to "Shell out."

বীরাঙ্গনা কাব্যের জনা-পত্রিকা শেষ করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;

The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now.

God knows in what all this trouble, anxiety, and vexation will end.

যে সকল কারণে মধুসূদনের জীবনে শান্তি ছিল না, অর্থাভাবই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। পুলিশ-আদালতের কার্য, পৈত্রিক সম্পত্তি এবং পুস্তক বিক্রয় হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহার ক্লেশ ছিল না, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় তাহাতে সচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইতে পারিত। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি, কিছুদিনের জন্য, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক হইয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কিছু কিছু অর্থাগম হইত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ব্যয়-সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহাতে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেও, তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ দূর হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার মনে হইত, অর্থকৃচ্ছ্র দূর করিতে পারিলেই, তিনি সুখী হইতে এবং অবাধে সাহিত্যের সেবা করিতে পারিবেন। ইংলণ্ড গমনের জন্য বাল্য হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল। ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া তিনি ইংলণ্ড গমনের সংকল্প করিলেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে যে ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যপুত্রগণের সঙ্গে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি এক্ষণে তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামে তাঁহার পিতার প্রতিপালিত জনৈক ব্রাহ্মণকে সেই সম্পত্তি পত্তনি দিয়া তিনি ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ স্থির হইল যে, মহাদেব মধুসূদনকে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের ব্যয়-নির্বাহার্থ কিয়ৎপরিমাণ অর্থ অগ্রিম দিবেন, এবং তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির ব্যয়-নির্বাহার্থ, মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। মহাদেব যাহাতে নিয়মিতরূপ কায করেন, পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় তাহার প্রতিভূ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর বাল্য হইতে মধুসূদনকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও হিতৈষী ব্যক্তি মহাদেবের প্রতিভূ হওয়াতে মধুসূদন ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অথবা তাঁহার পত্নীকে অর্থাভাবে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে মধুসূদনকে পরে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। বৈষয়িক এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন মধুসূদন ক্যাণ্ডিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। বঙ্গ-সাহিত্য সেইদিন হইতে একটি প্রতিভাবান্ সন্তানের পূজায় বঞ্চিত হইলেন। মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত তিনখানি

সাংসারিক কথা।

ইংলণ্ড-যাত্রা।

পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। প্রথম দুইখানি বীরাঙ্গনা রচিত হইবার সমকালে এবং তৃতীয়খানি তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বে লিখিত। যে কবিতায় মধুসূদন তাঁহার "শ্যামা-জন্মদার" নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষ পত্রখানিতে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পত্র।

My Dear Rajnarain,

I could not help laughing when I first read your letter, and yet it pained me to think that my carelessness should cause such anxiety in a dear and valued friend. I am not at all offended, old gentleman, with you. Your critique would make any man proud.* But I have suffered a great deal of mental anxiety of late on account of my wife's ill health. I have been a wanderer on water and land. I took her on the river and then to Burdwan. Thank God, her health appears to be quite re-established now, and I am at your service, my boy.

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic.† In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chunder Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarakanath (4) Kakayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumati to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Nila-

* মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে।

† সিংহল-বিজয় কাব্য।

dhwaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururavas; a goodly list, my friend. Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better. You will have a copy soon.

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticized; some don't like your remarks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language".

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and I must bid adieu to the Muse! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine-character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Madhu the 'কবি', old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law!! Ha!! Ha!! Isn't that grand? But I hope I shan't be disappointed.

By the bye—from the beginning of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist. And now God bless you, dearest friend! Perhaps I shall go to England

next month. If I live to come back, we shall meet; If not, what will my countrymen say a hundred years hence!

Far away—Far away,
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray.

And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself

Ever yours affectionately,
Micheal M. S. Dutt.

সপ্তচত্বারিংশ পত্র।

My Dear Raj,

The new poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read!

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know I shall finish it. Perhaps it will take me months; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow! I have dedicated the work to our good riend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man.

I don't think I shall be able to go to Enland quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, I am sorry to say, are either the greatest rogues or fools under the sun! Though well nigh ruined, they are yet backward to listen to terms.

I must conclude here. Interrupted. Write at your earliest convenience and believe me.

Ever yours affectionately.
Michael M. S. Dutt.

অষ্টচত্বারিংশ পত্র।

Wednesday, 4th June, 1862.

My Dear Rajnarain,

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia". You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghnad is going through a second edition with notes, and a real B. A.* has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

* কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable.*

"My native Land Good-Night !"

Byron.

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করোনা গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।

Here you are, old Raj—All that I can say is—

"মধুহীন করোনা গো তব মনঃ-কোকনদে।"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life,

I remain,
Ever your affectionate friend,
Michael M. S. Dutt.

য়ুরোপ প্রবাস—চতুর্দশপদী কবিতাবলী

[১৮৬২—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

১৫

অষ্টাদশবর্ষ বয়স হইতে মধুসূদন হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এতদিন পরে তাহা পূর্ণ হইল। শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি, বর্ষাগমপ্রফুল্লা ভাগীরথী, এবং প্রথম জীবনের ক্রীড়া-নিকেতন "প্রাসাদনগরী" কলিকাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, মধুসূদন অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। সেক্সপীয়ার, মিল্টনের জন্মভূমি, এবং ভার্জিল, দান্তের লীলাক্ষেত্র য়ুরোপভূমি দর্শনের জন্য, তিনি চলিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। দেখিতে দেখিতে সেণ্টপল ধর্মমন্দিরের উচ্চ শৃঙ্গ নিমগ্ন হইয়া গেল, গঙ্গাকূলবর্তী নারিকেল বৃক্ষরাজি অদৃশ্য হইয়া আসিল, এবং গঙ্গার বর্ষাজল সংস্পর্শে ঈষদারক্ত বারির পরিবর্তে সুনীল সাগরাম্বু ক্রমে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মধুসূদন মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলেন। মহাসমুদ্র তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তাহার গভীর গর্জন শ্রবণ করিয়া এবং বিশাল মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন। আবার যে কখনও তিনি তাহার গাম্ভীর্য উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন, তাঁহার সে আশা ছিল না। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল। মহাসমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার অর্ণবপোত দিন দিন ইংলণ্ডের নিকবর্তী হইতে লাগিল। কলিকাতা পরিত্যাগের প্রায় একমাস কাল পরে তিনি জিব্রাণ্টরে উপনীত হইলেন। জিব্রাণ্টর হইতে তিনি তাঁহার সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বাবু গৌর দাস বশাককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

ইংলণ্ড-গমন।

ঊনপঞ্চাশৎ পত্র

S. S. Ceylon, off Malta
11th. July 1862 : Friday.

My Dear Gour,

I sit down to scribble a few lines to you, my good old friend, from on board the good steamship 'Ceylon'—quite a fairy-castle afloat, my boy. You have no idea of the

magnificence that characterizes almost everything on board. The saloon is worthy of a palace ; the cabins fit for Princes. But of all that by and bye—when I am in England and able to afford time for an elaborate description of the voyage. I am at this moment floating down the famous Mediterranean sea with the rocky coast of north Africa in view ! Yesterday we were at Malta, last Sunday at Alexandria. In a few days more, I hope, we shall be in England. Just 32 days ago, I was in Calcutta ! Is not this travelling with wonderful rapidity ? But the journey has its dark side also. Patience, my friend, and you will hear everything. I intend drawing up a long account of the trip for the Indian Field and asking the Editor to send you a copy of his paper, in case you are no subscriber to it. What are you doing with yourself, old fellow ? I wish I had half a dozen of our countrymen on board. We would form a party by ourselves. Do you know where our Harry is ? If so, kindly remember me to him. Don't reply to this till you hear from me from England. As soon as I get there, I shall give you my address ; then you can fire away to your heart's content, though, I fear, I shouldn't have much time to devote to my friends, for I am bent upon learning my profession and winning honours.

Off the Coast of Spain.
Sunday

I have suffered this letter to lie idle these two days ; but I must finish it to-day. We expect to be at Gibraltar to-morrow morning and I must despatch it from that station. You cannot imagine how calm the sea is to-day ; it is, for all the world, like our own Hooghly. The weather is somewhat like the middle of November with us, neither very cool nor very hot. I thought we should find it much colder. But people say, it will be different when we get into the Atlantic and the famous Bay of Biscay ! As for news, I have scarcely any to give you now, though I hope to satisfy you when I get to London. I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land

of which I have thought so much even from my boyhood. But truth is stranger than fiction !—Let me now hasten to conclude, but not before I have assured you, how sincerely,

I am, my dear Gour, ever yours affectionately

Michael M. S. Dutt.

ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও গ্রেস ইন ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশ।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে মধুসূদন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় শিক্ষার জন্য, গ্রেস্ ইন (Gray's Inn) নামক ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ব্যারিষ্টারী শিক্ষা-কালের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান অনাবশ্যক। তিনি যে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল না। প্রকৃত অনুরাগ না থাকিলে, কেবল মাত্র সাংসারিক ইষ্টসিদ্ধির জন্য, যদি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ পরিণাম হইবার সম্ভাবনা, মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের পরিণামও সেইরূপ হইয়াছিল। কি পরীক্ষাস্থলে, কি কর্মক্ষেত্রে, কোথাও, তিনি ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর, কোনও রূপে, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও সম্মান তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাঁহার এই ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও চরিতাখ্যায়ক যথার্থই লিখিয়াছেন ;

"চন্দ্রগ্রহের ন্যায় ব্যবহার-শাস্ত্রেরও একদিকে আলোক এবং অপরদিকে অন্ধকার সঞ্চিত থাকে। দূর হইতে ব্যবহার-শাস্ত্রের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে মোহিত হইয়া দুরাশামত্ত কবিগণ উহার দিকে ধাবমান হন এবং অবশেষে, নিকটবর্তী হইয়া, সকলেই উহার অন্ধকারময় অংশ দর্শন করিয়া থাকেন।"*

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক কবির ন্যায় আশামত্ত মধুসূদনও, ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোক দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, উহার দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও ভাগ্যে শেষে চিরান্ধকার ঘটিয়াছিল। মধুসূদন, যদি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, বঙ্গসাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশীয়গণই যে কেবল উপকৃত হইতেন তাহা নহে; তিনি নিজেও, বোধ হয়, সুখী হইতে হইতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার বুঝি তাহা ইচ্ছা ছিল না; মধুসূদনের দ্বারা যতটুকু কার্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইয়াছিল; তিনি তাঁহাকে অন্যপথ অবলম্বনে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

* মেঘনাদবধ-কাব্যে প্রকাশিত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত মধুসূদনের জীবনচরিত।

মধুসূদন প্রধানতঃ ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় শিক্ষার জন্যই ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। য়ুরোপীয় ভাষা সমূহে অধিকারলাভও তাঁহার য়ুরোপ গমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, এবং স্বদেশে অবস্থানকালেও তিনি কতকগুলি বিভিন্ন ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইংলণ্ডে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার চিরাভিলষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাস কালে লিখিত যে সকল পত্র আমরা বর্তমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব, পাঠক তাহা হইতে মধুসূদনের নিজের কথায় তাঁহার ভাষাশিক্ষার ও য়ুরোপ-প্রবাস কালের বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

মধুসূদনের গ্রন্থাবলী সমালোচনার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে, তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের ন্যায়, তাঁহার নিজের জীবনও এক বিষাদান্ত কাব্য। কি জন্মভূমি বঙ্গদেশে, কি মান্দ্রাজে, কি য়ুরোপে, নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি তাঁহার ভাগ্যে কোনও স্থানেই ঘটে নাই। তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাস কালে আমরা তাঁহার বিষাদময় জীবন-কাব্যের এক নূতন অধ্যায় দেখিতে পাই। যেরূপ দুর্দশায় তাঁহার প্রবাসকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে অতি অল্পলোকেই তাহা অবগত আছেন। "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে মধুসূদন, কখনই, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন না। হয়ত, অর্থাভাবে, বিদেশের কোন কারাগারে বা দরিদ্রনিবাসে তাঁহার জীবন শেষ হইত। নিজের অবস্থা না বুঝিয়া সহসা একটি অর্থসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া যে মধুসূদনের সেরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা নয়। মনুষ্যপ্রকৃতি না বুঝিয়া তিনি যে অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহাকে সেরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কি অবস্থায় তিনি য়ুরোপযাত্রা করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহাদিগের উপর তিনি নিজের বৈষয়িক কার্যের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহারা আপন আপন কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। নির্দিষ্ট মাসিক অর্থ-সাহায্যে বঞ্চিত হওয়াতে মধুসূদনের পত্নীর বিপদের সীমা রহিল না। স্বামীর অসাক্ষাতে কোনরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি স্বামীর নিকট গমনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং মধুসূদনের স্বদেশ ত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে, আপনার শিশু দুইটিকে সঙ্গে লইয়া, য়ুরোপে

স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ এইরূপ ব্যয়বৃদ্ধিতে মধুসূদন বিষম বিপদে পড়িলেন। সপরিবারে য়ুরোপে বাস একেই ত সহজ নয়, তাহার উপর মধুসূদন আবার পরিমিতব্যয়ী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া আসিল, এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহার্থ অলঙ্কার, বস্ত্র, গৃহসামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই ক্রমে গবর্ণমেণ্ট বন্ধক-আফিসে আবদ্ধ হইল। অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনের জন্য বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনকে যে সুন্দর রৌপ্য পান-পাত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহাও পর্যন্ত বন্ধক দিতে বাধ্য হইলেন। ভাষা শিক্ষার সুবিধা হইবে বলিয়া, এবং তাঁহার পত্নীর স্বাস্থ্যের জন্য, মধুসূদন ফ্রান্সের অন্তর্গত ভরসেল্‌স্ নগরে আসিয়াছিলেন; অর্থাভাবে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। ভরসেল্‌সে অবস্থানকালে তাঁহার দুর্দশা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেখানে কোন কোন দিন সত্যই তাঁহাকে অনশনে দিনপাত করিতে হইত। ঋণের জন্য পাছে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হয়, এই আশঙ্কায় মধুসূদন সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। একটি দয়াবতী ফরাসী মহিলা, তাঁহার দুরবস্থা অবগত হইয়া, এই সময়, তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়, দরিদ্র ব্যক্তিগণ, মর্যাদাভঙ্গের ভয়ে, পাছে সাহায্য-গ্রহণ না করেন, এইজন্য কোন কোন ফরাসী দাতব্য-সমিতি, অতি সঙ্গোপনে, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। মধুসূদনের দুর্দশার বিষয় জ্ঞাত হইয়া এইরূপ একটি দাতব্য-সমিতি, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, তাঁহার গৃহের দ্বারে আহার্য সামগ্রী ও শিশুদিগের জন্য দুগ্ধ রাখিয়া যাইতেন, তাহাতে কোনরূপে দিনপাত হইত। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কতদিন চলিতে পারে? যাঁহাদিগের কথার ও প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি য়ুরোপ গমন করিয়াছিলেন, এ সময় সাহায্য প্রেরণ দূরে থাকুক, বারম্বার পত্র লিখিলেও তাঁহারা প্রত্যুত্তর দিতেন না। মধুসূদন, উপায়ান্তর না দেখিয়া, সেই অশরণের শরণ, "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। মধুসূদনের য়ুরোপ গমন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিরূপ উৎসাহ-প্রকাশ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের পত্রে পাঠক তাহা অবগত আছেন। আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মধুসূদন এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখিলেন। যে হৃদয়, কোনদিন, অনাথের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, মধুসূদনের দুঃখে যে তাহা উদাসীন থাকিবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। মধুসূদনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের ও সহৃদয়তার উপযুক্ত

কার্য করিলেন। তাঁহার নিজের নিকট সে সময় মধুসূদনের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ছিল না ; তিনি ঋণ করিয়া মধুসূদনকে পনরশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তিনি মধুসূদনকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন : অবশিষ্ট তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিশোধিত ছিল। আমরা মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি ; পাঠক তাহা হইতে মধুসূদনের দুরবস্থা এবং সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, অবগত হইতে পারিবেন।

পঞ্চাশৎ পত্র।

France, Versailles, 12 Rue des Chantiers,
2nd June, 1864.

My Dear Sir,

If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart, and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men one of whom, at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher.**

When I left Calcutta, my wife and two children remained behind, and it was arranged between my *Patneedar* and myself that the former should give my family 150 Rs. a month. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated, I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled from Calcutta with our two infants. She reached England, on the second of May 1863. From that day to the present, we have not received a pice

from India, although there has been money due, some for the year 1862 and some since December last, from the Talooks, and the only letter which was written to me came just ten months ago. We have since written no less than 8 letters, but not a line have we received in reply.

I am going to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, though I have fairly 4,000 Rs. due to me in India. The benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs., have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 250 Rs. to Monu*, who, poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which I have been brought, and in this you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

I have got landed property which gives me at present 1,500 Rs. a year. All law-suits have been extinguished and my rights are undisputed. The Land-Mortgage-Society in Calcutta lends money at 10 per cent. You will thus be able to raise 15,000 (fifteen thousand) rupees for me. Babu Degumber Mitter and Buddy Nath Mitter are my legally constituted agents and they will no doubt sign all the deeds necessary for the completion of the loan and furnish you with all the necessary papers.

There is due to me Rs. 4,000 in Calcutta. As soon as you get this letter, I hope you will send me a part of this money to save me from starvation. Out of the 15,000 you will be pleased to pay the following debts.

Mothoor Mohun Kundu	...	...	1,700
Saugore Dutt (about)	...	...	800
Yourself	...	...	1,000
Modhu Sudan Mozumder	...	...	500
			4,000

* ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ। মধুসূদন তাঁহাকে সস্নেহে মনু বলিয়া ডাকিতেন।

As all these gentlemen are more or less my friends, they will probably wait for the interest till my return, but should any of them insist upon being paid, pray exercise your own judgment. You will then have to send me about 11,000 Rs. making 3,000 Rs. payable at sight and the balance at six months after sight, for then I shall get more for exchange. If ycu do this before October next, I shall go back to Gray's Inn and return to India in time. If not, I must perish, and I do not think you will suffer me to do so.

With the money already due to me, you will, after paying my debts, have to send me about 15,000 Rs. unless a part has already been sent.

Shall I apologise for the trouble I am giving you? I do not think so; for I know you well enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God and you under God, help me to do so.

I am, my dear Sir,
Ever yours faithfully
Michael M. S. Dutt.

P. S. I am, and have been, too unwell to write, so I have got my poor wife, who is worse than myself to write from dictation. I wish to God, you were near enough to see us. It would break your tender heart.

M. M. D.

একপঞ্চাশৎ পত্র

Versailles—France, 12 Rue des chantiers.
9th June, 1864

My Dear Sir,

I hope you will have, by this time received my letter of the 2nd instant, forwarded Via Bombay, and commenced operation on my poor behalf.

Here you are, old Ray! — all that I can say
is — "মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

Praying God to bless you & yours & wishing
you all success in life, —

I remain

Ever your affectionate friend

Michael M. S. Dutt

মধুসূদনের হস্তলিপির প্রতিরূপ।

You will be pleased to hear that I have been saved the disgrace of a French jail by a young, beautiful, and gracious French lady whose acquaintance I made in a Railway carriage and who has ever since taken great interest in us, consoled us in our misfortunes, and assisted us with her purse. She went with me to our Land-lord and spoke to the man, as only a French woman can speak, and got him to consent to take the security of a friend of mine in London and to let us remain here till the end of the current month. Most of our Trades-people have stopped, and I am obliged to raise money, by appealing to the charity of a few friends here, to prevent ourselves from starving. We have no property whatever ;—every thing is gone to the "Mont-de-Piete" or Government Pawn-broking offices. and what adds to the horror of my situation, is that my poor wife is expecting to be *confined* about the beginning of the next month. What shall we do without money ?

God alone knows, how we shall contrive to live if they have not sent us some money. at least, by the mail of the 9th or 25th of May. Alas ! what reasons have I to hope that they have done so ?

Now, my dear sir, I hope you will feel interested in me. I have lost three terms ; of course, I shall have to remain in Europe a year longer than I had calculated upon, if I can yet save Gray's Inn. Perhaps people will try to throw impediments in your way, but I hope you will overcome everything. Unless you make me independent of those Calcutta people, by the end of October next, I am lost for ever.

If they have not sent any money for me, it will be your first care to realize the money due to me, at least a couple of thousand rupees, and to forward the same to me through the French Bank in Calcutta. My heart sinks within me, when I remember that I cannot expect a reply from you, even if you lost no time before the *third* Mail of August. My God ! what will become of us ?

I must explain to you what makes me name the *third* Mail of August. This will reach you about the 12th or 13th of next month (July). If you write by the Bombay express which leaves on the 28th, I shall get your letter about the 20th or 21st of the following month! I hope, my dear friend, we shall not perish of starvation before that.

You must know that there are four mails that leave Calcutta for Europe every month. Two *via* Bombay, namely on the 5th and 18th days of the month; and two by the ordinary route, namely on the 9th and 23rd days of the month. I am sure you will make a good use of this bit of intelligence if it be new to you.

Just two years ago I left calcutta. How little did I think that I should be subjected to so much degradation and suffering. People in Calcutta will, no doubt, tell you *lies* about us; do not believe them and have faith in me, I pray you. When you conclude the loan-transaction with the "Land-mortgage Society" I hope you will bind down the *patnidar* to pay the interest regularly, or to be answerable to me in damages, if I should suffer any loss owing to his default.

This is my second letter to you. I hope to write to you twice more on the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope of being in the hands of a real friend and righteous man.

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe.

The French do not generally love foreign Languages, yet our Sanskrit is not a stranger here, and you see half a dozen young fellows, even in this Provincial town, eager to know something about it. I have seen a capital Grammar by a French Savant and met one man who talks of "বন্ধু"!

I am not in a mood of mind to think of anything but of my own distressing situation. Otherwise, I can write a volume to amuse you.

With best regards,
Ever yours most affectionately
Michael M. S. Dutt.

দ্বিপঞ্চাশৎ পত্র।

12, Rue des Chantiers, Versailles—France,
18th June, 1864,

My Dear Friend,

This is my third letter this month to you. When I wrote my last, I had hopes of hearing from those people of Calcutta by its first regular mail that left Calcutta on the 9th of May last; but alas! I have been again disappointed. I have been obliged to appeal to the generosity of the English clergyman here to save us from starvation, and he has just lent me from his "Poor-fund" 25 Franes, that is about 9 Rs. God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month. I am afraid we shall perish.

* * * *

Just see how my money ought to have been paid to me;

	Rs.	As.
Pous ···	374	11
Magh ···	749	6
Falgoon ···	1124	1
Chayt ···	749	6
	2,997	8

Are not these months past and gone, yet where is the money? Have I some zamindari here, some situation that gives me an income? But a truce to all complaints. You must step forward and save me from the grave which those people have nearly finished digging for me.

I send this letter to you through Pran Kissen Ghose of police office, for misfortune and suffering have made me suspicious, and who knows if my last two letters have found you? Alas! my dear friend, I cannot possibly

expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you? If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

In my two last letters, I have, at considerable length, explained to you how I wish you to go to work on my behalf;—how to raise Rs. 15,000 from the "Land-mortgage-Society" or rather Company;—how to obtain all the documents connected with my property from Buddy Nath Mitter and Digumber Mitter and how to get these two to sign all papers for me, as they are my legally constituted agents in India; and how to pay certain debts of mine in India and then to remit the balance to me in France through some of the Banks in Calcutta, especially a French one; how to recover for me Rs. 4,000 due to me from Mahadeb Chatterjee and others, and how to send me at least 1500 Rs. directly you get my letters. I do sincerely hope that my letters have safely reached you and that long before this one arrives at Calcutta, a powerful steamer will be marching majestically towards Europe with a letter for me from you, with glad tidings of great joy for my poor afflicted heart!

Last night Trinity term ended and the Inns of Court will remain closed till 2nd of November next. You must help me to rejoin Gray's Inn, my good and great friends.

Alas! I have already lost three terms; if the people in Calcutta had been faithful to their trust, I should have been a barrister long before this day next year; as it is,

I shall have to prolong my stay in Europe a year longer. I hope I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, "বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে"।

My heart is full of bitterness, rage and despair ; so you must excuse mistakes and the dull tone of this letter. With my best regards,

I remain, My dear Vidyasagar,
Your affectionate, but unfortunate
Michael M. S. Dutt.

P. S. I hope you will write to me in France and that I shal live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Korunasagara (করুণাসাগর) also.

নিম্নসন্নিবিষ্ট পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত অর্থ প্রাপ্ত হইবার পরে লিখিত।

ত্রিপঞ্চাশৎ পত্র

France, Versailles, 12 Rue des Chantiers.
2nd September, 1864.

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs ; why do those people in India treat us this way ?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother." I was right ; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ? You have saved me. My late letters have, no doubt, given you some idea of our position ; so, I shall not dwell upon it, and I think, I may now safely say that my troubles are at an end for the future, since I am in your hands.

I must tell you again that unless you raise money for me by mortgaging my property, it is impossible for me to get on here or go out to India as a Barrister, for I was without a pice from Calcutta for nearly a year and my debts are many and I must have money to pay them off. If those men had kept faith with me all this would not have happened, for we are not extravagant and my wife is a capital manager; but what could we do without money? Chatterjee still owes me above 300 Rs.; but that money would not suffice. I must have more.

I must enter into details:—I have already told you that we were without money for many many months and had to live in the best way we could. Our debts were about Rs. 2,600—for it costs us about 250 Rs. a month, when we live together, including everything. I have since the end of June received Rs. 2,300, adding Digamber's 800 to your 1,500. Out of this sum I have paid Rs. 1,200 towards the discharge of my debts; so that there is a balance still against me of about 1,400. I had with me scarcely any thing, so that the 500 Rs. or so that it cost me to live and pay the expenses of my wife's confinement, I paid out of the money sent by you. I have now about 600 Rs. with me; when I go to London it will cost us about 350 Rs. a month and I must live apart from my family till July next, after which I can live in France, for as you know, I have no occasion to live among English people to improve my knowledge of that language. I have not money enough to do all this unless you get me a great deal from the mortgage of my property;—besides, I wish to leave my children behind, they being too young to go backwards and forwards; and I want them to be thoroughly Europeanized. I cannot conceive what difficulty you could find in carrying out my views.

I suppose the amount of Rs. 1,000 sent by you, is the money I had in the Alipore Court; I cannot sufficiently thank you for the draft on the French Bank. Am I not

right in thinking that you have the heart of a Bengalee mother? I must reserve whatever else I have got to say for my next.

Till then. Yours most sincerely,
Michael M. S. Dutt.

এইরূপ আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, মধুসূদন পুত্র কন্যাদিগকে য়ুরোপে রাখিয়া বহুব্যয়-সাধ্য শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। তিনি যে অর্থাভাবে এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আয়, বায় সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ অবিবেচনাই তাহার কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত তাঁহার আর একখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

চতুষ্পঞ্চাশৎ পত্র।

12 Rue des Chantiers, France, Verseilles.
18th December, 1864.

My Dear Friend,

Your kind letter with a draft for 2,420 Francs, reached me in due course and in very good time too, for we were without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little, as one would say in our mother-tongue,

আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদ-জালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই যে, তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে, আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণপথে থাকে।

If I could write Bengali like you, I should continue in that language, but want of practice prevents my doing so. But let me repeat it to you, that I am indeed and truly sorry

for the trouble I am giving you; but what can I do? To whom can I go?

You will see that I have availed myself of your friendly suggestion with reference to a "Power of Attorney"; and I assure you, it affords me the greatest pleasure to have it in my power to show how ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to me in this world, nay, my life itself in your hands, and I repeat, that I shall never again show my face in India if I cannot accomplish my object.

I hope, Buddy Nath has shaken off his usual apathy and given you the papers you allude to in your letter for the satisfaction of your friend, and, that gentleman is already satisfied. The document, I send, ought to invest you with sufficient power to do anything necessary on my behalf.

You will have seen from my late letters that I have lost the Michælmas Term, and I fear that I shall have to lose a couple of Terms yet, that is to say, I shall probably return to Gray's Inn when I should have left it for Calcutta, as a Barrister.

Allow me to pause for a moment and tell you what these "terms" are. There are four of them in a year: (1) Hilary Term begins on the 11th and ends on the 31st of January. (2) Easter term, from 15th April to 13th of May. (3) Trinity Term, from 27th May to 17th June. (4) Michælmas Term from the 2nd to the 25th of November. To keep a Term you must eat six dinners in hall. To be made Barrister, you must keep twelve Terms, or eat 72 dinners in hall. You must also attend a course of lectures from November to July with intermediate vacations. I have eaten 30 dinners and have 42 to do yet. There are examinations but you are not bound to go up to them. You may read yourself blind in your "Chambers" or go to the devil, no one will ask you how you pass your time.

I must now come to my poor self. The balance of my debts amounted to Rs. 1400. Out of the money sent by you, I have paid Rs. 400 to my creditor and laid out Rs.

100 for warm clothing for my children, for the winter this year is dreadful. I have Rs. 500 to keep us till the end of January at the rate of Rs. 280 a month. If you have sent more money by the mail of the 23rd November, I shall not fail to account to you for it, faithfully, in due course; but to London I cannot return before you have enabled me to free myself from all my liabilities and placed a sufficient sum in my hands to go on for 3 months, whether here or in London. I am quite ready to go back to London with my family, but you must help me to do so. I shall want Rs. 1250 including the month of February, for I cannot expect to hear from you before the middle of March); it will cost me about Rs. 800 to furnish a cheap little cottage for ourselves; about Rs. 100 to transport ourselves, and money at the rate of 250 for three months :—altogether 2900 Rs.

I hope your friend will put this sum in your hands for my use at once and in one lump; for otherwise I could do nothing; pray, remember this, my dear friend. Alas! this sending of money, by dribs and drabs, does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণ পথে থাকে।

I write this Via Bombay and expect it will reach you about the 20th of Junuary next. If you reply by 9th of February or the 5th of that month, Via Bombay, I shall hear from you about the beginning or middle of March. As I do not know how much money you have sent by the mail of the 23rd, if you have sent any at all, I must beg of you to address as follows—

Care of Grindlay & Co.,
East-India Agents
55, Parliament-Street,
London.

You can get a draft from the Oriental Bank Corporation. The value of the property, I am sure, will secure your friend from any loss and I shall make it a point to pay him his money as early as I can, on my return. I do not think we shall draw more than 9 or 10,000 Rs. from him and

I shall look upon him always as a true friend and benefactor. If he wants a policy on my life I can get that done ; but the loan of the sum I have mentioned above must not be delayed on that account. I must go to England to insure my life. I do not believe French Companies have agent in India. Apologising for this long letter.

I remain my dear friend,
Ever yours faithfully,
Michael M. Dutt.

মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসকালের লিখিত এইরূপ অনেক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। নিজের দুরবস্থা, দেনা, পাওনার হিসাব, এবং তাঁহার কপট সুহৃদগণের দুর্ব্যবহার ইত্যাদির উল্লেখে সেই সমস্ত পত্র পূর্ণ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেরূপ পত্র প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা তাহা আর আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। কোন কোন পত্রে সাংসারিক কথার সঙ্গে মধুসূদন নিজের সাহিত্যিক জীবনের এবং স্বসমকালিক অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ স্থানগুলি নির্বাচন করিয়া আমরা দৈনন্দিন লিপির আকারে নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি। নির্বাচিত স্থানগুলি সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত পত্র হইতে গৃহীত :—

Versailles France, 12 Rue des Chanties 11th July, 1864

I hope you have, by this time, received all my letters and commenced operations on my behalf. You will be pleased to hear that satyendra has passed and will go out in the course of a few months. Poor Manu is trying again. I have no idea as to what will be the result this year. At one time, I thought that Manu was the cleverer youth of the two, but, I find, I was mistaken.

I hope to be a capital sort of European Scholar before I leave Europe. I am getting on well with French and Italian I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You can not imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but

he has replied in English. I wonder why ; I know he did a little Italian last year.

I know that it is not yet time for me to expect to hear from you even a reply to the earliest of the many letters with which I have troubled you of late. But you must excuse this anxiety which induces me to inflict another letter on you. You cannot imagine how unhappy I am! Alas! the men I have left behind, are, in the emphatic language of the Bible, "a generation of Vipers." My poor wife expects to be confined every day and I have not got twenty Rs. in the house. If I were inclined to joke, I would quote ভারত and sing.

2nd August, 1864

কারে কব লো যে জ্বালা আমার !
কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ।

But I am not in a mood of mind to be gay. God help me ! My great hope is now in you and I am sure you will not disappoint me. If you do I must work my way back to India to commit one or two murders—Wilful, premeditated murders and then be hanged.

I scarcely know how to thank you for your kind help in undertaking to look after my affairs and to see that I am not again left to the mercy of winds and waves in this distant part of the globe. I hope I shall live to show the world how I appreciate such noble friendship.

18th Spetember, 1864

From the month of November next till July 1865, I shall have to live in England and I cannot take my family there, for England is a much dearer country than France and I am more known there than here. I am a stranger among the French, but there are many persons whom I know in England and who would be a source of great expense to me—that is to say, I should have to exchange all sorts of social courtesies with them.

I am anxious that you should not misunderstand my object in wishing to leave my family behind me in France.

There are many reasons for the step I wish to adopt. House rent is very high in London or its vicinity. Then we shall have to incur the expenses of removing a petty large household all the way to the other side of the channel and the thing would interfere with the education of my children; and in England, I shall have to lay out a large sum in furnishing a house. The saving of a little money does not strike me as being an advantage sufficiently great to counterbalance the attendant disadvantages. I really do not see how that would enable me to save any money at all.

"You will see Satyendra a day or two after the receipt of this. Manomohan is spending a few days with us and goes back to London next month to resume his studies. I hope he will succeed next year. The probabilities are in his favour for he is going to add". Italian to his stock of subjects and three years' hard reading ought to give him sufficient strength for the great battle before him.

You will have, by this time, seen Satyendra Nath Tagore, the first covenanted civilian of pure native descent.

3rd October, 1864

Manomohun has been staying with us for some time. He goes back to London next week to resume his studies. I think I have already told you that Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination more difficult than before. Manomohan must take his chance. He is a good fellow and I wish him success for the sake of his old father as well as his own.

We are on the eve of a winter which threatens to be severe. You can have no idea of a European winter.

3rd November, 1864

This is still autumn and yet I have a fire in my room and have got clothes on me that would form a tolerable "মোট" in our country! It is about six times colder than the coldest day in our coldest month! Do you remember the line of ভারতচন্দ্র?

"বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী"

What would he have said if he had been here ? You must not fancy, my good friend. that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on with German, all without any assistance from hired teachers. This German is a curious language. The alphabet as you know, I dare say, is not Roman. But of all this hereafter, I have seen one or two of your works in a shop in Paris. I told the shop-keeper "This author is a great friend of mine." "Ah sir" said he, "We thought he was dead." "God forbid" said I –"His country and friends cannot spare him." Fancy this on the banks of the famous Seine.

Last night the Inn's of Court in London closed for the Christmas season ; they will remain so closed till the 11th of January next. There are four terms every year, viz., Hilary, Easter, Trinity and Michaelmas. A student must keep 12 of these terms to qualify him to be called to the Bar. The term, just over, would have been my ninth, if I had not been exiled from England by the force of circumstances ; and I should have been in India by this time next year. But regrets are vain now. I only hope that you have taken steps to enable me to return to my legal studies next year. I do not wish to tire you by repetitions, and shall pass over all that I wish you to do on my behalf : my last two letters exhaust the subject ; do they not ? this moment I am exactly on the position of the "চাতক" of our poets, looking out for the cloud that is to allay my thirst !

The accounts of the frightful storms which visited you on the 5th of October last have filled me with alarm. The Calcutta papers, as a matter of course, dwell more particularly on the European side of dismal picture, and pass over, the native portion with a slight glance of apathy. The English paper follow suit, so that it is difficult to guess what has really taken place ! I hope all our friends have escaped the terrible visitation.

Two days hence, the first Term (Hilary) of this year will commence. I see no earthly chance of my being able to return to London. God alone knows, how many more terms I shall yet have to lose. If I had gone on uninterruptedly I should have been called to the Bar next June and returned home by the end of the year. But I am not a man to give way to despondency. I am making the very best use of my unfortunate exile and I think I may without vanity say, that I know more languages than any Bengali now living. But learning is not money, and money is all in all amongst a degraded people like ours. Only help me to get out of this scrape, my dear Vidyasagar, and I shall know how to treat the fellows "la bas" as the French say.

9th January, 1865

The Winter, this year, is very severe and yet at times you have days that might be called "hot". A few days ago, it snowed the whole night and the sight was splendid in the morning. Streets, house tops, gardens were all covered over with snow ; one might say if poetically disposed that our "দুগ্ধ-সাগর" had overflowed its shores and inundated the country.

Things, Alas ! are getting on very badly with us ! I have had to apply to the British charitable Fund in Paris for the loan of 200 Rs. (5000 Francs). You cannot imagine how degraded I felt when I had to appear before the committee. Such a lot of ragged and stinking devils were there ! But as the proverb says, "Adversity makes us acquainted with strange bed-fellows". The members, I am bound to say, treated me with great consideration—especially, Sir Joseph Cliffe (brother of the late Roman Catholic Bishop of Calcutta) and Lord Degrecy. They have not yet complied with my request. They have kept your last letter to me to have it translated. I do not know whom they will find in Paris able to read Bengali. There are two Calcutta men, Messrs. De souza and Mendes, but they are মেটে.ফিরিঙ্গী men who say "বাবু তুমি ভাল আছি ?"— I shall know their decision next Monday.

18th May, 1865

I am taking every necessary step to get myself in a position to return about the end of the present year. I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary. The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus. We spoke about you (he knows you well by name) and the remarriage of widows. He thinks that a well educated Bengali ought to be in England for the benefit of the Civil Service and through it of the Country at large.

17th January, 1866

We are now in the midst of a rigorous winter. For a poor man like myself London is dreadful. The Renderpes or Cattle-disease, of which you have, no doubt, read in the papers, has made meat scarce and frightfully dear and we can scarcely manage to live for less than £. 36 or rupees 360 a month.

Excuse bad writing, for my fingers are quite stiff. I have just come out of a cold bath, which I take every day in spite of the weather. It is a fearful trial to one's nerves.

3rd March, 1866

Poor Manmohan has heard of his father's death. The blow, though expected, does not seem to have fallen upon him with mitigated severity. He is going to apply to the Benchers of his Inn (Lincoln's) to call him to the bar next terms, so that he might leave for India in July next. He has sent a Telegram to Dijendra Tagore for £. 300 to enable him to leave Europe. The Telegram cost him Rs 75. I am sorry for the poor fellow.

10th May, 1866

You will be pleased to hear that I have finished keeping 9 (nine) Terms and that there is every prospect, humanly

speaking, of my being called to the Bar in November next, provided I am ready with the necessary funds. The steward of our Inn tells me that as my name was on the list, I shall have to pay for the Teams I have not kept, just as if I had done so and that I must be prepared to satisfy all demands by the beginning of October next in order to have a right to petition the Benchers for a call in the ensuing term. I need scarcely say that everything will now depend upon yourself and the friend who has been helping me so kindly up to this time.

10th June, 1866

The failure of the Agra Bank has spread ruin and dismay in London. If the Bank had gone down a few weeks earlier, I should have been a sufferer, for your last draft would have been (for a time at least) so much waste paper, Who could have even believed that a Bank like this should burst in this way ? But you have no idea of the "stock exchange" here and the rascality that goes on there. Men are said to have made less at the expense of the poor Agra ! How they managed to do all this, is more than I can explain to you. Many retired Anglo-Indian families have been almost ruined. The consequences of all this are, no doubt, highly disastrous but I earnestly hope that they will not affect us :—If I am obliged to remain in Europe longer than December next, I shall be ruined. London is so dreadfully dear this year !

Manmohan was called to the Bar a few days ago ; the death of his father gave him a good plea whereon to have his petition for the indulgence and Sir E. Ryan helped him. I am sorry for poor Manmohan. He has had no opportunity of learning law ; but he is an intelligent fellow and will, no doubt, try to make up. He leaves in August next. Of course, he will be my senior, I might have helped him to some extent. That fellow G. M. is too selfish to assist any body. He has written to some one in London to say that he makes £..20 every day ; this I can scarcely believe for I don't think there is much in that fellow. But he

knows how to boast. No doubt he is making something for there is a good opening for a good native Barrister.

I regret that he should be the first man of our race to go out to be followed by so কাঁচা a hand as Manmohan. But patience, my dear friend, if I can only get out, we shall then see what is to be done.*

I do not know that I can give you any London-news to interest you. We have heard of your labours in connection with the petition on polygamy, and there was a very handsome mention made of you in Saturday Review, not long ago, in the course of a critique on some new Sanskrit work. But the article, I suppose, will be reproduced by some of your Indian papers.

I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself. You must sell all I have and, after paying all just debts, transmit the money to my wife here, and advice her what to do. I am sure you will take same interest in her as in the widow and orphans of a younger brother. You must be the friend and Guardian of these I leave behind.

9th December, 1866

I suppose you are not aware that my books bring in a considerable sum of money. The income is likely to increase. If you call upon I. C. Bose to submit an account to you, you will be surprized to see at during the half year ending in July, they brought about Rs. 1000. Now I wish to make a gift of that income to Mademoiselle Henrietta Eliza Sarmistha Dutt and her heirs till the continuance of the same appointing you and the other gentlemen associated with you in managing my affairs at present, Trustees of the Gift. In case of that child's

* মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে মধুসূদন কিরূপ সন্দিহান এবং নিজের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে কিরূপ প্রত্যয়বান ছিলেন, এই পত্রাংশে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়াছিল।

death, the money is to go to master Frederick Michael Milton Dutt and Heirs both of Versailles, in the Empire of France. In case of the latter's death to my wife Amelia Henrietta Sophia Dutt till her death and then to my other heirs. In case of my death before reaching Calcutta, the gift must be based on this letter. You, the Trustees are to remit the money to my wife in France to be laid out in the Education of the abovenamed H. E. S. Dutt or F. M. M. Dutt or her own use as the case may be.

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well nigh beggared myself. It now remains to be seen এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে! But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid ; but it's a serious thing to have a wife and little children, all, unable to help themselves, in case of any emergency.

মধুসূদন যে সময় ইংলণ্ডে অবস্থান করেন, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ, এবং খ্যাতনামা সিভিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও, সেই সময়, ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহাদিগের তিনজনেরই সঙ্গে মধুসূদনের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। মধুসূদন ইঁহাদিগের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ; তিনি ইঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় সস্নেহে উপদেশ দান করিতেন এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা সকলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মধুসূদনের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি, তাঁহার সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিয়া, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে তিনি এই সময় যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার প্রবাসকালের অনেক কথা অবগত হই। আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত না করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত পত্রের ন্যায়, মনোমোহন বাবুকে লিখিত পত্র হইতেও আমরা প্রয়োজনীয় অংশগুলি নির্বাচন পূর্বক সন্নিবিষ্ট

করিতেছি। মূল পত্রের কয়েকখানি ফরাসীভাষায় লিখিত; আমরা তাহাদিগের মনোমোহন বাবুর কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করিলাম।

I feel very dull and sad, and have been so since my removal but I must accustom myself to this state of things, especially as both of you are going to leave town, in so short a time. I need scarcely say that I miss both of you very much.

Yesterday I went out of town by rail with a gentleman who is a fellow-lodger. We went to the famous Kewgardens, then to Richmond, and afterwards to the famous palace of Cardinal Wolsey—Hampton Court. I thought of you and of our dear Satyendra. I can scarcely describe to you the wonders I saw. What a pity you don't stir out of London and see these wonderful places. These places add an air of romantic reality to the dry historical facts we learnt in our younger days. I am quite in love with Hampton Court. It is as oriental as this rigorous climate would allow. The house is divided into what we would call mahals (মহল); each division has its courtyards or উঠান। The pictures and the guilded ceilings are wonderful.

I am very dull and melancholy and long to see you both. Pray let me know if you have a quite, cheap, little inn near your place. I am glad you are getting reconciled to your present retreat.

The 16th September, 1862

Work on, my boys, and win all manner of honours; We are all of us in for it. While the whole country is almost silent about that T—we three,* I dare say, are the theme, of frequent discourse among our countrymen.

The 14th November, 1862

London has been dreadfully foggy these two days. What a brutal country this, by Jove! But as the poet says "To bear is to conquer our fate", I am glad you and our little India are getting on well. Remember, my boys, that the eyes of your nation are on you.

The 8th January, 1863

*মধুসূদন, সত্যেন্দ্রবাবু এবং মনোমোহন ঘোষ।

Send my best respects to your venerable father and tell him that if I should live to go back to the old country, I shall strive to do no discredit to the memory of the man whom he once loved and treated as a younger brother,—I mean my late father. Adieu! If you will allow me I shall try to help you in your Shakespearian studies by sending you occasional papers of questions on his most famous plays. Tell me which of them you are up in.

Versailles
30th October, 1864,
Sunday

After you left I had been laid up with an inflammation of the bowels and I believed that the comedy was going to end, and the curtain fall; but here I am, my part is not finished yet. "The torch lasts still" as Æneas said to Phaedra.

As for my German studies I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure my boy! Fancy! I am going to read Geathe, Schiller and Webber and ather authors whose good fame has filled the world. Do you know the song by Dryden?

"None but the brave
None but the brave
None but the brave
Deserves the fair."

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my friend, is the most worthy lover of Thesius and not a little dwarf.

Versailles
30th October, 1864
Sunday.

I do not believe I shall be able to go to London this year, but that does not matter. I have much here which can take up my attention, make my time pass pleasantly, and often make me forget the worries of which the life of man is heir to. I hope the course of my life will flow peacefully.

I am very anxious to make the acquaintance of your good and learned friend, Mr. Martre, and that of Pundit Chooramoni (পণ্ডিত চূড়ামণি) Herr. Goldstucker. But I must have patience.

A few days ago I had the honour of saluting and of

being saluted in return by the famous Emperor of the French—a truly great man. I amused myself by shouting Vive l' Empereur Vive Napolean (Long Live the Emperor, Long live Napoleon.) The Empress was with him on horse back. They exaggerate this imperial lady's beauty. She is graceful than pretty.

My very best regard to Mr. Tagore. I thank him very much for having remembered me. Tell him that I find my exile useful. All well at home. Sarmistha and Milton* have begun to forget you ;—children like ladies are fickle in their love.

I go sometimes to the King's garden and think of you, when I feed the fish and swans that come like a band of pirates. But it has begun to be cold, and the rapid approach of winter is being felt everywhere.

Your praise is precious, because, I am sure, you think all that you say. I find German easy ; the syntax resembles that of the classical languages and obeys definite rules. Once you have pulled down the wall which is surrounded by a barbarous A. B. C. you find many words that you know. The handwriting is different but I have already mastered it.

এই সকল পত্রের ও পত্রাংশের সঙ্গে বাবু গৌরদাস বসাককে লিখিত দুইখানি পত্রও নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। গৌরদাস বাবুর নিকট মধুসূদনকে যেরূপ অসঙ্কোচে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে দেখি, আর কাহারও নিকট সেরূপ দেখিতে পাই না। প্রথম পত্রখানির প্রারম্ভিক অংশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সম্প্রদায় যেমন তাঁহাদিগের অনুরাগী অপর সম্প্রদায় তেমনই তাহাদের বিদ্বেষ্টা ও নিন্দক হইয়া থাকেন। মধুসূদনের য়ুরোপপ্রবাস-কালে তাঁহার কোন বিদ্বেষ্টা এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, তিনি, কোন দুষ্কর্ম করিয়া, য়ুরোপে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। মধুসূদনের বন্ধুগণের অনেকেই এ সংবাদে ব্যথিত হইয়াছিলেন। গৌরদাস বাবু সেই অপবাদ সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লেখাতে মধুসূদন, তাহারই উল্লেখ করিয়া,

*মধুসূদনের কন্যা ও পুত্র।

তাঁহার পত্র আরম্ভ করিয়ছিলেন। মধুসূদনের উচ্ছৃঙ্খলতার ও অমিতাচারের উল্লেখ করিতে আমরা কখনও সঙ্কুচিত হই নাই। ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহাকে অলীক অপবাদ হইতে নির্মুক্ত করাও আমাদিগের কর্তব্য। সেইজন্য এই অপবাদ সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, ইহা সম্পূর্ণরূপ ঈর্ষাকল্পিত। বাবু মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনের জীবনের এই সময়কার প্রত্যেক ঘটনা অবগত ছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহা বিন্দুমাত্রও সত্য নহে। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা না বলিয়া আমরা উল্লিখিত পত্র দুইখানি নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি :—

পঞ্চপঞ্চাশৎ পত্র।

Versaillies, France,
12 Rue des Chantiers,
Wednesday, 25th October, 1864.

My dear Gour,

I have received your kind and welcome letter and would have replied to it earlier but for ill-health. You amuse me vastly, for the reports to which you allude are absolutely unfounded and evidently owe their birth to some busy brain highly poetical in its constitution! My good friend, know that I am writing this letter to you, not from within the gloomy and frowning walls of a French prison, a modern "Bastile" but from a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European civilization and so forth, and that I have done nothing in London of which even the most virtuous among my friends need be ashamed. The fellow, who has been concocting all these lies about me, reminds me, of king Henry IV and I say to him, "Harry, the wish was father to the thought." The scoundrel, no doubt, wishes me all sorts of misfortunes; but I hope to disappoint him. I have too great a regard for myself to gratify his malignity. Can't afford, sir, to be charitable and generous in this affair! I hope this will satisfy you, my lad, and other friends who take some interest in me.

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a

place to live in as this country and its brulal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here, I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have aeready begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to work away seriously at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all, I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends ; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Rajah of Burdwan ever dreams of ! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty ! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from come here and subject race. Here, you are the master of your masters ! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, well treat you as a man and not a "d—d nigger." But this is Europe, my boy and not India.

You date your letter from "Bagerhat." Is that বাগেরহাট on the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own, dear native river ? I was born, you know at সাগরদাঁড়ী, scarcely a couple of miles from this বাগেরহাট।* I dare say you are very dull there, for the gentry in the neighbourhood

* বাগেরহাট কপোতাক্ষীর কূলে বা সাগরদাঁড়ী হইতে দুই মাইলের মধ্যে নয়। মধুসূদন ভ্রমক্রমে এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

are not educated enough to be fit companions for a man like you, but there are, and must continue to be for ages yet, the discomforts of a country-life in Bengal. I wish you a more lively station, my friend.

I have not written to Rajnarain for a long time, but he must not fancy that I have forgotten him or my other friends, such as our dear Hari Dass and Sham. I always think of them. You know, Gour, what a bad correspondent I am.

I have had the honour of bowing to, and being bowed to by, the famous Emperor and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vivat Empereur, Vive '1' Empererice."

Mrs. Dutt thanks you for thinking of her and begs to be remembered to you. Sarmistha* is already quite French. If you should hear her prattle away, you would not believe that she was born on the muddy banks of the Hooghly. My son Milton (I suppose you have never seen him) is also getting on well. We had a beautiful daughter born here, but she did not live long. I am glad to hear that your son is getting on well. I wish to God, Gour, you would send him to Europe for his education. It would cost you about 2000 Rs. a year or less. The lad is sure to get into the Civil Service, but you must not delay longer. S. Tagore has succeeded, but take my word for it, no other native of India will get into the Service under similar circumstamces. If you want your boy to hget in, send him here, while he is young enough to be Europeanised. I am afraid the other young man, M. Ghose has but a poor chance before him. He works hard, but the examination is terrible. You ought to send your boy, especially, as I am going to leave my family behind, in Europe, for the education of my children. I am sure Mrs. Dutt will take great care of the little fellow. You know she talks Bengali. Think seriously over the matter and make

* মধুসূদন-দুহিতা। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "শর্মিষ্ঠার" নামানুসারে মধুসূদন কন্যার নাম শর্মিষ্ঠা রাখিয়াছিলেন।

a man of the lad. He will, if spared, thank you all the day of his life; what can you do for him in India? You are not going to leave him a great fortune, for a Deputy Magistrate is not likely to do that. Give him an European education. Let me know what you think on the subject in your next.

I intend to return to London soon to resume my legal studies, but when you write, address here, for I am going to leave my family in France.

I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

Remember me to our good friends and believe me,

My Dear Gour,
Ever your affectionate
Michael M. S. Dutt.

P. S. I direct this, as desired by you, to the Asiatic Society. I forget the name of the Assistant secretary. Is our friend G. L. Dutt still there? Pray, where and how is ভবানী? Do you see রাজেন্দ্র now and then?—Adieu!

যে মধুসূদন, একদিন, "বাঙ্গালাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই মধুসূদন পরে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি কিরূপ অনুরাগী হইয়াছিলেন, নিম্ন সন্নিবিষ্ট পত্র হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

ষটপঞ্চাশৎ পত্র।

Versailles, France.
12, Rue des Chantiers,
26th January, 1865.

My Dear Gour,

I have received your kind and most welcome letter. It reminds me of old days. Though fathers and (myself) "bearded like a Pard"—we still have the same hearts beating in us. Is it not so, my good old friend? I pray you, whenever any rascal tells you anything unworthy of

your friend, dismiss him with a smile of quiet contempt, for I am neither a fool nor a mad man, and (as they say in England) "know what is what." You can scarcely conceive how Europe has changed me, in my habits, in my tastes, in my notions of things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging for yourself, my boy! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow ; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones. Yon cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon. Of course, I am still romantic, for that you know is my nature ; for I am a bit of a Poet, and a superabundance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor "Man of the world." I have my dreams and aspirations and vague longings, but I am growing wiser ; excuse this egotism, but to whom am I to open my heart if not to my old friend and brother ? I feel vexed that people should talk ill of me, give currency to d—d idle reports about me, when I am at too great a distance to defend myself. Let Truth frown Falsehood into silence. Treat such cowardly malice as it deserves, my boy.

You ask me when I mean to return "homewards ?" If I had not been basely neglected by * * * * and * * * I should have been called to the Bar in the course of the present month ; but as it is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

My distinguished friend, Ishwar Chandra Bidyasagar, has taken me by the hand ; if you ask him he will tell you how shabbily I have been treated. The subject is an important one, and I don't like to enter into it. I have been for months like a ship becalmed in France, though thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, Viz, Italian, German, and French languages,—which are well

worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those, who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of "Lecture" for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language.

I am sorry for your litle son for I am afraid, the mistaken kindness of your parents will not suffer him to be made a man; of course, I am far from condemning your filial respect for their feelings.

You again date your letter from "Bagirhat". Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "Sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক। I send you this and another—the latter has been very much liked by several

European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge, Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be rot in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ; if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us? The nobodies of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my boy, make money. If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done!

But let us turn to other subjects; if you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you can manage the whole thing for about 8 to 10 thousand rupees. Of course if you were left to yourself, you could not do it, but I can hope to be of great use to you. When you let me know that you are in real earnest, I shall send you a long letter, more useful than any "guide" you can think of.

You want me to write you by *every mail*. My good soul, do you know that I should in that case have to write no less than four letters every blessed month. I am not an idle man and besides, what news could I give you? However, I shall not forget my dear old friend, altogether, but give him a call, now and then.

You must remember me to all our old friends and tell them how I am getting on.

I congratulate Rajendra on the birth of his son. May the little fellow grow up like his old Dad! I wish, in your next, you would give me the history of the unfortunate Rajah of Cooch-Behar and that of Trailakya Mohan Tagore, who I see, has been transported for 7 years. I feel for his poor mother! Perhaps the poor old lady has died by this time of a broken heart!

Mrs. D and the little ones are all going on well. Thank God! I hope to return to London next April, therefore continue to address as usual.

With all our united regards,

I remain, My Dear Gour,
Ever your affectionate
Michael M. S. Dutta.

ভাষা শিক্ষা।

মধুসূদনের যে সকল পত্র ও পত্রাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে অবগত হইয়াছেন যে, কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত তিনি য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল ভাষার সাহায্যে স্বদেশীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন যে, এক একটি য়ুরোপীয় ভাষায় অধিকার লাভ করা, আর এক একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা সমান। আইন-অধ্যয়নের অনুরোধে যদিও তিনি অধিক সময় কবিতা রচনায় ব্যয় করিতে পারিতেন না, স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ তথাপি তাহা হইতে একেবারে নিরস্ত থাকিতেও সক্ষম হইতেন না; ইংরাজী, ফরাসী, এবং ইতালীয় প্রভৃতি ভাষায় কবিতা-রচনা করিয়া তিনি অবকাশ কাল বিনোদন করিতেন। ফরাসী অথবা ইতালীয় ভাষায় প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থ রচনা করিব বলিয়া তিনি কখনও সঙ্কল্প

করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কোনও ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাতে প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, একথা বলা যায় না। সেইজন্য নিজের ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষার্থ তিনি এই দুই ভাষায় কবিতা রচনার অভ্যাস করিতেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় কবিতা-রচনা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া ইংরাজ-কবিগণের সমকক্ষ হইব, বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার এই বাল্যসংস্কার যদিও অন্তর্হিত হইয়াছিল তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে ভারতীয় কাব্য হইতে দুই একটি রত্ন সংগ্রহ পূর্বক উপহার প্রদান করিব বলিয়া তাঁহার এই নূতন বাসনা জন্মিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় কাব্য-সমূহের গৌরবস্বরূপ সীতাচরিত্র অবলম্বনে ইংরাজী ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার কাব্য আরব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দুই তিন শত পঙ্‌ক্তি লিখিয়াই, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই অসম্পূর্ণ কাব্যের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্‌ধৃত হইতেছে।

সীতাকাব্য।

QUEEN SEETA

Prologue

"The golden chariot slowly rolled along
The woodland path, shedding, on all around,
A golden glory, like a setting sun ;
And as it rolled along, there came a voice,—
A voice of woe, athwart the murmuring stream,
Commingling with its own—low, soft and sweet ;
And thus it said "Ah me ! O Royal Lord !
and dost thou forsake me ? Am I then
Abandoned ? Woe is me ! This is no dream,
No mockery of fancy ! Lo ! I see
The fading splendour of the golden chariot ;
Its silken banner fluttering midst the trees
Like a flash of lightning ! Lo ! I see
The skiff that ferried me from yonder bank
Deserted ! There it glides adown the stream,
How like the crescent moon along the sky !"

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর "সীতা-বনবাস" নামক কবিতাতে তিনি অবিকল এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই কবিতার "ত্যজিলা কি রঘুরাজ আজি এই ছলে" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি, উদ্‌ধৃত ইংরাজী কবিতাটির অনুবাদ স্বরূপ। 'সীতা' কাব্য ভিন্ন কতকগুলি ইংরাজী খণ্ডকবিতাও তিনি য়ুরোপ-প্রবাসকালে, রচনা করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও সুভদ্রা হরণ ও দ্রৌপদী স্বয়ম্বর নামক দুইখানি নূতন কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর উদ্‌ধৃত করিবার যোগ্য নয়; সুভদ্রাহরণের প্রারম্ভ অংশ এইরূপ;—

"সুভদ্রা-হরণ

প্রথম-সর্গ

কেমনে ফাল্গুনী শূর স্বগুণে লভিলা
পরাভবি যদুবৃন্দে চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী—
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি,স্তুতি, না জানি কি করে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যে! তোমায়; না জানি,
কিভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে।
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর দেবি. উর গো আসরে।
আইস মা, এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা বিহঙ্গম যথা—
কারাবদ্ধ পিঁজ্‌রায় কভু কভু ভুলে
কারাগার দুঃখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে।
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আপনি ইন্দিরা—
(জগত-আনন্দময়ী) নব রাজ-পুরে
উরিলা, লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজশ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে।

এ মঙ্গল-বার্তা পায়ে নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্বকথা স্মরি
দাবানলরূপ রোষ হিয়া রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে। হা ধিক্! ভাবিলা,
বিরলে মানিনী মনে—কি সাধ জীবনে?
আর কি মানিবে কেহ এ তিন জগতে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে? কেন দিলি তারে
অনন্ত যৌবন-কান্তি, তুই পোড়া বিধি?
হায় কারে কব দুঃখ। মোরে অপমানি,
ভোজরাজ-বালা কুন্তী—কুল কলঙ্কিনী
পাপিয়সী—তার মান বাড়াল কুলিশী
যৌবন কুহকে ধিক্, যে ব্যাভিচারিণী
মজাইল দেবরাজে, মোরে লাজ দিয়া
অর্জুন জারজ তার; নাহি কি শকতি
আমার, ইন্দ্রাণী আমি, মারিতে পামরে
এ পোড়া চোখের বালি? দুর্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে—
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে,
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষরাজে বিমুখি সংগ্রামে।
অহিত সাধিতে, হায়! হিতাশী হইনু—
আমি, ভাগ্যগুণে তার! কি ভাগ্য! কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী—এ ফাল্গুনী?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র! হে ধর্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব?
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন? কারে কব এ দুঃখের কথা,
কার বা শরণ এবে লব এ বিপদে?
কঙ্কণ মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে

ললনা, রতনময় কাঁচলি ভিজায়ে
বহিল আঁখির জল ; শিশির যেমতি,
হিমকালে, পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে।”

মানসিক অশান্তির জন্য মধুসূদন ‘সুভদ্রাহরণ’ কাব্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। চতুর্দশপদী-কবিতাবলীতে সেইজন্য, তিনি বিষাদে লিখিয়াছিলেন ;—

“তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি!
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে! আশার লহরী—
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি পূজি দ্বৈপায়নে
ঋষিকুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণগীত, তুষি বিজ্ঞ জনে
লভিবে সুযশ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে।”

মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছে। মহর্ষি দ্বৈপায়নের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র যে অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিবে।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের একটি নূতন সংস্করণ করিবার এবং বীরাঙ্গনা-কাব্যের অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্যও মধুসূদন য়ুরোপে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। মধুসূদনকে যে অবস্থায় য়ুরোপ বাস করিতে হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে অবস্থায় মনের ভাব ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত করিয়া কাব্য রচনা সম্ভবপর নয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তিনি এক একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, কিন্তু, তাহার পর, দৃঢ়তার ও সহিষ্ণুতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আবার একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন। এই জন্য একমাত্র চতুর্দশপদী কবিতাবলী ভিন্ন তাঁহার য়ুরোপে আরব্ধ গ্রন্থসমূহের কোনখানিই সম্পূর্ণ হয় নাই। কবিতাবলীও, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের কবিতায় গ্রথিত না হইলে. সম্পূর্ণ হইত কিনা সন্দেহ। ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্শেল্‌স্ নগরে অবস্থানকালে ইতালীয় কবি পেতরার্কার অনুকরণে মধুসূদন ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় চতুর্দশপদী-কবিতাও তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছে। “চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী”

চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

নানাবিষয়িণী—চুয়নব্বইটি কবিতায় সঙ্গঠিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গুণিগণের প্রতি সমাদর, ভারতীয় কাব্য ও পুরাণোক্ত ঘটনা, এবং মধুসূদনের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি নানাবিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা ইহাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরপদ-দলিতা জননী "ভারত-ভূমি" হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশীয় "কেউটিয়া সাপ" এবং "বউকথা-পাখী" পর্যন্ত কবি ইহাতে কল্পনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন। চতুর্দশপদী-কবিতাবলী, সৌন্দর্যে মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও, একটি কারণে বিশেষ আলোচনার যোগ্য। মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনই তাঁহার চতুর্দশপদী পাঠ করিবার প্রয়োজন। ইহার অনেক কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং অনেকগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকর্তার পরিচয় দৃষ্ট হইবে। তাহার পর প্রথম বয়সে বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ বিরাগ ছিল, এবং "বঙ্গকুললক্ষ্মীর" আদেশে তিনি কিরূপে মাতৃভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। শৈশবে যাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তিনি আহার, নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন এবং যাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার সম্মাননা দৃষ্ট হইবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রত্যেকেরই প্রতি মধুসূদন উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয় এই সকল কবির সঙ্গে তাঁহার সমকালবর্তী ফরাসী-কবি ভিক্তর হিউগো এবং ইংলণ্ডীয় রাজকবি আলফ্রেড টেনিসনেরও প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। কবিগুরু বাল্মীকি, মধুরভাষী জয়দেব, কবিকুল-তিলক কালিদাস, পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টুকর এবং ইতালীয় কবি দান্তের সম্বন্ধেও এক একটি কবিতা রচিত হইয়াছে। মধুসূদন যখন ফ্রান্সে অবস্থান করেন, সেই সময় দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় অনেক কবি তদুপলক্ষে কবিতা-উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়া তাহা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনুবাদপূর্বক ইতালীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিউয়েল, তাহা পাঠ করিয়া, প্রীতি প্রকাশ পূর্বক, মধুসূদনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনার

কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।" (**It will be a ring which will connect the orient with the occident**)* এই সকল কবিতার সঙ্গে ভারতীয় কাব্য ও পুরাণোক্ত ঘটনা অবলম্বনেও অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের "কমলে-কামিনী" ও "শ্রীমন্তের টোপর," ভারতচন্দ্রের "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি," রামায়ণের "সীতার বনবাস," মহাভারতের "গদাযুদ্ধ" ও "সুভদ্রাহরণ" প্রভৃতি অনেক বিষয় চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবাসে স্বদেশের স্মৃতি বড়ই মধুর; প্রত্যেক সামগ্রীই যেন একটী অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত বলিয়া মনে হয়। মনোমুগ্ধকর ফরাসীভূমিতেও মধুসূদনের হৃদয় তাঁহার বাল্যের প্রিয়নদী কপোতাক্ষী, স্বদেশের নীলাকাশস্থিত তারকা, জ্যোৎস্নাধৌত-রজনী, নক্ষত্র-মণ্ডিত ছায়াপথ এবং নদীকূলস্থিত দেব-মন্দির স্মরণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি কবিতায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কবিতার অপেক্ষা যেগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেইগুলিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আমরা নিম্নে সেইরূপ দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুভাব তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রাজত্ব করিত, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তিতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। কবি "আশ্বিনমাস" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন;—

"সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে,
মহিষ-মর্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে;

* * *

কি আনন্দ? পূর্বকথা কেন কয়ে স্মৃতি,
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি?"

এইরূপ "কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা" "দেবদোল," "বিজয়াদশমী" প্রভৃতি কবিতাতেও কবির হৃদয়ের হিন্দুভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। দুঃখ যন্ত্রণার নিপীড়নে মর্মাহত হইয়া তিনি, শান্তির জন্য, বাগ্দেবীর চরণে কিরূপ শরণাপন্ন হইতেন, তাহার উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন;—

* মূল পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ স্মরণ করিয়া, গ্রন্থকারকে তাহা হইতে এই পংক্তিটি বলিয়াছিলেন।

"তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে,
পিপাসা নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতী।"

মধুসূদন জীবনে অধিক শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই ; অশান্তি ও উদ্বেগ লইয়াই তাঁহার দিন অতীত হইয়াছিল। হৃদয়ে যে সকল আশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিশুষ্ক হইয়াছিল ; তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া, "নূতন বৎসর" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

* * "হৃদয়-কাননে
কত শত আশালতা শুকায়ে মরিল,
হায় রে কব তা কারে, কব তা কেমনে ?
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল ?
বাড়িতে লাগিল বেলা, ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি ;—আসিছে রজনী—?"

নিজের য়ুরোপ-প্রবাসের বিষাদময় অভিজ্ঞতা লইয়াও মধুসূদন একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার প্রতিবাসিগণ, তাঁহার দুর্দশা অবগত হইয়া, তাঁহার দ্বারে আহার্য ও শিশুগণের জন্য দুগ্ধ রাখিয়া যাইতেন ; মধুসূদন "সাংসারিক জ্ঞান" নামক কবিতায় তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

"কোন জন দিবে অন্ন অর্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?"

কিন্তু এত ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে, সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ;—

"উদাসীন দশা তার সদা জীব-পুরে
যে অভাগা রাঙাপদ ভজে, মা ভারতী !"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে !
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !"

এইরূপ "ভারতভূমি," "আমরা," "যশ," "অর্থ," "কে কবি" ইত্যাদি কবিতা হইতে পাঠক মধুসূদনকে চিনিতে পারিবেন। বাহিরে উদাসীনের ন্যায় থাকিলেও অন্তরে, স্বদেশের জন্য, তিনি কিরূপ, বেদনা অনুভব করিতেন, প্রথমোক্ত কবিতা দুইটি তাহার প্রমাণ। 'আমরা' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন ;—

"আকাশ পরশী গিরি দমি গুণ-বলে
নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে
তাদের সন্তান কিহে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে ;—
পরাধীন, হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে।"

তাঁহার যে প্রেমপিপাসু হৃদয়ের বিষয় আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, অনেকগুলি কবিতায় তাহারও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। আত্মসংযমের অভাবে তাঁহার প্রেম ভোগাসক্তিতে পরিণত হইলেও তাহাতে প্রগাঢ়তার অভাব ছিল না। মধুসূদনের প্রেম-পিপাসাপূর্ণ একটী কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতি দিয়া আঁকে স্বমূরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ কে ছবি তুমি, এ হৃদয়স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি ?
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভবমণ্ডলে,—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চিরবাস, পরিমল কমলের দলে ;—
সেইরূপ থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট ঘটে ;—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।"

নিজের অতীত জীবন যেরূপ অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে গত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি, অনুতপ্ত হৃদয়ে, "ভূতকাল" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

"কোন মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূতকালে ;
—কোন মূল্য— এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ?
কোন ধন, কোন মুদ্রা, কোন মণি, জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য লাভ ? কোন দেবে স্মরি,
কোন যোগে, কোন তপে, কোন ধর্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ শিক্ষা দীক্ষার্থে যারে গুরুপদে বরি ?"

চতুর্দশপদী-কবিতাবলীর সঙ্গেই মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর আর তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি নাই। য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার সময়ে, সেই সকল ভাষার সাহায্যে, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিমতী করিবার জন্য, তাঁহার যে বাসনা জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়াছিল। নিজের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি বঙ্গভাষার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিষাদময়ী কবিতাটি নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া, আমরা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমালোচনা শেষ করিব। বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"বিসর্জিব আজি মাগো, বিস্মৃতির জলে
হৃদয়-মণ্ডপ, হায় ! অন্ধকার করি
ও প্রতিমা। নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে, অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুকাইল দুরদৃষ্ট, সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম ! ডুবিল সে তরি
কাব্যনদে খেলাইনু যাহে পদতলে
অল্পদিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে
যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।”

মধুস্থদনের য়ুরোপ-প্রবাসকাল এইরূপে সমাপ্ত হইল। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রবাসকাল সমাপ্তি।

মধুস্থদনের য়ুরোপ-প্রবাসকালীন, অনেকগুলি পত্র আমরা উদ্‌ধৃত করিয়াছি; আর একখানি পত্র উদ্‌ধৃত করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। মধুস্থদনের য়ুরোপ-প্রবাসকালে বাবু মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করেন। মধুস্থদনের পিতার সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ছিল। মধুস্থদন, মনোমোহন বাবুর জননীকে সান্ত্বনাদানের জন্য, এই পত্র লিখিয়াছিলেন। পাঠক ইহাতে একদিকে মধুস্থদনের স্বভাব-কোমল, স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের, এবং অপরদিকে তাঁহার অলঙ্কার-বিন্যাস ও শব্দাড়ম্বর প্রিয়তার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া, আমরা ইহা অবিকল উদ্‌ধৃত করিতেছি। মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা-রচনার পরেও মধুস্থদনকে এরূপ ভাষায় পত্র লিখিতে দেখিয়া আমাদিগের মনে হয় যে, তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে তাঁহার বাঙ্গলাভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অপ্রকৃত নয়।* বাস্তবিকই ভাব ও কল্পনা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আনিত, তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে হইত না।

শ্রীচরণ কমলেষু।

জেঠা মহাশয়ের স্বর্গ-প্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবা মাত্রই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া, তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, স্থতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-চরণ-দর্শন সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্নমান। এ দাসেরও আশা-

* I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves;—words that I never thought that I knew. Here is a mystery.

লতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য হইয়া, দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব, এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্বাণস্নেহাগ্নি পুনর্বার পদ-সেবা করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এ দেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোনমতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী

দাস মধুসূদন দত্তস্য।

শেষ জীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়, হেক্টরবধ ও মায়াকানন।

[১৮৬৭—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ]

পাঁচ বৎসর কাল প্রবাসের পর, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মধুসূদন য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মান্দ্রাজ প্রবাসকালের ন্যায় এবারও তিনি দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার অবস্থা কতই বিভিন্ন! মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে, পিতামাতার মৃত্যুতে, এবং আত্মীয় বন্ধুগণের ব্যবহারে, তিনি আপনাকে প্রকৃতই অনাথ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যয় থাকিলেও, তখন তাঁহার আশা প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। বঙ্গীয় সমাজের নিকট তখন তিনি একরূপ মৃত ছিলেন বলিলেও হয়; দুই একজন সহৃদয় সুহৃদ ভিন্ন কেহ তখন তাঁহার সংবাদ রাখিতেন না। কিন্তু বিধাতার অনুকূলতায় এখন তাঁহার জীবনের এক নূতন দিন আরব্ধ হইয়াছিল। এখন তিনি মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি, ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং ভারতের সর্বপ্রধান বিচারালয়ের ব্যারিষ্টার। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং পদমর্যাদা, এখন, তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশের গৌরবস্থল করিয়াছিল; তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে তাঁহার কাব্যসমূহের যশঃ-সৌরভ সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কত হৃদয় তাঁহার অগোচরে, তাঁহাকে আশীর্বাদ করিত, তাঁহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিত, এবং উৎসুকভাবে তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিত। স্বদেশের এবং স্বজাতীয়গণের গৌরবস্থল ও কল্যাণভাজন হইয়া তিনি এইরূপে জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে মহাত্মা, তাঁহার প্রবাসকালে সাহায্য করিয়া, তাঁহাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার দয়ার বিরাম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মধুসূদনের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য, পূর্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্যে, নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।

য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার

প্রয়োজন নাই। তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্য নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায় বিন্দুমাত্রও লাভবান্ হয় নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকে উন্নত করা দূরে থাকুক, তিনি নিজের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমকালীন দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধিতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইতে হইলে বিদ্যা, বুদ্ধির সঙ্গে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি কবি—কবির ন্যায় কল্পনা-নেত্রে জগৎ দর্শন করিতেন। ভাবের তরঙ্গে তাঁহার নিকট যুক্তি ও প্রমাণ নিমগ্ন হইয়া যাইত। ব্যবহার শাস্ত্রের কূটতর্ক তাঁহার স্বভাব-সরল কবি-প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। হিন্দু-পেট্রিয়ট-পত্রিকা তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে, **nursed on the lap of poetry he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law.*** অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতি বাস্তবিকই এরূপ ছিল যে, তাহা ব্যবহারজীবের উপযুক্ত নহে। বিচারকদিগের সন্তুষ্টি-সাধন করিয়া কার্যোদ্ধার করিবার কৌশল তিনি একেবারেই অবগত ছিলেন না। হাইকোর্টের তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিচারক, গর্বিতস্বভাব সার লুই জ্যাক্‌সনের সহিত তাঁহার প্রায়ই বাদানুবাদ হইত। বিকৃত কণ্ঠস্বরও তাঁহার অকৃতকার্যতার একটি প্রধান কারণ ছিল; বিচারকগণ তাঁহার বক্তৃতায় প্রীতিলাভ করিতেন না। এই সকল কারণে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তিনি একেবারেই অকৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহা নয়; তবে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা হয় নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার অকৃতকার্যতার কথা বলিতেছি। প্রথম, প্রথম তাঁহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ আশার চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া তাঁহার নাম, পূর্ব হইতেই, সকলের পরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক, অন্যান্য দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের অপেক্ষা অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আয় মাসিক এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বড় উন্নতি হয় নাই; বরং তাঁহার প্রথমার্জিত প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, এবং শেষে, উপায়ান্তরের অভাবে, তিনি প্রিভিকাউন্‌সিলের অন্যতম অনুবাদকের কার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "চঞ্চলা ধনদার" প্রসাদলাভের জন্য

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়।

---

*Dated 30th July, 1873.

তিনি জননী বাগ্দেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সপত্নীর সেবা করিতে দেখিয়া বাগ্দেবী তাঁহার হৃদয়মন্দির হইতে অন্তর্ধান করিলেন; কিন্তু কমলাও তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। মধুসূদন, রত্নলাভের আশায়, রত্নাকরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু রত্ন প্রাপ্ত হইলেন না; তাঁহার মুখ কেবলই ক্ষারবারিতে পূর্ণ হইল।

সাহিত্য-সেবা।

য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য, বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থ উপার্জনের চেষ্টাতেই তাঁহার দিন গত হইত; বাগ্দেবীর সেবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তবে তাঁহার ন্যায় আজন্ম-কবির পক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একেবারে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; সেই জন্য, মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের সেবা না করিয়া, তিনি নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না। য়ুরোপ-প্রবাসকালের ন্যায়, এখনও, তিনি, দুই একটি নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া, গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সকল অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে তিনখানির কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথম নীতিমূলক কবিতামালা, দ্বিতীয় হেক্টরবধ, ও তৃতীয় মায়াকানন। নীতিমূলক কবিতাগুলি, "ঈশপ্‌স্ ফেবল্‌সের" (**Aesop's Fables**) আদর্শে, বাঙ্গালা

নীতিমূলক কবিতা।

কথামালার প্রণালীতে, লিখিত হইয়াছিল। নিজের অর্থাভাবক্লেশ দূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য, মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার মধ্যে অনেক গুলি অতি সুন্দর। বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের কয়েকটী সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছে।* তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণী পত্রিকাতে কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটী এখনও অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। শেষোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অশ্ব ও কুরঙ্গ

অশ্ব, নবদূর্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলি কুল;

---

* রসাল ও স্বর্ণলতিকা, মেঘ ও চাতক, সূর্য ও মৈনাক ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি।

২

কিছুদিনে উজ্জ্বল নয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাগানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে !
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥"

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণান্তরে করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতুহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ব বলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজ-বাজি কিম্বা স্বপ্ন ! নয়ন মুদিলা ;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে ;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, "ওরে বর্বর !
কে তুই, কত বা বল ?
সৎ পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন ভাতিল সরোষে যেন দুইটী তপন।

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পশু নয়
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত;
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়াছলে
কভু না পড়িত।

৮

কহিল তুরঙ্গ;—পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী;
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী সে অতি;
হও হে সহায় মোর, মারি দুই জনে চোর॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, "হা! একি বিড়ম্বনা।
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দুলে, সিংহেরে নাশে, দগ্ধে বন বিষশ্বাসে;
একমাত্র কেবল উপায়;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্বাণ অসি,
তা'হলে বিজয় লভা যায়।"

১০

হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।

মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্ত মতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায়।

১১

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন ?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার শালায়।
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি।

উদ্ধৃত কবিতাটী হইতে পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন যে, গম্ভীর বিষয়ের ন্যায় সহজ সরল বিষয়েও মধুসূদনের প্রতিভা কিরূপ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইত। নীতিমূলক কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হেক্টর বধও এই বৎসর প্রকাশিত হয়। যাঁহার সহিত বাল্যাবধি মধুসূদন "প্রণয়-সূত্রে চিরগ্রথিত" ছিলেন, তাঁহার সেই শৈশব-সুহৃদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে। হেক্টরবধ মধুসূদনের গ্রীকভাষার ও হোমরের প্রতি অনুরাগের ফল। ট্রয়-রাজকুমার, মহাবীর হেক্টরের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। মধুসূদন ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইলিয়দের দ্বাদশ সর্গ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয় লইয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গদ্য রচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগিনী ছিল না। যে অতিরিক্ত অলঙ্কার-বিন্যাস-প্রিয়তা তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থগুলিকেও, স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য ও কৃত্রিমতা-পূর্ণ করিয়াছে, গদ্যে তাহার আধিক্য হইলে তাহা কখনই পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে না। হেক্টরবধের ভাষা ব্যাকরণদুষ্ট, গ্রাম্যতা-পূর্ণ এবং আদ্যোপান্ত পাশ্চাত্য-ভাবানুপ্রাণিত বলিয়া, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য। "পাণ্ডুগণ্ডশঙ্কা," "পিত্তল-পদ", "কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত-অশ্ব," "ভূ-কম্পকারী জলদলপতি" এবং "পাতালকৃতবসতি দেবগণ" ইত্যাদি পদগুলি, পাশ্চাত্যভাষাভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কোনরূপে অর্থবোধক হইলেও, সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। "রণিলে," "নিবেদিলে" "প্রদানিবেন" ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি, পদ্যে বিশেষ আপত্তিজনক না হইলেও, গদ্যে কখনই প্রয়োগ-যোগ্য নয়। তবে হেক্টরবধের ভাষার এই একটি গুণ আছে যে, হোমরের ভাষার আদর্শে গঠিত বলিয়া, ইহা তেজোময় ও উৎসাহোদ্দীপক। দোষগুণ

হেক্টর বধ।

সমস্ত লইয়া হেক্টরবধ সম্বন্ধে এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, মধুসূদন এই গ্রন্থ প্রকাশিত না করিলেই ভাল করিতেন। নীতিমূলক কবিতামালার ন্যায় এখানিও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইলে তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ দূরীভূত হইবে, এই প্রত্যাশাতেই তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হেক্টরবধের সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন প্রায় শেষ হইয়াছিল; সুতরাং এইবার আমরা তাঁহার অন্তিমজীবনের বিষাদময় ইতিহাস বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন; ইহার মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যারিষ্টারী দ্বারা তিনি যেরূপ আয়ের আশা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই; অথচ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যয়ের সঙ্কোচ ছিল না। ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রত্যাশায় এবং পদমর্যাদা ও সম্ভ্রমরক্ষার জন্য তিনি, ঋণ করিয়া, অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। মান্দ্রাজে ও য়ুরোপ প্রবাসকালে অর্থাভাবে নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। অনেক সময় তিনি, নিতান্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের ন্যায়, অকারণে, অথবা সামান্য কারণে, প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। যে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি য়ুরোপ-প্রবাসকালের ব্যয় নির্বাহার্থ, ঋণ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বিক্রয় করিয়াও তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। সুতরাং ঋণভার স্কন্ধে লইয়াই তাঁহাকে প্রথম হইতে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এদিকে ব্যয়ের অনুরূপ আয় ছিল না। সুতরাং মধুসূদনের ঋণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অশান্তিও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেবলই যে উচ্ছৃঙ্খলতায় অথবা বিলাসিতায় অর্থব্যয় হইত, তাহা নয়; অনেক সদনুষ্ঠানেও তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না; স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বলিতেন যে, কাহাকেও সাহায্য করিবার সময়, মধুসূদন কখনও গণনা করিয়া টাকা দিতেন না। একমুষ্টিতে বা দ্বিমুষ্টিতে যাহা উঠিত, তাহা দিয়া প্রার্থীকে বিদায় করিতেন। এরূপ ব্যক্তির পরিমিত অর্থে সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নয়। যতক্ষণ কিছু সম্বল থাকিত, সৎকার্যেই হউক, আর অসৎ কার্যেই হউক, ধূলিমুষ্টির ন্যায় মধুসূদন ব্যয় করিতেন; তাহার পর, অর্থাভাব হইলেই, ঋণের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন। নিজের সংসারনির্বাহের জন্য, হয়ত, তিনি কিছু ঋণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সময় কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় অথবা কোন

অন্তিম জীবনের কথা।

দারিদ্র্যপীড়িত পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইলে, নিজের দুরবস্থা সত্ত্বেও, মধুসূদন তাঁহাকে একবারে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ হইলে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ও উকীল মাত্রই পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন, অপর সকলের ন্যায় কেবলই, মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। সমব্যবসায়ী ও বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সুবৃহৎ ভোজ দিয়াছিলেন। তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ কারণেও মধ্যে মধ্যে ব্যয় হইত। উদারতা ও দানশীলতা, কখনও কখনও মাত্রাধিক হইয়া দাঁড়াইত। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার মধুসূদনের এক বাল্যসুহৃদ্* তাঁহার কোন পরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া, মধুসূদনের নিকট একটী মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদন পরামর্শ দান করিলে, ভদ্রলোকটী তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না। ভদ্রলোকটী বিদায় লইলে মধুসূদন তাঁহার বাল্যসুহৃদকে বলিলেন, "ভাই! তুমি যখন উঁহাকে আত্মীয় বোধে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই উঁহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারি না। কিন্তু আমার গৃহে আজ একটি কপর্দকও নাই; যদি তোমার নিজের টাকা সঙ্গে থাকে, তবে, পাঁচটী টাকা ঋণ দিয়া, আমার স্ত্রীকে বলিয়া আইস, যেন উপযুক্ত সময়ে আমার আহার্য প্রস্তুত হয়।" একদিকে তাঁহার এইরূপ উদারতা দেখিয়া যেমন আমাদিগের আনন্দ হয়, অপরদিকে গৃহীত ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় তাঁহার ঔদাসীন্যের বিষয় স্মরণ করিলে আমাদিগের ক্লেশ বোধ হয়। অর্থাভাব হইলেই তিনি ঋণ করিতেন, কিন্তু কোথা হইতে যে সে ঋণ পরিশোধ হইবে, সে সম্বন্ধে একবারও চিন্তা করিতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে; তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসকালে গৃহীত ঋণের কিয়দংশ অপরিশোধিত ছিল; তাহার উপর আরও নূতন নূতন ঋণ হইয়াছিল। শেষাবস্থায় তিনি ঋণভারে একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সামান্য দোকানদার ও দাস, দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয় বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত, নানাশ্রেণীর বহু ব্যক্তির নিকট ঋণ রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কাহাকেও বঞ্চনা করিব, মধুসূদন, কখন, স্বপ্নেও সে কথা মনে করিতেন না। কিন্তু প্রবঞ্চক না হইলেও, বিষয়বুদ্ধির ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাবে তাঁহার ব্যবহার,

অর্থাভাব ও উদারতা।

*পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা, স্বর্গীয় রঙ্গলাল বাবুর কনিষ্ঠ বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সময়ে সময়ে, প্রবঞ্চকেরই ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগও, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাল্যাবধি যে সকল কু-অভ্যাসে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে তাহা সংশোধিত হয় নাই, বরং ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার বিষময় ফল তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন। মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগ দূর করিবার জন্য তিনি, হয়, কবিতার না হয় মদিরার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এরূপ অবস্থায় রচিত কবিতা আর যে সেই পূর্ব প্রতিভার অনুরূপ হইবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহাতে কবিত্ব বা সৌন্দর্য না থাকুক, তাহার দুই একটি স্থল কবির তাৎকালিক মানসিক অবস্থার সুব্যক্ত সাক্ষ্যদান করে। ভগবতী বাগ্দেবীর ন্যায় কমলারও অনুগ্রহভাজন হইবেন, দুর্ভাগ্য কবির এই বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতার প্রতিকূলতায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া তিনি, নিরাশ-হৃদয়ে, কমলাকে সম্বোধনপূর্ব্বক, লিখিয়াছিলেন;

> "ভেবেছিনু, মোর ভাগ্যে, হে রমা সুন্দরি!
> নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে
> হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে।
> ভেবেছিনু, হায়! দেখি ভ্রান্তি ভাব ধরি
> ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী;
> অদয়ে! অতল দুঃখসাগরের জলে
> ডুবিনু, কি যশ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?"

সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল অবস্থাতেই যে তিনি বাগ্দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিতেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অংশেই প্রদর্শন করিয়াছি। এ সময়েও তাঁহার কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ত এইরূপ;—কিন্তু তাঁহার কোন আত্মীয় বলেন যে, "একদিন, এই সময়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলে, তাঁহার কোন উত্তমর্ণ ও তাহার অনুচরগণ কোলাহল করিতেছিল ও তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিতেছিল, আর উপরিতলে বসিয়া মধুসূদন, অব্যাহত চিত্তে, দান্তের কবিতার অনুকরণ করিতেছিলেন; আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।" কিন্তু মধুসূদন এখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে, আত্মবিস্মৃতির জন্য, কবিতার অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজক কোন সামগ্রীর আবশ্যক হইয়াছিল। কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের যে যন্ত্রণা দূরীভূত হইত না, মদিরায় তিনি তাহা প্রশমিত করিবার

চেষ্টা পাইতেন। ঋণজনিত অপমান যখন অসহ্য হইত, তখন তিনি অবিশ্রান্ত মদিরা পান করিতেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে এরূপে আত্মঘাতী হইতে দেখিলে যে কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। মধুসূদন নিজেও জানিতেন যে, তিনি আত্মহত্যা করিতেছেন; কিন্তু আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই ভাবিয়াই তিনি, সুরাচ্ছলে, বিষপান করিতেন। য়ুরোপ-প্রবাসকাল হইতে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মনোমোহনবাবু মধুসূদনকে এ অবস্থায়, যথাসাধ্য সাহায্যে ও সান্ত্বনাদানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, "একদিন, এই সময়, মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, বেলা দ্বি-প্রহরের সময়, তিনি, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া, অতি উগ্র, জলস্পর্শশূন্য সুরাপান করিতেছেন। আমি নিকটে যাইয়া বলিলাম, 'এ কি, আপনি এ কি করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি আপনি জানেন না?' মধুসূদন বলিলেন, 'মনোমোহন, তোমার কি তবে ইচ্ছা যে, আমি নিজের কণ্ঠে নিজে অস্ত্রাঘাত করি?' মনোমোহন বাবু বলিলেন, 'সে কি, আমি তাহা বলিব কেন?' মধুসূদন বলিলেন, 'এই দ্বি-প্রহরের সময়ে, এরূপ ভাবে, সুরাপানের পরিণাম যে কি, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু আমার আর উপায় নাই। কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহা, এইরূপ সুরাপানের পরিণামও তাহাই ঘটিবে। তবে অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ইহাতে আপাততঃ, ক্লেশ অল্প বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্তে সুরা ব্যবহার করিতেছি।'*

মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা।

হতভাগ্য কবির শেষজীবন কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল, এই একটী মাত্র ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এরূপ অত্যাচারের ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণাম যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, ক্রমে সেইরূপই হইল। অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন নানাবিধ রোগে আক্রান্ত লইলেন। রোগ এক প্রকারের নয়। উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াব্যতিক্রম প্রভৃতি, নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিধাতা তাঁহাকে যে অনবদ্য স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন, নিজের অত্যাচারের ফলে, তিনি তাহা হইতে

শারীরিক অবস্থা।

* মনোমোহন বাবু বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের শেষকথাগুলি অবিকল এই:—**This is a process equally sure but less painful.**

এইরূপে বঞ্চিত হইলেন। যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না। একে অর্থাভাব, তাহার উপর পীড়ার যন্ত্রণা। মধুসূদন, ধীরতার সহিত, যদিও এসকল সহ্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার ঋণদাতাগণ যে, প্রতি পদে, তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ভীতি প্রদর্শন করিত, তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা ক্লেশকর বোধ হইত। ঋণদায়ে কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। কবিজীবন দুঃখময় ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এমন মর্মান্তিক দুঃখ বুঝি পৃথিবীর অতি অল্প কবির জীবনেই ঘটিয়াছে। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আর কোন উন্নতির আশা নাই দেখিয়া, মধুসূদন, এই সময়, মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন উপদেষ্টার (Legal adviser) পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্যটী স্থায়ী হইলে আর কিছু না হউক, তাঁহার অন্নাভাব ক্লেশ দূরীভূত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজার চপলতায় বিরক্ত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে, তিনি এই কার্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, কোন অবস্থাতেই কবিতানুশীলনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মানভূমে অবস্থান কালে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মধুসূদনের কবিতায় আর সেই পূর্বের তেজ ছিল না। সে সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল; এখন কেবল তাহার দীপ্তিহীন প্রতিবিম্ব-মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তথাপি, মধুসূদনের শেষজীবনের রচনা বলিয়া, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটা পঞ্চকোট-শৈলদর্শনে, দ্বিতীয়টী পঞ্চকোট-রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া, এবং তৃতীয়টি, রাজার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া, কার্যপরিত্যাগের সময়, লিখিত। শেষ কবিতাটীর কয়েকটী পংক্তি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে:—

পঞ্চকোটের রাজার অধীনে কার্য।

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছে যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছে যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।

কোথায় সে রাজলক্ষ্মী যাঁর স্বর্ণজ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে ! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার ; কে পারে
বুঝিতে কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে ?
মণিহারা ফণি তুমি রয়েছ আঁধারে ॥

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে ;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরি—
পদ্মাসন উজলিত শত রত্ন করে,
দুই মেঘরাশিমাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস সদনে।
কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে)
বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট ;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।

পঞ্চকোটগিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু, গিরিবর ! নিশার স্বপনে, অদ্ভুত দর্শন
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটী শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে।
কমল-আসন এক দীপ্ত রত্ন করে দ্বিতীয় তপন।
যেই রাজকুল খ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন।

হে সখে! পাষাণ তুমি তবু তব মনে
ভাব-রূপ উৎস, জানি, ওঠে সর্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে, তাঁর দয়া বলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জল পূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ,
অতি কুতূহলে আবার রক্ষিবে দ্বার।

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে, মধুসূদন মানভূম পরিত্যাগ পূর্বক, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব হইতেই নানাবিধ পীড়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল; সুতরাং নিয়মমত নিজের ব্যবসায় চালাইতে তিনি সক্ষম ছিলেন না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনের পর, তাঁহার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।* মধুসূদনের পত্নীরও শরীর পূর্ব হইতে ভগ্ন হইয়াছিল; এই সময় তিনিও অতি কঠিন পীড়িতা হইলেন। পতিপত্নী উভয়ের এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসার ও পথ্যের অভাব, দুইটি অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার

* মধুসূদন ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে কোন নগরে যাইলে প্রায়ই অভিনন্দন প্রাপ্ত হইতেন। ঢাকার জনসাধারণ পোগোজ স্কুলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। মধুসূদন তখন রোগে জীর্ণ এবং ঋণভারে অবসন্ন; নিজের দুর্দশার উল্লেখ করিয়া, একটি কবিতায়, তিনি ঢাকা নগরীর (প্রকারান্তরে ঢাকা নগরবাসীদিগের) নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অসহ্য ক্লেশ না হইলে অভিমানী মধুসূদন, সাধারণের নিকট, এরূপভাবে সাহায্যের জন্য ইঙ্গিত করিতেন না। উল্লিখিত কবিতাটি এই;—

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী॥
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুল পতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

এবং তাহার উপর ঋণদাতাগণের নিপীড়ন, সুতরাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইল। এতদিন বন্ধুবান্ধবগণের প্রদত্ত সাহায্যে এবং ঋণের দ্বারা সংসার নির্বাহ হইতেছিল, ক্রমশঃ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিল। পুনঃপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে কয় জন ঋণ দান করিতে পারেন? গৃহসজ্জা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মধুসূদন দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন; ক্রমশঃ তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন সত্য সত্যই, অন্নাভাব উপস্থিত হইল। শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মধুসূদনকে ও তাঁহার পত্নীকে, কোন কোন দিন, অনশনে বা অর্ধাশনে থাকিতে হইত। সুস্থ থাকিলে, যে কোনরূপে হউক, তিনি কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু শয্যাশায়ী হইয়া তিনি আর কি করিবেন? সে অবস্থায় যাহা সম্ভবপর, তিনি তাহার ত্রুটি করেন নাই। স্মৃতিশেষ বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষ ও অনুষ্ঠাতৃগণ, এই সময়, তাঁহাকে তাঁহাদিগের রঙ্গশালার জন্য, একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের প্রত্যাশায়, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও, তাঁহার শেষগ্রন্থ 'মায়াকানন' রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ধীরতার সহিত গ্রন্থ-রচনা করা সম্ভবপর ছিল না; নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবনের ন্যায় মায়াকাননও মর্মভেদী আর্তনাদের ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি মায়াকানন স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহার অসম্বদ্ধ কতকগুলি অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন মাত্র। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ, সেই সকল খণ্ডিত অংশ স্বেচ্ছানুরূপ সংযোজিত করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১]

সাংসারিক অবস্থা

মধুসূদন স্বয়ং যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহার দোষগুণ আলোচনা করিয়া কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। আমরা কেবল সংক্ষেপে তাহার অবলম্বনীয় বিষয় বিবৃত করিব। সিন্ধুদেশে মায়াকানন নামে এক নিবিড় অরণ্যানী বর্তমান ছিল, এবং তাহার অভ্যন্তরে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবীর এক পাষাণময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মায়াকানন সম্বন্ধে সিন্ধুদেশে এইরূপ এক জনশ্রুতি প্রচারিত ছিল যে, "যে লগ্নে দিনমণি

১। এ কথা ঠিক নয়। মধুসূদন আসলে 'মায়াকানন' সম্পূর্ণই করেছিলেন। প্রকাশিত 'মায়াকানন' গ্রন্থটি অবশ্য সম্পূর্ণত তাঁর রচনা নয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় পরিশিষ্টে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। —সম্পাদক

কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র, অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করেন, তবে তিনি কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ পতিকে, আর পুরুষ হইলে আপনার পত্নীকে দেখিতে পান।” এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অনেক বিবাহপ্রার্থী পুরুষ ও রমণী মায়াকাননে উপস্থিত হইতেন। এক দিন সিন্ধুদেশের রাজকুমার অজয় এবং গান্ধার দেশের রাজকুমারী ইন্দুমতী, উভয়েই আপন আপন ভবিষ্যৎ পত্নী ও পতি সন্দর্শনের প্রত্যাশায়, পরস্পরের অজ্ঞাতভাবে, মায়াকাননে প্রবেশ করিয়া, উভয়কে সন্দর্শন করেন। কিন্তু অজয় ও ইন্দুমতীর সম্মিলন বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না। পরস্পরের প্রথম সন্দর্শনের দুই বৎসর পরে, উভয়েই, নিরাশ হৃদয়ে, আত্মহত্যার দ্বারা দেবীর সম্মুখে যন্ত্রণার অবসান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই সংক্ষেপে মায়াকাননের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন. তাহাতে আত্মহত্যা দ্বারা যন্ত্রণার অবসান করিবার ইচ্ছাই তাঁহার হৃদয়ে দিবারাত্রি জাগরূক থাকিত। সেই জন্য তাঁহার রচিত গ্রন্থেও তাদৃশ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে অবস্থায়, এই সময়, মধুসূদনকে দিনপাত করিতে হইত, এবং যে অবস্থায় তিনি মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। রোগের যন্ত্রণায়, কখনও কখন, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন; রক্ত-বমনে শরীর মধ্যে মধ্যে অবসন্ন হইয়া আসিত; অথচ তাহারই মধ্যে অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া, লেখনী হস্তে যখন যে ভাবটী হৃদয়ে উদিত হইত, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। নিজের যখন লেখনী ধারণের সামর্থ্য না থাকিত, তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাঁহার দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় লিখাইয়া লইতেন। এরূপ ভাবে রচিত গ্রন্থ কতদূর নির্দোষ বা চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন; সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মায়াকাননের দোষগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করাই সঙ্গত।

মায়াকানন

নাটক-রচনার সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন আরব্ধ হইয়াছিল, নাটক-রচনার সঙ্গেই তাহা এইরূপে সমাপ্ত হইল। মায়াকানন মধুসূদনের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত নয়; কিন্তু যিনি কবির জীবনের এই সময়কার ঘটনাবলী অবগত আছেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার সময় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার অনেক স্থল কবির হৃদয়ের শোণিত দ্বারা লিখিত। হায়! প্রতিভার সঙ্গে চরিত্র, নীতিজ্ঞান ও সাংসারিক বুদ্ধি মিলিত থাকিলে,

বোধ হয়, পৃথিবীর অনেক কবিরই জীবন তাঁহাদিগের কাব্যের ন্যায় শোকান্ত হইত না।

মায়াকাননের ন্যায়, "বিষ না ধনুর্গুণ" নামক আরও একখানি নাটক, মধুসূদন, এই সময়, বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য, লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসময়ে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ সাহায্য দ্বারা তাঁহার ক্লেশ স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; বঙ্গদেশে সে সময় মধুসূদনের গুণ-পক্ষপাতী ব্যক্তির অভাব ছিল না; সুতরাং মধুসূদনের দুরবস্থা সাধারণের গোচর করিলে বঙ্গসমাজ যে তাঁহার দুঃখে উদাসীন হইয়া থাকিতেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নিজের দুরবস্থা নিজে সাধারণের গোচর করা মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; তিনি বরং সপরিবারে অনাহারে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় ও সুহৃদ্ ভিন্ন কাহারও নিকট কখনও নিজের দুরবস্থা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ঋণ বা সাহায্য দান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। নিজের দুর্দশার সূত্রপাত হইবার পরে মধুসূদনকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিতে হইয়াছিল; জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই সে সময় তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে একবার তাঁহার গ্রন্থাবলী উপহার প্রেরণ করিলে তিনিও মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। রোগশয্যায় মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ, স্বদেশ-বৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্যে প্রশংসার প্রার্থী নহেন; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্যদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা, মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় বাবু মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনকে তাঁহার বিপদে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঁহাদিগের দুইজনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মধুসূদনকে আরও দুর্দশায় জীবন শেষ করিতে হইত, এবং তাহা হইলে তাঁহার শিশু

পীড়িতাবস্থায় শেষ সাহায্য।

দুইটীকে প্রকৃতই রাজপথের ভিক্ষুক হইতে হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শেষাবস্থায় রোগের যন্ত্রণার অপেক্ষা ঋণের যন্ত্রণাই মধুসূদনের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, কিছুদিন, কলিকাতা হইতে অন্যত্র বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময় উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার, স্বর্গীয় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার দুর্দশা অবগত হইয়া, সহৃদয়তার সহিত, তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় যাইয়া অবস্থিতির জন্য, আহ্বান করেন। মধুসূদন তদনুসারে দুই তিন মাস উত্তরপাড়ার গঙ্গাকূলবর্তী প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীগৃহে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আরও একবার তিনি সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে তাঁহার সংসার নির্বাহ হইত এবং জয়কৃষ্ণবাবু নিজে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন, এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মধুসূদনকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়াতে, মধুসূদনের যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বাবুর সহৃদয় ও পরদুঃখ-কাতর পৌত্র বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের নিকট সর্বদা অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায়, যতদূর সান্ত্বনা-দান করা সম্ভবপর, তাহার কিছুই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সদ্ব্যবহারে মধুসূদন পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।* উত্তরপাড়ায় মধুসূদন একরূপ মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, বলিলেও হয়; কিন্তু সেখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। যে দিন একটু সুস্থ থাকিতেন, সে দিন, তাঁহার প্রিয় কবি মিল্টন ও দান্তে প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন; এবং কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণন করিয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। মধুসূদনের শেষ জীবনের বিবরণ লেখক এবং পাঠক উভয়েরই পক্ষে ক্লেশকর। এক এক দিনের ঘটনা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বঙ্গদেশের দীনতম ভিক্ষুকও বুঝি তাঁহার অপেক্ষা শান্তিতে প্রাণত্যাগ করে। এক দিনের একটী ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে গৌরদাস বাবু সর্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটী মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া, মধুসূদন মুহুর্মুহু রক্ত বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা, নিম্নে গৃহতলে পতিত

উত্তরপাড়ায় বাস।

* মধুসূদনের উত্তরপাড়া-প্রবাসের বিবরণ পাঠক পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন।

হইয়া, রোগের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাসবাবু হেন্‌রিয়েটাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দেখিয়া তৎকালোচিত সাহায্য দানের জন্য, অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিজের যন্ত্রণার অপেক্ষা স্বামীর অবস্থাই তখন হেন্‌রিয়েটার পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি, অতি কাতর স্বরে, গৌরদাস বাবুকে বলিলেন; "আমার জন্য চিন্তা নাই; আমি মরিতে ভয় করি না; যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" গৃহের একদিকে এই দৃশ্য! অপর দিকে একটি পাত্রে কতকগুলি পর্য্যুষিত অন্ন, ব্যঞ্জন পড়িয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটী, কিয়ৎক্ষণ পূর্বে, সেই পর্য্যুষিত অন্নে উদরপূর্তি করিয়াছিল।*[১] তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য মক্ষিকা রোগীদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! এই কি মেঘনাদবধের কবির উপযুক্ত অবস্থা! যিনি কল্পনানয়নে লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ণনাগুণে, তাহা পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবতারিত করিয়াছিলেন, সংসারের কঠোর কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এই অবস্থাতেই জীবন শেষ করিতে হইয়াছিল। আত্মকৃত কার্যের পরিণাম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? মধুসূদন স্বহস্তে বিষতরুর বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পীড়াকালীন দুরবস্থা।

উত্তরপাড়ায় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া মধুসূদন, মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্বে, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন, তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিলেন; কোনও স্থান হইতে একটি কপর্দকও আয়ের প্রত্যাশা ছিল না; ইহার উপর তাঁহার পত্নী, কতক্ষণে পরলোক গমন করিবেন, এইরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন। কে তাঁহাদিগের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, কে বা তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবেন? সুতরাং মধুসূদনের বন্ধুগণ, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার দুহিতা শর্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া, তাঁহাকে আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। হায়! বঙ্গের নব্যকবি-শিরোমণির ভাগ্যে এই শোচনীয় পরিণাম ছিল! মধুসূদনের বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে গমন।

---

*[১] নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মধুসূদনের পুত্রদের পর্য্যুষিত অন্ন খাওয়ার কথা সত্য নয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় 'পরিশিষ্টে' বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মহোদয় এবং মনোমোহন বাবু তাঁহার রোগশয্যায় সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ, তজ্জন্য, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাঁহারা যদি, কোনরূপে মধুসূদনের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটি গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত। বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, পরে, কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে না। যাহা হউক, উপায়ান্তরের অভাবে, মধুসূদন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।* এতদিন তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার তাহা চরম সীমায় উপনীত হইল। নিজের সুখের জন্য, তিনি যে, জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া, স্বধর্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা, এতদিন পরে, তাঁহার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল। মনুষ্য যতই যন্ত্রণা ভোগ করুক, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিতে পাইলে তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। কিন্তু আত্মীয়, বন্ধুগণের মুখ দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার মৃত্যু-শয্যাশায়িনী, হতভাগিনী পত্নী কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, মধুসূদনের পক্ষে তাহাও দর্শন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের জীবন আদ্যোপান্ত দুঃখের কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এরূপ মানসিক যন্ত্রণা তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নাই। নিদারুণ রোগের মধ্যে যখন এক একবার তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন পীড়িতা পত্নীর ও শিশু দুইটির কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। কখনও কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায়, অধীরভাবে, ক্রন্দন করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার এবং পত্নীর পীড়া শেষাবস্থায় উপনীত হইল। পতিপত্নীর মধ্যে কে, অপরকে ফেলিয়া, অগ্রে পরলোক গমন করিবেন, ইহাই তখন তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠার বিষয় হইল। মধুসূদন এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি বুঝি তাঁহার অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই;—তাই বিধাতা

* মধুসূদন যেখানে গেলেন, তা কলকাতার শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। পরে এর নাম হয় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হসপিটাল (P. G. Hospital)। বর্তমানে এর নাম শেঠ সুখলাল কারনানী হসপিটাল। মধুসূদনের আগে এই হাসপাতালে কেবল ইউরোপীয়রাই ভর্তি হতে পেতেন। আসল কথা সে যুগে বাঙালী হিন্দুরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়াকেই আপত্তিকর মনে করতেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুও এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

তাঁহার শিক্ষার জন্য, শেষ দণ্ড বিধান করিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে, তাঁহার শেষজীবনের সুখদুঃখভাগিনী, হেন্‌রিয়েটা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকগমন করিলেন।

হেন্‌রিয়েটার মৃত্যু

মধুসূদন তখন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে, মুমূর্ষু অববস্থায়, অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার এক পূর্বতন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল কাতরস্বরে বলিলেন, "জগদীশ! আমাদিগের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই, হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" মধুসূদন যদিও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারও দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং অধিক দিন, সে অবস্থায়, তাঁহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না, তথাপি এই বিপৎপাতে তাঁহার হৃদয় একবারে নিষ্পেষিত হইয়া গেল। পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান তাঁহার ছিল না; বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। হতভাগিনী 'পত্নীর সমাধির উপর শেষ অশ্রুপাত করিয়া তিনি যে শান্তিলাভ করিবেন, বিধাতা সে সৌভাগ্য হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবু ও মধুসূদনের আর দুই একটি সুহৃদ্ হেন্‌রিয়েটাকে সমাধিস্থ করিয়া, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদনকে এই সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি মনোমোহন বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকলত ভদ্রোচিত সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটিত হয় নাই?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "না। আমাদিগের এ অবস্থায় যাহা সম্ভবযোগ্য, তাহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই।"

মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত কথোপকথন।

মধুসূদন তখন মনোমোহন বাবুকে বলিলেন, "মনোমোহন তুমি যত্নের সহিত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলে, ম্যাকবেথের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "কোন্ কয়টি পংক্তি"? মধুসূদন বলিলেন, "লেডি-ম্যাকবেথের মৃত্যু-সংবাদে ম্যাকবেথ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি পংক্তি। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কোনও কথা আর আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু দেখ দেখি, আমি সেই কয়টি পংক্তি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোন ভ্রম হয় কিনা।" মধুসূদন, এই বলিয়া, ম্যাকবেথ হইতে সুস্পষ্টরূপে এই কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন;—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow ; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."—

আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন, ঠিক হইয়াছে ত?" মনোমোহন বাবু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" মধুসূদন শুনিয়া একটু হাসিলেন। বোধ হয় সে হাসির অর্থ এই, আমি যে কিরূপ আরোগ্য লাভ করিব, আমার মনই তাহা বুঝিতেছে। পরে মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক এবং ধাত্রীদিগকে পুরস্কার দিতে পারি, আমার এমন সম্বল নাই। ইহারা অর্থপ্রয়াসী, ইহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিলে, ইহারা আমায় একটু যত্ন করিত। যদি প্রতিদিন একটী করিয়া টাকা ব্যয় করিতে পারিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শান্তি পাইতাম।" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "প্রতিদিন একটী করিয়া টাকা? সেজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, যে উপায়েই হউক, তাহা সংগৃহীত হইবে।" তখন মধুসূদন বলিলেন; "মনোমোহন! তোমায় আর অধিক কি বলিব? আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও"। মনোমোহনবাবু বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নাভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলির হইবে না।"* মধুসূদনের বিশুষ্ক মুখ, ক্ষণকালের জন্য, প্রফুল্ল হইল; সস্নেহে মনোমোহন বাবুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "মনোমোহন! জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।" মনোমোহনবাবু ইহার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মনোমোহনবাবুর সঙ্গে এই বিদায়ের পর মধুসূদন তিন দিবস জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের

* মনোমোহন বাবু সে সত্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি পুত্রবৎ স্নেহে মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়নকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে আলবার্ট, অহিফেন বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে Sub-Deputy Opium Agent-এর কার্য করিতেছেন।

কার্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অবিমৃশ্যকারিতার ফলেই যে তাঁহার দুর্দশা ঘটিয়াছিল, এ চিন্তা মর্মান্তিক শেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত। কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনার ত্রুটি স্বীকার করিতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ও অসদাচারের পরিণাম কি, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের অবস্থার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্বদিন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া, তিনি অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি; তিনি যে, পাপী, তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" সংসার কেবল কর্মক্ষেত্র নয়, মানবাত্মার শিক্ষাক্ষেত্র।

অন্তিম অপরাধ স্বীকার ও প্রার্থনা।

কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ সম্পদে, এবং কেহ বা বিপদে শিক্ষা লাভ করেন। রোগ, শোক এবং দরিদ্রতার কশাঘাত প্রাপ্ত না হইলে দুরন্ত মানব-সন্তানের চেতনা হয় না। যিনি যে দণ্ডের উপযুক্ত, বিশ্ববিধাতা তাঁহার প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহাকে উদ্বোধিত করেন। ভগবানের দুরন্ত সন্তান মধুসূদন এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই; তাই সেই ন্যায়বান প্রভু, স্বীয় দয়াগুণে, তাঁহার প্রতি অতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, জীবনের শেষ মুহূর্তে, তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিলেন। আত্মকৃত কার্যের অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিয়া, এবং যিনি ইহ-পরকালের প্রভু তাঁহার চরণে সম্পূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, মধুসূদন যে পৃথিবীর শিক্ষাকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে তাঁহার প্রথম জীবনের দুর্নীতির কথা আমাদিগের আর স্মরণ থাকে না। যে দিন তিনি পরলোক গমন করেন, সেইদিন প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মধুসূদনের শরীর তখন অবসন্ন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি তখন লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোনও আশা পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময় আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলা হইল না; প্রাণের বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অবসর বিধাতা তাঁহাকে দান করিলেন না। সেইদিন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার, বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময়, তাঁহার

প্রাণবায়ু নিস্‌সৃত হইল। বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসীগণ ব্যগ্র হইয়া থাকিত, পাছে কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচর্যার ত্রুটি হয়, এই চিন্তায় যাঁহার পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন তাঁহার মুখে জলগণ্ডুষ দিবার জন্য একজনও নিকটে ছিলেন না। রাজপথের ভিক্ষুক ও অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্তমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এইরূপে পরলোকগমন করিলেন। যে কার্য সম্পাদনের জন্য বিধাতা মধুসূদনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। জননীরূপিনী মাতৃভাষার সেবা করিয়া, এবং আত্মসংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে. তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার আত্মা, প্রলোভনময় পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্বক, উর্ধ্বলোকে প্রস্থান করিল। সংসারের পিচ্ছিলবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি সংযত স্বভাব পুরুষকেও স্খলিতপদ হইতে হয়; মধুসূদনও হইয়াছিলেন। তিনি জীবনে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। কর্মক্ষেত্র পৃথিবী হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ করিবে। সুখে অথবা দু:খে তাঁহার জীবন যেভাবে অতিবাহিত হউক, তাঁহার মানব-জন্ম ধারণ নিরর্থক হয় নাই; তিনি তাঁহার স্বদেশকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্ববিধাতা, তজ্জন্য, অবশ্যই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। পরলোকে তাঁহার জ্ঞানপিপাসু আত্মা যেমন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহলোকেও তেমনই, তাঁহার কার্যের পুরস্কার স্বরূপ, তাহার মাতৃভাষার সেবকগণ, কৃতজ্ঞচিত্তে, তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। যতদিন বাঙ্গালা-ভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ, সত্যই, তাঁহার কাব্যসমূহ হইতে

পরলোক গমন।

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

উপসংহার

মধুসূদনের জীবনের বিষাদময়ী আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের সহিত তাঁহার জীবনের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া, এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্যের সমালোচনা করিয়া, এইবার, আমরা, আমাদিগের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিব। গ্রন্থ গ্রন্থ-কর্তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব স্বরূপ. দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় তাহাতে গ্রন্থকারের মানস-মূর্তি প্রতিবিম্বিত থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারের ন্যায় মধুসূদনেরও গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিলে আমরা তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পারি। একেই কি বলে সভ্যতা ও চতুর্দশপদী-কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। যে চিত্তবৃত্তি পারিবারিক ও সাহিত্যিক প্রত্যেক কার্যেই তাঁহাকে প্রণোদিত করিত; তাহারই ভাব-সাদৃশ্যের কথা বলিতেছি। মধুসূদনের প্রতিভা এবং তাঁহার চরিত্র, উভয়ই, পরস্পরের অনুরূপ। সৎপথেই হউক, আর অসৎপথেই হউক, পারিবারিক জীবনই হউক, আর সাহিত্য-সম্বন্ধেই হউক, কোনরূপ নিষেধ-বিধির বশবর্তী হইয়া কার্য করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। ইহারই ফলে, একদিকে, সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, তিনি, অবলম্বিত ধর্মে, বৈবাহিক সম্বন্ধে, ও আশ্রমিক আচার, ব্যবহারে, স্বেচ্ছানুরূপ কার্য করিয়াছিলেন, এবং অপরদিকে, স্বদেশীয় সাহিত্যে, চিরপ্রচলিত প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া, তিনি নূতন, নূতন রীতি প্রবর্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য মেঘনাদবধ ও তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক কৃষ্ণকুমারী, উভয়ই, যেমন বিষাদান্ত, তাঁহার নিজের জীবনও তেমনি মর্মান্তিক শোকান্ত। নানাদেশীয় কাব্যসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তবৃত্তিও, তেমনি নানা জাতীয় মনুষ্যসমাজের চিত্তবৃত্তির আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। স্নেহপ্রবণতায় ও কোমলতায় তিনি বাঙ্গালী; আচারে ও ব্যবহারে তিনি ইংরাজ; বিলাসিতায় ও সুখপ্রিয়তায় তিনি ফরাসী; অধ্যয়নশীলতায় ও ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি জার্মান। তাঁহার কাব্যসমূহ যেমন বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, মিল্টন, কালিদাস, দান্তে, টাসো, ভবভূতি প্রভৃতি নানাদেশের কবিগণের প্রদত্ত

মধুসূদনের গ্রন্থের ও জীবনের সৌসাদৃশ্য।
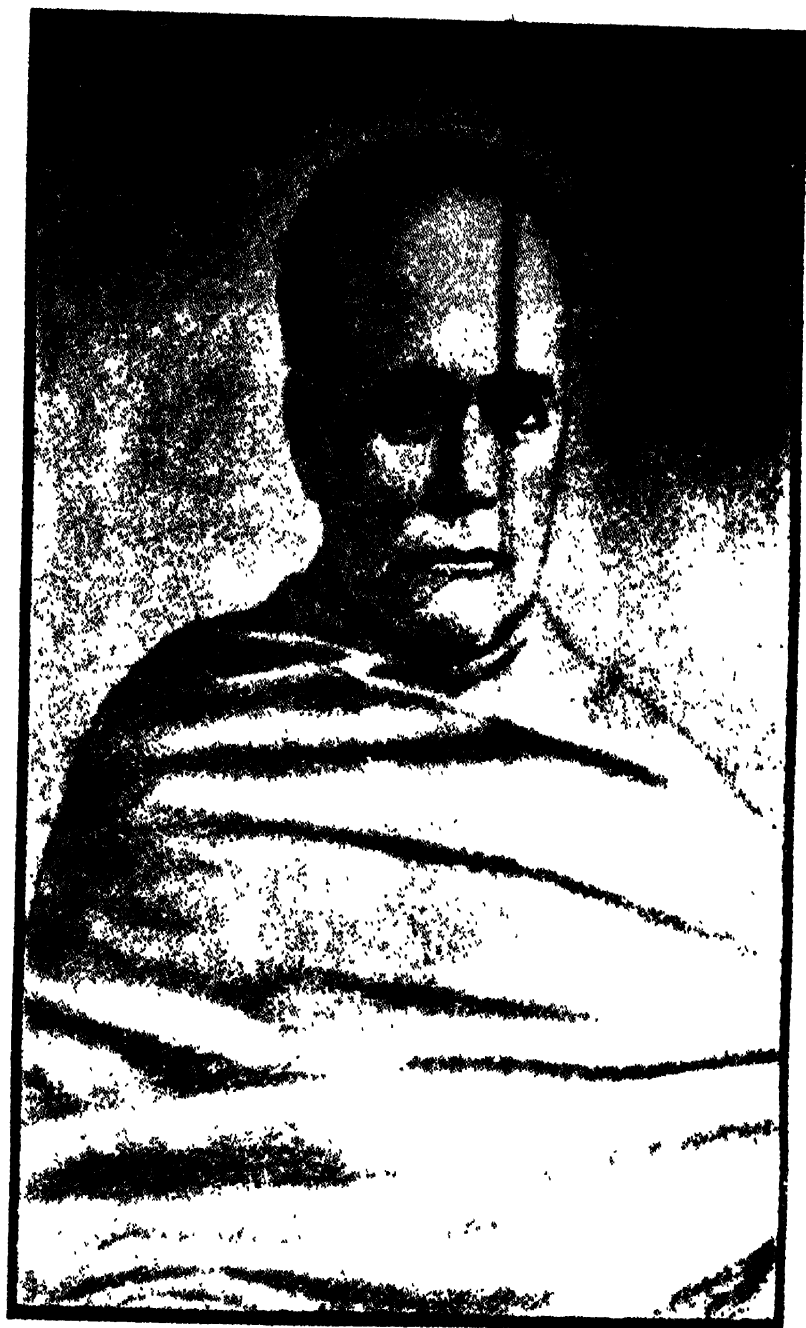
পণ্ডিতবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনই বহুজনের প্রকৃতির সম্মিলনে গঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যে ও রচনার গাম্ভীর্যে তিনি মিল্টন; প্রেম-পিপাসায় ও অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রণ; ঔদার্যে ও মহাপ্রাণতায় তিনি বরণ্‌স; অমিতব্যয়িতায় ও পরদিনের চিন্তায় ঔদাসীন্য সম্বন্ধে তিনি গোল্ডস্মিথ। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা, ভাব এবং ঘটনা সমস্তই যেমন বীরোচিত; তাঁহার নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিও তদনুরূপ। আদিরসসিক্ত, গীতিকবিতা-প্লাবিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া একদিকে. যেমন, তিনি বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ক্ষীণ-প্রাণ বাঙ্গালী হইয়াও, অপর দিকে, তেমনই, তিনি ফ্রান্সের নিদারুণ শীতে শীতল জলে স্নান করিতে, এবং সার লুই জ্যাক্‌সনের ন্যায় দুর্ধর্ষ ইংরাজের তীব্র কটাক্ষে প্রতিকটাক্ষপাত করিতে ভীত হইতেন না। বিশ্লেষণ করিলে, অনেক বিষয়ে, এইরূপ তাঁহার প্রতিভার ও প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। অনেক গ্রন্থকারের নিজের জীবনই তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক একটি চরিত্রের উপাদান। মিল্টন, নিজে তাঁহার স্যামসন (**Samson**); গেটে, নিজে তাঁহার (**Werter**) ওয়ার্টার; ডিকেন্স, নিজে তাঁহার কপারফিল্ড (**Copperfield**); এবং বায়রণ, নিজে তাঁহার হ্যারোল্ড (**Harold**)। মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রের সহিত যদি তাঁহার প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা তাঁহার মেঘনাদবধের রাবণের সহিত আছে। আমরা রামায়ণের সেই নর-শোণিত-পিপাসু রাবণের কথা বলিতেছি না; মধুসূদনের নিজের কল্পিত রাবণের কথাই বলিতেছি। মেঘনাদবধের রাবণ, মহামহিমান্বিত সম্রাট, স্নেহবান পিতা, নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী. সাগরপরিখা-বেষ্টিতা লঙ্কা তাঁহার পুরী; বাসববিজয়ী মেঘনাদ তাঁহার পুত্র; সাক্ষাৎ নগরলক্ষ্মী-রূপিণী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। রাবণের ন্যায় কাহার বাহুতে তেমন অপরিমিত বল? কাহার হৃদয়ে তেমন অটল সঙ্কল্প? ইষ্টদেবতাকে কে তেমন করিয়া ভক্তিডোরে বাঁধিতে পারিয়াছিল? মহামায়া কাহার পুরে পুরাধিষ্ঠাত্রী? শূলপাণি কাহার দ্বারে দ্বারপাল? কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতে দরিদ্র, অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অতি অল্পজনেরই, বুঝি. তাঁহার ন্যায় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। যে বিকশিত কুসুম তাঁহার হৃদয় উদ্যান সুশোভিত করিত, যে উজ্জ্বল তারাবলী তাঁহার জীবনাকাশ জ্যোতির্ময় করিত, বিধিবশে নয়, তাঁহার নিজ দোষে, সে কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত, এবং সে তারকমালা অসময়ে অস্তমিত হইয়াছিল। পুত্র,

পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, সুহৃদ তাঁহার অসংযত বাসনারূপ অনলে ভস্মীভূত হইয়াছিল; তিনি একা, কেবল, সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন। তাঁহার কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত, নাট্যশালাসদৃশী পুরী অন্ধকারময়ী প্রেতপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বিষাদময়ী, শবধূম-ধূম্রা কঙ্কাল-বহুলা পুরীতে রাবণ, একা, অতীতের মর্মাভিঘাতিনী স্মৃতি লইয়া বাস করিতেন। পতিহীনা বিধবার এবং পুত্রহীনা মাতার ক্রন্দন, সমুদ্রকল্লোলেরও অপেক্ষা গভীরতর স্বরে, প্রতিমুহূর্তে, তাঁহাকে তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার পরিণাম বুঝাইয়া দিত। তিনি সমর-কোলাহলে তাহা নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। এইরূপেই তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছিল। রাবণের এই শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে পাঠক মধুসূদনেরও পরিণাম চিন্তা করুন। সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর কেহ কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সাংসারিক সুখ-সম্পদের জন্য মনুষ্য বিধাতার নিকট, সাধারণতঃ, যে সকল সামগ্রী কামনা করে, যাজ্ঞা ব্যতিরেকেই তিনি তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্নেহময় জনক-জননী, মধ্যবিত্তরূপ ঐশ্বর্য, অনবদ্য স্বাস্থ্য, সরল উদার প্রাণ, অনন্যসাধারণ প্রতিভা—এই সকলের অধিকারী করিয়া জননী প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারের কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আত্মীয়, বন্ধুদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিতেন কে? পরকে আপনার করিবার জন্য তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিতে জানিতেন কয়জন? গুণবানের প্রতি সম্মান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অপকারীর অপকারে উপেক্ষা প্রভৃতি গুণে কয়জন তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন? তাঁহার সহাধ্যায়ী বাবু ভোলানাথ চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন; "ঈর্ষা বা বিদ্বেষ কাহাকে বলে মধুসূদন তাহা জানিতেন না; তাঁহার হৃদয় মধুময় ছিল।" **There was no gall, no acrimony in him, he was all** মধু। তাঁহার জীবনের প্রাতঃকাল কি মনোহর। কনক-কিরণ-রঞ্জিত উষার ন্যায় তাহা কি অপূর্ব শোভাই বিকাশ করিয়াছিল। পিতা-মাতার তিনি সর্বস্ব-ধন, লক্ষপতির সন্তানের ন্যায় সুখ, সচ্ছন্দে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত। তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নও ইহার উপযুক্ত; ভারতের সর্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি ব্যারিষ্টার; পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষাসমূহে তিনি সুপণ্ডিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ ও প্রতিভার উৎসাহদাতা; সমকালবর্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য; তাঁহার স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশবাসিগণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত! কিন্তু হায়! এই মনোহর প্রভাতের এবং এই সমুজ্জ্বল

মধ্যাহ্নের পর কি ঘোরান্ধকারময়ী রজনী মধুসূদনের জীবনে সমুপস্থিত হইয়াছিল! যে যন্ত্রণায় তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর কীট-পতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে, কিন্তু বঙ্গের নব্যকবি-শিরোমণির তাহা ছিল না। যে পরান্নভোজন ও পরাবসথে শয়ন আমাদিগের নীতিশাস্ত্রকারগণ মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মধুসূদনের ভাগ্যে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে পরগৃহে বাস এবং নিজান্নের অভাবে তাঁহাকে পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র-কন্যাগণ, কখনও উপবাসে, কখনও পর্যুষিত অন্নে দিনপাত করিত; তিনি যাঁহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন, বিনা পথ্যে, বিনা চিকিৎসায়, প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া এ সমস্তই তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর পরিশেষে, তিনি নিজে, রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায়, দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যাঁহার রচনা পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন, মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন আর কেহ যে তাঁহার মুখে জলগণ্ডুষ দিতে নিকটে ছিলেন না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রের সহিত যদি তাঁহার নিজের জীবনের তুলনা করা সঙ্গত হয়, তবে তাহা মেঘনাদবধের রাবণেরই সহিত হইতে পারে। উভয়ের সর্বনাশের কারণও এক। যে আত্মসংযমের অভাব, সমস্ত সত্ত্বেও, রাবণকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, সেই আত্মসংযমের অভাব মধুসূদনেরও সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই বুঝি, তিনি মেঘনাদবধ-কাব্যে রাবণের ও তাঁহার পরিজনবর্গের সম্বন্ধে সেরূপ পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই বুঝি, তিনি লিখিয়াছিলেন;—

I hate Ram and his rabble; the idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.

কোথায় রামচন্দ্রের ন্যায় সত্ত্বগুণপ্রধান মহাপুরুষ, আর কোথায় তমোগুণ-প্রধান রাক্ষসরাজ। দেব-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, মধুসূদন যে অসুরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, প্রকৃতিগত সাদৃশ্যই, বোধ হয়, তাহার কারণ।

মধুসূদনের প্রতিভাবলে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তিনি সাধারণের নিকট অমিত্রচ্ছন্দের

প্রবর্তক বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় অভিনয়োপযোগী প্রহসন, বিয়োগান্ত-নাটক এবং চতুর্দশপদী কবিতাও তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক-রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায়, প্রথমে কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের গৌরব অপহ্নবেচ্ছু ব্যক্তি কোন দেশেই বিরল নহে; সুতরাং মধুসূদনের নিন্দুকের অভাব ছিল না। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কার্যের ফলাফল অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিও, এক্ষণে, উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এখন বাঙ্গালা পদ্যে যে যুগ বর্তমান আছে, তাহা মধুসূদনেরই যুগ; রবীন্দ্রনাথ তাহার কেবল আংশিক পরিবর্তন করিয়াছেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর দোষগুণ, স্বতন্ত্রভাবে, আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সাধারণ কার্য সম্বন্ধে এক্ষণে দুই একটী কথা বলিব। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য, ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্করণ। মেঘনাদ বধ রচনা অপেক্ষা ইহা আমরা তাঁহার প্রতিভার অধিকতর পরিচায়ক ও গৌরবজনক কার্য বলিয়া বিবেচনা করি। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ় শক্তি নিহিত ছিল, গদ্যে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, পদ্যে তিনিও তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদিগের দুইজনের গ্রন্থাবলী অপেক্ষা মধুসূদনের গ্রন্থে তাহা বরং আরও সুন্দররূপ পরিস্ফুট ও পরীক্ষিত হইয়াছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিতর্ক করিয়া তিনি যে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা বঙ্গভাষা যে কেবলই অমিত্রচ্ছন্দের উপযোগিনী, একথা প্রতিপন্ন হয় নাই; বঙ্গভাষা যে, যে কোনরূপ রচনার উপযোগিনী, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। চতুর্দশপদী হউক, আর দ্বাদশপদী হউক, অমিত্রচ্ছন্দ হউক, আর মিত্রচ্ছন্দ হউক, গীতি-কবিতা হউক, আর বীররস-প্রধান কাব্যই হউক, বঙ্গভাষা কোন একটি রীতির অনুপযোগিনী, এ কথা আর এখন কাহারও বিশ্বাস নাই। প্রতিভাবান্ লেখকের হস্তে ইহা যে, যে কোনরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, মধুসূদনের প্রতিভা তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছে। "মাতৃভাষারূপ রত্নপূর্ণ খনির" দ্বার তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; যে কোন উদ্যোগী পুরুষ এক্ষণে তাহা হইতে রত্নাহরণে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের দ্বিতীয় কার্য, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলন। ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য, এক্ষণে, নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য আদর্শে

অথবা নিরবচ্ছিন্ন প্রাচ্য আদর্শে গঠিত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী সাহিত্য ভারত-সন্তানকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের অবসান হইলেও, তাহার প্রভাব অন্তর্হিত হইবে না। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় রীতির সম্মিলনেই ভাবী ভারত-সাহিত্য গঠিত হইবে। মধুসূদনের কাব্যে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারত-কবির মাধুর্য ও কোমলতার সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিগণের ওজস্বিতার সম্মিলন করিয়া তিনি বাঙ্গালা পদ্যকে সমুন্নত করিয়াছেন। ইতালীরাজ ভিক্তর ইমানুয়েল মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বরূপ-কথনই হইয়াছে। তাঁহার কবিতা, প্রকৃতই, গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়াছে। মধুসূদনের গ্রন্থে বিজাতীয় ভাবের প্রাবল্যের জন্য আমাদিগের ক্লেশ হয়; কিন্তু তিনি পথ-প্রদর্শক; নূতন পথে পথ-প্রদর্শককে প্রায়ই স্খলিত-পদ হইতে হয়। মধুসূদনের অনুবর্তিগণ, সাবধানতার সহিত, তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিলে, জাতীয়ভাব বিসর্জন না করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যকে আরও সমুন্নত করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদনের তৃতীয় কার্য সাধারণের রুচি-পরিবর্তন। এখন যে আর বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্য শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবে, সে সম্ভাবনা নাই। মেঘনাদবধ যে আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছে, তাহা এখন বহুদিন পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিবে। ইংরাজী সাহিত্যই যে এই রুচি-পরিবর্তনের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মধুসূদনের কার্যও উপেক্ষণীয় নহে। তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বীরাঙ্গনার তারা-পত্রিকা ভিন্ন আর কোন স্থলেই অসৎ আদর্শের বা অসৎ নীতির সমর্থন করেন নাই। যে লঘুচিত্ততা অধিকাংশ বাঙ্গালি লেখকের রচনায় পরিব্যক্ত, মধুসূদনের রচনায়, কুত্রাপি, তাহা লক্ষিত হইবে না।

মধুসূদনের দোষ উল্লেখ করিতে আমরা কোন স্থলেই কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু সেই সকল সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ কবি এ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পদাবলীর লালিত্যে এবং পরকীয় নায়ক, নায়িকার চিত্তবৃত্তি বর্ণনে বিদ্যাপতি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম তাঁহার অপেক্ষা নিপুণ; ভাষার পরিপাট্যে ভারতচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা দক্ষ। কিন্তু সমস্ত বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলে মধুসূদন তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়। বিভিন্ন রসের উদ্দীপনে আর কোন বাঙ্গালি কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তিনি অতি-

অল্প দিনমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অন্য কাহারও কার্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাব্যে, নাটকে, গীতি-কবিতায়, এবং প্রহসনে, সর্বত্র, তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী হউন, আর পরবর্তী হউন, একটি বিষয়ে, এ পর্যন্ত, কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষোচিত শক্তিতে তিনি বঙ্গসাহিত্যে অতুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী।* মধুসূদনের সঙ্গীতে অনেক স্থলে তালভঙ্গ হইয়াছে, রাগ-রাগিনীর ব্যভিচার হইয়াছে; তথাপি সে সঙ্গীত পুরুষকণ্ঠোচিত; সুগায়িকা নটীর তানলয় বিশুদ্ধ কাকলিধ্বনি নহে। জলদ-নির্ঘোষের ও সাগর-গর্জনের ন্যায় সে সঙ্গীত আমাদিগকে চমকিত ও বিস্মিত করে। কোমলের সহিত গম্ভীরের এবং মধুরের সহিত ভীষণের সম্মিলন করিবার শিক্ষাও মধুসূদন প্রথমে বাঙ্গালি কবিকে প্রদান করিয়াছেন। বৃত্রসংহার, রৈবতক এবং কুরুক্ষেত্র, এক বিষয়ে তাঁহার মেঘনাদবধেরই অনুক্রম মাত্র। মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে, অতি দুর্বল হৃদয়ও উৎসাহে উদ্দীপিত হয়। বঙ্গসমাজ তন্দ্রাবেশ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কঠোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক; জ্যোৎস্নালোকে শয়ন করিয়া বংশীধ্বনি শ্রবণের পরিবর্তে, প্রখর দিবালোকে, রণভেরীর নিনাদে অভ্যস্ত হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি; এবং সেইজন্য মধুসূদনের ন্যায় কবির আমরা অনুরাগী। পৌরুষ পুরুষোচিত ভাষার সহচর। মেঘনাদবধ বাঙ্গালিকে নিশ্চয়ই পৌরুষলাভে সাহায্য করিবে। মধুসূদন বঙ্গদেশে অনাদৃত হন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার ন্যায় কবির যে সম্মান প্রাপ্য, তাঁহার স্বদেশীয়গণ, এখনও, তাঁহাকে তাহা প্রদান করিবার উপযুক্ত হন নাই। যদি বঙ্গদেশ, কোন দিন, পুরুষোচিত শৌর্য লাভ করিতে পারে, তবেই এদেশে মধুসূদনের ন্যায় কবির প্রকৃত সমাদর হইবে।

মধুসূদনের প্রতিভার বিশেষত্ব।

যে সকল উপাদানে মধুসূদনের জীবন গঠিত হইয়াছিল এবং যে সকল দোষ, গুণ তাঁহার প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ, উপযুক্ত স্থলে, তাহা আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার আকৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, এবং সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে এক্ষণে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। মধুসূদন দেখিতে নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি অপেক্ষাকৃত স্থূলাঙ্গ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁহার

---

*কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন:

মেঘনাদ বীরনাদ করিলে শ্রবণ,
বাঙ্গালা মহিলা ভয় না করে কখন।

শরীর বিশেষ সুগঠিত ও সবল ছিল। বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। মুখে এমন একটী কমনীয় ভাব ছিল যে দেখিবামাত্র, লোকের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিশ্রান্ত প্রতিভাব্যঞ্জক নেত্রদ্বয়, সতেজ সবল দেহ দেখিলেই তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ পুরুষ তাহা সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইত। তাঁহার আকার, ইঙ্গিত, প্রত্যেক কার্য, পুরুষোচিত ভাব প্রকাশ করিত; এবং যে ভাবপ্রবণতা কবি-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কার্যে লক্ষিত হইত। বাল্যকাল হইতে পূর্ণবয়স পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। নিজের অমিতাচারের ফলেই, শেষে, তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু মিতাচারী হইলে, সম্ভবতঃ, তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেন। মধুসূদনের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরূপ ভ্রম আছে। আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি জাতীয় ভাব বিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে স্বদেশের প্রতি অনুরাগশূন্য বলিয়া সন্দেহ করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আচার, ব্যবহারে বৈদেশিক রীতির অনুকরণ করিলেও তাঁহার হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। তাঁহার লিখিত পত্রের অনেক স্থলে তাঁহার স্বদেশানুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংলণ্ড-প্রত্যাগত অনেকের ন্যায় তাঁহারও এই ভ্রান্ত সংস্কার ছিল যে য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে হইলে, আহার, ব্যবহার প্রত্যেক বিষয়ে, তাঁহাদিগেরই সদৃশ হওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেন, "আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন মুসলমান রাজত্বকালে আহার্য্য, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতিতে মুসলমানী রীতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজ-রাজত্বে আমাদিগেরও তেমনই ইংরেজী প্রথার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।" কেহ তাঁহাকে দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধানের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "ধুতি চাদর কেন, কণ্ঠী কৌপীন যাহা বল, পরিতে রাজী আছি, কেবল সাহেবগুলাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে পারিলেই হয়।" একবার একটি সভাস্থলে, কতকগুলি লোক, তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া, তাঁহার বৈদেশিক ভাবপ্রিয়তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে মধুসূদন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন; "বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য, আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না; আমার কোন বুট যদি, কোনদিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়,-তবে একবার একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে; আমার বর্ণ ই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।" আচার, ব্যবহারে সাহেবী রীতির অনুকরণ করিলেও মধুসূদন সাহেব-উপাসক ছিলেন না।

আকৃতি ও প্রকৃতি।

একবার তিনি ব্যারিষ্টারী উপলক্ষে এক সবর্ডিনেট জজের আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশীয় জজের নিকট উকীল মহাশয়েরা অত্যন্ত অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু জজ-সাহেবকে দেখিবামাত্র একবারে সঙ্কুচিত ও তটস্থ প্রায় হইলেন। মধুসূদন ঠিক ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলেন; জজ সাহেবেরও অপেক্ষা তিনি সবর্ডিনেট জজকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং অশিষ্ট উকীল মহাশয়দিগকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন; "ইনি দেশীয় জজ, ইঁহার সম্মানেই আমাদিগের সম্মান; ইঁহারই প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন আপনাদিগের কর্ত্তব্য।" স্বদেশের ও স্বজাতির সম্বন্ধে মধুসূদনের মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাঁহার এইরূপ ব্যবহার হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

মধুসূদনের ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, আমরা পূর্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। খ্রীষ্ট-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস কিরূপ, কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন;—"খ্রীষ্টধর্ম জগতে সভ্যতা প্রচারের একটী বিশেষ উপায়; কেহ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার মানসিক প্রবণতা হিন্দুধর্মেরই দিকে।"* বাস্তবিকও হিন্দুভাব তাঁহার মনে এরূপ প্রবল ছিল যে, বিজয়া-দশমী প্রভৃতি উৎসবের দিনে তিনি, কখনও কখনও, ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন।

ধর্ম্মবিশ্বাস

মধুসূদনের খিদিরপুরস্থ পৈত্রিকভবন তিনি তাঁহার কোন বাল্যবন্ধুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাল্যবন্ধু† তাঁহার মাতাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। একবার জগদ্ধাত্রীপূজার নিমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া, দেবীমূর্ত্তি দর্শনে, মধুসূদন এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আপনার শৈশবের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বর্গীয়া জননীর কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি মাতার উদ্দেশে বলিলেন; "মা, তোমার যোগ্য পুত্র তোমার গৃহ কেমন সাজাইয়াছে, আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, আমার দ্বারা তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নাই; আমি কেবল তোমায় ক্লেশ দিয়াছি মাত্র।" বাহিরে কোট, হ্যাটের কঠোর আবরণের অভ্যন্তরে বাঙ্গালি হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা মধুসূদনের অনেক কার্যে এইরূপ প্রকাশিত হইত। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর যে দুই একবার তিনি সাগরদাঁড়ীতে গিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারই, আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের

* তাঁহার কথাগুলি এই; Christianity is a civilising agency. I would fight like a crusader if any one would speak against it, but my real feeling is Hindu. পাঠক পরিশিষ্টে রাজনারায়ণ বাবুর লিখিত মন্তব্যও দেখিবেন।

† বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, অতি মধুর ব্যবহারে, সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। দেশের কোন আত্মীয়, কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি পরম যত্নে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। মধুস্থদনের চরিত্রে নৈতিক দুর্বলতা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু স্বার্থপরতা, ক্রূরতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচভাব একবারেই ছিল না। উদার, সরলস্বভাব পুরুষ কুপথগামী হইলে তাঁহার চরিত্রে যে সকল দোষ থাকিবার সম্ভাবনা, মধুস্থদনের প্রকৃতিতে সেই সকল দোষই ছিল। মিতাচারে ও ইন্দ্রিয়-সংযমে অভ্যস্ত হইলে তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় গার্হস্থ্য-জীবনে অতি মধুময় ফল প্রসব করিত।

মধুস্থদনের জীবনের ইতিহাস অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ। প্রতিভা যতই সমুজ্জ্বল হউক, আত্মসংযম না থাকিলে, তাহার পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, ইহা হইতে আমরা তাহা শিক্ষা করিতে পারি। মনুষ্য যতই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হউন্, ধর্মভাব ব্যতীত যে জগতে শান্তির প্রত্যাশা নাই, তাঁহার জীবন তাহারও দৃষ্টান্ত-স্থল। যাঁহারা প্রতিভার অভিমানে ধর্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং নিজের সুখ ও স্বার্থের জন্য পিতা, মাতা, সমাজ সকলের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যেন মধুস্থদনের পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ করেন। তরুণ বয়সে নীতিশিক্ষার ও সদুপদেশের অভাবে আমাদিগের দেশের কত প্রতিভাবান্ যুবক কিরূপ চরিত্রহীন ও আচার-ভ্রষ্ট হইতেছেন, তাঁহার জীবন হইতে আমরা তাহাও অনুমান করিতে পারি। মধুস্থদনের ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার উন্মার্গগামী স্বদেশীয়গণের উপকার করিবে। বঙ্গভাষা কাহাকে লইয়া গৌরবান্বিত, বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে প্রতিভাগুণে স্বদেশের ও স্বসমাজের মুখ কে উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং গুণবান্, জ্ঞানবান্ ও হৃদয়বান্ হইলেও বঙ্গীয় কোন্ কবির পরিণাম সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, এই তিন প্রশ্নেরই উত্তরে ভবিষ্যৎবংশীয়গণ বলিবেন, "হতভাগ্য মধুস্থদন।"

মধুস্থদনের পুত্রকন্যা-গণের কথা।

মধুস্থদনের নিজের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। তাঁহার পত্নীর ও পুত্রকন্যাগণের সম্বন্ধে এইবার দুই একটী কথা বলিব। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে মধুস্থদনের যে দুইটি পুত্র ও দুইটী কন্যা হইয়াছিল, পত্নীর সঙ্গে পার্থক্যের পর তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে একটী পুত্র ও একটী কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন; অবশিষ্ট পুত্র কন্যা দুইটি এখনও, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বাস করিতেছেন। মধুস্থদনের পুত্র

ম্যাক্‌টাভিস্‌ দত্ত* সেখানকার কোন আদালতে ওকালতী করেন। পিতার ন্যায় ইনিও ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহে বঞ্চিত। বঙ্গবাসীগণ তাঁহাকে স্নেহ দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন, অনুকম্পার হস্তে গ্রহণ করিবেন, ম্যাকটাভিসের ইহাই একান্ত অভিলাষ। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত, যখন, বঙ্গবাসিদিগের অগোচর, তখন, আপাততঃ, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মধুসূদনের দুর্ভাগিনী পত্নী রেবেকা, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, পরলোক গমন করিয়াছেন। পত্নীর প্রতি ব্যবহারই মধুসূদনের জীবনের সর্বাপেক্ষা অপকার্য; কিন্তু পতিপত্নীর মধ্যে কাহার দোষ অধিক, যখন তাহা অবগত হইবার উপায় নাই, তখন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। মধুসূদনের শেষজীবনের সহচারিণী ও মৃত্যু-সঙ্গিনী হেন্‌রিয়েটা কিরূপ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বর্ণন করিয়াছি। হেন্‌রিয়েটার গর্ভে মধুসূদনের যে কয়টি পুত্র, কন্যা হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু-কালে, তাহাদিগের মধ্যে তিনটি জীবিত ছিল। কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র মিল্টন পরলোক গমন করিয়াছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ আলবর্ট নেপোলিয়ান, এক্ষণে, অহিফেন-বিভাগে কার্য করিয়াছেন। মধুসূদনের পারিবারিক জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক বোধ করি নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে, কেবল, তাহার কয়েকটি স্থূল ঘটনামাত্র উল্লেখ করিয়াছি।

মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণের কার্য।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর স্বদেশীয়গণ তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া, এইবার আমরা আমাদিগের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিব। বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য মধুসূদন যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারিলে, আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু হায়! সে কথা বলিবার সুযোগ কোথায়? তবে যে দেশে রাজা রামমোহন রায়েরও স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, মধুসূদন সে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা চিন্তা করিলে, মধুসূদনের জন্য যাহা হইয়াছে, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে তাঁহার স্বদেশীয় সংবাদপত্রসমূহে যে শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশের অতি অল্পমাত্র সাহিত্যসেবকের মৃত্যুতে সেরূপ দেখিয়াছি। সংবাদপত্রে, প্রকাশ্য সভায় এবং রঙ্গভূমির মঞ্চে, প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণ তাঁহার

*পারিবারিক কারণে ম্যাক্‌টাভিস্‌, এক্ষণে, দত্তের পরিবর্তে, ডটন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ।

জন্য যে শোক-গাথা রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী মাত্রই তাহা অবগত আছেন। কি অবস্থায় মধুসূদন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পুত্র কন্যাগণের জন্য কোনরূপ সম্বল রাখিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও তাঁহার সংস্থান ছিল না। মধুসূদনের বন্ধুগণ তাঁহার শিশু দুইটির কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদিগের চেষ্টায় দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ও গুণগ্রাহী ব্যক্তির দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল।* সেই কমিটি মধুসূদনের শিশুগণের শিক্ষার ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অর্থাভাবে মধুসূদনের মৃতদেহ নিতান্ত হীনভাবে সমাহিত হইয়াছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার সমাধির উপর কোনরূপ স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত না হওয়ায় তাহা ক্রমে লুপ্ত ও অগোচর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতা বঙ্গদেশকে সে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সর্বাধিক সৎকর্মে অনুরাগী, বামাবোধিনী-সম্পাদক, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের উদ্‌যোগে, এবং যশোর-খুলনা সম্মিলনীর চেষ্টায়, তাঁহার সমাধির উপর এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র, অনেকেই, তজ্জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।† সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তজ্জন্য, সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবির গৌরব বর্ধিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, সাধারণের সমক্ষে, এই সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বঙ্গের সুশিক্ষিত নরনারীগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে, সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে মধুসূদন

মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা।

---

* নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বশাক, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ এবং বাবু কৃষ্ণদাস পাল। ব্যারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

† মধুসূদনের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভাওয়ালের সাহিত্যানুরাগী স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের নাম বিশেষরূপ উল্লেখ-যোগ্য।

স্বয়ং তাঁহার যে সমাধিলিপি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মনোমোহন বাবু তাঁহার বক্তৃতায় যথার্থ-ই বলিয়াছিলেন ;—

"The poet has himself left behind him memorials far more precious and far more lasting than anything that either the wealth or the skill of his admiring countrymen could secure for him. His works will be read with admirations yet unborn, and his name will live so long as the Bengali language and the Bengali race will live."

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, বঙ্গভাষানুরাগী মাত্রই তাহা অনুমোদন করিবেন এবং বঙ্গীয় নর-নারীমাত্রই প্রার্থনা করিবেন যে, "যেখানে কবিদিগের বৈকুণ্ঠে কবিকুলরাজ হোমার, দান্তে, মিল্টন এবং আমাদিগের কালিদাস, ভবভূতি স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমাদিগের গৌরবান্বিত প্রিয় কবিও সেখানে স্বসম্মানে ও চিরশান্তিতে বিরাজিত থাকুন।" তাঁহার সমাধির উপর যে প্রস্তরময় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কালে, হয়ত, তাহা চূর্ণ হইবে, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থাবলীরূপ যে অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালিজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে "শ্রীমধুসূদন" নাম বিলুপ্ত হইবে না।*

---

* গ্রন্থকারের শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ স্বর্গীয় হরলাল রায় মহাশয় মধুসূদনের সম্বন্ধে যথার্থ-ই বলিয়াছিলেন ;—

"নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার ?"

মিরর সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অধিনেতৃত্বে মধুসূদনের মৃত্যুর দিবস অনেক সাহিত্যসেবী, এক্ষণে, তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে মিলিত হইয়া থাকেন। মধুসূদনের জন্মদিবস তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতেও একটি উৎসব সম্প্রতি আরব্ধ হইয়াছে। মধুসূদনের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হউক, সাগরদাঁড়ীবাসিগণ ইহা একান্ত প্রার্থনা করেন. বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণ কি তাঁহাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না।

—সম্পূর্ণ—

REMINISCENCES OF MICHAEL M. S. DUTTA

by

BABU GOUR DAS BYSACK.

My Dear Jogindra,

You have asked me for a few reminiscences of Modhu. I am so full of them that I know not what to say, or where to begin. You are aware that since his death in 1873 it has been my anxious wish to see a Life* of Modhu properly written. Your work, which has met with the approving co-operation of my friends Bhoodeb and Rajnarain, and which is written in Bengali, the language in which Modhu wrote and sang—in which his genius is imperishably enshrined—and this not only because his poetry, and blank verse, the first of its kind in the Bengali literature, would not be duly appreciated except by those whose mother tongue it is, but because the life of a poet like Modhu is the common heritage of his nation—not of the English educated community of his countrymen alone, is sure to meet with the cordial acceptance and approbation of the nation and of posterity. You have been prompted by your admiration for Modhu's Muse alone, without any partiality of personal friendship for him, and have volunteered your kind and gratuitous services in this labour of love. We felt a peculiar pleasure, conscious as we were of your learning and ability to deal with the subject, to find our own work done for us by one of a later generation. It is therefore with sincere delight that I comply with your request in furnishing you with some of my reminiscences of Modhu.

My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th class† of the old Hindu College. It soon ripened

* Vide his letter to me page 60 line 10 of the Biography.

† 1st Class, Junior Department.

into worm friendship. After that, we were all along together (with Bhoodeb*, Sham and Buncoo†) in every class, in every promotion even in the long leap‡ that we (five) had from the 5th to the 2nd class, Senior Department.

Modhu used to keep us in a perpetual stir, in a literary ferment as it were, by surprising us everyday with a new sonnet or a fresh poem, D. L. R.§ our beloved Professor, and the guiding angel to his Muse, used to touch up his poetical exercises during the tiffin hours. Modhu started a MS. Periodical that was an eye-sore to the jealous senior students;—nevertheless he

* Bhoodeb Mukerjee, C. I. E., Sham Churn Law, brother of Maharaja Doorga Churn Law, C. I. E., Buncoo Behary Dutt, Sham's brother in-law.

† Buncoo was no less distinguished in the College for his literary attainments. He used to write excellent prose articles in the journals, to match Modhu's poetical pieces. At an examination Buncoo returned the question papers in Mathematics and History blank, without answering or attempting to answer any of them. He however took up one question, that about the reign of Charles the Fifth, on which he wrote a long dissertation which so much pleased the examiners that he not only passed with flying colours, but was given a lift to the 2nd Class. My friend Bholanath Chunder, the "Hindu Traveller", with a few others of his father used to skulk away from the Mathematical examination. But under a peremptory message from Sir Edward Ryan, the President of the Public Instruction Committee, they formally went through the ordeal, and returned almost blank papers like Buncoo. Far from being affected by the consequences of failure, my friend Bholanath received the first prize of the College, then given to the best student in Literature. What a contrast this to the reign of "Cram" in the present day!

‡ This unprecedented promotion was the result of the new system of examination that had been introduced that year. Two standards, the Senior Scholarship and the Junior Scholarship standards, were organised, the former for the first and second classes and the latter for the 3rd, 4th and the 5th. The examination of the first two classes was superintended by such high men as Sir Edward Ryan, Chief Justice, the Hon'ble Mr. Cameron, Member of the Supreme Council, and others. The examination of the last three classes was conducted by the Bengal Government Secretaries, headed by Mr. (afterwards Sir) Frederick Halliday.

§ Captain David Lester Richardson.

was undeniably the Jupiter among the bright stars of the College.

Modhu was given to taking us by surprise. One day he had cast off his usual apparel—*dhuti* and *chudder*, and appeared in boots, trowsers and an *achkan* that he soon changed into a regular English coat and stuck to this costume ever afterwards in his life. He started the এক ছেঁকটের দল as a feeler to do away with the *urani*. Madhub Mittra, brother of the late Raja Degumber, one of our Class chums, threw off his *chudder*, and used to appear in the College and walk home in tight *jama* (জামা), *sans, urani*. But Modhu was a genius. Even his foibles and eccentricities had a touch of romance and a taste of "the attic salt" that made them savoury and sweet.

While we were in College, he used to see me frequently at my house. One day he pressed me to an invitation at his house at Kidderpore, which I cordially accepted. When I arrived here at dusk, his father received me with a paternal welcome. He was seated on a couch, in front of which Modhu and I took our seats on another. Old Rajnarain Dutt was smoking his *albola* (hooka). He passed the snake over to Modhu. This staggered me not a little. When we were alone, I asked Modhu how it was that he was indulged to a length quite out of example and custom. "My father", replied Modhu, "minds not your common punctilios." Indeed, it was giving his son, *albeit* an only son, a longer tether than he should have done. This over indulgence of his father was the rock on which was wrecked his domestic peace and happiness. Many dainties and delicacies prepared by his doating mother placed on several *rekabs*, formed the principal dishes that were set before us. It was the first time I partook of Kidpillau, food forbidden to a genuine Vaishnava.

One day in 1843, he disappeared all on a sudden, from our College. It not merely caused a surprise, but gave a shock, a terrible shock to his "dearest" Gour and Bhoodeb, who instantly went down to the Fort to his rescue, if it were possible. Dr. Corbyne, in whose house he was lodged, made us wait down-

stairs for a while, when Raja Sutto Shurn Ghosal of Bhookylas, Kidderpore, happened to call. The Raja saw us waiting, but went straight upstairs and, after a while, coming down, said to us, "Modhu has not been allowed to see me. What a pity these cunning chaps have smuggled him into the *Killa*, otherwise they would have rued for what they have done." He advised us to leave, as they would not allow Modhu to be seen. As soon as the Raja drove out, a messenger came down, and told us to call on another day. A day or two after I went again, but alone. I was shown up into the drawing-room where Modhu received me with a smile, but avoided all discourse on the subject of his "new light" of which however, there was not the slightest glimmer previously. To cut short all reasoning or rebuke, he read out to me the song which he had composed, and which was to be sung at his baptism, "Sunk in Superstition, &c." Somebody, Dr. Corbyne I believe, stepped into the room at this moment—a signal that I should retire, lest I should be tampering with his new faith. So I left him, much to my grief and despair.

After his baptism, I met him at Archdeacon Dealtry's or at Chaplain Vaughan's house, adjoining the old Mission Church. In what a change I found him! All the welcomings and caresses which greet a neophyte on his advent were now over. He was penned secure in the fold, and was left at sea to find out his way into the world. Like a waif* he did not know where to put

* I think it is meet to mention here that, in the course of conversation with Modhu, I gathered that in embracing Christianity he felt somewhat sanguine as to receiving certain facilities for attaining the object which he had nearest to his heart—a Voyage to England, and what confirmed me in my belief was that, during the whole course of our friendship, though I found him always having no great respect for the superstitions of Hinduism, I never found in him any great enthusiasm for Christianity. However uncharitable it may seem, one cannot help presuming, under such circumstances, that certain hopes must have been held out to him, directly or indirectly, for the attainment of this great object of his life, but how he fared after his baptism will be patent from the pages of your Biography. It is, nevertheless a fact that the zealous interest which those who were

in his head. He now went to live with one Mr. Smith in Dacre's Lane. My visits to him there were frequent. Mr. Smith was a literary man, and would always ask me to join him and Modhu in reading Shakespeare.

While Modhu was at the Bishop's College, I used to see him every now and then. He was then moving in the congenial and charming company of the Revd. K. M. Banerjee and his wife and daughters, with all of whom he had been intimate before his conversion.* There were also Mr. Ganendra Mohun Tagore and his wife (Banerjee's eldest daughter), and a young Brahmin widow who had entered the fold of Christ, and who was afterwards married to the Revd. Gopal Lal Mitra, an eminent scholar.

You know all about Modhu's Madras life during his stay there. When in 1855 his paternal house at Kidderpore became

concerned in his baptism manifested towards him before his conversion, ceased the moment their object was accomplished. People could not avoid the impression, though an unfounded one, that it looked as if they chanced to get hold of a stray lamb which they were in too great a hurry to impound from the fold of Hinduism. Whether such really was their feeling or not it would certainly have redounded to the glory of the cause, if considering the high intelligence and merit of Modhu they had continued their interest in him to give a start in the world. It would at least have proved to the native public, intensely agitated as it was at the time, that he was really regarded, and not seemingly paraded, as a valuable accession to the fold of Christ, and not a stone to go down the "Swash of no ground".

* The late Revd. K. M. Banerjee has left a name, that will be revered and cherised for ever, for his learning and literary qualifications and the manly stand he made for the rights of the rate-payers of Calcutta in the debates of the Municipality of the city. Had it not been for two instances of his mistaken proselytising zeal, his memory would have been embalmed for ever in the grateful hearts of his Hindu countrymen. The two instances in which such zeal was manifested were in the cases of the conversion of Modhu Soodun Dutt (Datta) and Ganendra Mohun Tagore. The feats he accomplished in the interests of Christianity were no doubt, in his mind meritorious acts, but it is impossible for Hindus to believe that act to be meritorious or that zeal to be other than mistaken,

the subject of dispute, under Act IV* of 1840, and two parties were fighting over its possession before Mr. Fergusson, the Magistrate of 24 Parganas, I felt the necessity of having Modhu up here at once, to prevent further litigation, and to see that he entered into possession of the property as the only legal heir and rightful claimant. His patrimony was being frittered away by his uncles and cousins under a forged will, alleged to have been left by his father, who, as a matter of fact, had done nothing of the kind. When pressed on his death-bed to make a will, Modhu's father observed, যাহার বিষয় সে এসে নেবে, i.e., "he whose estate it is, will come and take it."

But I was not sure of the Modhu's whereabouts at the moment. I entrusted my letter to the Revd. K. M. Banerjee, who was then going to Madras, with a request to ferret Modhu out from wherever he might be, and to hand it to him personally. He kindly carried out my request. Modhu came up like a shot. The first thing I told him on his arrival† was to go and see the

---

which destroys for ever the peace and happiness of a whole family. Then in the case of Babu Ganendra Mohun Tagore he equally shut his eyes as he did in that of Modhu, to the awful consequences that would accrue both to Ganendra Mohun and to his father,—a wealthy and powerful man, one who was too fastidious to stand, as he chose to say, the cant of evangelisation in the mouth of a preacher of an intolerable and uncatholic religion which deals salvation to the Christian only, and eternal damnation to the heathen, however pious and virtuous he may be.

* Since re-enacted in the Criminal Procedure.

† As soon as he alighted from the steamer he ran to me. He then lived with me for a time. He had not a pice in his pocket. It was therefore, absolutely necessary that some provision should be made for him. I asked my friends, Kisory and Raja Degamber, to meet us at a dinner party given at my place. They wrote in reply, expressing delight at Modhu's return and readily accepting the invitation. Both were Modhu's intimate friends. I asked Kisory who appreciated his genius and who was then the Junior Magistrate of Calcutta, Northern Division, to use his best efforts to help Modhu by securing for him some employment. He promised to do so. The post of Interpreter in his Court soon after fell vacant, and Modhu was given the appointment.

people who were in his father's house. He went and returned somewhat crest-fallen, not so much at the peril in which he found his father's effects and his mother's jewellery involved, as at the sight of his unprotected, lone stepmother who, in the full bloom of her youth and beauty, was withering in the scorching blast of perpetual widowhood. The sight deeply saddened his heart, and opened his eyes to the dreary desolation which his desertion had spread round his paternal home and hearth, through the untimely death of his heart-broken father.

That Modhu was destined to be a poet was predicted by me, as early as 1841, and my prognostication has been verified. This fact was publicly noticed at the meeting that was held in the house of my young friend, the late Babu Kali Prasanna Singh, in honour of Modhu, to present him with an address and a silver vase.

Modhu's Muse created a new era. How a trifling incident roused her to warble to the tunes of our *Vina* has been described by you at length. It is one of the instances of what mighty things from trivial causes rise. The memorable Belgatchia Theatre, with Rajas Pratap Chunder Singh and Issur Chunder Singh, and Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, and myself, the decrepit Yougandharayan of the Ratnavali stage with tottering limbs, are inseparably associated with Modhu's writings. Blank-verse, once the target of wiseacre Pandits and carping critics, has, notwithstanding their ominous head-shakings and gloomy vaticinations, come forth bodied in "flesh and blood", to mark a new epoch in the annals of our literature—a literature that nurtured in its rich native soil, is destined like the gigantic banian to spread out its umbrageous branches over the vast Province of Bengal, though not to strew its leaves, like "the leaves of Vallombrosa", over the world. Blank verse, like the stately steed, has outstripped the trotting jennet of Rhyme that capered and cantered with jingling bells, for ages past.

It is not for me to speak of the Belgatchia Theatre. Having been an actor in it myself, and interested in its success from

the beginning, as Secretary of "Our Own Club", a debating club* established by the Paikpara Rajas, that used to meet weekly at first, in their Paikpara House, and afterwards in their Belgatchia Garden, and which, in time, led to the establishment of that theatre, it might perhaps be egotistical on my part to give an account of it. But as you have asked me to say something about the circumstances under which it sprang up and as to the performances in the Belgatchia Theatre, about all, is to be traced the important fact that Modhu's Muse took the cue of

* A splendid Laboratory attached to "Our Own Club" and a Charitable Dispensary from which Raja Issur Chunder Singh used to dispense medicines to the poor with his own hands, occupied a considerable portion of his time and attention. Gifted by nature with intelligence and intellectual parts of a rare order, his predilections naturally ran in the direction of scientific pursuits. He felt that they afforded the best means to promote the material good of his country. He studies medicine with the aid of his family doctor, the celebrated Doorga Churn Banerjee, and devoted himself to the cultivation of the arts of Photography, Electroplating, and Glass-manufacturing—arts that were then in their infancy in this country. From Mr. Newland he learned the process of producing daguerreotype pictures, but finding the results not to his satisfaction he sought the aid of Chemistry, in which he acquired with the aid of his associate Dr. Kanaye Lal Dey, C. I. E., sufficient knowledge to enable him to produce photographs of the collodion process, photographs that were pronounced excellent in their way. In electroplating, his specimens were more successful, as the specimens which his friends still possess would show. His passion for chemistry increased with his practice. He made experiments in gases and other non-metallic elements. He also tried his hand at glass manufacture, but the results in the absence of experts to teach and guide the process tuned out not so satisfactory as he wished. The reverberatory which he had constructed in front of his mansion at Paikpara was abandoned. The stem of the chimney still exists there to attest the activity of his mind, and the interest he took to pave the way for the advancement of practical or technical education among his countrymen. The celebrated horsetamer, Rarey, was struck at Raja Issur Chunder Singh's tact, and the agility he had acquired, in managing the wildest horse. The picture you have given in your book is a fitting and faithful illustration of Raja Issur Chunder Singh with his favourite fiery horse "Eclipse".

singing in his native tongue, and finally eventuating the introduction of blank verse into our language it is with great pleasure I respond to your request. It was simply a desire to combine pastime with intellectual recreation, that "Our Own Club" at last expanded itself into, and took the name of, the Belgatchia Theatre. Diverted into this channel, it proved an unprecedented success. Nobody foresaw its marvellous effect; nobody anticipated the permanent mark it was to leave in the annals of our national amusements. The performances at the Belgatchia Theatre, originally, and at the Pathuriaghatta Theatre, latterly, had revived our earliest dramas, have given a higher tone and an improved character to our dramatic representations (*jatras*), and have developed a national taste for the histrionic art.

It is perhaps scarcely known that the earliest attempt towards the revival of our Hindu Drama was made by the late Babu Prosonno Coomar Tagore. The Drama, *Uttara Rama Charita*, translated by Dr. Horace Hayman Wilson, from the original Sanskrit of Bhababhuti, was acted on the stage set up by the former, under the direction and personal superintendence of the Doctor.

Next during 1853-55, some of the ex-students of the Oriental Seminary formed a Dramatic Corps under the drilling of Mr. Clinger who belonged to the old *Sans-Souci* Theatre, and opened a stage, called the "Oriental Theatre", in the premises of the Seminary, where they acted the plays of *Othello, Merchant of Venice*, &c., &c.

These novel amusements, though after the fashion of English amateur theatricals, were not without their effect on the development of the histrionic art among our countrymen. They paved the way for the establishment of a national theatre in our midst. The credit of organising the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayaram Bysack of Churruckdanga Street, Calcutta, who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house, on which was performed,

in March 1857, the sensational Bengali play of *Kulina-Kula-Sarvasva* by Pandit Ramnarayana. The success and popularity that attended this first experiment led the late Babu Gopal Das Sett to form a similar corps and set up a stage in his house in Rutton Sircar's Garden Street, on which the same play was repeated, before an enthusiastic audience. The unprecedented sensation into which the whole native community was thrown, after the celebration of the first widow marriage, under the ægis of that redoubtable apostle of social reform, Isvara Chandra Vidyasagara, accounted for the interest and excitement which these performances of a play representing a most important social reform, created at the time. As naturally expected, Vidyasagara and Babu Kali Prasanna Singha, always on the van of national progress, encouraged the actors in Babu Gadadhar Sett's house, by their presence and personal interest.

The late Babu Kali Prasanna Singha evidently drew his inspiration of a native theatre from these performances, for it was about this time that he set up a stage in his mansion, on which were produced in a superb native style, and before a large and influential audience composed of the *elite* of the European and native society, the Sanskrit plays of *Yenisamhara, Malati Madhava* and *Vikramorvasi.* These plays were translated into Bengali by him.

Then the grandsons of the late Babu Ashutosha Dey gave some dramatic performances in their house.

But it was not till our *Barra* and *Chota Rajas* of Paikpara, as Pratap Chunder and Issur Chunder Singhs were lovingly called and known, two Nature's noblemen, impregnated as they were with true patriotic zeal for the welfare and advancement of their country, appeared in the field, that the native theatre took deep root, and a native orchestra was organised. In the construction of this orchestra Khetter Mohun Gossain, a genius in music, and Babu Jadu Nath Paul had the principal hand.

The Gossain for the first time put into notation some of the native tunes and ragas, and thus created a native Band known

as the Belgatchia Amateur Band, headed by Babu Jadu Nath Paul.

It was expected that this Band which has won encomiums from unprejudiced and appreciative Europeans, naturally averse to Indian music, would continue to be the model for a pure national Band; but unfortunately the later pioneers of the Dramatic Art have introduced some European instrument, and made it a mongrel affair.

To say that the Belgatchia Theatre scored a brilliant success, is to repeat a truism that has passed into a proverb. It achieved a success unparalleled in the annals of Amateur Theatricals in this country. The graceful stage, the superb sceneries, the stirring orchestra, the gorgeous dresses, the costly appurtenances, the splendid get up of the whole concern, were worthy of the brother Rajas and the genius of their intimate friend Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, an accomplished connoisseur. The performance of a single play, *Ratnavali*, which alone cost the Rajas ten thousand rupees, realized the idea, and established the character, of the real Hindu Drama with the improvements, suited to the taste of an advanced age.

The Dramatic Corps was drawn from the flower of our educated youth. Among the actors, Babu Keshub Chunder Ganguli stood pre-eminent. Endowed by nature with histrionic talents of no mean order, he represented the *Vidushaka* (Jester) with such life-like reality, and so rich a fund of humour, as to be styled the Garrick of our Bengali stage. Raja Issur Chunder Singh, who looked a prince every inch, encased in mail coat armour, with a jewelled sword hanging by his side, acted his part, with wonderful effect, befitting the character of a generalissimo, Sagarika, the sea-rescued heroine, depicted in the play as a maiden of exemplary patience under suffering, extreme modesty, and a heart tender and susceptible to the influence of love, was represented by an intelligent fair Brahmin lad whose musical voice enchanted the audience. The Queen Vasavadatta, who is most queenly in her character, had her part admirably

acted by a handsome young lad, Mohendranath Goswami, even to the line in the original.

"প্রিয়াম্‌ৎত্যদা স্ফুটমসহনাজ্জীবিতমসৌ"

"My Beloved resigns all hopc of life which to her is now unbearable." The scene in which the magician (Sreenath Sen) set fire to the house of Raja Udayana, King of Kashmir, by means of his wand and incantations (*mantras*), and the flashes of light that were produced by storntium red fire (then quite a rare and novel substance here) as well as the scene in which the full moon rose behind the plantain grove, were so affectingly enacted as to rivet the wonder and admiration of the audience. The manner in which the other actors, one and all, acquitted themselves, met with the warmest applause from the audience; —an audience composed of the *elite* of Calcutta, the cream of European and Native society. Eminent Government officials and high non-official gentlemen who witnessed the performances spoke of the "exquisite treat" they had enjoyed, as heightening their idea of our Indian music and of our Indian stage. The Lieutenant-Governor, Sir Frederick Halliday, who was present with his family, was so delighted with the acting of Babu Keshub Chunder that he complimented him on his extra-ordinary dramatic talents. He said that looking at his serious and sedate appearance one could hardly believe him capable of acting so capitally the part of the Jester.

Nor was the native audience less alive to the sensation that this novel and striking theatre had created in our Indian community, specially among the higher classes and the educated and intelligent ranks. There was literally a rage for the Belgatchia Theatre. As a mere incident, I might mention that a certain wealthy gentleman who had not the good fortune to receive an invitation from the Rajas, offered a hundred rupees or more for the purchase even of a single ticket. The idea was no doubt preposterous, but it shows the eagerness evinced by the people at the time to witness the performance of the Belgatchia Amateurs. A respected old gentleman who had witnessed, half a

century ago, the famous performance of Vidya *Sundara* in which women were for the first time introduced on the stage to perform the part of female characters, in a theatre set up at a considerable expense by the late Babu Nabin Kissen Bose in his house at Bagbazar, one who had never seen an English performance, observed to me that it surpassed his highest anticipations, and that he had not the remotest idea that human actions and human manner could be so faithfully and vividly portrayed on the stage. Here it was, as I have already told you, that Modhu's Muse was roused to a sense of the duty that he owed his country, and here it was that Modhu received his first inspiration to sing in his mother tongue. After his admission to the first rehearsal, and before he had entered upon his task of the English translation* of the *Ratnavali,* Modhu, with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), "What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his to see us introduce a wretched Vidya *Sundara* on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as a homethrust and simply muttered, 'We shall see, we shall see."

The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic Society for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, dramas specially, and in the course of a week or two read to me the first few scenes of his *Sarmistha* which struck me as having the ring of true metal. I wished to take the MS. with me to Bengatchia, but he said I must wait till he had finished the First Act. It was, I believe, the very next week that he handed over to me the MS., with a request to show it to my friends the Rajas and Babu (since Maharaja) Jotindra Mohun.† On my

---

* It was at my suggestion, that Modhu was engaged by the Rajas to translate the play.

† Modhu was then living in a two-storied house close to the Police

reading to them the first few MS. leaves they were not a little astonished and delighted at the proofs of his poetical genius and power of writing in the Vernacular, and told me to encourage him in this attempt. But I shall not anticipate you as to what followed. You have given a graphic account of the circumstances that led to the production of Modhu's first work (*Sarmistha*) and the introduction of Blank verse into the Bengali language. The Belgatchia Theatre began with the play of *Ratnavali* in 1858, and closed with the performance of *Sarmistha*, the first production of Modhu, in 1859.

It was in 1866, that the Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, following in the wake of his friends the Rajas of Paikpara began to give a series of theatrical performances at his Pathuriaghatta house, for the entertainment of his numerous friends, both native and European.

I need scarcely add that the Pathuriaghatta theatre that had the magnificent Orchestra of the Belgatchia Theatre*, with some additions and alterations, formed a corps that was equally successful in achieving a reputation as high as that which had been attained by its prototype of Belgatchia. The performances held, at intervals, at his house were continued, for the period of 20

Court; on the eastern side of the Chitpore Road. It was in this memorable house that he wrote his principal works *Sarmistha*, *Tilottama* and *Meghnadbadha*. Had Bengal been England, this house would have been purchased and maintained, by the public, for being visited by the admirers of his genius.

* Special interest for Belgatchia Concert was evinced by Her Excellency the Lady Ripon. She used to scrutinize every instrument, and the manner in which each was played upon. She, more than once visited the Pathuriaghatta Theatre. It was at her special request that the Maharaja deputed the Belgatchia Orrhestra Company, headed by Babu Jadu Nath Paul, to Barrackpore, to entertain their Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Connaught, who greatly appreciated the music. The Duke remarked that some of the airs were peculiarly delightful. Some of the Dramatic Pieces, Songs, Hymns Operas, and Farces that excited the thrilling interest and evoked the fervent applause of the audience, were composed by the Maharaja himself.

years, to afford a rare and rich treat to the *elite* of our Calcutta Society, from the Viceroy to the latest newcomer* and left a lasting mark on the annals of our Drama.

I should not omit to mention here that the sons and nephews of Maharshi Debendranath Tagore, already known to fame as a family of geniuses, have been no less distinguished in their endeavours to resuscitate our Hindu Drama. The representations,

* An incident in connection with the Maharaja of Rewa may be noticed here. At the time when the Chief of Rewa was putting up as a guest of Maharaja Jotindra Mohun in his Emerald Bower Villa, the performance of the Vidya Sundara Natak was going on for several nights on the stage of the Pathuriaghatta Theatre. His Highness expressed a wish to be there on one of these occasions. The Maharaja came in state attended by a number of his Sardars and some of the Chief Officers of his Durbar, and highly enjoyed the music and the performance. Indeed, so highly pleased was His Highness that when the play was over, he caused two packages of Cashmere shawls and a bag of money to be brought, and offered for distribution to the actors. It was very courteously explained to him that all the actors being amateurs they could not accept the presents, though they were extremely thankful to His Highness for his appreciation of their performance. Different as was the mode in which the Viceroys and the Lieutenant-Governors gave vent to their gratification, for they contented themselves with personally complimenting the principal actors, after the play was over, the manner in which the Maharaja of Rewa expressed his pleasure was characteristic of the custom which prevails in his part of the country. Among the Hindusthanis the idea of amateur music or of amateur singing seems to be somewhat different from that which obtains in Bengal. Those among the former who who cultivate the art of music for the sake of pleasure do not care to exhibit their accomplishment before the public. They look to dancing girls, and professional songsters and musicians for their private or public entertainments. The King of Oudh, the late Wazid Ali Shah, had an amateur company, composed chiefly of his own aides-de-camp, and partly of his own court musicians and dancers, but they were not privileged to perform beyond his Majesty's palace. The Hindustani Ram Jatra and Ram Lila are performed with great *eclat* mostly by professional people. The Bengalis, on the other hand, have from time immemorial their amateur (সখের দল) Kobis, Jatras, Full Akrais and Half Akrais, in the performance of which they take a delight and personal interest.

which they gave, from time to time, in their house, and in which they themselves took the part of actors could not be surpassed in respect of the excellence of acting, the exquisiteness of music, and the sweetness of the songs. Modhu, although he wrote no play for this theatre, had* an active hand in the success of the performances.

It was at some of these early performances in the Pathuria-ghatta Theatre that I recollect, while talking with the Maharaja on the æsthetic influence that theatre in general exercised on society, to have anxiously and earnestly dwelt on the desideratum of a permanent public Theatre in our midst to which the poorest as well as the richest could resort at pleasure, and regretted how our speculations on the subject always ended in unfulfilled expectations. At the time of such conversation how uncertain and doubtful we felt about the realization of our hopes, but we did not know how very near that realization we were at the time. This was in 1866 and in 1872 and 1873 two public theatre sprang up in Calcutta. The first was the National Theatre that had an itinerant career, for a short time, till it found itself housed in a building erected for the purpose. The next was the Bengal Theatre, subsequently named the Royal Bengal Theatre, since it had the honor of playing before His Royal Highness the late lamented Prince Albert Victor, at his Reception in Calcutta. It owed its establishment to the direct influence of Michael Modhu who induced the late Babu Sarat Chandra Ghose to open the theatre, with an assurance that he would write fresh dramatic pieces for its benefit, but Modhu, unfortunately, died before he could redeem his promise or see the theatre in full swing. The theatre was, however, opened on the 16th August 1873, with Modhu's *Maya Kanan* for its first performance.

History will not fail to register the fact that, for the first

* We have in Babu Robindro Nath Tagore not only a rare actor true to the life, but a singer of superior order, Babu Jotindra Nath Tagore a brilliant musician and in Babu Akhoy Kumar Mozoomdar a Jester of no less distinction than Babu Keshab Chunder Ganguly.

time since the down of English education in our country, the efforts of a few—scarcely half a dozen educated young men, in the quiet pursuit of innocent pleasure without professing to play the part of reformers, or attempting to bouleverse the country with outlandish innovations, gave a practical shape to the organisation of our dramatic representations, on an enlightened and rational basis. The example set by the Belgatchia, Pathuria-ghatta, and Jorasanko Theatres paved the way for the establishment of several permanent public Theatres that have now become standing institutions in our country for the amusement and instruction of the people.

I trust your readers will find the above account of the origin of the Bengali Theatre interesting, and therefore excuse us for its length; and although we were very desirous of preserving the account for the information and interest of posterity, we would not have given it in this book if the name of Modhu Śoodun Dutt were not intimately connected with the Bengali Drama, and if he had not taken a prominent part in the promotion and success of the first Bengali Theatre, by composing plays for it, as well as attending the performances, and making suggestions to the actors for their improvement.

I now conclude my reminiscences with a description of Modhu's character. There, perhaps, had never existed a man of a more loving heart than he. His friendship was not an ordinary friendship. His heart always brimmed over with love. His love was like the impetuous torrent that bounds over field and dale irresistible in its course, and deep in its volume, carrying on its bosom the sympathetic and sentimental, and repelling to a distance the prosaic and the callous, who could not appreciate such love. There was no ebb-tide in his feelings; they were in perennial flood, without ever being sluggish. He was an ardent admirer of beauty, nor was beauty, less prone to reciprocate his feelings. Modhu had great faith in love at first sight.

"Who loved that did not love at first sight."

Though he entertained this belief, though he was by nature impulsive, though "no sooner though than done" was his motto, though inspired by love at first sight, he would not, supposing adult marriage to have been prevalent in Hindu Society, have acted with any precipitancy in the selection of a fit partner for his life. When his heart had been fixed, and it would not have been fixed until he found that his better half breathed equally responsive vows, he would, if circumstance had permitted, not have cared for the barriers of conventionalism or the trammels of caste. It is a fact that, before he became a Christian, his parents had elected for his bride a girl who was a cherub—a veritable Peri. But Modhu had not a heart to give away at the bidding of another, though that bidding was from a revered parent. He could not realise the idea of a wife without experiencing before marriage the mutual "flow of soul and feast of reason" that characterises true love between the sexes. Mere animal passion had no influence on his feelings in matters matrimonial. He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life. His emotions were not excited by the mere sight of physical beauty, without mutual play and interchange of feelings and sentiments in which grown up young people only can indulge. The infantile face gave rise in his mind to fraternal sensations such as a grown up brother feels for his little sister. He used always to tell me that he would rather die a Benedict than wed an "illiterate, uneducated, unsympathetic" girl, and in those days an educated female was a *rara avis* in our society, the one solitary exception being in the family of a native Christian Clergyman; but his hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud. By embracing Christianity, he was enabled to realize his idea of English Courtship before marriage. I had little intercourse with him when he was at Madras, except by means of occasional correspondence; but, for aught I know to the contrary. I can confidently say that Modhu was disappointed in his first wife. There was not that close unanimity of feelings and sentiments between them which

Modhu, and not only Modhu, but all, geniuses, expect from their wives. Hence the estrangement of feeling between them, and subsequent separation. I am glad to be able to state that he was not disappointed in this respect in his second wife. He was as happy in her company as possible in this world and she was as faithful as Savitri herself.

He, like Krishna of old, was dark in complexion, but handsome in features, with eyes beaming with expression. His sparkling wit and brilliant repartee were to him the flute, as it were, with which he charmed and enthralled. It was the poetry of his soul, the music in the fibres of his composition, that made everyone gravitate towards him. The magic of his conversation, the sweetness of his manners, acted like electricity upon, those who associated with him. When he was in your presence you could never open your mouth; you would only hear him talk, laugh and break your sides with laughter. He was a universal favourite. Once met he was always and ever afterwards, "Hail fellow, well met."*

Modhu was generous and noble-hearted. There was no gall or acrimony in his soul. Without a trace of rancour or vindictiveness, his nature partook largely of the divine grace of forgiveness. The scurvy treatment that Degumber Mittra (Raja)† dealt out to him would, in any other case, have led not only to open rupture but to a mortal severance, but Modhu forgave and forgot, as if nothing had occurred. He was above all boyish bickerings and altercations even in early youth. There

* As an instance of his winning ways, I may mention that once, when I asked the late Raja Chunder Nath Ray of Nattore, the first Bengali political Attache, to pass an evening at my garden, he wrote to me, before coming, to ask my permission to bring Michael Modhu with him. He was not aware that Modhu was one of my oldest and dearest friends. When we met, Modhu, as usual, ran with open arms to embrace me. Chunder Nath told me how the chance acquaintance of an hour had given rise to a deep attachment between them, and how he felt that without him there could be no enjoyment, specially in a party like the one we had.

† Vide Some of Modhu's letters to Vidyasagar in the Text.

occurred not a single ripple to disturb the even course of our uninterrupted friendship during thirty-two years. The current of geniality and cordiality perennially flowed from his heart. I recollect that, when sorely vexed, on one occasion, at an instance of his recklessness, I took him to task so severely as to hurt his feelings, he kept quiet and did not speak to me for a while, but the moment we next met he was as sweet and serene as ever. He was never morose or moody, but always cheerful and lively, humorous and jocular. He was charitable to a fault.

He rode roughshod through his patrimony, for the sake of an idea—the fulfilment of his life's dream—a visit to England.

His Talook which one Mohadeb Chatterjee, with somewhat like unfair means, got out of him, and which yields to the present proprietor an annual income of six thousand rupees, was parted with for a song, in a moment of desperate need. He was improvident, unworldly, unbusiness-like in the extreme. His wife was helpless in his presence, quite powerless to restrain him from extravagance, or check him in his imprudence. Poor lady! What could she do? She forgot everything, as he stood by her side, as she looked up to his face, the face of the idol of her heart, the idol she adored and worshipped with all the fondness of womanhood. It is a pity that such a fortune as his parents, notwithstanding his apostacy and cruel desertion of them, left him, should have been dissipated and that he should have died a pauper's death in a public hospital! And my heart breaks to think of the scenes I saw before death closed her and his eyes. I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the rooms of the Uttarparah Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu shut up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and sufferings; "afflictions in battalions" were the words he uttered. I knelt

down to feel her pulse and temple; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice, "Look to him, tend him, leave me alone. I care not to die." Before I could insist on their immediate removal to Calcutta for better medical treatment, Modhu told me he had arranged to start on the morrow for Entally in the suburb of that city. She, an English woman verified, by her prior death by about 70 hours, the Hindu adage that no faithful wife (সাধ্বী-স্ত্রী) lives to be a widow. May her memory be perpetuated by her only surviving son, a promising young man, Albert Napoleon Dutta, Assistant Sub-Deputy Opium Agent.

Calcutta,
3 Bysack's Lane, May 1892.
Babu Jogindra Nath Bose,
&c. &c.

Your sincerely,
Gour Das Bysack.

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।

শুভাশিষঃ সন্তু। চুঁচুড়া।
১৭ই এপ্রিল, ১৮৯৩।

স্নেহাস্পদ যোগীন্দ্র,

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দুকলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দুকলেজে ৭ম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্‌কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত-প্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজিওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল, কিন্তু, ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী

সহিল না ; একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতল কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন তিনি বরং শ্লোকটিও আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল ; তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল ; দেখিলে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটির পর একেবারে আমার নিকট আসিয়া, সেক্‌হ্যান্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার।" ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া, একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন। আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন: গায়ে, মাথায় ধূলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোন দিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই ; মধু আমায় তজ্জন্য কোন দিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয় আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল: সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই, সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ টাকার হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ; ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুন্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে, আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায়, আমাকে মধুর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

৫ম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সমপাঠী আমরা একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্য পূর্ব্বের ন্যায় তখনও অক্ষুণ্ন। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত; কিন্তু আচার-ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্তা হইত না। সেসকল বিষয় আমার নিকটে সযত্নেই গোপন রাখিত। কখনও কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু সে দিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখের চুলগুলো বড়, ঘাড়ের চুলগুলো ছোট। আমি বলিলাম, "একি করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস্ (genius); জিনিয়াস্ যারা, তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চূড়া, কি সাত চূড়া, কি ন' চূড়া কাটিয়া আসিতে, তাহলে যাহোক একটা নূতন রকম কিছু হইত; তা না করিয়া ফিরিঙ্গীর মতন চুল কাটিয়া আসিয়াছ। এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটী ভাল নয়।" আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান হইতে গিয়াছে; শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে, মধুর সঙ্গে আমার

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ; মধু খৃষ্টান হইবে, খৃষ্টান হইবার দিকে তাহার মন গিয়াছে, এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও আমায় কোন দিন বলে নাই; তাহার ভাবগতিক দেখিয়াও আমি ইহার অনুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইল, কথা সত্য নহে ; আবার মনে হইল, যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভালবাসা কই জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে ত মধু আমাকে এ বিষয়ে একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েকজন মিলিয়া কলেজের ছুটির পর মধুকে দেখিতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ামে রাখিয়াছে ; সেখানে আমি ও আমাদের সমপাঠী গৌর একত্রে গেলাম, কিন্তু দেখা হইল না। পরে মধু যে দিন খৃষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিশপ্স কলেজে গমন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে মুখের ভাব, সে চক্ষুর জ্যোতিঃ কোথায় ? মধুর পূর্ব্ব আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

বিশপ্স কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মান্দ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথা উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল, "আমার প্রণীত 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী' নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।" বাস্তবিকই আমার মা অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। তরল সৌন্দর্য তাঁহার ছিল না ; যে সৌন্দর্যে প্রকৃত মাতৃভাব ব্যক্ত হয়, সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই তাঁহার ছিল

আমি মধুর পত্রের জবাব দি ; কিন্তু ইহার পর হইতেই পরস্পরে সংস্রব বেশী না থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও কমিয়া যায়। কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায়, ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য, একটী প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দি এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটী কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে। মধু ও আমি যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

নর্ম্ম্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত; কিন্তু সেই মধু কিছু-কাল পরেই আমার নর্ম্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়েই, মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদবধ কাব্য, অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমিই নর্ম্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

মধুর সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিলেও উভয়ের স্বভাবে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ; আর বোধ হয়, প্রকৃতিগত সেই প্রভেদ ছিল বলিয়াই ওরূপ বন্ধুত্ব জন্মিতে

পারিয়াছিল। মধুর বুদ্ধি বিদ্যুতের ন্যায় যেন চারিদিকেই খেলিত ; আমার সেরূপ কিছু ছিল না। "উত্তর রামচরিতে" আত্রেয়ী ও বনদেবতার পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে কবি ভবভূতি লিখিয়াছিলেন, "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ-গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।" আমাদের উভয়ের ঠিক তাই হইয়াছিল ; মধুর বুদ্ধি বিশদ মণির ন্যায় ছিল —প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।

মধু যে সকল বিষয় আমাকে খুলিয়া বলিত, তাহারও অনেক বিষয় লইয়া আমাদের মতভেদ হইত ; কিন্তু প্রায়ই ওরূপ স্থলে মধু শেষে আমারই মত গ্রাহ্য করিত। একবার কলেজে ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটী প্রতিযোগী পরীক্ষা হইবার কথা হয়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে বাবু রামগোপাল ঘোষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধু প্রথমে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত মিলিয়া ঐ পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইল ; বলিল, "বাঙ্গালীর দত্ত পুরস্কারের জন্য আবার পরীক্ষা দিব কি?" আমি বলিলাম, "মধু ও কথা ঠিক নয়, বাঙ্গালীর পুরস্কার বলিয়াই পরীক্ষায়-প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" মধু শেষে স্বীকার পাইয়া উক্ত পরীক্ষা দেয় এবং পরীক্ষায় আমরা উভয়েই পারিতোষিক পাই। মধু পায় সোনার মেডেল, আমি পাই রূপার মেডেল।

হিন্দুকলেজে তখনকার অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নামে একটি বৃত্তি সংস্থাপিত হয়। মধুও সাহেবের অভিপ্রায়ের পোষকতা করিয়াছিল ; কিন্তু আমি বৃত্তি স্থাপনের পরিবর্তে প্রতিকৃতি সংস্থাপনের প্রস্তাব ভাল বলিলে, মধু আমার প্রস্তাবেরই অনুমোদন করিয়াছিল।

মধু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত। এমন কি, সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, "তোমরা আমার জীবন চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।" আমি মধুর এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই। দুঃখের বিষয় হেয় অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং বিজাতীয়পথ অবলম্বন হেতু, মধুর সেই প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়া সর্ব্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে বিকসিত হইতে পারে নাই ; ফলতঃ অন্য পথে না যাইয়া দেশীয় পবিত্র নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া চলিলে মধু স্বীয় প্রতিভা ও উদ্যোগিতাবলে স্বদেশের মহদুপকার সাধন করিতে পারিত এবং সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয়গ্রাহী হইত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক

সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মার কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে প্রকৃতির হস্তবিনির্ম্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু, পবিত্র মানবরত্ন ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত এবং কবির চক্ষে "নিমেদত্তের" আদর্শীভূত।

ইহার কিছুদিন পরে মধু "হেক্টরবধ কাব্য" রচনা করে এবং আমাকে কোন কথা না জানাইয়া, পুস্তকখানি আমারই নামে উৎসর্গ করে। এতদিন পরস্পরে সংস্রব রহিত থাকিলেও আমার প্রতি মধুর বরাবরই যে একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ ব্যাপার তাহারই প্রমাণস্বরূপ বই আর কি?

শুভার্থী
শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লিখিত।

দেবগৃহ, ১৯এ পৌষ,
ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

প্রিয়তম যোগীন্দ্র,

তুমি আমায় আমার বাল্যের সহাধ্যায়ী কবিবর মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছ। আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি যে তোমায় অধিক কিছু লিখিয়া দিতে পারিব, সে সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তোমাকে প্রায় সমস্তই মুখে বলিয়াছি। আমি যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, মধুসূদন তখন আমার সঙ্গে পড়িতেন। তখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগে তিন শ্রেণী ও কলেজ বিভাগে দুই শ্রেণী মাত্র ছিল। এই দুই শ্রেণী এখনকার কলেজের চারি শ্রেণীর কাজ করিত। মধু যখন কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি অতি নিভৃতস্বভাব ছিলেন। দুই একটি বন্ধু ব্যতীত কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। আমারও সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না। প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এইরূপই হইয়া থাকেন। আমার স্মরণ হয়, তিনি একদিন ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় গিয়াছিলেন, আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি মিল্টন হইতে এত

কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, যে আমি, নিজে ইংরাজী কবিতা খোর্ ও অনেক ইংরাজী কবিতা মুখস্থকারী হইয়াও, আশ্চর্য হইয়া গেলাম ও তাঁহার নিকট পরাভব মানিলাম। তিনি হিন্দুকলেজের সেকেন্ড ক্লাসে থাকিতে থাকিতে খৃষ্টীয়ান হইয়া যান, তৎপরে বিশপ্স কলেজে পড়েন ও তৎপর অনেক দিন মান্দ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি ১৮৬০ সালের শেষে যখন মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসি, তখন সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন, মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরী চাঁদ মিত্রের অধীনে হেড্‌কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ঐ লেখালেখি আরম্ভ হয়। আমি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে (তখন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই) ঐ বাক্য সম্বন্ধে লিখি যে, উহাতে মিল্টনের Gandeur and Sublimity আছে ; সেই চিঠি তিনি মধুকে পাঠাইয়া দেন। এই বিষয়ে উক্ত রাজার সহিত পুনঃপুনঃ পত্র লেখালেখি হওয়াতে, মধু আর থাকিতে পারিলেন না ; আমার তাঁহাকে পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। আমি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ইন্ডিয়ান ফিল্ড নামক পত্রে সমালোচনা করি। মধু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই তিন সর্গ আমার অভিপ্রায়ের জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া কলিকাতায় আসি এবং আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, "কবে আমি দেখিব" 'মধুসূদন-বদন-সরোজং'। আমি জয়দেব হইতে ঐ সংস্কৃত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সে দিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের একটা প্রুফ দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "My dear Raj, will not this make me immortal?" আমি বলিলাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক কবি আত্মশ্লাঘা, দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন;—

* * * *

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং।
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং॥

আবার বলিয়াছেন ঃ—

যদ্গান্ধর্ব্ব কলাসু কৌশল মনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেক তত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতং
তৎ সর্ব্বং জয়দেব পন্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মাঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

হাফেজ্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশ মন্ডল তাহাতে

সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার উপর তারকা স্বরূপ মুক্তাফল বর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিন্তু কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে রহস্য করিয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যদ্বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া, মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের পর বলিলাম, "যে আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে, যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপ হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ; আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলে না, এইজন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁষিয়া থাকা কর্ত্তব্য।" তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যে দিন আহার করিব, সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই দিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটী ফিরিঙ্গী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন ও বিদায় লইবার সময় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক, তাঁহার হৃদয় প্রেম ও স্নেহে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল।

এই সাক্ষাতের পর মধুর সহিত আমার যে সকল পত্র লেখালেখি হয়, তাহা পূর্ব্বে সুরভিতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তোমার গ্রন্থেও তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে যে পত্র লিখেন, তাহা তাঁহার শেষ পত্র। তাহাতে আমাকে লেখেন, Take care of my fame! তুমি এই জীবনী প্রণয়ন দ্বারা তাঁহার যশ রক্ষা করিয়াছ। আমি এই জীবনী প্রণয়ন কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান দ্বারা তাঁহার যশোরক্ষা কার্যের ভাগী হইয়া, তাঁহার অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি; ইহা আমি শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করি। মধু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কলিকাতায় আমার সঙ্গে তাঁহার বড় দেখা হইত না। তখন আমি মাথাঘোরা পীড়ায় অত্যন্ত পীড়িত। তবে প্রতিবাসী বন্ধুগণের বাটীতে কখন কখন দেখা হইত। একদিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে আমরা কয়েকজন বন্ধু বসিয়া আছি, সেই সময় তিনি Wordsworth's Sonnet in praise of the Sonnet এমন করিয়া আবৃত্তি করিলেন, যে আমরা বিমোহিত হইলাম। মধুসূদনের সম্বন্ধে আমার সকল স্মৃতিই মধুময়।

স্নেহশীল

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

The Prasad
1st December, 1892.

My Dear Gour,

You have asked me to give a few reminiscences of our Poet, Michael Dutt. I wish I could give you many, for I am sure anything said of Michael will prove interesting. The difficulty however of bringing back to mind recollections of "auld lang sine" is great. Nevertheless there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details : well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgatchia Villa where the stage had been set up for the performance of the "Ratnavali". Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you" said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember", I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

in Bengali, beginning with the lines "Oh!" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But", I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in

it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow", he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True", said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass", said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added, "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then", I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." *** "Done", said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgatchia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his want, he asked me "How I liked his specimen verses?" "Like then?" said I, "why, they are simply charming; you have won the bet I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said, "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said, "Well, now our friend, Michael, must com-

plete his little poem as soon as possible." "Certainly", said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existence. By way of a complaint the little volume was dedicated to my humble self and the original Manuscript was also handed over to me. This, as you know, is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Rinecke and Co., the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the *pose* or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for sometime, and the idea went out of the poet's head.

I am afraid, I have spun a somewhat tediously long yarn about this incident but here my story ends.

Yours sincerely
Joteendro Mohun Tagore.

Babu
Gour Das Bysack.

Reminiscences of Michael Madhu Sudan Dutta

By

Raja Peary Mohan Mookerjee

My Dear Sir,

The few weeks that Mr. M. M. Datta was here he was in a very weak condition. He could not take any exercise or devote any time to reading. His disease was chronic Laryngites. I gave him Kali-Bich. 3rd and Hep. S. 6th but with no effect. He was

also for sometime under the treatment of the local Assistant Surgeon with no better success. He spent most of his time in bed or in a reclining chair and sometimes took a short walk on the terrace or on the varandah. He was then a complete wreck of his former self, but he did not even for a moment lose his natural cheerfulness of disposition or show any irritability of temper. On the contrary he was always ready to amuse his visitors with a smart anecdote or humorous saying. The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja the idea struck him that he could be happily compared to a street hydrant of the Calcutta Waterworks. Anybody who chose had only to pull it by the ear and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few month's service. He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta began to grow worse after he felt the Raja's service. He did not hope to survive the illness and was fully resigned to his fate. The only subject on which he sometime showed any anxiety was the future of his wife and children.

Uttarpara
The 10th September, '92.

Yours very truly
Peary Mohan Mookerjee.

Babu

Gour Das Bysack.

My Recollections of Michael Modhu

I

With one foot in the grave in my 70th year, I gaze on the infinite prospect before me, but my view ends in a cul-de-sac.

Behind me lies the Retrospect, with scenes behind scenes in lengthened perspective. In it, I find the best resource to *kill time till time* kills me.

Turning my mental telescope, I see a far off, in 1840, Modhu "diminished into a boy" of 15 or 16. His white clothing deepening his complexion, he looks very like an Etniop boy. But see "Othello's visage in his mind." The light from within peers through his eyes. He approaches, and hands me a copy of the *Bengal Spectator*. We take our seat on the steps of the Sanskrit College, facing the *Gol-digi*, Modhu draws my eyes to a little poem of his—the first-born of his mental progeny. It is a sonnet, in which form a callow pupil is at first apt to court the Muse in imitation of his professor D. I. R. Here let me pay my humble tribute to that beloved tutor, who by his example incited many of us to literary adventures.

Modhu has taken up to describe a night scene, in which among other things he thus alludes to the starts—"Night holds her Parliament." The happy expression at once becomes a "fond record in the tablet of my memory, and still holds a seat there"—fifty years have not been able to efface it.

Shakespeare has "the floor of heaven is thick inlaid with patines of bright gold." Byron addresses the stars as the "poetry of heaven." Modhu in his teens, gives a proof of close poetic kinship. The Aryan by race, is Aryan, too, in thought and expression. I was Modhu's senior. I too liked poetry. But I never knew the way to Castaline. My head was a prose quarry without a vein of poetic gold. Modhu's was a Helicon quarry. There lies the distinction between genius and scholarship.

The next is a very different scene from Parnassus to "Pegasus in pound" at Modhu's house, in Kidderpur. Gour and I set out for there on a summer day after sundown. Modhu has asked us to a treat. His *Pilau* was the Czar of dishes.

Long years then elapsed, making a gap. The friends of youth were dispersed in Life's wide world. Modhu having strayed from his father's roof into the Redeemer's fold, was at one end of India, in Madras. I rusticated amidst the fens and bogs of Jessor.

Some twenty years after the last interview, we met again

at Belgatchia, in 1858. The Belgatchia Villa recalls a host of associations. But one circumstance is of itself enough to consecrate the spot—the rise there in our day of the Bengali theatre. The names of Rajas Pratap Chandra Singh and Issur Chandra Singh cannot die from the memory of those who took a part in the reproduction of Sriharsha's *Ratnavali*. *Sagarika* was losing charm by repetition, when Modhu came to the rescue with his Sarmistha.

My next recollection may come rapping at the door of memory, but I shall not find its way out to the world.

The last recollection, dated 1872, relates to a case in the Burdwan Judge's Court, in which Modhu was on one side, and Babu Romanauth Law on the other. It was a passage at arms between a barrister and an attorney, in which the Calcutta Old Post Office Street had the better of the Inner Temple. Law and letters bear no homogeneity. The poet and the lawyer are at each other's antipodes.

Modhu fully justified his name—he was all মধু, all that endeared one to another. No gall or acrimony in him—he was never on stilts, and always in slippers. The smile was ever on his face. He seemed to be under inspiration for twenty-four hours. Not merely was he liked by all with whom he came across, but regarded with friendship and affection. His best friend wished only that he had known a little more of the art of making money. Necessity obliged him to take to law, in which he was out of his element.

I ought not to conclude my paper without a little say about Modhu's poetry. It is to be viewed from two stand-points. He first courted the outlandish English Muse. Next he courted the indigenous Sarasvati. In his 26th year, he entered upon his first poetic adventure—the *Captive Ladie*. It rose as an aurora borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengali poets such as Kasiprosad Ghosh, Rajnarain Dutt, Guru Churn Dutt, O. C. Dutt and others. Modhu distances them all. He was to the Hindu community what Derozio was to the East Indian.

Both of them held out great promised that were destined to remain unfulfilled. It seems that the melodramatic tales in English poetry,—Scott's *Lady of the Lake*; Byron's *Giaour, The Bride of Abydos and Lara*; Southey's *Kehama*; and Moore's *Lalla Rookh* influenced their young minds to pour out their first effusions—the one in his *Fakeer of Jungheera*, and the other in his *Captive Ladie*. But they were eminently national in choosing national themes. The tale of the *Captive Ladie* is founded upon circumstances once common in the land, but unknown in our days. It relates to the abduction of Princess Sanjukta from her father's palace at Kanauj by the heroic Prithiraj of Delhi. The Hindu history of that period teems with instances of as heroic courage, as great love of country, and as patriotic devotion; as we read of in Grecian or Roman history. Modhu tells the tale with a little variation and historical inaccuracy. But he fails not to do justice to the ancient Chivalry of India—to the bucklered knights and barons bold of ancient Delhi.

His *Visions of the Past* is decidedly an imitation of Byron's Dream. Byron stands on "a gentle hill,"—Modhu stands in "a bower bosomed on a mount." Byron saw "two beings in the hues of youth"—Modhu saw "two beings pent in each other's arms in balmy rest." Changes come over the spirit of Byron's dream—so are there shiftings of the figures in Modhu's phantasmagoria, of course, Byron's concentration and energy of expression—his "thoughts that breathe and words that burn", are too much to expect from Modhu. But his pictures are not a little spirited, and "his beings" interest us more than Byron's "beings". Let us consider these efforts as imitative of what had caught the youthful ear and fancy. But if such were his early and immature productions, what might have been the fruits of his ripened talents,—how far he might have soared, had he continued in his courtship of the European Muse, it is not easy to say.

Modhu exchanged old Pegasus for the Indian Pakharaj. He gave up his addresses to Calliope, and turned an admirer of, and lost his heart to Saraswati. In plain words, Modhu took to writing in his native tongue.

There are four ears in Bengali literature. 1. That of Chaitanya's followers; 2. That of Raja Krishna Chandra Rai and his literary proteges; 3. That of Dr. Carey and his Serampur contemporaries; and 4. That of Ram Mohun Roy and the Tatwabodhini Sabha. Modhu created the 5th era. Pundit Iswara Chandra Vidyasagara did not create an era. He wrote practical, off hand, catch-penny books that have not left a mark. Modhu deserves the first rank among our Bengali poets. Vidyapati, Chandidas, Mukundaram, Bharat Chandra, Ramprasada, Nidhu, and others, have all written little better than brilliant commonplaces that are more the products of art than of inspiration—that show more constructiveness than enterprise and invention. Like Pope and his imitators, they are mostly clever versifiers,—good rhymers, but no true poets. They entertain us with fine metrical lines, but their writings, wanting in variety, resemble the entertainment given to Pompey, in which were a variety of dishes, but all made out of one hog—nothing but pork differently disguised. Taking their stand upon their ancient native soil, they all work out of the same mine—that of Hindu myth. Their hobby is broken to pace only in a certain groove. But Modhu's Pakharaj is an adventurous courser into new fields and pastures. It is because that not only he had been nursed in native milk, and been suckled by his mother geniuses Valmiki, Vyasa and Kalidasa; but that he had been the guest at the banquets of other illustrious hosts who regaled him with many foreign dainties and delicacies, and opened up to him new horizons from which streamed new light, with new tints of colouring. His taste was refined by those critical canons of the West, the like of which does not exist in Sanskrit rhetoric.

Modhu announced a new era to the Bengali lyre. He introduced the blank verse. Indeed, our Sanskrit has been so melted down, refined, and moulded that not only our laws, but also our dictionary, have been transmitted in the harmony of verse. Perhaps, they of old were of opinion, like Johnson, that blank verse was "verse only to the eye", and therefore loved to in-

dulge in the jingle of rhyme. Modhu has taken a new ground altogether and founded a new school. His *Meghnadbadha* is an "adventurous song"—a "thing unattempted in verse" by any bard of his native land. From an European point of view, he has achieved a remarkable triumph.

Modhu's English poems are to be regarded as proofs of his versatile powers. His fame rests upon his Bengali poems. These are many, among which *Meghnadbadha* holds the first rank. It is a chip of the epic-block—an epic torso, conceived without the beginning and the end. We are not to decide his merit by reference only to his originality. His Bengali words are cast upon the European model, and we are to see how far he has succeeded in introducing improvements borrowed from Western literature. I regret that I have not time for a leisurely review of his *Meghnadbadha* from this stand-point. I can, only, simply say that the story has great purity from the gross inventions and exaggerations of the Pauranic writers. Modhu has kept all the great epic authors of Europe in his view, and has very successfully imitated Dante and Milton in his description of the infernal regions. Ugolino gnawing the scalp of his enemy; the Stygian Council at Pandemonium, Sin in her formidable shape, Death weilding a dreadful dart, Night and Chaos holding eternal anarchy, have all been closely imitated. Orpheus and Ulysses revert to the mind as Rama, accompanied by Maya-Devi, visits our poets Inferno. The pictures are not plagiarisms,—they are sufficiently originally, graphic, and spirited.

Nothing could exceed the pleasure as his *Vrajangana Kavya* afforded me. It is the production of a refined intellect. By the side of Jayadeva's spiritualized Radha, Modhu's Radha has a "more terrestrial mould." But his cloud, *Jamna-bank, Peacock-female, Echo, Usha,* and others, are pure and beautiful abstractions, that show that the sensibility of his nature was not blunted by the world. The poem is a charming pastoral, wanting only the rich harmony of the sonorous Sanskrit of the *Gita-Govinda.*

It is much to be regretted that his life-voyage was not smooth-

sailing, but a struggle with buffets and vicissitudes. Law must have dulled his sense of the sights and sounds of beauty around him, "Chill penury froze the genial current of his soul." And he must therefore be regarded to have died as it were an "in glorious Milton" leaving behind buds and blossoms, but no ripened fruit—the lucubration of ease and leisure. It were to be wished that with his spirit so gentle and meek, his mother-wit so deep, he had always warbled on the branch of Poesy, like the

> "Sweet bird! whose bower is ever green,
> Whose sky is ever clear,
> Who has no sorrow in his song,
> No winter in his year!"

Calcutta, Bholanauth Chunder.
5th June, 1892

II

One more recollection that comes to my mind, is the following—Kissory Chand Mitra was Magistrate when Modhu returned from Madras. He returned like a true poet, without a six-pence in his pocket. One Mr. Tucker, choosing to go away from the Police to the Small Cause Court, made room for Modhu to be taken in as Interpreter by Kissory. Modhu's pay was Rs. 120 a month—just enough for his *dal-bhat*. Kissory treated Modhu in the spirit of a friend, and not of a superior. In this Kissory was an honourable exception to most Bengalees in power, who are generally tyrants over their nation. Poor fellow! when he was in hot water, Modhu and Harish Mukerjee came to his help. They drew up all the necessary papers for him. They advised him to ask for a Commission. Ramgopal Ghosh very much condemned this step, and lamented Kissory's mistake in taking no better advice than from two flaming young spirits.

Modhu then lived close by the Police, and walked in a trice to his office. He lived in the small two-storied house on the

Chitpur Road, just to the east of the new Police building. Here, he wrote his *Sarmistha, Padmavati, Tilottama, Meghnadbadha, Krishnakumari* and others. The spot ought to be memorable in our literary annals. Modhu, I have been told, used to dictate to three or four amanuenses together. He moved about in the room, and told each in his turn what he was to write. To carry so many and so different matters in his head, all at the same time, is possible only for a genius.

Like every one else, I wished success to Modhu as a barrister. But I always thought he had made a mistake. He was a soul "guileless beyond imagining". No "cuteness" for his profession in him. His worldly experience was nil. He had a low, broken, husky voice that failed to make impression. He looked only at the bright side of things. The case he was engaged in at Burdwan, gave me the most convincing proofs of his failure from all these causes. He was a round man in a square hole not in respect of law only but every walk of life. The leaden dead-weight was of him only when he was on his wings to Muse-land. Like Gold-Smith's vicar, who "travelled from the blue bed to the brown", Modhu was good only for poetry to pleasure, and pleasure to poetry.

I very well remember Modhu's appearance at College. He was then a slim tallish youth, who won friends by an engaging smile and address. The last time I saw him at Burdwan in 1872, he looked a shorter man by his having grown sideways. His abdomen had bulged out, and his thick sensuous nether lip, hung out a little too much. Not only the heavy appearance was without vigour, but that he had lost also much of his sprightliness spirit. The effect of a bottomless appetite for fun, for frolic, and adventure had told, and his way of life was "fallen into the sear and yellow leaf."

Modhu very much lacked control over his impulses. He cared little for the cold properties of the world, and thinking too much of himself, affected originality in all that he did. Conscious of his destiny, he spent his force in frivolity, and holding his true powers in reserve, waited only for a call to

action. Luckily that call came, and proving true to his promises, he justified himself.

Modhu had a regular field-day in the arena of Bengali literature, and over-came Himalaya-high prejudices against his Interloperism. Generally, he is considered to be the creator of an epoch simply by his introduction of the blank-verse and sonnet. But he has opened also an age of taste and correctness. He has taught us to leave off our native narrow invention, and to restrain our prurient imagination in conception and expression. He has put new blood into the veins of the Bengali Muse, and galvanized her with spirit. They say he has sinned by his not doing due justice to Rama. But the great Vidyasagara has not sinned the less, whose wailing, weeping, and would-not-be-comforted Rama in the *Sitarbanabasha*, appears to be a caricature, like that of Homer's heroes in Shakespeare's *Troilus* and *Cressida*. Milton's *Adam* was "unused to the melting mood." So far as my memory serves me at the present moment, I recollect Ravana to be a great fighting hero, and Lachmana a great moral hero. Rama performed no other heroic feat than having taken up and broken the ponderous *Haradhanuk*. He killed Ravana by stealth of the *Mrittusara-bana*, which reads like an Anglo-Indian stratagem in the Punjab war. His heroism is taken *upon assumption—it is an apriori conclusion* based upon the idea of his incarnation. Rama is the great Brahmanical hero, but he did not come up to Modhu's ideal. By conservatism, he would have pleased his countrymen, but outraged his own instincts.

Calcutta,
2nd September, 1894. Bholanath Chunder

Reminiscences of Michael Modhu Sudan Datta
by
Babu Rashbehari Mukerjee.

Mr. Michael Modhu Sudan Datta came twice to Uttarpara, once in 1870 and the second and last time in 1873, to live in

the first floor of the Public Library house. On both these occasions his wife and children accompanied him. During the first visit, and indeed, all through that sojourn of about three months, could be easily perceived, that his buoyant and cheerful spirit, and his gay, lively manner amid the wreck of his fortune and the pinch of poverty, had not for a moment left him. That frankness or enthusiasm of manner which the Frenchman calls abandon was then, as it had been before, pre-eminently his own. At that time, one often heard him repeat, with unbounded nigh, blind admiration, passages from his favourite Dante and Milton, Shelly and Byron, and sing his never-to-be-stale song of Dave Carson's "*Bengali Babu*". But when, in 1873, disease had been hurrying him to an untimely grave, and the gradual and conscious waste of vital power had given him warning that his end was near, a far different picture of the man, the poet, and the *galantuomo* presented itself. Then all cheerfulness was gone, and those grand black eyes of his shone no more with the light of day, but were dimmed and dejected as it were by the sad thought of his long home, and if ever one chanced, on occasion, to find in them their former brightness, it was the sheen of the tear-drop, rather, where of they were then often so full. Like Dr. Johnson, Mr. Datta had a peculiar dread of death. He feared death not because the judgement day would be too severe for him, but because he, of all mortal men, was most unwilling to leave the world which he loved and liked so well. The thought of the fate of his wife and children, and, more especially, of the education of the latter distracted him. A fonder husband and a fonder father it is difficult to find anywhere I believe.

On a dark evening (it was about a week or ten days before his death), the two sons playing in the parlour, Mr. Datta himself lying on the broad of his back upon a bedstead, constantly spitting blood, Mrs. Datta lolling on a sofa, Sarmistha and myself squating on the matting, and talking glibly of native medicines and the diseases of women, a low murmur, as of pain, was heard, and suddenly Mrs. Datta ceased to speak. The poor

lady had a swoon. Mr. D. who lay prostrate and incapable of moving tried to rise up, but could not. "Alas! Mrs. Datta is gone", he cried, "God bless you my boy, save her." Saying this he burst into a flood of tears. In about half an hour Sarmistha and I succeeded in restoring her to her senses. Thereupon, as the tears of joy and the tears of the grief and pain and anguish mingled together in his eyes, the fast dying poet waxed poetic, beginning, in the floweriest language, to recount his past deeds and misdeeds; and calling to me, and holding me by both the hands, imploringly said,—"My dear good fellow! Your Library garden, I fear, will be my grave, perhaps also my wife's. But I pray you, take care of my boys and see that they are well educated; that is my last request. As your elder, I beg of you never to drink, never to eat ham or beef—there have been my ruin." "Mr. Mukherji", interrupted Mrs. Datta, "for Heaven's sake put my two sons in some English School, and see that they receive good education."

Mr. Datta was of so proud a nature that on days when he had literally no victuals he would ask us to send native dishes, saying he had not tasted them for many a year, but never for once so much as hinting that he went without food.

His gratefulness was boundless, in fact, he delighted to acknowledge services in the most glowing and enthusiastic terms. To three persons, Pandit Iswara Chandra Vidyasagara, Mr. W. C. Bonnerjee and Maharani Swarnamayi, he used daily and hourly to acknowledge that he was indebted beyond all hope of repayment.

Of his then attending physician and old chum, the late Dr. S. R. G. Chakravarti, he often said, in a tone of bitter contempt,—"Chuck has ruined me, he has not spared me a single fee."

He was an admirer of Bharat Chandra the poet, but prided himself on being by far his superior as a poet.

He was open and frank enough to admit his own failings, and his sins, committed in youth. Money which he said he had

never cared to make, meant to him but as an effective means of enjoying life, than which he thought, there was no other use of it. He was a dutiful follower of *Charbaka* and *Epicurus.*

He never believed that as a lawyer and counsel he had been unsuccessful. The claims of poetry, he thought, were higher, and that it was not in his grain to gnaw the dry bones of law, of *Weekly Reporters* and such like.

Of his conversational powers one single instance is typical. Of an evening, a Mr. Alexander Allerdyce—then Sub-Editor of the *Serampur Friend of India*—paid him a visit. From 6 o'clock in the evening to half past nine Mr. Datta was engaged in describing to him his travels in Europe. For the time being, I really forgot that I was listening to a Bengali gentleman speaking the "Queen's English undefiled." The vivid and life-like pictures, too, of the scenes and places he had seen that he gave Mr. Allerdyce, seemed to me truely grand and sublime.

He was conscious and proud of his merits as a poet and a dramatist and had an ardent love of belles letters. He was an admirer of the Hamiltonian system of teaching languages. French which was the vehicle of conversation with his wife and children. he may be said to have completely mastered. To the best of my recollection, he spoke French for more fluently than English. Moliere, Racine, Fenelon, Lamartine, and Victor Hugo were his favourite French authors.

He was intensely fond of music. One afternoon Mr. D. wanted to have a little music. His wife played on the piano, and his daughter Sarmi (so he fondly called her) sang an English song based on Dicken's Dombey and Son. The mother who had a clear, sonorous, melodious voice, joined her. Mr. Datta who had been hitherto leaning against the piano, fell to dancing, till at last, he got so enraptured that big drops fell in torrents down his cheeks, and he hugged his darling Sarmi. and kissed her. Music over, I asked him, in wonder, how English songs which to the run of natives of India sounded like articulate, rhythmic howls,

captivated him so mightily! "I am Europeanised", he replied, "as regards music; but of course. I like Bengali songs, if not so well, at least well enough to bear to hear them sung for hours, at a stretch."

I once proposed to him to place himself and his lady under the treatment of the late lamented Kaviraj Romanath Sen. "I beg your pardon", he said, "I consider it derogatory to submit to native treatment: that will be lowering myself in the eyes of the community I belong to."

At one time during his last illness, he was so utterly in want that he begged of me in the most delicate terms to get his wife's two best Paris gowns, worth £70, sold at any price.

Mr. Datta was greatly offended with any one who in the course of reading or conversation in English pronounced a Bengali name in the tame native fashion. "It mars the genius of the English language", he would complain, "you sacrifice the rhythm of it."

Sanskrit he considered a very stiff and unmelodious language. Of all sciences he was passionately fond of *Astronomy* (of course popular); and had a deep seated dislike of Mathematics. For the Germans as a nation of accurate scholars he had great admiration. The French, whom perhaps he loved more than his own nation, he estimated the most refined *dilettantes* in the world, The English he called boors.

Mr. Datta never forgave any Bengali man who did not know his mother-tongue thoroughly well. He was a great smoker especially of cigarettes. Of the Rev. G. C. Mitra he could not say in adequate terms how he considered him, far and away, the best Greek scholar in India. His motto in Sanskrit was

"শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ং।"

9. 1. 88

বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।

To

Babu Jogindra Nath Bose, B.A.

My dear Jogindra Babu,

I wish I had the satisfaction of having contributed my mite of information for the first edition of your Life of Michael Modhu Soodan Dutt, but unfortunately an opportunity for it did not come in my way in time. However, as you now wish to utilise, in the second edition of the life, the correspondence which passed between that eminent poet and my humble self, on the subject of the drama, I have great pleasure in sending you, herewith, 15 of Modhu's letters to my address, being his only letters with me now, (his other letters having been either destroyed or mislaid), a synopsis of Drama called "*Rizia*" which he intended to write, together with a copy of one of my letters to him, which seems to have been accidentally preserved. My other letters to him ought to be among his papers, which you have no doubt secured.

You ask me also to give you some of my recollections of our friend, the poet. From my close intimacy with him at a time when his genius was in its highest state of development, and having had innumerable opportunities, during that time, of coming in contact with him, I ought to be in a position to supply you with at least some anecdotes regarding him, which may be interesting in his biography; but unfortunately as I look back along the *vista* of nearly three score years and eight that I have passed, the farthest retrospect appears enveloped in a mist. There is no doubt a vivid fact here, or a bright event there, relating to Modhu, which peeps out of the dim scene, but in the narration of most of these I have been either forestalled in the text of the biography, and in the Reminiscences of the poet contained in the Appendix, or they are small trivialities, unworthy of being placed before your readers. Under these circumstances, there are only a few facts and observations, concerning the subject of

your biography, which I can offer for your acceptance. They are the following :—

My reminiscences of Michael M. S. Dutt begin from the year 1846. About the letter end of that year, on a Sunday, I, in company with some fellow teachers of the Seal's Free College, went on a pleasure trip down the river, in a boat, as far as the Botanical Garden, at Sibpore. After visiting the garden, we went to see the Bishop's College, which is close by. There we met Michael who seemed to be greatly rejoiced on seeing us. He very obligingly conducted us through the several apartments of the college, and then came with us to our boat, where he remained in our company for over an hour. We parted at nightfall. He was then about 22 or 23, and our interview, short as it was, enabled me even then to observe in him unmistakable signs of a great mind. His amiable and highly intelligent countenance, his fascinating manners, his lively conversation, his ready wit, and above all, his inexhaustible fund of information on literary subjects, all went to show him as one far above the ordinary run of the educated natives of the time, and made an impression in my mind, which time has not been able to efface, It was thus at the Bishop's College that I saw our friend Modhu for the first time. Since then we did not see each other, until his connection began with the Belgatchia Theatre in 1858.

There is little left for me to say regarding the performances of "*Ratnaboli*", and "*Sharmistha*" at the Belgatchia Theatre. After the last performance of the latter play that Theatre was virtually closed. It is true that the two farces "একেই কি বলে সভ্যতা" and "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" were written by our friend Michael for the Belgatchia Theatre, but they were not acted there. This may provoke enquiry, and would require an explanation. That explanation can be given only by two persons now living. The first is our respected Maharajah Bahadur Sir Jotindra Mohun Tagore, and the second my humble self. But as the Maharajah has not touched that point in the memorandum, I think it incumbent on me to say a few words by way of explanation.

After the farces were printed at the expense of the Rajahs of Paikpara, and the characters were cast, the rehearsals commenced. But an adverse circumstances occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the "Young Bengal" class, getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "Young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chunder Singh was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at Belgatchia Theatre. This circumstance was not made known to our friend, Michael, who pestered me with repeated enquiries why the farces were not taken up in earnest by the Belgatchia dramatic corps. Is it because we all think that they are not well written? I could only give him an evasive reply saying, that as one farce exposes the faults and failings of "Young Bengal", and the other those of the old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre. This circumstance drew from Modhu the remark in one of the letters to me "Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!"

I may mention here *inter alia* that after this affair about the Bengali farces, Rajah I. C. Singh made every preparation for having some English farces* acted on the boards of the Belgatchia Theatre, and rehearsals actually commenced. The persons who took parts in these farces were the Rajah himself, Babu,

---

* "Prince for an hour," "Power and Principle," and "Fast train, high pressure, express."

latterly Rajah, Rajendra Lall Mitter, Babu Dinanath Ghose, my humble self, and one or two other amateurs. Babu (now Maharaja Bahadur Sir) Jotindra Mohun Tagore all along opposed to the acting of English plays or farces on the boards of a Bengalee Theatre. However the untimely death of Rajah I. C. Singh on the 29th March, 1861 put an end to the project for ever. Our Belgatchia Theatre was broken up.

Michael's "*Pudmabatee*" which was written immediately after his two farces, was not written, like his "*Sharmistha*", for the Belgatchia Theatre and was not acted in any theatre until after his return from England. It was produced on the boards of the Bengal Amateur Theatrical Society (now no more) at Burtola, No. 246 Chitpore Road, on the 14th September 1867. This performance was followed by a *Jattra* "পদ্মাবতী", based on the play, in the house of the Dutt's of Wellington Square.

Simultaneously with the two farces, or soon after, Michael commenced to write another play "সুভদ্রা হরণ" (vide his letter to me) but probably did not proceed beyond the second act, because he did not find any countenance from the Rajahs, who had then almost closed their Theatre.

The next play that he intended to write was "*Rizia*" a drama, partly in blank verse, with Mahomedan characters. He sent me a synopsis; but to this also I could not hold our any hope of success in acting, as would be seen from my letter to him. It was in this letter that I suggested to him to look for the subject of a drama in the history of the Rajputs. He took my suggestion, and found the plot for his "কৃষ্ণকুমারী". He then wrote to me, "For two nights I sat up for hours, pouring over the tremendous pages of Tod, and about, one A. M. on Saturday, the Muses smiled. As a true realiser of the Dramatists conceptions you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord! what a romantic Tragedy it will make!" So fondly however, he clung to the idea of writting his "*Rizia*" in blank verse that when he had nearly finished his "কৃষ্ণকুমারী", he wrote to me in one of his letters,—"We ought to take up Indo-Mussulman subjects.

The Mahomedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunities for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours." In the same letter he wrote again, "After this we must look to '*Rizia*'. I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up." Even after his return from England in 1867, he talked to me of "*Rizia*" and "*Rizia*" only, but he did not live to write it.*

I owe your readers one more explanation, that about "কৃষ্ণকুমারী". Why was it not acted at either the Belgatchia or the Pathuriaghatta Theatre? This is my explanation :—

---

* সুলতানা রিজিয়া সম্রাট আল্‌তামাসের দুহিতা এবং কুতবুদ্দীনের দৌহিত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট ইঁহার নাম সুপরিচিত। মুসলমান নর-নারীগণের চরিত্রে মনুষ্য-প্রকৃতির কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবার আশায় মধুসূদন রিজিয়া নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিরূপ ভাবে তিনি ইহা রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যথাস্থলে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সাধারণ কথোপকথন অংশ গদ্যে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভাবাত্মক অংশ অমিত্রচ্ছন্দে লিখিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। রিজিয়ার পাণ্ডুলিপির দুই একটি খণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি স্বগত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। রিজিয়ার বাগদত্ত স্বামী আণ্টুনিয়া, রিজিয়ার অসৎ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বলিতেছিলেন ;—

"হা বিধি অধীর আমি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া ?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্ব কথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুণ, জিজ্ঞাসি তোমারে !
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণীরূপ ধরি,
মুহুর্মুহু দংশে আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে ?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায় ? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে ?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল ?
এ হেন সুবর্ণ দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি !
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে ?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহা বলে
ভুলি তোরে, ভূতকাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্ময়ে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)

After writing the first two or three acts of "কৃষ্ণকুমারী" Modhu wrote to me several times to procure an assurance from Rajah I. C. Singh that he will have it acted at the Belgatchia Theatre, as otherwise it will be useless waste of his time and labour, but the Rajah was too ill at that time, and the Theatre was almost given up. I told Modhu so. He next asked me to induce Babu (now Maharaja) Jotindra Mohun Tagore, if possible, to give such an assurance, that he may be encouraged to proceed with the play. I applied to the Babu, and succeeded in getting him to promise that he will bear the charges of printing the play; but as to its being acted, he said that he could hold out no hopes then, as he had at that time no stage of his own. Modhu,

---

জ্ঞানোদয়ে ? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম-মদে তুই ; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে ?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে ! হয়ত মারিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহা জ্বালা—দেখিব কি ঘটে।
কি কাজ জীবনে আর ! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে ?
কি সাধ জীবনে আর ? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে ? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে ?
হা ধিক্ ! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা !
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপিয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীর-পরাক্রমে।
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশার দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিঠুরা
দাবানল শিখারূপে নিঠুরে পোড়ালি !
পণ রে বিয়রে তোর, তুই কাল ফণী।

on hearing from me what the Babu had said, wrote to me thus :—Many thanks to you and to Jotindra Babu, though I was not particularly interested in getting the work printed. That I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted, and acted by such an actor as your noble self. The play would be an experiment, and unless well supported by great histrionic talents, could not be expected to create any very great sensation." Although he said this, he lost no time in completing the play, which was printed about the letter end of 1861, Maharaja J. M. Tagore, of course, paying the printing charges. Rajah Issur Chunder Singh had died before "কৃষ্ণকুমারী" was printed. Michael Dutt did not stay many months in Calcutta, after the publication of that play. He left for England about the middle of 1862. The Pathuriaghatta Theatre was opened in the early part of 1866, and continued in all its splendour for not less than 7 years. It was in 1869 or 1870 that Maharajah Jotindra Mohun, though not bound by a previous promise, made every arrangement for having "কৃষ্ণকুমারী" acted at the Pathurighatta Theatre, but the strong objection of his late revered old mother, to the tragic end of the heroine being represented within the sacred precincts of a Hindu dwelling, stood in his way, and he had to abandon the idea.* It is, however, a significant fact worthy of note, that the Bengalee language is no less indebted to the kind patronage of the Maharajah, than to the eminent genius of Michael M. S. Dutt, for its first tragedy properly so called, and its first poem in blank verse.

I must not omit to mention here that though "একেই কি বলে সভ্যতা" and "কৃষ্ণকুমারী" failed to find a favourable reception at the Belgatchia or the Pathuriaghatta Theatre, they met with an enthusiastic welcome from the "Shobha Bazar Theatrical Society". The farce was acted there in 1865, and the tragedy in 1866.

These are the only few incidents and remarks that I have

---

* It is on account of this superstitious dread of ill omens that the last tragic Scene of *Dukso Jojno* is not allowed to be performed in Jattra in private Hindu houses.

to communicate to you. I must now take leave of my friend, Michael Modhu Sudan Dutt, with a few words about his intellectual capacities, and his general character, which, from my intimate acquaintance of him for a period of seven years of the most important stage of his life, I had ample opportunities of studying. His intellectual capacities were of a high order, and rose above the level of ordinary run. His clear judgment, his quackness of comprehension, and the marvellous rapidity with which he could compose a play or a poem, are proofs of the vigour of his transcendent intellect. From a trivial incident he could mature a gigantic plot, with the rapidity of lightning. Materials, how insignificant soever they might be, were to him sufficient to build up a stupendous structure. One would wonder how he could store up in his mind a *thesaurus* of literary information, such as he was master of. As a man he was often swayed by frantic impulses, which sometimes led him astray. These impulses never left him till his death, and may be said to have been the true cause of all miseries and their train, which visited him and his family. Added to these was his thoughtlessness for to-morrow which almost brought him to the brink of starvation. As a private man, his disposition was peaceful, and his manners were amiable and kind to a fault. Patiently he bore insults and abuses, but never offered them to others. He knew not to retaliate wrongs. Like Oliver Goldsmith he squandered his last pice to leave nothing for himself and family. Such was Mr. Michael Modhu Sudan Dutt. May his soul rest in peace!

With kind wishes,

1, Gossain's Lane,
Calcutta.
November, 1894.

Yours very Truly,
Keshub Chunder Gangooly.

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ

সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট

যোগীন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর পরে মধুসূদন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ফলে যোগীন্দ্রনাথের কোন কোন উক্তি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আবার কোন কোন উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের দেওয়া অস্ফুট ইঙ্গিতকে আমরা নবাবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে স্ফুট করে তুলতে পারছি। এই জাতীয় বিষয়গুলির সম্বন্ধে নীচে বিশদভাবে আলোচনা করা হল। আগেই এদের মধ্যে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আমরা বই-এর পাদটীকায় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছি।

মধুসূদন ও হেনরিয়েটা

(দ্রঃ পৃঃ ১১৬)

হেনরিয়েটা যে মধুসূদনের বিবাহিতা স্ত্রী নন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে মধুসূদন গৌরদাস বশাককে এক চিঠিতে লিখেছেন, "I have a fine English wife (অর্থাৎ রেবেকা) and four children"। কিন্তু, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে তিনি হেনরিয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে 'বেণ্টিঙ্ক' জাহাজে চড়ে কলকাতার দিকে রওনা হন। মাত্র এক মাসের মধ্যে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিণয় হওয়া সম্ভব নয়। মধুসূদনের সঙ্গে হেনরিয়েটার আনুষ্ঠানিক বিবাহ যে হয়নি, তার চূড়ান্ত প্রমাণ ব্রজেন্দ্রবাবু সংগ্রহ করেছেন ২৪ নভেম্বর ১৮৮৯ তারিখে গৌরদাস বশাককে লেখা রাজনারায়ণ বসুর একটি চিঠি থেকে। তাতে রাজনারায়ণ লিখেছেন,

"The Madras secret, I believe,is that Modhu eloped with the lady with whom he lived as [man and] wife but this, myself and my son knew before I corresponded with you about Modhu's life. You did not tell me anything about it."

(সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, মধুসূদন—পৃঃ ২৯, সংশোধন ও সংযোজন—পৃঃ ৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য।)

এই তথ্য আমাদের কাছে নবাবিষ্কৃত বলে মনে হলেও, এটি যে যোগীন্দ্রনাথ বসুর অবিদিত ছিল না, তা বর্তমান গ্রন্থ (পৃঃ ১১৬—২০) থেকে পরিষ্কার

বোঝা যায়। মধুসূদন যে হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেছিলেন, এ কথা যোগীন্দ্রনাথ লেখেন নি ; তিনি লিখেছেন, "পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সেই মহিলাকে (হেনরিয়েটাকে) পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন।" রেবেকাকে মধুসূদনের "পত্নী" বলে যোগীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট করেছেন ; হেনরিয়েটা যে তাঁর "সহচারিণী"(পৃঃ ৪৯৮) এ কথা বলে যোগীন্দ্রনাথ এই ইঙ্গিত রেখেছেন যে, হেনরিয়েটা মধুসূদনের পরিণীতা পত্নী নন। যোগীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন, "তাঁহার (মধুসূদনের) বৈবাহিক জীবনের ব্যবহার ও তাঁহার সমাজনীতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ফল।" এবং "হতভাগ্য কবি বায়রণের ন্যায় হতভাগ্য কবি মধুসূদনেরও জীবন অশান্তিময়, কলঙ্কময় কবি-জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।"

মধুসূদন-কাঙ্ক্ষিত খ্রীষ্টান কুমারী কে ?

(দ্রঃ পৃঃ ৯৬)

মধুসূদন কেন খ্রীষ্টান হলেন, তার অন্যতম কারণ যোগীন্দ্রনাথ বসু এইভাবে নির্দেশ করেছেন,

"তাঁহার পরিচিতা কোন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।. খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল।"

যোগীন্দ্রনাথের এই কথা সত্য কিনা, তা বলা যায় না। এর স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণও দেননি। এই "খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকা" কে হতে পারেন, তা অনুমান করার মত কোন তথ্যও আমাদের হাতে নেই। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয়, যোগীন্দ্রনাথ এই খ্রীষ্টান কুমারীকে বাঙালী বলেন নি।

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধুস্মৃতি' বই-এ এই খ্রীষ্টান কুমারীর পরিচয় খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, ইনি হলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা "দেবকী"। এই মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তা আমি অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ এর 'সমকালীন' পত্রিকায় (পৃঃ ৩৮৯—৯৪) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম। নীচে ঐ প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলাম। প্রবন্ধটির (পাদটীকাগুলি সমেত) কোথাও কোন পরিবর্তন করা হয় নি। কেবল সর্বশেষ পাদটীকাটি নতুন।

মধুসূদন ও "দেবকী"

শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্পে পড়েছিলাম—"কারণ"-রসিক এক জমিদার ঘটা করে তাঁর মেয়েব বিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও আসলে তাঁর কোন মেয়েই ছিল না।

এটা নিছক গল্প। শুধু গল্প নয়, হাসির গল্প। কিন্তু গুরুগম্ভীর গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেকটা এই ধরণের একটি বিষয় অবতারিত হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। বিষয়টি এই—মধুসূদন দত্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা "দেবকী"-র প্রেমে পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন ; শেষ অবধি অবশ্য এ বিবাহ হয়নি। (কেন হয়নি, সে সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন মদ্যপান ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় কৃষ্ণমোহন তাঁকে কন্যাদান করতে সম্মত হন নি ; আবার কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী খ্রীষ্টান হয়েও ব্রাহ্মণত্বের গৌরব ছাড়তে পারেন নি, তাই তিনি কায়স্থের পুত্র মধুসূদনকে জামাতা করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে দেন নি)।

এই বিষয়টি নগেন্দ্রনাথ সোম প্রথম লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে। মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণেব তিনটি কারণ নগেন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন ; তার মধ্যে একটি এই—

"রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাগের দেবকী নাম্নী রূপবতী, বিদূষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। এ বিবাহে কন্যার পিতারও আপত্তি ছিল না : কিন্তু তিনি মধুসূদনকে সুরা-পান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পান-দোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।" (মধুস্মৃতি, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪-৪৫)

এর বহু পরে বনফুল তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে এই বিষয়টিকে অন্যতম উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। বনফুলের পরে আরও কয়েকজন নাট্যকার মধুসূদনের জীবনী নিয়ে নাটক লেখেন, তাঁরাও দেবকীকে ও মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর প্রেমকে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন।

সম্প্রতি মধুসূদন-দেবকীর প্রেম 'সিরিয়াস' গবেষণার মধ্যেও স্থান লাভ করেছে এবং কয়েকজন মনস্বী গবেষকের কাছে এই প্রেম ঐতিহাসিক ব্যাপার বলেই স্বীকৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী বাণী রায় (মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা, পৃঃ ৯০-১০১ দ্রষ্টব্য), ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত (কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, পৃঃ ২৫-২৯ দ্রষ্টব্য) ও শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের (সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ,

১৩৭৩, পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য) নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে কলকাতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান 'মধুসূদন-রচনাবলী' প্রকাশ করেছেন, তারও সম্পাদক পূর্বোক্ত ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত। এই 'রচনাবলী'র সম্পাদকীয় ভূমিকায় (পৃঃ চোদ্দ) ক্ষেত্রবাবু লিখেছেন, 'মধুসূদনের খ্রীষ্টান হবার অন্যতম শক্তিশালী কারণ যে দেবকী, তাতে সন্দেহ নেই।'

ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তির গুরুত্ব মোটেই খর্ব করা চলে না। কারণ হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা 'মধুসূদন-রচনাবলী' পড়বেন, তাঁদের অনেকেই যে ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মধুসূদন-দেবকীর প্রেম-কাহিনীকে নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নেবেন, তাতে কোন সংশয় নেই।

কিন্তু আসলে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বিভূতিভূষণের গল্পে বর্ণিত "কারণ"-রসিক জমিদারের "মেয়ের বিয়ে" যতটা সত্য, মধুসূদন-দেবকীর প্রণয়-প্রসঙ্গও ঠিক ততখানিই সত্য। নীচের আলোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খ্রীষ্টান হন। ঐ সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ২৪শে মে, ১৮১৩ খ্রীঃ) বয়স মাত্র ৩০ বছর। তাঁর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবীর[১] (জন্ম সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রীঃ)[২] বয়স মাত্র ২৩ বছর। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহন ও বিন্দুবাসিনীর যে সমস্ত সন্তান হয়েছিল, তাঁদের সম্বন্ধে দুর্গাদাস লাহিড়ীর লেখা 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন' (১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত) বইয়ে (পৃঃ ২৬-২৭) এই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়।

"…কৃষ্ণমোহনের চারিকন্যা। ইতিপূর্বে তাঁহার একটি পুত্র সন্তানও জন্মিয়াছিল; কিন্তু অতি শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। কন্যাচতুষ্টয়ের জ্যেষ্ঠার নাম কমলমণি ও মধ্যমার নাম দৈবকী।…অপর কন্যাদ্বয়ের তৃতীয় কন্যার নাম

১। কৃষ্ণমোহনের স্ত্রীর নামকে বহু লেখক ভুল করে 'বিন্ধ্যবাসিনী দেবী' লিখেছেন।

২। বিন্দুবাসিনী দেবীর এই জন্মতারিখ তাঁর সমাধি-ফলক থেকে সংগ্রহ করেছি। বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর মৃত্যুর পর শিবপুরের বিশপ্‌স কলেজের সমাধি প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে এই সমাধি-প্রাঙ্গণ বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সীমার মধ্যে—ক্লক টাওয়ারের উত্তরে অবস্থিত। এই সমাধি-প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের দেওয়ালের ধারে বিন্দুবাসিনী দেবীর সমাধি রয়েছে (কৃষ্ণমোহনের সমাধি এর পাশেই); এর উপরে মর্মর-ফলকে লেখা আছে—

'IN MEMORY OF
BINDU BASHINI DABEE
WIFE OF REV. DR., KRISHNAMOHUN BANERJEA. D.L.
BORN SEPTEMBER 1820, DIED 8th MARCH 1866,
AGED 45 YEARS, 6 MONTHS.

মনমোহিনী ও চতুর্থ কন্যার নাম মিলি।...কৃষ্ণমোহনের এই কন্যাগুলি সমধিক লাবণ্যবতী। জ্যেষ্ঠা কমলমণির লাবণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে বিবাহ করেন।[৩] অপর কন্যাত্রয়ের মধ্যমা দৈবকী সেল সাহেবের, তৃতীয় কন্যা মনমোহনী প্রসিদ্ধ হুইলার সাহেবের, এবং চতুর্থ কন্যা মিলি ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সহিত পরিণীতা হন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কয়টিই সুশিক্ষিতা। তন্মধ্যে মনমোহিনী শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা, স্ত্রী-বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য কন্যার প্রকৃত নাম 'দৈবকী'—'দেবকী' নয়। তিনি কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় কন্যা এবং জনৈক 'সেল সাহেবের' সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

এখন দেখা যাক, দৈবকীর সঙ্গে মধুসূদনের প্রেম সংক্রান্ত কাহিনীটি ইতিহাসের বিচারে টেকে কিনা।

কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; সুতরাং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগে গর্ভে সন্তান ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ; কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণমোহনের কাছে ছিলেন না, পিতৃগৃহে ছিলেন ; ১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলন কোন মতেই সম্ভব ছিল না, কারণ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু-সমাজের বিরাগ উদ্রেক করে সমাজচ্যুত ও আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এর এক বছর দু'মাস পরে—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং তারও তিন বছর বাদে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনের সাহায্য নিয়ে বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন ও তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন।[৪]

৩। পরম আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন, 'জ্ঞানেন্দ্রমোহনের (খ্রীষ্টান হয়ে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করার ব্যাপারে) সাফল্য এ বিষয়ে তাঁকে (অর্থাৎ মধুসূদনকে) উৎসাহ যুগিয়েছে।' কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন মধুসূদনের ন' বছর পরে—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান হন এবং তারও এক বছর পরে—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং তাঁর 'সাফল্য'এ বিষয়ে মধুসূদনকে উৎসাহিত করতে পারে না। গবেষণায় রত হবার আগে বিভিন্ন ঘটনার সাল-তারিখগুলো একবার দেখে নিলে ক্ষেত্রবাবু ভাল করতেন।

৪। কৃষ্ণমোহনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় যে সমস্ত সাল-তারিখ এখানে ও এই প্রবন্ধের অন্যত্র নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি এই তিনটি প্রামাণিক বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

(ক) 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন' দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত (১২৯২ বঙ্গাব্দ)।

(খ) A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea, by Ramachandra Ghosha (1893).

(গ) সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত (২য় সংস্করণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণমোহন ও তাঁর স্ত্রী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একত্র বাস করতে সুরু করেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণিই যদি তাঁদের প্রথম সন্তান হয়, তাহলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে তার জন্ম হতে পারে না। যদি ধরা যায়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই কমলমণির জন্ম হয়েছিল এবং তার ঠিক পরের বছর (১৮৩৭ খ্রীঃ) দৈবকীর জন্ম হয়েছিল, তা হলে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময় (১৮৪৩ খ্রীঃ) দৈবকীর বয়স হয় মাত্র ছ'বছর। বলা বাহুল্য, মধুসূদন ছ'বছরের মেয়ের প্রেমে পড়ে খ্রীষ্টান হতে পারেন না।

আসলে, দৈবকী যে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেরও পরে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ আছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পত্রের[৫] (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য) সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, কৃষ্ণমোহনের প্রথম সন্তানই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিল। ঐ পত্রে কৃষ্ণমোহন—ভারতীয়রা নারীদের সন্তান প্রসবের সময় ইউরোপীয় ডাক্তারদের, এমনকি 'অনভিজ্ঞ কপিরাজেরও' সাহায্য না নিয়ে মূর্খ দাইদের সাহায্য নেয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন—

"ক'এক দিবস হইল আমার ভার্য্যার অপত্যপ্রসব কাল প্রাপ্তে কি কর্ত্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই।"

এরপর কৃষ্ণমোহন লিখেছেন যে, স্ত্রী আসন্ন প্রসবা জেনে তিনি 'মাকষ্টন' নামে জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তারের সাহায্য নেন, এবং ঐ ডাক্তারের সুচিকিৎসার গুণে "দশদিনের মধ্যে প্রসূতিকা ও প্রসূতি সুস্থ হইয়াছিল।"

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের "ক'এক দিবস" আগে কৃষ্ণমোহনের এই সন্তানটি জন্মগ্রহণ করে ; সন্তানটি যে কন্যা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ কৃষ্ণমোহন তাকে 'প্রসূতিকা' বলে অভিহিত করেছেন! এর মাত্র বছর দেড়েক আগে কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রথম মিলন ঘটে। সুতরাং এইটিই যে কৃষ্ণমোহনের প্রথম সন্তান, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণমোহনের এই সন্তানটি যে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণি, তার আরও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে, ১৮৫২ খ্রীঃ) কমলমণির সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিবাহ হয় (সাহিত্য-

৫। অধ্যাপক নীতিশকুমার বসু তাঁর 'মধুসূদন হইতে শ্রীমধুসূদন' বইয়ে সর্বপ্রথম পত্রটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাধক চরিতমালা, ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৪, পাদটীকা)। কমলমণি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকলে বিবাহের সময় তার বয়স হয় পনেরো বছর এক বা দুই মাস। কমলমণির যে তখন ঠিক এই বয়সই ছিল, তা জানা যায় তার বিবাহ উপলক্ষে লেখা এবং বিবাহের সময় প্রকাশিত তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের (চন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র) একটি ব্যঙ্গ-কবিতা থেকে। কবিতাটির কয়েকটি চরণ আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি—

ভূতির মা বলে দিদি রয়েছিস কি সুখে ;
বড় হলো মিসি বাবা * * উঠলো বুকে ॥
বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে।
জ্ঞানেরে অজ্ঞান করে আনিয়াছে হরে ॥

(মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬১-থেকে উদ্ধৃত।)

বলা বাহুল্য, এই কবিতায় উল্লিখিত 'মিসিবাবা'=কমলমণি, 'বিবি'= বিন্দুবাসিনী দেবী, 'সাহেব'=কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'জ্ঞান'= জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবিতাটির 'বড় হলো মিসিবাবা ** উঠলো বুকে'— চরণটিতে ** দিয়ে যে শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে, সেটি অনুমান করে নেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। এই চরণটি থেকে বোঝা যায়, কমলমণির দেহে তখন সবেমাত্র যৌবনসঞ্চার হয়েছে, অর্থাৎ বিবাহের সময় কমলমণির বয়স পনেরো বছরের মত।

সুতরাং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমলমণির জন্ম হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অতএব তার অনুজা দৈবকীর জন্মসাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন' বইয়ে (পৃঃ ২৬) লিখেছেন যে দৈবকীর এবং কৃষ্ণমোহনের আরও কোন কোন সন্তানের জন্মস্থান 'হেদুয়ার ধর্মালয়' অর্থাৎ ক্রাইস্ট চার্চ। ক্রাইস্ট চার্চ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য) এবং কৃষ্ণমোহন ১৮৩৯ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার অধ্যক্ষ ছিলেন, চার্চের সংলগ্ন বাসাতেই তিনি থাকতেন। সুতরাং দুর্গাদাস লাহিড়ীর উক্তি অনুসারে ১৮৩৯ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দৈবকীর জন্ম হয়। দুর্গাদাস লাহিড়ী যখন 'আদর্শ-চরিত।

কৃষ্ণমোহন' লেখেন (১৮৮৫ খ্রীঃ) তখন দৈবকী সশরীরে জীবিতা[৬]। সুতরাং দৈবকীর জন্মস্থান এবং জন্মসময় সম্বন্ধে দুর্গাদাস ভুল কথা লিখতে পারেন বলে ভাবা যায় না।

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময়ে দৈবকীর বয়স তিন চার বছরের বেশি ছিল না। ঐ সময়ে দৈবকীর জন্ম হয়েছিল কিনা, তা-ই সংশয়ের বিষয়।

যাঁরা 'দেবকী'র প্রেমে পড়ে মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করেন, তাঁরা গৌরদাস বশাক[৭] ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর কোন কোন উক্তিকে নিজেদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু গৌরদাস ও যোগীন্দ্রনাথ কোথাও একথা লেখেন নি যে, মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন; এরকম অসম্ভব কথা লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁরা মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন ও দৈবকীর সমসাময়িক ব্যক্তি। 'দেবকী'-বাদীরা গৌরদাস ও যোগীন্দ্রনাথের উক্তিকে নিজেদের খেয়ালখুশিমত ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা একটা কথা ভুলে যান যে, মধুসূদন যদি সত্যিই

৬। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea বইয়ে রামচন্দ্র ঘোষ (Ramachandra Ghosha) কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, 'By his wife he had several children of whom three are still living. His eldest daughter preceded him last in his departure to another world.' এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণমোহনের জীবদ্দশাতেই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণি পরলোক গমন করেছিলেন, কিন্তু অন্য তিনজন কন্যা—দৈবকী, মনোমোহিনী ও মিলি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। কমলমণির মৃত্যুর কথা দুর্গাদাস লাহিড়ীও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কিছুদিন হইল…কমলমণির কাল হইয়াছে।' ('আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন' পৃঃ ২৬ পাদটিকা)।

৭। গৌরদাস বশাক লিখেছেন, "He (মধুসূদন) used to tell me that he would rather die a Benedict than wed an 'illiterate, uneducated, unsympathetic' girl, and in those days an educated female was a *rara avis* in our society, the one solitary exception being in the family of a native Christian Clergyman; but his hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud. "এই উক্তির সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসুর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিকে মিলিয়েই নগেন্দ্রনাথ সোম "দেবকী"কে পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু "Native Christian Clergyman" বলতে গৌরদাস যে এক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বুঝিয়েছেন, এরকম ধরে নেওয়া খুবই অসঙ্গত। সে যুগে আরও বাঙালী খ্রীষ্টান পাদ্রী ছিলেন, যেমন রেভারেণ্ড যদুনাথ। মধুসূদন ও গৌরদাস উভয়েরই সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে লেখা গৌরদাসের চিঠিতে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায় ('মধুস্মৃতি', ২য় সং, পৃঃ ৭১ দ্রঃ)।

কৃষ্ণমোহনের মেয়ের প্রেমে পড়ে খ্রীষ্টান হতেন, তাহলে তিনি কৃষ্ণমোহনের কাছেই দীক্ষা নিতেন; কিন্তু তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন আর্চডীকন ডীলট্রির কাছে। মধুসূদনের দীক্ষা গ্রহণের সময় কৃষ্ণমোহন সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। কৃষ্ণমোহন মধুসূদনের যে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন, তা পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণমোহনের ভূমিকা ছিল নিতান্ত গৌণ। আর একটা কথা, খ্রীষ্টান হওয়ার আগে যে মধুসূদন কোন বাঙালী মেয়েকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং 'বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে-গুণে কখনই ইংরেজ মেয়ের শতাংশের এক অংশ হইতে পারে না' বলতেন তা যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এর থেকেও বোঝা যায়, খ্রীষ্টান হবার আগে মধুসূদন দৈবকী বা আর কোন বাঙালী মেয়ের প্রেমে পড়েননি। আরও একটি জিনিস ভেবে দেখতে হবে যে কৃষ্ণমোহন যদি সত্যই মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে মধুসূদনের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের সৌহার্দ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হত। কিন্তু মধুসূদনের মৃত্যু পর্যন্ত সে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি খ্রীষ্টান হবার কয়েক বছর পরে একবার মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের বাড়িতেই উঠেছিলেন। এর অল্পকাল আগে এই কৃষ্ণমোহনই যদি মধুসূদনকে কন্যা দান করতে অস্বীকার করতেন, তাহলে মধুসূদন কখনই তাঁর বাড়িতে উঠতেন না।

যা হোক, দৈবকীর জন্মসময় সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, সেগুলি থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যে দৈবকীর প্রেমে পড়ে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার প্রসঙ্গ অলীক রূপকথা মাত্র। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই অলীক রূপকথাই আজ জীবনীকার, নাট্যকার ও গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে চলেছে।

হেনরিয়েটা কি বাংলা জানতেন?

(দ্রঃ পৃঃ ২৪৯)

১৫ মে ১৮৬০ তারিখে লেখা চিঠিতে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন, "Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her."

এর থেকে স্বতই মনে হয় হেনরিয়েটা বাংলা জানতেন।

এই ধারণার বিপক্ষে একটি কথা বলা যায়। মধুসূদন 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যের কতকাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন; সেটিই হয়ত হেনরিয়েটা পড়েছিলেন এবং তারই কথা হয়ত মধুসূদন রাজনারায়ণকে ঐ চিঠিতে লিখেছেন।

কিন্তু তা যদি হত, তা হলে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুর স্ত্রীর আগে হেনরিয়েটা 'তিলোত্তমা' পড়েছিলেন—এমন কথা কখনও লিখতেন না। কারণ রাজনারায়ণের স্ত্রী মূল 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' সম্পূর্ণভাবে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আর কারও ঐ কাব্যের অসম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ পড়াকে এক পর্যায়ে স্থাপন করা যায় না। অতএব হেনরিয়েটা বাংলা জানতেন এবং শুধু তা' নয়—বাংলা কাব্যও পড়তে পারতেন এবং মূল তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যই তিনি পড়েছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

মধুসূদন কি 'মায়াকানন' সম্পূর্ণ করেছিলেন?

(দ্রঃ পৃঃ ৪৭৮)

'মায়াকানন' নাটকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের যে ভূমিকা ছিল, তার থেকে জানা যায় যে মধুসূদন নাটকটি শেষ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ভূমিকা থেকেই আবার জানা যায় যে, প্রকাশের আগে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মায়াকানন'-কে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। ফলে 'মায়াকাননে' এখন মধুসূদনের লেখনীর পাশাপাশি ভুবনচন্দ্রের লেখনীরও স্পর্শ এসে গিয়েছে। 'মায়াকানন'-এর শেষ দিকটি খুবই দুর্বল এবং তার মধ্যে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। মধুসূদনের গোড়ার দিকের নাটকেও এমনটি দেখা যাবে না। এ সবই ভুবনচন্দ্রের কীর্তি বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা।